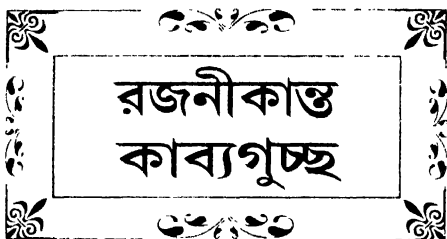
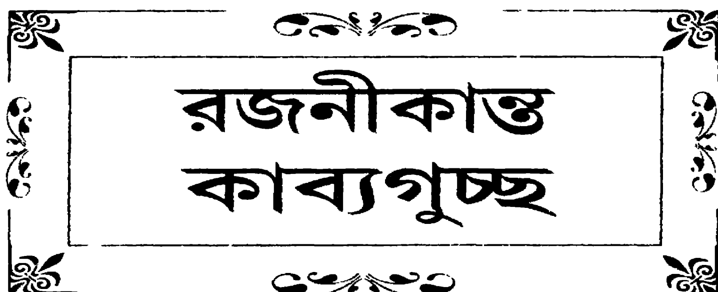

রজনীকান্ত
কাব্যগুচ্ছ



কান্তকবির 'ডায়েরি'সহ সমগ্র কাব্যগ্রন্থ
একত্রে এক খণ্ডে

রজনীকান্ত সেন —

সম্পাদনা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সহযোগী

অরুণা চট্টোপাধ্যায়



সাহিত্য সংসদ

RAJANIKANTA KAVYAGUCHCHHA
(Collected Works of Rajanikanta Sen)
Edited by : Biswanath Mukhopadhyay

প্রচ্ছদ : আশীষ দত্ত
প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

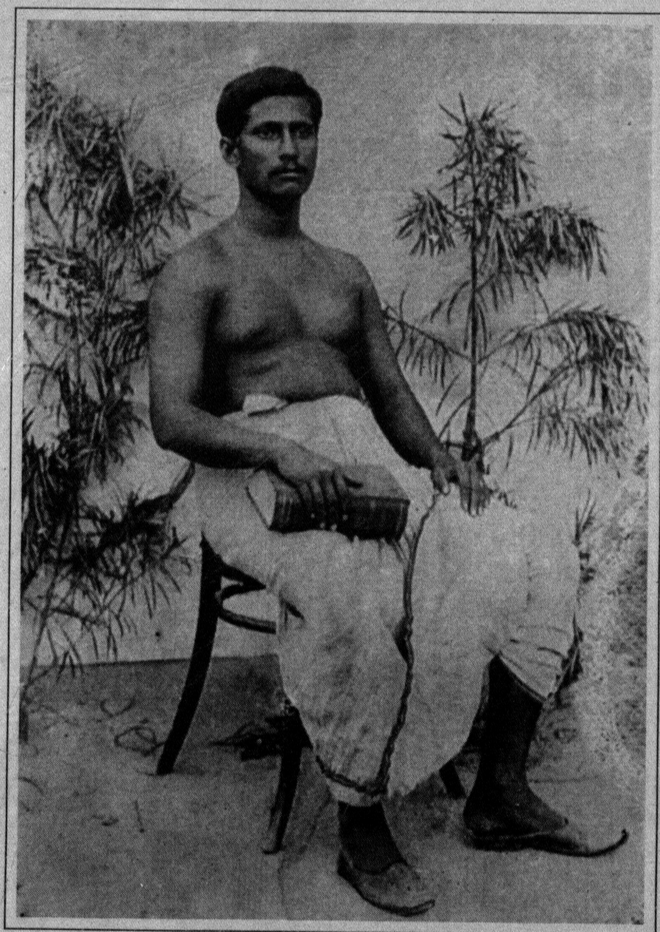
প্রকাশকের নিবেদন

স্বল্পায়ু জীবন (১৮৬৫-১৯১০) নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবশিষ্য রজনীকান্ত আজও সংগীতজগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবন-সীমার মধ্যে কাব্য-সংগীতের স্নিগ্ধ সুরধারার অভিনব বৈচিত্র্যে কান্তকবি দেশকে মুগ্ধ করেছেন। হাসির গান, ভক্তিমূলক গান, দেশপ্রেমের গান—এই ত্রিধারা সংগীতের এক বিমল সংগমে আপামর জনসাধারণ অবগাহন করে তৃপ্ত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন। এমন এক কবির পৃথক কাব্যগ্রন্থগুলি আজ বহুলাংশে প্রায়-দুষ্প্রাপ্য। বহু আয়াসে এই দুষ্প্রাপ্য আটখানি কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করে এই গ্রন্থের সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায় আমাদের প্রভূত উপকার করেছেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রবীণ কর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এই কাব্যগুচ্ছ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পরিশেষে আমরা কান্তকবির সম্পূর্ণ কাব্যগুচ্ছ প্রকাশ করতে পেরে গর্বিত। টীকাসম্বলিত কান্তকবির ডায়েরি এই গ্রন্থাবলীর অনন্য সম্পদরূপে বিবেচিত হবে আশা করি।

কলকাতা
জানুয়ারি ২০০০

দেবজ্যোতি দত্ত

সূচিপত্র



জন্ম ১৮৬৫ রজনীকান্ত সেন মৃত্যু ১৯১০

রজনীকান্ত সেন

(১২৭২ - ১৩১৭/১৮৬৫ - ১৯১০)

জীবনী

পাবনা জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে বৈদ্যবংশে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্ম হয় ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১২ শ্রাবণ বুধবার (১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুলাই)। পিতা ছিলেন সাব-জজ গুরুপ্রসাদ সেন এবং মাতা মনোমোহিনী দেবী। রজনীকান্তের পূর্বপুরুষদের আদি বাস ছিল ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার সহদেবপুর গ্রামে। রজনীকান্তের প্রপিতামহ যোগিরাম সেন ভাঙ্গাবাড়ির জমিদার যুগলকিশোর সেনগুপ্তের কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহ করেন। যোগিরামের মৃত্যুর সময়ে স্ত্রী করুণাময়ী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। স্বামীব মৃত্যুর অব্যবহিত পরে করুণাময়ী পিত্রালয়ে অর্থাৎ ভাঙ্গাবাড়িতে চলে আসেন এবং ভাই শ্যামকিশোর সেনের আশ্রিতা হন। এখানে রজনীকান্তের পিতামহ গোলোকনাথ সেনের জন্ম হয়। পিতৃহীন গোলোকনাথ মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হতে লাগলেন, সহদেবপুরে আর ফিরে গেলেন না। মামা শ্যামকিশোর ভাঙ্গাবাড়িতেই বসবাসের জন্য একটি বাড়ি এবং কিছু অর্থ তাঁর ভাগিনেয়কে দান করলেন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে গোলোকনাথের পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। সহদেবপুরে তিনি বিবাহ করেন। পত্নীর নাম অন্নপূর্ণা দেবী। গোলোকনাথের দুই পুত্র— গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ। গুবুপ্রসাদই রজনীকান্তের পিতা। গোলোকনাথ নিজে বেশিদূর পর্যন্ত লেখাপড়া শিখতে না পারলেও তাঁর দুই পুত্রকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে কোনোরূপ ত্রুটি করেননি। পুত্রদ্বয়ও প্রচণ্ড দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে অত্যন্ত পরিশ্রমে তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও বুদ্ধিবলে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। গোবিন্দনাথ রংপুর কালেকটরির সেরেস্তাদার কাশীনাথ তালুকদারের কাছে উত্তমরূপে বাংলা ভাষা শিক্ষা করার পব একজন মৌলবীর কাছে ফার্সি শিক্ষা করেন। তখনকার দিনে ফার্সিতেই অধিকাংশ সরকারী কাজকর্ম সম্পাদিত হতো। ফলে ফার্সিভাষায় শিক্ষিত গোবিন্দনাথ রাজসাহীর উকিল চৈতন্যকৃষ্ণ সিংহের মুহুরির কাজ পেলেন। বেতন মাসিক সাত টাকা। তখনকার দিনে আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেই লোকে ওকালতি করার অধিকার পেত। গোবিন্দনাথও ঐ পরীক্ষা পাস করে রাজসাহীতে ওকালতি করতে শুরু করেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি সুনামের সঙ্গে

ওকালতি করেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ভাঙ্গাবাড়িতে পিতা গোলোকনাথের ভাঙা কুঁড়ে-ঘরের পরিবর্তে পুত্র গোবিন্দনাথ দুই মহলের সুবৃহৎ দালানবাড়ি তৈরি করেন।

গোবিন্দনাথের ছোট ভাই গুরুপ্রসাদও ইংরেজী, ফার্সি ও সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। দাদার কাছে থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পেয়ে তিনি ঢাকা থেকে ওকালতি পাস করেন। প্রথমে রংপুর, দিনাজপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, কালনা, কাটোয়ায় মুন্সেফী করার পর বরিশালে সাব-জজ হন এবং কৃষ্ণনগরে বদলি হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। কালনা ও কাটোয়ায় থাকাকালীন তিনি সেখানকার বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটাতেন এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করতেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরাগবশত তিনি প্রায় চার শতাধিক ব্রজবুলি সংগ্রহ করে 'পদচিন্তামণিমালা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।[১] ভাঙ্গাবাড়ির সেন-পরিবার ছিলেন শাক্ত। কিন্তু রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্যে অত্যধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন। রজনীকান্ত তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> কি কোমল প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেমে উভয়ে [গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ] আজীবন বদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা দেখাইতে হইলে, এই দুই প্রকৃতির ভেদস্থান আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলা কর্তব্য হইবে; কারণ দুইটি প্রকৃতির ব্যবধান যত বৃহৎ, তাহাদিগের সর্বাঙ্গীণ মিলন তত মনোহর।
>
> প্রথম প্রভেদ, ধর্মবিশ্বাস। আমরা শাক্ত পরিবার। বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত, তাহাতে প্রচুর ছাগবলির ব্যবস্থা ছিল। পূজা এখনও আছে; কিন্তু সে প্রাণহীন পূজায় জগন্মাতার আবির্ভাব হয়, ইহা আমার বিশ্বাস নাই। যাহা হউক, বাবা কাল্‌না কাটোয়া অঞ্চলে যখন মুনসেফ ছিলেন, তখন বহু পরিমাণে বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। কৃষ্ণলীলার কীর্তন শ্রবণ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনগণের সরল পদাবলী অধ্যয়ন ও নিষ্ঠাবান্ প্রেমিক বৈষ্ণবচূড়ামণিগণেব সুখসংসর্গ, সমস্ত মিলিত হইয়া আমার পিতাকে অন্তরে অন্তরে বৈষ্ণব করিয়া ফেলিল। বাবা দুর্গোৎসবের 'বলিদান' দাঁড়াইয়া দেখেন বটে, কিন্তু নয়নতারকার অভ্যন্তরে তখন আর মন নাই, চিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে রাখিয়া জ্যেষ্ঠের আদেশে শূন্য নয়নে 'বলি' দর্শন করিতেছেন। . . . নিতান্ত অনিচ্ছায়, জ্যেষ্ঠের বিরক্তি ও অশান্তি উৎপাদনের ভয়ে, প্রসাদী মাংস ভোজন করিতেন; বৃথা মাংস কখনও ভোজন করিতেন না।[২]

সহজেই অনুমেয়, বড় ভাইয়ের 'প্রকৃতিতে তেজঃস্বিতা, অহঙ্কার, হটকারিতা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইত,' ছোট ভাই গুরুপ্রসাদ ছিলেন 'কোমল, নম্র, মাটির

---

১. ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'পদচিন্তামণিমালা' রাজসাহীর তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন কালনার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভগবানদাস বাবাজী এবং শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ভাগবত প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

২. দ্র. 'প্রতিভা', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)।

মানুষ। ... এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতি আজন্মপরিবর্ধিত সখ্যে মিলিয়া মিশিয়া, কোমল ও কঠোর, বিনয় ও গর্ব, গম্ভীরতা ও ঔদ্ধত্য কেমন করিয়া নির্বিরোধে ও স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিতে পারে তাহার উজ্জ্বল ও মনোহর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে।'

রজনীকান্তের মা মনোমোহিনী দেবী ছিলেন সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাগ্‌বাটি গ্রামের হরিমোহন সেনের কন্যা। তিনি গুণবতী, তেজস্বিনী ও ধর্মপরায়ণা। সুগৃহিণীরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। ভালো রান্না করতে পারতেন বলে সকলেই তাঁকে বলতো 'রান্নার জজ'। মনোমোহিনী দেবী বাংলা লিখতে ও পড়তে জানতেন। রামায়ণ-মহাভারত, সীতার বনবাস, সতী নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি পড়ে শেষ করেছিলেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের তিনি অতিশয় ভক্ত ছিলেন এবং বাংলা গদ্য ও পদ্যগ্রন্থ নিয়ে বালক রজনীকান্তের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বাল্যকালেই তিনি পুত্র রজনীকান্তের হৃদয়ে বঙ্গসাহিত্যপ্রীতির বীজ রোপণ করে দিয়েছিলেন। বালক পুত্র যে ছোট ছোট কবিতা বা ছড়া লিখতে শিখেছিলেন তা তাঁর মায়ের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল। পিতা-মাতার সাহিত্যপ্রীতির অসামান্য প্রভাব ভাবী জীবনে কাব্য-রচনার মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতির মুখোজ্জ্বল করেছেন।

সংগীতের প্রতি আসক্তি বাল্যকালেই রজনীকান্তের মধ্যে দেখা যায়। গান শুনে একাগ্রচিত্তে তিনি তার ভাষা ও সুর আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতেন। এই আসক্তিই ক্রমে অনুকরণ, অভ্যাস ও অনুশীলনের সাহায্যে বালক রজনীকান্তের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলেছিল। তাঁর স্মৃতিশক্তি যেমন ছিল প্রখর আবৃত্তির কণ্ঠও ছিল তেমনি অসাধারণ। পরবর্তীকালে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত রজনীকান্ত কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে বসে বাল্যকালে তাঁর স্মৃতিশক্তির কথা হেমেন্দ্রনাথ বক্সীকে জানিয়েছিলেন ঃ

> বই একবার পড়লে প্রায় মুখস্থ হতো, আমি তোমাকে একটা পরখ এখনও দিতে পারি। যে-কোনও একটা চারি লাইনের সংস্কৃত শ্লোক (যা আমি জানি না) তুমি একবার বলবে, আমি immediately reproduce করব। একটুও দেরি হবে না।

বালক রজনীকান্ত তাঁর কোনো-এক আত্মীয়াকে ছড়ায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন—

"শ্রীশ্রীশ্রীযুতা।
আমার জন্য এন এক জোড়া জুতা।"

রজনীকান্তের জন্ম পারিবারিক সচ্ছলতার মধ্যে কিন্তু তাঁর যখন দশ বছর বয়স তখন থেকেই এই সুখী ও উন্নতিশীল পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। রুদ্ধ হয় উন্নতির পথ। জ্যাঠামশাইয়ের প্রভূত উপার্জনকারী উকিল দুই ছেলে বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমারের অকালমৃত্যু, রজনীকান্তের ছোট ভাই জানকীকান্তের কুকুরের কামড়ে মৃত্যু, সর্বোপরি তাঁদের যে সঞ্চিত অর্থ রাজসাহীর ইন্দ্রচাঁদ কাঁইয়ার কুঠিতে গচ্ছিত ছিল সে-কুঠি দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর পিতার সামান্য কয়েকটি পেনসনের টাকার উপর সেন-পরিবারের সংসারযাত্রা নির্বাহ হতো। বাল্যকালেই রজনীকান্ত অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের মুখ দর্শন করলেন।

রাজসাহীতে রজনীকান্তের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। পাবনা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা

স্বনামধন্য শিক্ষক গোপালচন্দ্র লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে এবং শিক্ষাকৌশলে মেধাবী ছাত্র রজনীকান্ত উত্তরোত্তর যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই বাংলার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতেও কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে (১২৮৮ ব.) আঠারো বৎসর বয়সে রাজসাহী থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পাস করে দশ টাকা সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। এ সময়ে রাজসাহী বিভাগের সমগ্র স্কুলের মধ্যে ইংরেজী রচনা-প্রতিযোগিতায় সর্বোৎকৃষ্ট ইংরেজী রচনার জন্য রজনীকান্ত প্রথম পুরস্কার মাসিক পাঁচ টাকা 'প্রমথনাথবৃত্তি' পান এবং রাজসাহী কলেজে ফার্স্ট আর্টস (এফ. এ.) -এ ভর্তি হলেন।

এন্ট্রান্স পাশ করার পরে ১২৯০ বঙ্গাব্দের ৪ জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার বেউথা গ্রামের তারকনাথ সেনের তৃতীয়া কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে রজনীকান্তের বিবাহ হয়। তারকনাথ ছিলেন স্কুল বিভাগের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর। হিরণ্ময়ী দেবী সেযুগে উচ্চপ্রাইমারি পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেয়েছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বাল্যকাল থেকে।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রাজসাহী কলেজ থেকে রজনীকান্ত দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হতো প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে কিন্তু ১৮৮৫ থেকে এই রীতি পরিবর্তিত হয়ে মার্চ মাসে পরীক্ষাগ্রহণের রীতি চালু হয়। ফলে যাঁরা ১৮৮২-তে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেছিলেন তাঁদের ১৮৮৫-তে এফ. এ. পরীক্ষা দিতে হয়। এর পর তিনি কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা পাস করেন ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। সিটি কলেজে বি. এ. পড়ার সময়ে তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদের মৃত্যু হয় (১৮৮৬)। গুরুপ্রসাদের মৃত্যুতে গভীর শোকে অসুস্থ হয়ে পড়েন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দনাথ। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই গোবিন্দনাথও পরলোকগত হন। ফলে, বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের দায় এবং দায়িত্ব এসে পড়ে গোবিন্দনাথের কনিষ্ঠ পুত্র উমাশঙ্করের উপর। বিষয়-সম্পত্তির সামান্য আয়ে সংসার খরচ এবং রজনীকান্তের লেখাপড়ার খরচপত্রাদি নির্বাহ হতে থাকে। বি. এ. পাস করার পর রজনীকান্ত অর্থকরী বিদ্যালাভের আশায় সিটি কলেজ থেকেই বি. এল. পরীক্ষা দিয়ে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করলেন। বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি রাজসাহীতে ওকালতি শুরু করেন। ওকালতিতে তাঁর কিছু পসারও হয়েছিল। এ-সময়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। রাজসাহীর জীবন তাঁর খুব আমোদ-প্রমোদে কাটছিল। নাটক, সংগীতানুষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতেন। 'রাজসাহী থিয়েটার'-এ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটক অভিনীত হলে তিনি দক্ষতার সঙ্গে 'রাজার' ভূমিকায় অভিনয় করেন।[৩]

কিন্তু রাজসাহীর ওকালতি-জীবনের উন্নতির পথেও বাদ সাধলো ভাগ্য। এতদিন জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র উমাশঙ্কর ভাঙ্গাবাড়িতে বাস করে সংসারের দায়দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনিও ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হলেন এবং কলকাতায় ১৩০৪ বঙ্গাব্দের

৩. এ-প্রসঙ্গ 'হাসপাতালে কান্তকবির ডায়েরি'তে উল্লেখিত হয়েছে। (দ্র. পৃ. ৩৭১)

পৌষ মাসে মারা গেলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও রজনীকান্ত তাঁর দাদাকে বাঁচাতে পারলেন না। দাদার মৃত্যুর পর বাড়ি এবং ওকালতি দুই-ই রক্ষার ভার গ্রহণ করলেন রজনীকান্ত স্বয়ং।

প্রচার-বিমুখ রজনীকান্ত বাল্যকাল থেকেই কবিতা লেখা শুরু করলেও বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে প্রথম কবিতা প্রকাশের জন্য পাঠান সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'আশালতা' নামক একটি মাসিক পত্রিকায়।[৪] কবিতাটির নাম 'আশা'। ওকালতিতে যখন তাঁর পসার জমতে শুরু করেছে, সেই সময়ে তাঁর তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ 'ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস' রোগে মারা যায়। ভগবদ্‌গত প্রাণ রজনীকান্ত নিদারুণ পুত্র-শোক পেয়েও সান্ত্বনা লাভ করলেন তাঁর অপূর্ব সাধন সংগীতে। সবই তো ঈশ্বরের দেওয়া। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, দেওয়া-কেড়ে নেওয়া—এ সবই তো তাঁর। তাই তিনি লিখলেন:

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ-চাওয়া। . . .

একচল্লিশ বছর বয়সে রজনীকান্ত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হন। অনেক চিকিৎসার পরও তাঁর রোগের উপশম হলো না। সঙ্গে দেখা দিল ম্যালেরিয়া। নানাবিধ চিকিৎসায়ও যখন কোনো ফল হলো না, তখন কলকাতায় তাঁর আত্মীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের গৃহে থেকে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ডাক্তার বায়ুপরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর শ্যালিকা-পুত্র সুরেশচন্দ্র গুপ্তের কটকের বাসায় চলে যান। সেখানকার চিকিৎসায় ও বায়ুপরিবর্তনে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি পুনরায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তখন তিনি কলকাতায় পৃথক বাড়ি ভাড়া করে সপরিবারে ছিলেন। কলকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, প্রাণধন বসু প্রমুখের অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ কোনো ফল না পেয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে থাকেন। কিন্তু তাতেও তিনি সম্পূর্ণ ফল না পেয়ে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্যামাদাস সেনের শরণাপন্ন হন। শ্যামাদাসের কবিরাজি চিকিৎসায়, বহুলাংশে সুস্থ হন এবং ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসে রাজসাহীতে ফিরে যান। কার্তিক মাসে বিষয়কর্মের প্রয়োজনে নিজের গ্রাম ভাঙ্গাবাড়িতে গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। অগত্যা চিকিৎসার জন্য সিরাজগঞ্জে গিয়ে বাল্যবন্ধু ডা. তারকেশ্বর কবিশিরোমণির সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করলেও পূর্বস্বাস্থ্য আর ফিরে পেলেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশোৎসব হয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে রজনীকান্ত এই সাহিত্য-

৪. 'আশালতা' মাসিক পত্রিকা : প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১২৯৭, সম্পাদক : কুঞ্জবিহারী দে।

মন্দিরে মহতী সভায় যোগদানের জন্য রাজসাহী থেকে চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবনির্মিত গৃহে (২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬) দেশ-বিদেশ থেকে অভ্যাগত অতিথি সমাগমে উপচে পড়েছিল। এত লোক হয়েছিল যে দোতলা ও একতলায় দুটি পৃথক্ সভা করতে হয়েছিল। দোতলার সভার সভাপতি ছিলেন পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র এবং একতলার সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। রজনীকান্ত বিপুল জনতা ভেদ করে দোতলায় উঠতে না পেরে একতলার সভাতেই বসলেন। রবীন্দ্রনাথ সমবেত সকলের সঙ্গে রজনীকান্তের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সভাপতির অনুরোধে সেই সভায় দুটি গান[৫] গেয়ে সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে দেন। রজনীকান্ত এ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

> এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে সঙ্গে ক'রে রবি ঠাকুরের বাড়ি তারপর দিন সকালবেলা যাই। সেইখানে তিনি আবার ঐ গান শোনেন, শুনে বলেন যে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।[৬]

কলকাতায় অবস্থানকালে রজনীকান্তের সঙ্গে বাংলার অনেক কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় ও সখ্যতা হয়।

পরিষদের নতুন গৃহপ্রবেশের প্রায় দু'মাস পরে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৮-১৯ মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় রাজসাহীতে। কলকাতা ও বাংলাদেশের বহু সাহিত্যিক ও সুধীজনের সমাবেশ হয়। কাশীমবাজার-মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় রজনীকান্তের। এই সম্মিলনীর উদ্বোধন সংগীত, প্রতিটি অধিবেশনে প্রারম্ভ-সংগীত, সমাপ্তি-সংগীত সবই রজনীকান্ত স্বরচিত সংগীতে অভ্যাগত সুধীবর্গকে মোহিত করে দিয়েছিলেন।[৭]

১৩১৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে রজনীকান্তের গলায় ক্যানসার রোগের সূত্রপাত হয়। রাজসাহীতে থাকতে একদিন পান খেয়ে চুনে গলা পুড়ে যায়। ডাক্তাররা বললেন, 'ফ্যারিনজাইটিস'। গলায় ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অনেক ওষুধপত্র খেলেন কিন্তু রোগ নিরাময় হলো না। পরিবারের সকলেই চিন্তিত হলেন। সন্দেহে আতঙ্কিত হলেন উমাশঙ্করের ক্যানসার রোগের কথা চিন্তা করে। রজনীকান্তের গলায় ক্যানসার হয়নি তো! গলায় এই ব্যথা নিয়ে তিনি রংপুর গেলেন নিজস্ব কাজে। সেখানে গিয়ে উঠলেন অতুলচন্দ্র গুপ্তের বাসায়। স্থানীয় সরকারী উকিল রায়বাহাদুর ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁর গৃহে সন্ধ্যা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত গান গাইলেন। এভাবে দিন তিনেক রংপুরে থেকে অবিশ্রান্ত ভাবে গান

৫. 'সৃষ্টির বিশালতা' এবং 'সৃষ্টির সূক্ষ্মতা' শীর্ষক গান দুটি গেয়েছিলেন। গান দুটি 'অভয়া' গ্রন্থের অন্তর্গত (দ্র. পৃ. ২২৫-২২৬)।

৬. দ্র. 'হাসপাতালে কান্তকবির ডায়েরি', পৃ. ৩৭৬।

৭. সংগীতগুলির জন্য দ্র. পৃ. ২৫৮-২৬০।

গাওয়ার ফলে গলার ব্যথা বেড়ে গেল। রাজসাহীতে ফিরে এসে এর উপর চললো মোকদ্দমার সওয়াল-জবাব। অত্যধিক স্বরচালনা এবং পরিশ্রমে তাঁর রোগ আরও বৃদ্ধি পেল। এমন কি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণেও কষ্ট হতে লাগলো। গলায় ঘা দেখা দিল। অগত্যা চিকিৎসার জন্য ২৬ ভাদ্র (১৩১৬ ব.) পরিবারবর্গের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলেন। সংগীত-তরঙ্গ-প্লাবিত এবং সৌভাগ্যের লীলানিকেতন রাজসাহী তাঁকে ইহজীবনের মতো ত্যাগ করতে হলো।

কলকাতায় এসে রজনীকান্ত উঠলেন সুরেশচন্দ্র গুপ্তের ৫৭নং সার্পেন্টাইন লেনের বাসায়। শ্যালিকা-পুত্র সুরেশচন্দ্র ইতিমধ্যে কটক থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় বাসা নিয়েছেন। প্রথমে ডাক্তার ওকেনেলি সাহেব কবিকে পরীক্ষা করে অতিরিক্ত স্বরচালনার ফলে তাঁর গলায় ক্যানসার হয়েছে বলে জানালেন। এ-রোগের পরিণাম মৃত্যু, কোনো চিকিৎসাই রোগীকে বাঁচাতে পারে না। রজনীকান্ত বুঝতে পারলেন এই মারাত্মক রোগের কবল থেকে তাঁর আর নিস্তার নেই। কেবলমাত্র ডাক্তার ওকেনেলিই নন, কলকাতার বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসায়ও কোনো ফল হলো না। রোগ উপশম না হয়ে উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। মাঝে মাঝে জ্বর, গলা ফোলা, অনবরত কাশি এবং গলায় প্রচণ্ড ব্যথা কবিকে অস্থির করে তুললো। তিনি যখন বুঝলেন কলকাতার পার্থিব চিকিৎসা তাঁকে বাঁচাতে পারবে না তখন তিনি দৈবশক্তির উপর বিশ্বাস করে কাশীতে গেলেন চিকিৎসক-সাধু বালাজি মহারাজের কাছে চিকিৎসার জন্য। প্রচণ্ড অর্থাভাবে এসময় তিনি তাঁর 'বাণী' ও 'কল্যাণী' গ্রন্থ দুটির স্বত্ব গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স-এর কাছে মাত্র চার শ টাকায় বিক্রি করলেন।[৮] প্রথমে কাশীতে রামাপুরায় ভাড়া-বাড়িতে এবং পরে কাকিনারাজের বাড়িতে থেকে তিনি বালাজি মহারাজের কাছে চিকিৎসা করান। কাশীতে বাস করে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, দেবদেবীদর্শন ইত্যাদিতে ভক্ত-রজনীকান্ত কিছুটা মানসিক শান্তি পেলেও কালরোগের কবল থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। গলায় প্রচণ্ড ব্যথা, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, অনিদ্রা, খাদ্যগ্রহণে কষ্ট এতটা বৃদ্ধি পেল যে আর কাশীতে না থেকে পুনরায় কলকাতায় আসতে বাধ্য হলেন। ২১ মাঘ (১৩১৬ ব.) তিনি সপরিবারে কলকাতায় সার্পেন্টাইন লেনের বাসায় ফিরে এলেন। কলকাতায় এসে হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি এবং কবিরাজি—সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হলো। রোগের উপশম নেই, জ্বরের বিরাম নেই, যন্ত্রণার লাঘব নেই, এর উপর শ্বাসকষ্ট তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো। ২৭ মাঘ বুধবার ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ডাক্তার বার্ড সাহেবকে নিয়ে এলেন। ডাক্তার বার্ড বললেন, গলায় অস্ত্রসাহায্যে ছিদ্র করে শ্বাসপ্রশ্বাস করানো উচিত হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। মৃত্যু অনিবার্য জেনে পরদিন বৃহস্পতিবার নিদারুণ প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে রজনীকান্ত স্ত্রীপুত্র-পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের সামনে তাঁর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করে দিলেন।[৯] এবং সেই দিনই তাঁকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হলো। এদিনই বেলা ১২টায় ক্যাপটেন ডেনহ্যাম

৮. দ্র. 'রজনীকান্ত-প্রসঙ্গ'—দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪০০।
৯. দ্র. রজনীকান্তের 'উইলের খস্ড়া', পৃ. ৩৮৭।

হোয়াইট (Resident Surgeon Captain Denham White) রজনীকান্তের গলায় ট্রাকিওটমি অস্ত্রোপচার করে শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের ছিদ্র করে দিলেন। সেই ছিদ্রপথে প্রথমে রূপার নল বসিয়ে দেওয়া হলো, সাত-আট দিন পরে রবারের নল বসানো হয়েছিল। যে কণ্ঠোচ্চারিত প্রাণোন্মাদকর ভগবদ্‌সংগীতে একদিন বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছিল, আজ সে কণ্ঠ চিরদিনের মতো বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। প্রথম দিন মেডিক্যাল কলেজের তিনতলায় কাউনসিল ওয়ার্ডে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল, দ্বিতীয় দিনে তাঁকে জেনারেল ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। এই দিন তাঁর সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হেমেন্দ্রনাথ বক্সীর পরিচয় হয়। রজনীকান্তের রোগশয্যায় আমৃত্যু হেমেন্দ্রনাথ কান্তকবির শুশ্রূষা ও দেখাশোনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন কবির বন্ধু ও সহচর।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৩০ মাঘ (১২ ফেব্রুআরি, ১৯১০) শনিবার রজনীকান্তকে কটেজে নিয়ে আসা হয়। এই কটেজে তখনকার দিনে প্রতি অংশে তিনখানি শোবার ঘর এবং রান্না ও ভাড়ার ঘর হিসাবে দুটি পৃথক ঘর ছিল। রজনীকান্ত ১২নং কজেটে সপরিবারে থাকতেন। 'দৈনিক ভাড়া ছিল সাড়ে চার টাকা। কটেজে অবস্থানকারী রোগীদেব বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সমস্ত সাহায্যই করা হতো। ডাক্তার, ওষুধপত্র, পথ্য সব কিছুই বিনা পয়সায় পাওয়া যেত। ২৮ মাঘ ১৩১৬ থেকে ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ মোট সাতমাস কাল আমৃত্যু যন্ত্রণাদগ্ধ কান্তকবি এই কটেজে রুগ্‌ণ দেহ নিয়ে বাক্‌হারা হয়ে অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিক-ধনী-জমিদার-সাধারণ ব্যক্তি সকলেই রজনীকান্তকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

হাসপাতালে থাকাকালীন বাংলার প্রখ্যাত সব ব্যক্তি রজনীকান্তকে দেখতে আসতেন। কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ভারতধর্ম-মহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দ স্বামী, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তি শুধুমাত্র কবিকে দেখতেই যেতেন না, অর্থ ও জিনিসপত্র দিযেও সাহায্য করতেন। সারদাচরণ মিত্রের উদ্যোগে 'মিনার্ভা' থিয়েটারে ১৩১৭-র শ্রাবণ রজনীকান্তের সাহায্যার্থে একটি 'সাহায্য-রজনী'র আয়োজন করেন। এখানে 'রাণাপ্রতাপ' ও 'ভগীরথ' অভিনীত হয়। টিকিট বিক্রয়ের বারোশ' টাকা কবির চিকিৎসার্থে দেওয়া হয়। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর রজনীকান্তকে দেখে আসার পর যে-পত্র লিখেছিলেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে যেদিন রজনীকান্তকে হাসপাতালে প্রথম দেখিতে যাই, সেদিনকার কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। কবির অবস্থা যে এতদূর সঙ্কটাপন্ন তাহা পূর্বে ভাবি নাই। কান্‌সার রোগে কণ্ঠনালী ক্ষত, কথা কহিবার শক্তি নাই, জ্বর প্রায় এক শত চার ডিগ্রী, এরূপ অবস্থায় কবি উঠিয়া বসিয়া কাগজ-কলমে লিখিয়া আমাদের সহিত যেরূপভাবে আলাপ-পবিচয় করিলেন, তাহা কেবল প্রাণে অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। সামান্য রোগেই আমরা কিরূপ অধীর ও কাতর হইয়া পড়ি, আর এই দুরারোগ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তের কি গভীর ভগবৎপ্রেম, কি অচলা নিষ্ঠা,

কি জীবন্ত বিশ্বাস, কি অসামান্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা! ভগবদ্ভক্তি কোন্ বলে অসহ্য যন্ত্রণা এবং মৃত্যুকেও পরাভব করে, তাহা সেদিন বুঝিলাম। কবির যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া যদিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি ফিরিয়া আসিবার সময় মনে হইল যেন, কোন তীর্থস্থান হইতে ফিরিলাম। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিব না।[১০]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হাসপাতালে গিয়ে কবির যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার আয়ু নিয়ে আপনি আরোগ্য লাভ করুন।' একথার উত্তরে রজনীকান্ত লিখে উত্তর দিয়েছিলেন :

'ডাঃ রায়, আপনি প্রার্থনা করছেন, না ঋষি প্রার্থনা করছেন। আমাকে আপনি আয়ু দিতে পারেন। হাঁ, আত্মত্যাগ! —আপনার মত কয়টা লোক করেছে? না করে, না পারে? এই ত বলি মানুষ। বিবাহ করেন নাই— কেবল পরার্থে আত্মোৎসর্গ!'[১১]

কবিকে দেখতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। তারিখটা ছিল ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৮ জ্যৈষ্ঠ। এর পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের সাক্ষাৎ হয়েছিল কয়েকবার। শেষ সাক্ষাৎ এবার রোগযন্ত্রণাকাতর মরণপথযাত্রী কান্তকবির শয্যাপার্শ্বে। রবীন্দ্রনাথের সব প্রশ্নের উত্তর রজনীকান্ত লিখে জানিয়েছিলেন।[১২] ১৫ আষাঢ় রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। চিঠিটি নিচে উদ্ধৃত হলো :

শ্রীহরি

Medical College Hospital
Cottage No. 12, Calcutta
29/6/10 [১৫ আষাঢ়, ১৩১৭]

দেব,

সেই সাক্ষাতের পর আর কোনও সংবাদ জানি না। ভরসা করি শারীরিক সুস্থ আছেন।

যেদিন চরণধূলায় এই কুটীর পবিত্র করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তিল তিল করিয়া যেন ব্যাধির উপশম হইতেছে। এই উন্নতি স্থায়ী হয় না; কতবার মরিলাম, কতবার বাঁচিলাম,—এইরূপেই দিন যাইতেছে। আমি ঠিক বুঝিয়াছি, ভগবৎকৃপা ভিন্ন এই দেহরক্ষায় কোনও উপায় বা সম্ভাবনা নাই।

আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে কিন্তু সাধুসন্দর্শন তো সর্বদা হয় না।

বার বার ঐ কথা মনে হয় যে দয়া করিয়া একটি বালককে বেদ-বিদ্যালয়ে

১০. কান্তকবি রজনীকান্ত—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ১৩২৮, পৃ. ২৫৩-৫৪।
১১. দ্র. এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট ২', 'রজনীকান্ত-স্মৃতি'—প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
১২. দ্র. 'হাসপাতালে কান্তকবির ডায়েরি', পৃ. ৩৭০-৩৭৩।

লইয়া তাহার শিক্ষাভাব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমি দুর্ভাগ্য, তাহা হইল না।

১লা আষাঢ় তারিখে রাত্রিতে যে সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলাম তাহা আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা হইল, পত্রেব অভ্যন্তর পৃষ্ঠায় নকল করিয়া দিলাম। পড়িয়া যদি ভাল লাগে—দয়া করিয়া জানাইবেন।

প্রণত
রজনীকান্ত সেন

সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন সদ্যরচিত কবিতা 'এই মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিবে কে'।[১৩] রবীন্দ্রনাথ পরের দিনই অর্থাৎ ১৬ আষাঢ় কান্তকবির পত্রের উত্তরে লিখলেন :

প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়!

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শবীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য!

১৩. বিস্তারিত আলোচনাব জন্য দ্র. 'হাসপাতালে কান্তকবির ডায়েরি'ব ৩৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত ৩৬-সংখ্যক পাদটীকা।

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেইদিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন— আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে— অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষাসঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে রজনীকান্তের রোগ আরও প্রবল হলো। আশী বছরের বৃদ্ধা মা তখনও বেঁচে। তাঁর চোখেব সামনে একমাত্র পুত্রের প্রবল যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে অগ্রসরতা—এ-এক করুণ দৃশ্য। মানুষের সমবেত চেষ্টা, যত্ন, ওষুধপত্র বিফল হলো। ঝলকে ঝলকে রক্তবমন কবির সমস্ত দৈহিক শক্তি হরণ করলো। সত্য সত্যই কবিকে 'সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া' কোন্ লীলাময় নিজের কাছে টেনে নিলেন। ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ রাত ৮টায় রজনীকান্তের জীবনদীপ নির্বাপিত হলো। হাস্যময়, সঙ্গীতময়, কৌতুকময় কবির হাসি-সংগীত-কৌতুক চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল।

কাব্য-পরিচয়

রজনীকান্তের মোট গ্রন্থসংখ্যা আট। ১. বাণী, ২. কল্যাণী, ৩. অমৃত, ৪. আনন্দময়ী, ৫. বিশ্রাম, ৬. অভয়া, ৭. সদ্ভাব-কুসুম ও ৮. শেষদান।

বাণী

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে 'বাণী' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) লিখেছেন : 'কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সঙ্গীত। এই কথা বলিবার জন্যই এই সংক্ষিপ্ত নিরস গদ্যের অবতারণা।' প্রকৃতপক্ষে কবির রাজসাহীর আকৈশোর শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র ঐকান্তিক সহায়তা না পেলে প্রচারবিমুখ রজনীকান্তকে লোকচক্ষুর গোচারে আনা সম্ভব ছিল না। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক তীক্ষ্ণ সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০-১৯২১)

যে-ভয়ে রজনীকান্ত বলেছিলেন 'সমাজপতি থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না' সেই সমাজপতি যখন স্বয়ং গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপিয়ে দেবার কথা পাড়লেন তখন রজনীকান্তের ইতস্ততঃ ভাব কেটে গেল। কিন্তু বই প্রকাশের সমস্ত ভার পড়লো অক্ষয় মৈত্রেয়র উপর। তাঁর কথায় :

> আমাকে পুস্তকের ও পুস্তকে মুদ্রিতব্য প্রত্যেক সঙ্গীতের নামকরণ করিতে হইবে, গানগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া, কোন্ পর্যায়ে কোন্ শ্রেণী স্থান পাইবে তাহাও স্থিব করিয়া দিতে হইবে এবং গ্রন্থের ভূমিকাও লিখিতে হইবে— এইসকল শর্তে রজনীকান্ত গ্রন্থ-প্রকাশের অনুমতি দিয়া, আমাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমি যাহা কবিযাছি, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। তবে আমাব পক্ষে দুই একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের নাম হইল—'বাণী'। সঙ্গীতগুলিরও একরূপ নামকবণ হইযা গেল। শ্রেণীবিভাগও হইল, তাহারও নামকবণ হইল—আলাপে, বিলাপে, প্রলাপে।[১৪]

স্বদেশী-আন্দোলনকে সে-যুগে অনেক কবিই বাণীমূর্তি দিয়েছিলেন। দেশকে জাগিয়েছিলেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ কবি-গীতিকার। রজনীকান্তেব 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই (সংকল্প)', 'নমো নমো নমো জননি বঙ্গ ('বঙ্গমাতা'), 'তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত ('তাই ভালো') প্রভৃতি গানগুলি ('বাণী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) স্বদেশীযুগে দেশপ্রেমযজ্ঞে মানুষকেও প্রভূত উদ্বোধিত করেছিল। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতে, "কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সংগীত-সাহিত্যেব ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। .. স্বদেশী যুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোনো গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে নির্দেশ করি।"[১৫] এই গানটির একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। সেই অজ্ঞাত ইতিহাসটি সাহিত্যিক-সম্পাদক জলধর সেন (১৮৬১-১৯৩৯) জানিয়েছেন :

> তখন স্বদেশীর বড় ধূম। একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' আফিসে বসিয়া আছি, এমন সময় রজনী এবং রাজসাহীর খ্যাতনামা আমার পরম শ্রদ্ধেয় ঁহরকুমাব সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার সরকার আফিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগাবটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল হইয়া যাইত। তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের মুখ ও একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই গানের জন্য উৎসুক; সে বলিল, —'এই ত গান হইয়াছে, চল

---

১৪. দ্র. 'কান্তকবি', মানসী; কার্তিক ১৩১৯। আরও দেখুন এই গ্রন্থের পৃ. ৪০১।
১৫ কান্তকবি রজনীকান্ত—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১৩২৮), পৃ. ৭৩-৭৪।

জল'দাব ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হউক।' এই জন্য তাহারা সেই বেলা একটার সময় আসিয়া উপস্থিত। অক্ষয়কুমার আমাকে গানের কথা বলিলে—রজনী গানটি বাহির করিল। আমি বলিলাম, 'আর কৈ রজনী?' সে বলিল, 'এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইয়া যাইবে।' সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ করিতে না করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুই জনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল; রজনী ও অক্ষয় ৩০/৪০ খানা গানের কাগজ লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের দলের অন্যান্য ছেলেরা আসিয়া ক্রমে ছাপা কাগজ লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আমি সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের বিডন স্ট্রীটের বাড়ির উপরের বারান্দায় প্রমথনাথবাবু ও আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত উপবিষ্ট আছি, এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। . . . ছেলেরা গাহিতেছে— 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।' এইটি রজনীকান্তের সেই গান—যাহা আমি কয়েক ঘণ্টা আগে ছাপিয়া দিয়াছিলাম। গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল; তাহার পর ঘাটে, মাঠে, পথে, নৌকায়, দেশ-বিদেশে কত জনের মুখে শুনিয়াছি 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।'[১৬] এ-গানটির জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়,[১৭] পৃথ্বীশচন্দ্র রায়,[১৮] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কল্যাণী

রজনীকান্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কল্যাণী'। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স কর্তৃক ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত। কবির বাল্যশিক্ষক গোপালচন্দ্র লাহিড়ীকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। 'সংগীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের অনুরোধে কবি কল্যাণীর সংগীতগুলিতে রাগরাগিণী ও তাল সংযুক্ত করিয়া দেন। এই বৎসরের মাঘ মাসে বাণীর দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে গানগুলিতে রাগিণী ও তাল দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে কবি সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক নূতন গানও গ্রন্থমধ্যে সংযুক্ত করা হয়।'[১৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বাণী'র ন্যায় 'কল্যাণী'ও সাধারণ মানুষের কাছে প্রভূত সমাদর লাভ করেছিল। চার মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ তার প্রমাণ। কবির কাব্যজীবনের প্রথম থেকেই ভক্তিরসের প্রাবল্য দেখা যায়। 'বাণী'তেও যেমন, 'কল্যাণী'তেও তেমনি সমপর্যায়ের ভক্তিমূলক সংগীতের বৈভব ও বৈচিত্র্য। 'পাতকী',

---

১৬. কান্তকবি রজনীকান্ত—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১৩২৮), পৃ. ৭৪-৭৫।
১৭. দ্র. পরিশিষ্ট, পৃ. ৩৯৬।
১৮. Life and times of C. R. Das–Prithwis Chandra Roy, pp. 41-42.
১৯. কান্তকবি রজনীকান্ত—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১৩২৮), পৃ. ৬৭।

'তুমি মূল', 'কবে?', 'বিশ্বাস', 'আর কেন?', 'দুর্গতি', 'নিষ্ফলা' প্রভৃতি শীর্ষক সংগীতে তা বিচিত্রধারায় অভিব্যক্ত। কবি হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫) জানিয়েছেন :

> কান্তকবির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতা বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ ভক্ত এবং রসিক সকলেরই সমান উপভোগ্য—সকলেরই সমান আদরের বস্তু। . . . শতদীপপুলকিত প্রাসাদে তাঁহার সঙ্গীতসমূহ যেমন দেয়ালে বাধিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিয়া আসে—তেমনি আবার রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে 'পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে' তাঁহারই গীতাবলী গগন পবন পূর্ণ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে।[২০]

অমৃত

কবির তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'অমৃত'। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র আদর্শে রচিত। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত। একই বছরের আষাঢ়ে দ্বিতীয় সংস্করণ ও শ্রাবণে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন এস. কে. লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোং। 'দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ লেখক জানিয়েছেন,

> এক মাস মধ্যে ''অমৃতে''র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে, ইহা আমার প্রতি শিক্ষিত জনমণ্ডলীর সাধারণ কৃপা নহে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার আর আটটি নূতন নীতি-কবিতা যুক্ত করিয়া দিলাম।
>
> প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর, স্বনামধন্য মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার অবস্থা আনুপূর্বিক অবগত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার আনুকূল্যের নিমিত্ত ''অমৃতে''র মুদ্রণভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রে অতি অল্পদিন মধ্যে পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। কেবল মুদ্রণের ব্যয় ব্যতীত কমিসন্ বা অন্য আকারে কপর্দক আমার নিকট গ্রহণ করেন নাই ও করিবেন না; তাঁহার এই অসাধারণ করুণার জন্য, ও তাঁহার প্রেসের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি. এ. মহাশয়ের অনুগ্রহের নিমিত্ত, আমি তাঁহাদের নিকট যে ঋণ-পাশে বদ্ধ রহিলাম, তাহা আমার এ জীবনে পরিশোধ করিবার উপায় নাই।
>
> পরিশেষে নিবেদন, ভগবানের কৃপায় যদি ''অমৃতে''র আর এক সংস্করণ দেখিয়া যাইতে পারি, তবে ''অমৃতে'' আরও নীতি-কবিতা যোগ করিয়া উহাকে পুষ্ট করিবার সাধ রহিল; মূল ভগবানের ইচ্ছা। ইতি—
>
> মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিনয়াবনত
> কটেজ নং ১২ **গ্রন্থকার।**
> কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩১৭

২০. 'ভারতী'. অগ্রহায়ণ ১৩১৭, পৃ. ৭০০।

প্রথম প্রকাশের (বৈশাখ ১৩১৬) 'নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন, "'অষ্টপদী' নামে ইহার কয়েকটি কবিতা ইতঃপূর্বে 'দেবালয়' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।" 'অমৃত'তে 'কয়েকটি সুপরিচিত সংস্কৃত নীতি-শ্লোক ও বাঙ্গালা ইংরাজী গল্প হইতে তিন চারিটি কবিতার ভাব' গ্রন্থন করেছেন। এবং 'পরিশেষে নিবেদন, পুস্তকখানি যাহাতে স্কুলপাঠ্য হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।' বিশেষ লক্ষ্যণীয়, তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও পত্রপত্রিকা বাক্‌হারা রোগাক্রান্ত রজনীকান্তের সাহায্যার্থে 'অমৃত' যাতে স্কুলপাঠ্যরূপে বিবেচিত হতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য দিয়েছিলেন। স্টেট্‌সম্যান (১৯১০-এর ১জুন) লিখেছিলেন . 'We strongly recommend this book to the University authorities as a text book for our children, who, we are sure, will read it with a smiling face and without tears and will profit by it.' ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ তারিখের 'বঙ্গবাসী' লিখেছেন : 'কবিতাগুলি বড় মিষ্ট। আজকাল ছাত্রদিগের যেসব পদ্য পাঠ্য আছে, তাহার আলোচনা করিলে বলিতে হয় 'অমৃত' পুস্তকখানি স্কুলের পাঠ্য হওয়া উচিত।' এই অভিমত দিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বসুমতী' (৪ আষাঢ় ১৩১৭), 'হিতবাদী' (৩ আষাঢ় ১৩১৭), 'সঞ্জীবনী' (২ আষাঢ় ১৩১৭), 'The Bengalee' (June 1, 1910), 'The Indian Daily News' (7th June, 1910) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পত্রপত্রিকা। 'অমৃত' উৎসর্গ করেছিলেন দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়কে :

বঙ্গ-সাহিত্য-শরণ,
শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুর প্রশান্তোদারচরিতেষু।

নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা;
রুগ্‌ণ ক্ষীণ, অবসন্ন এ প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হ'তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক'রেছে তুমি ছাড়া? আর কেবা পারে?
কি দিব, কাঙ্গাল আমি? রোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মালা, বহু কষ্ট করি;
ধর দীন-উপহার; এই মোর শেষ;
কুমার! করুণানিধে! দেখো, র'ল দেশ।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, চিরকৃতজ্ঞ
কটেজ ওয়ার্ড **গ্রন্থকার।**
কলিকাতা, ১৩১৬ সাল, চৈত্র।

কান্তকবির সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল পরিসমাপ্তি মর্মান্তিক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সময়েই জীবন-বিধাতা অলক্ষিতে তাঁকে কবিকীর্তির অক্ষয়-মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৩১৭-র ২৮ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০) কবি পরলোক গমন করেন। বাণী, কল্যাণী ও অমৃত-এর প্রকাশকাল তাঁর জীবৎকালের মধ্যে, পরবর্তী পাঁচটি গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

আনন্দময়ী

'আনন্দময়ী'র প্রকাশ ৫ অকটোবর, ১৯১০। 'কলিকাতা ২৮/১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশিং কোম্পানীর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।' ১৯১৩-তে এস. কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কোং কর্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রোগযন্ত্রণার মধ্যে হাসপাতালে বসেই এ-গ্রন্থের সব কবিতাই রচিত হয়েছিল। ১৩১৭-র আষাঢ় মাসে কবি এ-গ্রন্থের 'গ্রন্থকারের নিবেদন' এবং 'উৎসর্গ'পত্র রচনা করে প্রকাশেব অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থ দেখে যেতে পারেননি। প্রুফ এলে প্রুফ পাঠ করে 'আনন্দময়ী'র 'ভূমিকা' লিখে দিয়েছিলেন হাইকোর্টের জজ এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র (১৮৪৮-১৯১৭)। তিনি 'ভূমিকা'য় জানিয়েছেন :

> "আনন্দময়ী" প্রুফে পাঠ করিয়াছি; ইহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলে হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গ কতকটা প্রশমিত হয়; আনন্দে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইলে বাক্য বা হাস্য দ্বারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে পারিলে আনন্দ পরিবর্ধিত হয়। আনন্দময়ী বঙ্গে আনন্দের উৎস, রজনীকান্তের "আনন্দময়ী" সেই আনন্দ শত গুণে পরিবর্ধিত করিবে। নবরাত্রি অর্থাৎ আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় দিন সমস্ত আর্য ভারতে আদ্যাশক্তির উদ্‌বোধন ও আরাধনা হইয়া থাকে; এমন কি নানকপন্থীদিগেব মধ্যেও অখণ্ড দেবীমাহাত্ম্য পাঠ হয়। মহাশক্তির উদ্‌বোধনে বঙ্গবাসীর সুষুপ্তপ্রায় কোমল হৃদয়ও শক্তিমান হইয়া উঠে। আমাদের দেশে অনেক দেব-দেবীরই পূজা হইয়া থাকে, আমাদের "বার মাসে তের পার্বণ" কিন্তু দুর্গোৎসবই আমাদের "পূজা"—শারদীয় দশভুজার পূজায়ই আমরা বিশিষ্টরূপে আনন্দে উৎফুল্ল হই। . . .
>
> আশ্চর্যের বিষয় এই যে রজনীকান্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও হৃদয়াকাশে অনন্তবিশ্বের প্রতিমা গড়িয়া কবিতা লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। বোগের যাতনা, অর্থাভাবের ক্লেশ, পুত্র কলত্র নিরাশ্রয়ে ফেলিয়া ইহসংসার ত্যাগের চিন্তা কিছুতেই তাঁহার কোমল হৃদয়কে ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় পাষাণময় নহে, কিন্তু কাব্যরসে এরূপ নিমজ্জিত যে চতুর্দিকে সেই রস ভিন্ন আর কিছুই নাই। রামপ্রসাদ ভাবুক ছিলেন; স্বাভাবিক কবি ছিলেন। মহাশক্তি তাঁহাকে শক্তিমান করিয়াছিলেন। বাগ্‌দেবীও সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তিব পার্শ্বে ছিলেন। "আনন্দময়ী" পাঠ করিতে করিতে রামপ্রসাদকে মনে পড়ে। তবে সেকালের ভাষায় ও একালেব ভাষায় পার্থক্য আছে: কিন্তু দার্শনিক ভাবের পার্থক্য নাই; করুণ রসের পার্থক্য নাই। "আনন্দময়ী" এ কালের লোকের সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। . .

'আনন্দময়ী' উৎসর্গ করেছিলেন দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার বায়ের ভগ্নী বহুগ্রন্থ-রচয়িত্রী বিদুষী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভাকে :

উৎসর্গ

সাহিত্যানুরাগিণী, 'বৈভ্রাজিকা'-রচয়িত্রী, বিদুষী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা চৌধুরাণী মহোদয়া, বিপন্নোদ্ধরণব্রতাসু—

দূর হ'তে, স্নেহময়ী ভগিনীর মত,
কেঁদেছিল করুণায় ও কোমল প্রাণ,
তাই বুঝি সাধিবারে দুঃস্থহিত-ব্রত,
পাঠাইয়াছিলে, দেবি, করুণার দান!

মৃত্যুর কবল হ'তে নিয়েছিলে কাড়ি';
অযাচিত সহায়তা করিয়া প্রেরণ,
নতুবা যাইতে হ'ত ধরাধাম ছাড়ি',
একাকী, অজানা দেশে, আঁধার, ভীষণ!

ধন্য তুমি, ধন্য ভ্রাতা শরৎ-কুমার!
যাঁদের কৃপায় বেঁচে আছি এতদিন;
ভুলিব না এ জীবনে করুণা তোমার,
নিঃস্বাখ, নীরব দান, ঘোষণা-বিহীন!

বিশীর্ণ, দুর্বল হস্তে, কম্পিত অক্ষরে,
রচেছি "আনন্দময়ী,"—শুধু মার নাম;
যে করে ক'রেছ দান, ধর সেই করে,
ধন্য হই, সিদ্ধ হোক্ দীন মনস্কাম।

মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল, **কৃতজ্ঞ গ্রন্থকার**
কটেজ ওয়ার্ড, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩১৭ সাল

ভক্তকবি রজনীকান্তের সুগভীর ভগবৎ-অনুভূতি ও আন্তরিকতার নতুন সৃষ্টি 'আনন্দময়ী'। শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়াকে স্মরণে রেখে কন্যা উমা এবং মাতা মেনকার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, উদ্বেগ-অভিমান, ব্যাকুলতা-কামনা সব কিছুই 'আনন্দময়ী'তে চিরসুন্দর রূপজ্যোতিতে ভাস্বর।

বিশ্রাম

'বিশ্রাম'-এর প্রথম প্রকাশ ১৯১০ (১৩১৭)। প্রকাশক : এস. কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কোং। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ১৯১৩। 'বিশ্রাম'-এর দুটি বিভাগ: কৌতুক ও পরিণয় মঙ্গল। কৌতুকে ব্যঙ্গ কবিতা এবং পরিণয় মঙ্গলে বিভিন্ন ব্যক্তির বিবাহ উপলক্ষে রচিত 'উপহার' সংকলিত।

বিশ্রামের 'কৌতুক' বিভাগের কবিতাগুলি নিছক হাস্যরসের বিশুদ্ধতা নিয়ে আসেনি, ব্যঙ্গের জ্বালা-মিশ্রিত তির্যক শ্লেষ আছে। পূজার সময়ে বাঙালি-সমাজে উৎসব-আয়োজনের যে বাড়াবাড়ি থাকে, তাতে বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকে না। এই ভক্তিহীন পূজার প্রতি শ্লেষ আছে 'একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল' কবিতায়:

পুষ্পবিল্বপত্র এল, কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ,
ঢোল এল আর সানাই এল, মস্ত মস্ত ঢাক।
ধূপধুনো নৈবেদ্য এল, এল হুলুধ্বনি,
গরীব লোকের এল পাঁঠা, মোষ আনলেন ধনী।
লোকারণ্য সঙ্গে নিয়ে এল হট্টরোল,
কেবল একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

প্রকৃতই, হাসির গান বা কবিতা —সর্বত্রই রজনীকান্ত সমাজ এবং মানুষের অসংগতি এবং তার ক্ষতস্থানগুলি নির্দেশ করে ওষুধ-প্রলেপের চেষ্টা করেছেন। এসব কবিতায় তিনি আবরণ দিয়েছেন হাস্যরসের, কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব মর্মবেদনা।

অভয়া

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স কর্তৃক ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। এ-গ্রন্থটি মুদ্রণের (২০০০ কপি) সম্পূর্ণ খরচ বহন করেছিলেন কাশীমবাজারের দানশীল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। কান্তকবি 'অভয়া' উৎসর্গ কবেন মহারাজকে :

উৎসর্গ

সর্ববিভূতিমণ্ডিত অনারেবল্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
দীনসজ্জনভরণেষু—

হে প্রশান্ত-সুগভীর-নিস্তরঙ্গ-করুণা-বারিধে!
দাঁড়াইয়া তোমার বেলায়,
এ দীন পূজক তব, স্পন্দহীন, নির্বাক হইয়া,
চেয়ে থাকে, পূজা ভুলে যায়!
সহস্র প্রবল ঝঞ্ঝা, ব'য়ে গেল, গৌরবমণ্ডিত
শিরোপরে, স্থির হিমগিরি!
দীন উপাসক তব, দাঁড়াইয়া চরণ-প্রান্তরে
পূজা নিয়ে, আসিয়াছে ফিরি'।
আপনি খুঁজিয়া নিয়া, শাপভ্রষ্ট দেবতার মত
আসিয়াছ কুটীর-দুয়ারে;—
শারীর-মানসশক্তি-বিবর্জিত সেবক তোমার,
রুগ্ণ—আজি কি দিবে তোমারে?
যে সাজি লইয়া আমি বার বার আসিয়াছি ফিরি',
তাতে দু'টি শুষ্কফুল আছে;
দেবতা গো! অন্তর্যামি! একবার নিয়ো করে তুলি'
রেখে যাই চরণের কাছে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,
কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

গুণমুগ্ধ কৃতজ্ঞ
গ্রন্থকার

'অভয়া'র প্রথম অংশ তত্ত্বসংগীত এবং দ্বিতীয়াংশ বিবিধ সংগীত। কান্তকবির হাস্যরসাত্মক কবিতার অবলম্বন মূলত সমকালীন সমাজ, দেশ-ধর্ম-রাজনৈতিক জীবন-আচার-আচরণ। 'অভয়া'তেও হাসির গান সংকলিত হয়। এখানে ব্যঙ্গের চেয়ে রঙ্গটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। 'সমাজ' কবিতায় দেখতে পাই :

পাড়াগাঁয় দলাদলি, শুধু কান মলামলি,
'ভাইপো'কে রাগের চোটে, শালা বলেন কাকা।
(আবার) পেলে একটু দোষের গন্ধ,
অমনি ধোপা নাপিত বন্ধ,
এঁরাই আবার সভায় বলেন,
'উচিত মিলে-মিশে থাকা।'

আবার তত্ত্বসংগীত সম্বন্ধে বলা যায়, ভক্তির অকৃত্রিমতাই কান্তকবির প্রধান সম্পদ। তাঁর ভক্তির প্রকৃতি কোনো তত্ত্ব খোঁজে না, নিরালম্ব আত্মসমর্পণ করেই কৃতার্থ বোধ করে।

সদ্ভাব-কুসুম

নীতিকবিতার সংকলন 'সদ্ভাব-কুসুম' প্রকাশিত হয় ৩১মে, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে। দশটি কবিতা এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'কবি রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫-১৯১০' প্রবন্ধে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন :

> প্রথম ও শেষের কবিতা ছাড়া অন্য সবগুলিই নীতিমূলক কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। প্রথম কবিতাটি 'অমৃত'র কবিতাগুলিরই যেন দীর্ঘতর সংস্করণ। কান্তকবির এই কাব্য প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৪-১৯০৭) 'সদ্ভাবশতক'-এর (১৮৬১) কথা মনে হতে পারে। 'সদ্ভাবশতক' নীতিকবিতা হলেও এর নামকরণ ছাড়া রজনীকান্তের কাব্যটির সঙ্গে অন্য কোনো মিল নেই।[২১]

প্রকৃতই, পারসিক কবি হাফেজ-এর কবিতার মর্মানুসরণ করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র, রজনীকান্ত কতকগুলি নিজস্ব নীতিমূলক গল্পের কাব্যরূপ দিয়েছেন 'সদ্ভাব-কুসুম'-এ। ছাত্রপাঠ্য হিসাবে গ্রন্থটি এককালে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল।

শেষদান

রজনীকান্তের প্রকাশিত গ্রন্থের শেষ গ্রন্থ 'শেষদান' মুদ্রিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭)। 'Published and edited by Jnanendranath Sen, Senate House, College Square, Calcutta'। 'কবির অপ্রকাশিত-পূর্ব রচনার সংকলন' 'শেষদান'।

মৃত্যুপথযাত্রী কবির অকৃত্রিম ভগবদ্‌বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনে মহিমান্বিত 'শেষদান'। ঈশ্বরের স্বরূপ মূর্তি প্রতিভাত তাঁর সম্মুখে। তাঁরই চরণে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

২১. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' : কার্তিক-পৌষ ১৩৭২, পৃ. ১১৩।

প্রদানে বিভোর তিনি। কাব্যে মৃত্যুর ছায়া নেই, আছে কবির আকুল আকুতি :

'আমি বৃদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?
'ওগো খুলে দাও' ব'লে আর কত পায়ে ধরিব?

অথবা,

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে
গর্ব করিতে চুর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সর্কলি করেছে দূর।

রবীন্দ্রনাথের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি : 'আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মাব সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'

কলকাতা, **বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়**
জানুয়ারি ২০০০

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

এ-সংকলন সম্পাদনার যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন শিশু সাহিত্য সংসদের যুগল-কর্ণধার অনুজপ্রতিম শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত ও শ্রীমতী চন্দনা দত্ত। সে দায়িত্বপালনে কতটা সফল হয়েছি তার বিচার করবেন গবেষক ও পাঠক-সাধারণ। 'রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ' প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে শ্রীদত্ত সংগীতানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রশংসাভাজন হলেন।

এছাড়া বহু ব্যক্তির সাহায্য, বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ কবি-অধ্যাপক শ্রীশঙ্খ ঘোষের নিরন্তর উৎসাহ ও উপদেশ আমাকে একাজে বিশেষভাবে প্রাণিত করেছে। ড. স্বপন বসুর সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি সর্বক্ষেত্রে এবং আমার কন্যা কল্যাণীয়া ছন্দা ভৌমিক গ্রন্থের প্রারম্ভিক সূচিপত্র ও গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমিক সূচি তৈরি করে দিয়ে শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ছন্দা ভৌমিক আমার সম্পাদনার কাজ অনেকটা সুগম করে দিয়েছে। কবিবন্ধু গোবিন্দ ভট্টাচার্য, ড. দেবাশিস্ রায়চৌধুরী, শ্রীরমেন ভট্টাচার্য, শ্রীবিজন ঘোষাল, শ্রীউৎপল সাহা প্রমুখের সাহায্য আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে।

পরিশেষে জানাই, আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী রেখা ও জামাতা কল্যাণীয় অরুণ ভৌমিক সাংসারিক সবরকম দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার অবিমিশ্র অবসর করে দিয়েছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী প্রণীত দুটি গানের স্বরলিপি এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রজনীকান্তের স্বহস্তলিখিত পত্রটি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। এঁদের সবার প্রতি রইল আমার ভালোবাসাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

বাণী

উদ্বোধন

ভারতকাব্যনিকুঞ্জে—
          জাগ সুমঙ্গলময়ি মা!
মুঞ্জরি তরু, পিক গাহি',
করুক প্রচারিত মহিমা!
তুলে লহ নীরব বীণা, গীত-হীনা,
অতি দীনা;
হে ভারত, চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা;
নীতি-ধর্ম-ময় দীপক মন্দ্রে,
জীবিত কর সঞ্জীবনমন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল-চরণ তলে,
          যত, লুপ্ত পুরাতন গরিমা।

ভৈরবী—কাওয়ালী

আলাপে

সূচনা

সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি হরিগুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।

যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত রাগ উদিল হরষে;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

গৌরী—একতালা

বাণী

পীযূষ-সিঞ্চিত-সমীর-চঞ্চল
কাঞ্চন-অঞ্চল দোলে রে!
সংশয়-নিরসন, ধীস্মৃতি-বিতরণ
চরণে, জন-মন ভোলে রে।
চম্পক-অঙ্গুলি-সকরুণ-পরশে
বীণা পঞ্চমে বোলে রে;

জ্যোতিষ-দরশন-বেদ-গণিত-কবিতা
শোভে কোমল কোলে রে।
শুভ্র-রজত-গিরি-কিরণ-বিকিরণে,
অন্ধ-নয়ন-যুগ খোলে রে,
মাতিল ত্রিভুবন, বাক্য-বিধায়িনী—
বাণী জয়-রব-রোলে রে।

সোহিনী মিশ্র—কাওয়ালী

শক্তি-সঞ্চার

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা।
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্যগরিমা-কীর্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব-গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে;
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে?
জাগাও, বিশ্ব পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

ভৈরবী—জলদ একতালা

জন্মভূমি

জয় জয় জনমভূমি, জননি!
যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী;
কীর্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ এই সুবিপুল ধরণী!
উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্তা-
মণিময় হার-বিভূষণ-যুক্তা;
শ্যামল-শস্য পুষ্প-ফল-পূরিত,
সকল দেশ-জয়-মুকুটমণি!

সর্ব শৈল-জিত, হিমগিরি-শৃঙ্গে,
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি!
জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ, "জয় মা! বরদে!"
দীর্ণ বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি!

মিশ্র পরোজ—কাওয়ালী

ভারতভূমি

শ্যামল-শস্য-ভরা!
(চির) শান্তি-বিরাজিত, পুণ্যময়ী;
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য-সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত।
ধূর্জটি-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত-সরজিত-রঞ্জিত,
রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীরপ্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।
সামগান-রত আর্য তপোধন,
শান্তি-সুখান্বিত কোটি তপোবন,
রোগ-শোক-দুখ-পাপ বিমোচন।
ওই সুদূরে সে নীর-নিধি—
যার, তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি!

ভৈরবী—কাওয়ালী

মা

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে।

শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি',
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে।
করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশিস্ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে।
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি,
বক্ষে ধরি' চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর;
নমো নমো নমঃ, জননী দেবি মম!
অচলা মতি পদে মাগি রে।

মিশ্র ইমন্—তেওরা

আশা

ধ'রে তোল, কোথা আছ কে আমার!
একি বিভীষিকাময় অন্ধকার!
কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-রূপে,
ভুলায়ে আনিয়ে মোরে ফেলে গেল মহাকূপে!
শ্রমে অবসন্ন কায় কণ্টক বিঁধিছে তায়,
বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার!
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে, শরীর কর্দমলীন,
আর যে উঠিতে নারি, হইয়াছি বলহীন;
এ বিপন্ন, পথভ্রান্ত, অন্ধ, দীন, নিরুপায়,
দেখিয়া, কাহারো দয়া হ'ল না রে হায় হায়!
হীন-স্বার্থময় ধরা, শুধু নিঠুরতা-ভরা;
শুধু প্রবঞ্চনা, অবিচার।
আজ শুধু মনে হয়, শুনিয়াছি লোকমুখে,
আছে মাত্র এক জন, চিরবন্ধু দুখে-সুখে;

বিপন্নের ত্রাণকর্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,
পাপপথে পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের বাসা;
কাঁদিলে সে কোলে করে, মুছে অশ্রু নিজ-করে,
(আজি) সেই যদি করে গো উদ্ধার!

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

নির্ভর

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব, শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরসলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে,
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে, আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

ভৈরবী—জলদ একতালা

সখা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ!

চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির-অবহেলা পেয়েছ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি'
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ!
"ওপথে যেও না, ফিরে এস" ব'লে
কানে কানে কত ক'য়েছ;
(আমি) তবু চ'লে গেছি; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ;
(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ!

মিশ্র কানেড়া—একতালা

মুক্তিকামনা

ওই, বধির যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।
ওপারে সবই ভাল, কেবল সুখ-আলো,
এ পারে সবই ব্যথা, আঁধার, শোক।
মাঝে দুস্তর কঠিন অন্তর,
শ্রান্ত পথিকেরে বলিছে 'সর সর'
ওই তোরণপাদদেশে, পিপাসাতুর এসে,
ফিরে কি যাবে, ল'য়ে চির-বিয়োগ?
ওই নিঠুর অর্গল, করুণ শুভ-করে,
মুক্তি করি' দেহ, আতুর-দীন-তরে;
পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে আছে শান্তি-সুখ-সুধা;
পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হউক তব-সনে অমৃতযোগ।

মিশ্র ইমন্—তেওরা

পরিবেদনা

তব, করুণা অমিয় করি' পান—
পাপ, তাপ, দুঃখ, মোহ, বিষণ্ণতা,
নিরাশ, নিরুদ্যম, পায় অবসান।

এই, পাপ-চিত্ত, সদা তাপ-লিপ্ত রহি',
এনেছে দুরপনেয় মৃত্যুবিকার বহি',
দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি',
দেবতা গো, দয়া করি' কর পরিত্রাণ।
তব, অমৃতপানে এই বিকৃত প্রাণে মম,
স্থানভেদে হয় কালকূট-সম,
হৃদয়ে বহ্নিজ্বালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ
কোথা শান্তিনিদান, কর শান্তিবিধান।

'নিপট কপট তুহু শ্যাম'—সুর

করুণাময়

(আমি) অকৃতী অধম ব'লেও তো, কিছু
কম ক'রে মোরে দাওনি!
যা' দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও তো কিছু নাওনি!
(তব) আশিস্-কুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে;
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ,
প্রতিদান কিছু চাওনি।
(আমি) ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
সুধা-পান ক'রে. মরি গো পিয়াসে;
তবু, যাহা চাই সকলি পেয়েছি;
তুমি তো কিছুই পাওনি।
(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শত-বার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি,
এক পা-ও ছেড়ে যাওনি।

বেহাগ—একতালা

ভ্রান্তি

লোকে বলিত তুমি আছ,
ভেবে দেখিনি আছ কি না,
তখন আমি বুঝিনি, প্রভু,
নাস্তি গতি তোমা বিনা।

তোমারি গৃহে বসতি করি,
খেয়েছি তোমারি অন্ন,
তোমারি বায়ু দিতেছে আয়ু,
বেঁচে আছি তোমারি জন্য;
ক্ষুধা হ'রেছে তব ফলে,
পিপাসা গেছে তব জলে।
সে কি ভুল, যে ভুলে ভুলে,
প্রভু, তোমারি নাম করি না!
তোমারি মেঘে শস্য আনে,
ঢালি' পিযূষ জল-ধারা,
অবিরত দিতেছে আলো,
তোমারি রবি-শশি-তারা,
শীতল তব বৃক্ষচ্ছায়া,
সেবে নিয়ত, ক্লান্ত কায়া,
(তবু) তোমারি দেওয়া মন র'য়েছে
ভুলে তোমারি গুণ-গরিমা।

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল

প্রার্থনা

(ওরা)—চাহিতে জানে না, দয়াময়!
চাহে ধন, জন, আয়ুঃ, আরোগ্য, বিজয়।
করুণার সিন্ধু-কূলে বসিয়া মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে, মুখে নাহি লয়;
তীরে করি' ছুটাছুটি, ধুলি বাঁধে মুঠি-মুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া, আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা' দিয়ে,
দু'দিনের মোহ, ভেঙ্গে চুরমার হয়;
তথাপি নিলাজ হিয়া, মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময়।
আহা! ওরা জানে না ত, করুণানির্ঝর নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর-ঝর বয়;
চির-তৃপ্তি আছে যাহে, তা' যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যা'তে পিয়াসা না রয়।

বারোঁয়া—ঠুংরি

সুখ দুঃখ

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে!
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।
মত্ত হ'য়ে সদা পুত্র-পরিবারে,
ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্যে,
(আমি) ধুয়ে মুছে ফেলি তোমার নামগন্ধ,
ম'জে তার চাক্‌চিক্যে।
নিলাজ হৃদয় ভেঙ্গে সব লও,
দুখ দিয়ে দাও দীক্ষে;
(আমার) বাধাগুলো নিয়ে, অভয় চরণ,
(আর) ভিক্ষার ঝুলি, দাও ভিক্ষে।

ভায়রোঁ—একতালা

তোমারি

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া।
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতলসৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হৃত চিত
আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা, গৌরব।

আলেয়া মিশ্র—তেওরা

আশ্রয়

কার কোলে ধরা লভে পরিণতি?
(সেই) অপার কারণসিন্ধু।
কার জ্যোতিঃ-কণা ব্রহ্মাণ্ড উজলে?
(সেই) চিরনির্মল ইন্দু।
কার পানে ছোটে রবি-শশি-তারা?
নাহি পথ-ভ্রান্তি, স্থির আঁখিতারা?
ভ্রমে মেঘ বায়ু হ'য়ে আত্মহারা?
(সে) সচ্চিদানন্দবিন্দু।
কার নাম স্মরি' দুখে পাই শান্তি?
বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি?
কার মুখকান্তি, হরে ভব-শ্রান্তি?
(সেই) নিখিল-পরমবন্ধু।

গৌরী—একতালা

পরম দৈবত

(সে যে) পরম-প্রেম সুন্দর
জ্ঞান নয়ন-নন্দন;
পুণ্য মধুর নিরমল,
জ্যোতিঃ জগত-বন্দন!
নিত্য-পুলক-চেতন, শান্তি-চির-নিকেতন,
ঢাল চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুম-চন্দন।

সুরট মল্লার—সুরফাঁক

বিশ্ব-রচনা

যবে, সৃজনবাসনা-কণা, ল'য়ে কৃপা-আঁখি-কোণে,
চাহিলে, হে রাজ-অধিরাজ!
অমনি, নিমেষে বিরাট্ বিশ্ব, চরণে করিয়া নতি,
মহাশূন্যে করিল বিরাজ!
মহালোক সিন্ধু হ'তে এক বিন্দু ল'য়ে করে,
প্রক্ষেপ করিলে, বিভু, অন্ধকার চরাচরে
অমনি চরণতলে, আলোকমণ্ডিত বিশ্ব,
সন্তরিল জ্যোতিঃস্রোতোমাঝ;

মহাশক্তি-তূণ হ'তে হেলায় একটি বাণ
নিক্ষেপিলে, জড়বিশ্ব অমনি পাইল প্রাণ;
হ'ল মহাবেগে ঘূর্ণ্যমান্, আলোড়ি' মহাবিমান,
অগণিত জ্যোতিষ্কসমাজ।
আনন্দ-কণিকামাত্র পড়িল ব্রহ্মাণ্ডশিরে,
হাসিল এ চরাচর পুলকে শিহরি' ধীরে
বহিল আনন্দধারা, জড়-জীব মাতোয়ারা,
পরি' তব আরতির সাজ;
চিরপ্রেম-নির্ঝরের, একটি বুদ্বুদ ল'য়ে
ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত ব'য়ে,
অমনি, জননী করিল স্নেহ, সতীপ্রেমে পূর্ণ গেহ,
গ্রহ ছুটে এ উহার পাছ।
হেলায় ছিটায়ে দিলে, অক্ষয়-সৌন্দর্য-তুলি,
ভাবচ্ছটা উজলিল মোহন বদন তুলি',
অমনি, অনন্ত বরণ আসি', ছড়াইল শোভারাশি।
ধন্য তব নিত্যকারুকাজ!
তুমি কি মহান্, বিভু, আমি কি মলিন, ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু, তুমি যে সুধাসমুদ্র!
তবু, তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস,
তাই এত অযোগ্যের লাজ।

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

ঊষা-বিকাশ

তব, শান্তি-অরুণ-শান্ত-করুণ
কনক-কিরণ-পরশে,
জাগে প্রভাত হৃদি-মন্দিরে,
চরণে নামিয়া হরষে!
আরতি উঠে বাজিয়া ধীরে,
সৌরভ ছুটে মৃদু সমীরে,
প্রেম-কমল হাসে, ভাসে
শান্ত-মরম সরসে।
সংশয়, দ্বিধা, তর্ক, দ্বন্দ্ব,
দূরে যায়, বিমলানন্দ
পানে, জ্ঞান-নয়ন, সফল,
প্রীতি-অশ্রু বরষে!

বারোঁয়া—একতালা

আর চাহিব না

(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত;
(তুমি) আমারে যা দাও, সবই তোমারি মত।
আকুল হইয়ে মিছে, চেয়ে মরি কত কি যে,
(কাঁদে) পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত।
কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান, দয়াময়,
(তবু) নির্ভর জানে না, এ অবিনত।
আমি কেন চেয়ে মরি, তুমি জান কিসে, হরি,
সফল হইবে মম জীবন-ব্রত।
চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত।

হাম্বীর—কাওয়ালী

হৃদয় কুসুম

তার, মঙ্গল আরতির বেজে উঠে শাঁক।
সেই, প্রেম-অরুণের হেম-কিরণে ফুটে থাক্।
দেখে শোভা, পিয়ে সুধা,
মিটে যাক্ নিখিলের ক্ষুধা,
আপনা বিলিয়ে দে রে,
সব তৃষাতুর (সে সুধা)
লুটে থাক্।
স্নিগ্ধ মলয় ব'য়ে মন্দ,
ছড়িয়ে দিক্ তোর বিমল গন্ধ,
অরুণপানে চেয়ে চেয়ে,
দলগুলি তোর, (ও হৃদি ফুল,) (ধীরে ধীরে)
টুটে যাক্।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

প্রেমারঞ্জন

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি;
কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায়,
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,

সুন্দর, তব সুন্দর সব,
যে দিকে ফিরাই আঁখি।
স্ফুটতর ঐ নভোনীলিমায়,
উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চম গায়
কুঞ্জভবনে পাখি।
দেহে হৃদয়ে পাই নব বল,
দূরে যায় ক্ষুদ্রতা ছল
কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল,
প্রাণ দিয়ে যায় মাখি'।
যেন তোমার পুণ্যপরশ,
ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ,
বিবশ হইয়া থাকি।

ভৈরবী—একতালা

বহিরন্তর

যেমন, তীব্র জ্যোতির আধার রবিরে,
প্রভাতে তুলিয়া ধর,
আর, কিরণ-ছটায় ভাসাইয়া দিয়া,
এ ধরণী আলো কর;
নিশার আঁধারে হইয়া আবৃত,
লুকায় ধরায় বঞ্চনা, অনৃত,
প্রভাতে তাদের নগ্নতা প্রকাশি,
লাজে কর জড়সড়';
তেমনি, নিবিড় মোহের আঁধারে, আমার
হৃদয় ডুবিয়া আছে;
কত পাপ কত দুরভিসন্ধি,
আঁধারে লুকায়ে বাঁচে;
দিব্য আলোক! প্রাণে এস, নাথ!
হউক আমার মঙ্গল-প্রভাত—
তাদের লুকাবার স্থান, ভাঙ্গ, ভগবান্,
তারা লাজে হোক্ মরমর।

কীর্তনের ভাঙ্গা সুর—গড় খেম্‌টা

সফল-মুহূর্ত

কোন্ শুভগ্রহালোকে, কি মঙ্গল যোগে,
চকিতে যেন গো, পাই দরশন।
সেই, ক্ষুদ্র একপল, কৃতার্থ সফল,
রোমাঞ্চিত তনু, ঝরে দু'নয়ন।
আয়ুঃ যদি হ'ত সেই এক বিন্দু,
কে চাহিত দীর্ঘ বিষাদের সিন্ধু?
তোমায় দেখিতে দেখিতে ফুরা'ত চকিতে
ভবের বিপদ, সম্পদ, হরষ, রোদন।
আঁখি মুদি; আমার নিখিল উজল,
আঁখি মেলি', আমার আঁধার সকল,
কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই,
তুমি জান গো, সাধক-শরণ!
তব যাত্রা সনে, যদি হয় লোপ
ধরণীর মায়া, নাহি রয় ক্ষোভ,
সবাই ফিরে আসে, ভাঙ্গাহৃদিপাশে,
কেবল, হারাইয়া যায় সাধনার ধন।
দেবতা, আমারে কেন দুঃখ দাও,
'দাঁড়াও' বলিতে, দূরে চ'লে যাও,
ডেকে ডেকে মরি, ফিরে নাহি চাও,
দয়াময়! কেন নিদয় এমন?

বিভাষ—একতালা

এস

বিবেকবিমলজ্যোতিঃ
জ্বেলেছিলে তুমি হৃদয়-কুটিরে;
তোমারি আলোকে তোমারে দেখেছি;
তোমারি চরণ ধ'রেছি শিরে!
যৌবনে, হরি, ছাইল ভীষণ
অবিশ্বাস ঘনমেঘে;
বহিল প্রবল পাপ-পবন;
ডুবাইল ঘোর অন্ধ তিমিরে।
আরো একবার এস, প্রভু এস,
দীপ্ত মিহির-রূপে;

পাপ-যামিনী পোহাইবে, উষা
উদিবে পুণ্য-কিরণে, ধীরে।

টৌরী ভৈরবী—একতালা

মায়া

মাগো আমার সকলি ভ্রান্তি।
মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মমতা;
মরু-ভূমি শুধু, করিতেছে ধূ ধূ!
হেথা কেবলি পিয়াসা কেবলি শ্রান্তি।
যবে, অরুণ-কিরণে নব দিবা জাগে,
ফোটে নব ফুল, নব অনুরাগে,
ভুলি মা তখন কি কাল ভীষণ
আঁধারে ডুবিবে কনক-কান্তি।
পুত্র-পরিজনে হ'য়ে পরিবৃত,
ভাবি, এ আনন্দ অনন্ত, অমৃত;
মনে নাহি হয়, মরণ-সময়
"হৃদয়বান্ধবা বিমুখা যান্তি"।
দিনে দিনে দীনের ফুরাইল দিন,
দীনতারা, ঘুচাও দীনের দুর্দিন,
'আশা'রূপে মাগো, নিরাশ প্রাণে জাগো,
দিয়ে ও চরণ, অক্ষয়শান্তি।

বসন্ত বাহার—একতালা

মোহ

(মাগো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়,
অন্ধকারচিরমরণসিন্ধু-নীরে—
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়;
(কত) জ্ঞান, বুদ্ধি বল, স্নেহ, করুণা, দেহ,
স্বাস্থ্য, সাধু-জন-সঙ্গ, বন্ধু, গেহ,
নিষ্কলঙ্ক মন, মধুময় পরিজন,
পুণ্য-চরণ-ধূলি দিয়েছ আমায়।
(মম) সুপ্তহৃদয় করি' নয়ন-নিমীলন,
না করিল তব করুণা-অনুশীলন;

মোহ ঘিরিল মোরে, রহি' চির-ঘুম-ঘোরে
ব্যর্থজীবন গেল ফুরাইয়ে, হায়!
(এসো) দীনদয়াময়ী। রক্ষ রক্ষ, লহ
কোলে; ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ;
দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে,
অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায়।

'নিপট কপট তুঁহু শ্যাম'—সুর

খেলা-ভঙ্গ

কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে
ফেলিস্ নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি ব'লে।
সারা দিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত, গিয়েছে চ'লে!
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার
এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

আশ্রয় ভিক্ষা

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে!
ভ্রান্তচিত শ্রান্তপদ, ঘিরিল দুখরাতি হে!
শ্রমজ-জল-বিন্দু ঝরে ব্যথিত এ ললাটে হে;
ছিন্ন রুধিরাক্ত পদ, কণ্টকিত বাটে হে!
ক্ষীণ হ'ল দৃষ্টি, অতিতীব্র তনুবেদনা;
ক্ষণে তোমারে পড়িছে মনে, ক্ষণে রহিত চেতনা।
ভগ্নহৃদয়ে কম্পবুকে পড়িয়া পথপাশে গো;
দূর হ'তে তীব্র পরিহাসে কে ও হাসে গো।
ক্ষেমময়! প্রেমময়! তার নিরুপায়ে হে;
মরণদুঃখহরণ! চিরশরণ দেহ পায়ে হে!

কীর্তনের সুর—ঝাঁপতাল

জয় দেব

জয় নিখিল-সৃজনলয়কারী, নিরাময়!
জয় এক, জয় অনেক, অসীম-মহিমময়!
জয় সূক্ষ্ম, স্থূল, জয় অন্ত মূল
জয় ন্যায়নিয়মি, কৃত-কলুষ-কৃপাময়!
জয় হে ভয়ঙ্কর! জয় পরমসুন্দর!
জয় ভক্ত-হৃদয়-পরিপ্লাবি-সুষমাময়!
জয় হৃদয়রঞ্জন! জয় বিপদভঞ্জন!
জয় পাপহরণ! চিরশরণ! করুণাময়!

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল

কল্লোলগীতি

কুলু কুলু কুলু নদী ব'য়ে যায় রে ভাই!
তীরে ব'সে ভাব্‌ছ বুঝি, কি বলে ছাই!
তা' নয়, তোরা ভাল ক'রে শুন্‌বি যদি কাছে আয়,
ভারি একটা মজার গান নেচে নেচে গেয়ে যায়!
সবারি কি আছে কান? কেমন ক'রে শুন্‌বে গান?
যেমন নাচে তেমনি গায় সে—
কোথায় লাগে নাটক, যাত্রা, খেমটা বাই?
নদী বলে, "আমি মস্ত গিরি রাজার মেয়ে গো!
বাবা তো নামান না মাথা, কারো কাছে যেয়ে গো!
নিশি দিন ঊর্ধ্বে চান, মেঘে তাঁর করায় স্নান,
যোগি-ঋষিদের দেব স্থান—
নিজে মহাযোগী, বাহ্যজ্ঞান তো নাই।
'তরঙ্গিণী' নামটি বাবা আদর ক'রে দিয়েছে,
একাগ্রতা, একনিষ্ঠা, যতনে শিখিয়েছে,
বাবার কাছে সাগরের, রূপগুণ শুনেছি ঢের,
তাইতে স্বয়ম্বরা হ'তে—
সে প্রাশান্ত সাগর পানে ছুটে যাই।
কূলে তোরা সংসার পেতে, মায়ায় ভুলে রয়েছিস্‌,
কত ফল, আর ফুলের বাগান, দালান কোঠা ক'রেছিস্‌,
আমি গিয়ে লাগাই গোল, পেতে দি' এই নিঠুর কোল,
একটি মাত্র কূল রাখি, আর...
কাঁদিয়ে তোদের, আর এক কূলের মাথা খাই।

আমার সঙ্গে পারবি তোরা? আমায় ধ'রে রাখ্‌বি কেউ,
কি টানে টেনেছে আমায়, উঠ্‌ছে বুকে প্রেমের ঢেউ,
(আমার) প্রাণের গানে সুধা ঢেলে
প্রাণের ময়লা নিচে ফেলে,
বাধা ভেঙ্গে চুরে ঠেলে,...
কেমন ক'রে যাচ্ছি চ'লে দেখ না তাই!"

বাউলের সুর —কাহারোয়া

সিন্ধু-সঙ্গীত

নীল সিন্ধু ওই গর্জ্জে গভীর;
ভৈরব-রাগ-মুখর করি' তীর।
অতল-উচ্চ-চল-ঊর্মি-মালশত-
শুভ্র ফেন-যুত, রঙ্গ অধীর;
ভীতি-বিবর্ধন, তাণ্ডব নর্তন,
ভীম রোলে করি শ্রবণ বধির।
সিন্ধু কহে, "তব ভূমিখণ্ড কত
ক্ষুদ্র, হের মম বিপুল শরীর;
তীব্র হরষে মম অঙ্গ পরশে,
কি তরঙ্গ তুলিয়া, চির-সঙ্গি-সমীর।
রত্ন-রাজি কত, যত্ন-সুরক্ষিত,
সঞ্চিত কোষ লুব্ধ ধরণীর;
সার্থকতা লভে মুগ্ধ তরঙ্গিণী,
আসি' পদে মিলি', পতি জলধির!
(আনি) ইন্দ্রচাপ-নিভ-স্নিগ্ধ মনোহর
বর্ণে সুরঞ্জিত, কিরণে রবির,
পারিজাত তরু, অমৃত, সুধাকর,
মন্থনে তুলিল সুরাসুর বীর।
(কত) অর্ণবপোত পণ্য ভরি ধাইছে,
কর্ণে সুপরিচিত নাবিক ধীর;
ভগ্ন-শেষ কত, করিছে প্রমাণিত,
ধ্রুব-পরিহাস নিঠুর নিয়তির!
(যবে) অমৃত-ধারে ভরি' পিতৃবক্ষ, হয়
উদয় মনোরম পূর্ণ শশীর;
মত্ত হরষে, যেন বীচি-হস্তে ধরি',
আনি, আলো করি হৃদয়-কুটির

চন্দ্র-বিরহে পুনঃ উদ্বেলিত চিত,
আবৃত করে ঘন-দুঃখ-তিমির;
করি, সজ্জিত, সুন্দর, প্রচুর-পুষ্প-ফল
শস্য রাশি দিয়ে দেহ মহীর
লক্ষ-পুরাতন-সন্ধি সমর-ইতি-
হাস বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর;
দীনে দান কত করিনু অকাতরে,
সম্পদ লয়ে গর্বিত নৃপতির।
(তব) শক্তিপুঞ্জ মম মূর্তি হেরি',
হয় স্তম্ভিত, ভীত, পদানত শির;
সর্ব গর্ব মম যাঁর কৃপাবলে,
নমি সে সুমঙ্গল পদে প্রভুজীর।"

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

বঙ্গমাতা

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ!
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি অলংঘ্য।
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণ-তল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল-
ধৌত শ্যাম ক্ষেত্র-সংঘ
বনে বনে ছুটে ফুল—পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-ভর-নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ!

সুরট মল্লার—একতালা

আয়ু-ভিক্ষা

আজি, শিথিল সব ইন্দ্রিয়, চরণ কর নিষ্ক্রিয়,
তিমিরময় প্রাণপ্রিয় গেহ;
কে, শান্তি-সুখ দূর করি', বজ্রকরে কেশ ধরি',
বেগভরে শূন্যে তোলে দেহ!
হে, পুঞ্জ-অলি-গুঞ্জরণ-মঞ্জুল-নিকুঞ্জ-বন!
সজ্জিত-বিলাস-গৃহ রম্য!
দাস-গণ-জুষ্ট, পরিপূরিত সুগীত-রবে,
দীনজন-চির অনধিগম্য।
হে হেমমুকুট! মণি-রঞ্জিত সুমঞ্চ শত!
দীপ্ত মতি-হীরক-প্রবালে;
চন্দন-প্রলিপ্ত মৃগনাভি। হে কস্তুরী!
সুরভিত সুগন্ধি ফুল-মালে।
কমল-কুল-মণ্ডিত, মধুপ-কল-গুঞ্জিত,
নির্মল, প্রশান্ত শতবাপি!
বন-ভবন-চারি-শুকসারী-পিক-পাপিয়া!
পুচ্ছধর সুন্দর কলাপি?
হে রাজছত্র! হে রাজপদ-গৌরব!
হে হর্ম্য! রত্ন-গজ-রাজি!
(আজি) বিপলমিত-আয়ু কর দান, চিরসেবিত
বন্ধু মম, হে বিভবরাজি!

'স্মরগরলখণ্ডনং'-সুর

শেষ দিন

যে দিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট;
বায়ু-পিত্ত-কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ,
হবে নিজ নিজ স্থান-ভ্রষ্ট।
ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া থাক্‌বে না হাত-পায়ে,
রসনা হবে আড়ষ্ট;
যকৃৎ, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী,
মূত্রাশয় হবে দুষ্ট;
বাইরের প্রতিবিম্ব পড়বে না নয়নে,
হবি কাল তন্দ্রাবিষ্ট;
কানেব কাছে কামান দাগলে শুনবি না রে,
প'ড়ে রইবি যেন সরল কাষ্ঠ।

গায়ে ঠেসে ধর্‌লে জ্বলন্ত অঙ্গার,
'উহু' বল্‌বি না নিশ্চেষ্ট;
কেবল, বুকের কাছে একটু থাক্‌বে রে ধুক্‌ধুকি;
আর, ঈষৎ নড়বে শুষ্ক ওষ্ঠ।
মাথা চিরে দিবে সদ্য কালকূট,
কিন্তু হায় রে, বিধাতা রুষ্ট,
শেষ ঔষধের ক্রিয়া বিফল হ'লে, বৈদ্য
জবাব দিয়ে যাবে স্পষ্ট।
দাসদাসী পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ-
আদি পরিজনজুষ্ট—
মলমূত্রে, কফে, জ'ড়ে প'ড়ে রবে,
এই, সোনার শরীর পরিপুষ্ট।
"ধনে প্রাণে বিনাশ ক'রে গেলে" ব'লে,
কাঁদ্‌বেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ;
আর আমরণ বৈধব্যের ক্লেশ ভেবে পত্নী
কাঁদ্‌বেন পার্শ্ব-উপবিষ্ট।
পণ্ডিতেরা বল্‌বেন, "প্রায়শ্চিত্ত করাও,
একটু রক্ত হয়েছিল দৃষ্ট;
একটা গাভী এনে, ত্বরা করাও বৈতরণী,
বাঁচামরা সব অদৃষ্ট!"
ঘরে তেল, চূর্ণ, চটি, পাচন, প্রলেপ, বটী,
কবল, ঘৃত আর অরিষ্ট,
তুলসী, বেলের পাতা, মধু পিঁপুল, আদা,
সবি বিফল, সবই নষ্ট।
কান্ত বলে, ভ্রান্ত মন রে, বলি শোন্‌,
এখন, লাগ্‌ছে না এ কথা মিষ্ট;
কিন্তু, সকল সত্যের চেয়ে এইটে সত্যি কথা,
দিন তো গেল, ভাব্‌ রে ইষ্ট।

বসন্ত মিশ্র—একতালা

পরিণাম

যা' হয়েছে, হচ্ছে যা', আর যা' হবে, সব জানি রে,
আমার, প্রাণের মাঝে, তোর কথা নিয়ে,
হচ্ছে কানাকানি রে!

যেমন ক'রেই হোক্,
আন্‌ব টাকা, লুট্‌বো মজা, এই ছিল তোর রোখ্;
তা', সিঁদ দিয়ে, কি পকেট্ কেটে, ক'রে রাহাজানি রে।
বাড়্‌বে কিসে আয়,
খস্‌ড়া-পাকা জমাখরচ হিসেব-সেরেস্তায়;
রোজ, সন্ধ্যেবেলা আধলা নিয়ে করিস্ টানাটানি রে।
তোর কি কসুরে জেল?
মাথার ঘাম, দু'পায়ে ফেলে, কেন ভাঙ্গিস্ তেল?
তুই সারাজীবন টেনে মলি, পরের তেলের ঘানি রে।
ঐ দেখ্ আস্‌ছে সে দিন,
যে দিন কফের নাড়ী উঠ্‌বে জেগে, বায়ু-পিত্ত ক্ষীণ;
সে দিন কস্তুরীভৈরবে হালে পাবে না আর পানি রে।
বস্‌বে ঘিরে মাগ্-ছেলে;
বল্‌বে, "ব'লে যাও গো, কোন্ সিন্ধুকে
কি রেখে গেলে,"
শুন্‌বি 'টাকা', কানে কেউ দেবে না
তারক-ব্রহ্মবাণী রে।
বোধ হয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছ বেশ,
যে, তোমার জন্যে তোয়ের হচ্ছে
কেমন মজার দেশ!
সেথা, চাইবি না তুই যেতে, তবু
নিয়ে যাবে টানি' রে।

বাউলের সুর—খেম্‌টা

যোগ

যোগ কর প্রাণ মনে;
আর কাজ কি ভবের ভাগ-পূরণে?
হ'য়ো না কাতর বিয়োগে হাস্‌বে লোকে,
দেখে শুনে।
আগে নে' মণকষা কসি',
করিস্‌নে মন-কসাকসি,
সরল কর্ বে জটিল রাশি; থাকিস্‌নে বসি',
ভবের, মিথ্যা-মিশ্র-সঙ্কলনে।

লঘিষ্ঠ-গরিষ্ঠ-ভেদে,
কেন মিছে মরিস্ কেঁদে,
ম'জে আছ ভগ্নাংশেতে, কোন্ রসেতে?
চল শুভঙ্করীর নিয়ম মেনে।
কাজটি কি রে তোর সের ছটাকে;
বেঁধে নে' দেহের ছ'টাকে;
শিখে নে রে পরিমিতির নিয়মটাকে;
রাখ্, চতুর্ভুজের গুণটি জেনে।
কর হৃদি-ক্ষেত্র কালী
সার ভবক্ষেত্রে, কালী;
তোর জ্ঞান-ক্ষেত্রে কালী কে দিলে রে ঢালি';
তাইতে, ঠিকের ঘরটা ঠিক দেখিনে।
কান্ত বলে ব্যাপার বিষম,
ভুলে আদি যোগের নিয়ম,
পৌনঃপুনিক হচ্ছে জনম, ও মন অধম!
এবার, পরীক্ষাতে পাশ পাবিনে।

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা

একে পর্যবসান

সে, এক বটে, তার শক্তি বহু, একাধারে;
তার, বিচিত্রতা কি বিপুল, ভেবে দেখ্‌না রে!
জগতে কত কোটি লোক দেখ্;
আন্ বেছে তুই দু'টো মানুষ,
সব রকমে এক;
লক্ষ প্রভেদ দেহ-মনে,
কার জানা আছে, কে রেখেছে গণে,
কোন্ দরশনে?
গোটা দুই ভেদ বুঝে তুই গর্বে অধীর,
বৈজ্ঞানিক-বীর, একেবারে,
হাতে নে' দুটো গোলাপ ফুল,
পাপড়ি, রঙ্গে, ওজন, ঢঙ্গে,
নয়কো সমতুল।
তুলে আন্ দু'টো বেল-পাতা,
এক প্রণালীতে ঠিক দু'টো গাঁথা,
গোড়া থেকে মাথা;

ত ঐ, ক্ষেত্রে, শিরায় ভেদ কত তায়,
মিল্‌বে না তার চারিধারে।
চেয়ে দেখ্‌, তড়িৎ, আলো, তাপ,
গ্রহের গতি, আকর্ষণ, আর
জড়ের আবির্ভাব
ঐ, শক্তি নদীর ঢেউগুলি,
ক'চ্চে যেন গো সদা কোলাকুলি,
উঠ্‌ছে মাথা তুলি';
ওরা ঐ, এক হ'তে আসে, ভিন্ন বিকাশে
মেশে গিয়ে এক পারাবারে!

মিশ্র খাম্বাজ—খেম্‌টা

নিরুত্তর

ডাক্‌ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে;
দেখ্‌বো সে উপাধি নিলে,
ক'টা 'কেন'র জবাব শিখে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেঁড়া ফলটি কেন সে,
দেয় না যেতে অন্য দিকে?
কোকিল কেন কুহু বলে, জোনাকিটে কেন জ্বলে,
রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে,
কেন ফুটায় কুসুমটিকে?
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে;
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,
কমল কেন চায় রবিকে?
বায়ু কেন শব্দ বহে, অনল-শিখা কেন দহে,
চুম্বক কেন লৌহ টানে,
টানে না মণি মাণিককে?
ইক্ষু কেন সুরস এত, নিম্‌টে কেন এমন তেতো,
ময়ূর কেন মেঘের ডাকে,
মেলে মোহন পুচ্ছটিকে?
কান্ত বলে, আছে, জেনো, 'কেন'র 'কেন', তস্য 'কেন'
যাও, নিখিল 'কেন'র মূল কারণে,
সে, রেখেছে কালের খাতায় লিখে।

'তোর নাম রেখেছি হরিবোলা'—সুর

শুদ্ধ প্রেম

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে,
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে।
অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীব মত,
কলকলে অবিরত 'জয় জগদীশ' ব'লে;
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ পাড়ি ভাঙ্ সমূলে;
চেও না কোন কূলে,
শুধু নেচে গেয়ে যাও রে চ'লে।
সে জলে নাইবে যা'রা, থাক্‌বে না মৃত্যু-জরা
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে;
যা'রা সাঁতার ভুলে নাম্‌তে পারে,
(তাদের) টেনে নে' যাও, একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও,
সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

মিলন

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান।
ঐ দেখ ঝর্‌ছে মায়ের দু-নয়ান
আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরাণ!
(জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসাবিদ্বেষ ভুলে
গিয়ে রে)
থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্যপান
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের
দুধ খেয়ে বাঁচি রে)
আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে) (একই ভাতে
একই রক্ত ব'য়ে যায়)
এক ভাই না খেতে পেলে,
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ?
(এমন পাষাণ কেবা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা
আছে রে)

বিলেত ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্।
(দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না) (তার কাছে তো সবাই
সমান রে)

সংকীর্তন—গড় খেম্‌টা

তাঁতী-ভাই

রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্
ঘরে তাঁত যে ক'টা আছে রে,
তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্।
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে ব'সে, ক'সে মাকু চালা;
কলের কাপড় বিশ হবে রে,
না হয় তোদের হবে উনিশ!
তোদের সেই পুরানো তাঁতে,
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে,
আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব রে,
টাকা ঘরে ব'সে গুণিস্।

'রে গঙ্গামাই—প্রাতে দরশন দে'-সুর
কাহারোয়া

———— —

বিলাপে

পদাঙ্ক

প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো;
চরণ-চির-রেখা আঁকিয়ে যে গো।
লুটায়ে আশা-ধূলে, মোহন অঞ্চল,
নূপুর-মুখরিত চরণ চঞ্চল,
দু'ধারে ফুটাইয়ে বাসনা-ফুল-রাশি,
আধেক প্রেম-গাথা শুনাইয়ে গো।
একটু সুধা-হাসি, আধেক প্রেমগান,
কামনা ফুল দুটি, শুষ্ক হীন-প্রাণ,
এখনও ়'ড়ে আছে চরণ রেখা পাশে,
মুগ্ধ হ'য়ে আছি, তাই নিয়ে গো।

মিশ্র মল্লার—কাওয়ালী

সেই মুখখানি

মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়!*
জমায়ে চাঁদের সুধা, বিধি গ'ড়েছিল তায়!
মৃদু-সরলতা মাখা, তুলিতে নয়ন-আঁকা,
চাহিলে করুণে, ধরা চরণে বিকাতে চায়।
অধরে সারাটি বেলা হাসি করে ছেলে-খেলা,
নীরবে নিশীথে ধীরে, অধরে পড়ি' ঘুমায়;
যদি দু'টি কথা কহে, প্রাণে সুধা-নদী বহে,
নিমেষে নিখিল ধরা, মোহন সঙ্গীত-ময়!

মিশ্র বেহাগ—ঝাঁপ্‌তাল

স্বপ্ন-পুলক

স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া;
স্বপনে তাহারি মু'খানি নিরখি',
স্বপন-কুহেলি মাখিয়া!
(কারে) বর-মালা দিনু স্বপনে,
(হ'ল) হৃদি-বিনিময় গোপনে,

---

* 'মধুর : সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়'—একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত . এই গানটি পাদপূরণ মাত্র।

স্বপনে দু'জনে প্রেম-আলাপনে
যাপি সারা-নিশি জাগিয়া।
(করি) স্বপ্নে মিলন-সুখ গান,
(করি) স্বপ্নে প্রণয়-অভিমান,
(হয়) স্বপ্নে প্রেম-কলহ, যায় গো
স্বপনেরি সনে ভাঙ্গিয়া;
যা কিছু আমাব দিতে পারি সবি
সুখ-স্বপনেরি লাগিয়া।

মিশ্র কানেড়া—একতালা

পূর্ব-রাগ

সখি রে! মরম পরশে তারি গান,
অধীর আকুল করে প্রাণ;
জ্যোছনা উছলি' ওঠে, ময়লা মুরছি' পড়ে,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে ওঠে থরে থরে,
বিশ্ব-বিমোহন তান।
আঁখি জলে হাসি মাখা, কি করুণ বেদনা!
হেসে কেঁদে, নেচে নেচে, বলে, 'আর কেঁদ না';
হৃদয় দিয়েছি প্রতিদান।

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী

ছিন্ন মুকুল

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে।
মরমে ম'রে গেল, মুকুলে ঝ'রে গেল,
প্রাণ-ভরা-আশা-সমাধি পাশে।
নীরসতা-ভরা, এ নিরদয় ধরা,
শুকায়ে দিল কলি, উষ্ণ শ্বাসে;
দু'দিন এসেছিল, দু'দিন হেসেছিল,
দু'দিন ভেসেছিল, সুখ বিলাসে!
না হ'তে পাতা দু'টি, নীরবে গেল টুটি,
বাসনা-ময় প্রাণ শুধু পিয়াসে,
সুখ-স্বপন সম, তপ্ত বুকে মম,
বেদনা-বিজড়িত স্মৃতিটি ভাসে।

লাউনি—কাওয়ালী

অসময়ে

নয়নের বারি নয়নে রেখেছি,
হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা।
শুকায়ে গিয়েছে প্রাণের হরষ,
শুকায়ে গিয়েছে মালা।
দেখা দিবে বলে কেন দিলে আশা,
আশা-পথ পানে চেয়ে রই;
(আমার) ভেঙ্গে গেছে বুক, ভেঙ্গেছে পরাণ,
সময় থাকিতে আসিলে কই!
এলে যদি, সখা, ব'স ভাঙ্গা বুকে,
ভাঙ্গা হৃদয়ের যাতনা লও,
মুখ পানে চেয়ে, দুখ ভুলাইয়ে,
ভাল ক'রে আজ কথাটি কও।

মিশ্র ঝিঁঝিট— একতালা

ব্যর্থ প্রতীক্ষা

রূপসি নগর-বাসিনি!*
শূন্য-কক্ষে কেন একাকিনী, বিষাদিনী!
দীন-নয়নে বিফল-শয়নে, কার পথ চাহি', মানিনি?
দীপ মালিন, শুষ্ক মালিকা,
মূক মুখর শুক-সারিকা,
যতন-হীনা, নীরব বীণা, কর-পরশ-পিপাসিনী।
শিশির-সিক্ত আম্র কাননে,
বাজিছে প্রভাতী বিহগ-কূজনে,
ধীরে ধীরে জাগে ঊষা, কনক জলদ-কিরীটিনী;
তন্দ্রাহীন যুগল নয়নে,
মন্দাকিনী ঝরিছে সঘনে,
জীবন-মরণ, কার চরণ আশে, বিফল যামিনী?

মানিনী

পরশ-লালসে, অবশ আলসে,
ঢলিয়া পড়িত আমারি অঙ্গে।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'রূপসী পল্লীবাসিনী' পাঠে লিখিত। সুর—ঐ

মিছে ভালবাসা, শুধু যাওয়া-আসা,
রূপমোহ গেছে রূপেরি সঙ্গে।
সে মধু-আদর, এই অযতন,
সে সুখ-স্বরগ, আজি এ পতন,
মনে হয়, সখি, সকলি স্বপন,
কে বাঁচে এমন ভরসা ভঙ্গে?
চন্দন, সখি, হ'ল বিষতরু,
নন্দন-বন হ'ল ঘোর মরু,
উদাস-নয়নে, বিরহ-শয়নে,
ভাসিতেছি আঁখি-নীর-তরঙ্গে।

বেহাগ — একতালা

সফল মরণ

এস এস কাছে, দূরে কি গো সাজে,
বিছায়ে রেখেছি হৃদয়-আসন!
চরণের ধূলি, দেহ মাথে তুমি',
আজি অভাগীর কি সুখ-মরণ!
এস প্রাণ-সাথী, আজি শেষ রাতি,
ভাল ক'রে আজি করি দরশন!
জীবন-নাথ! পূরিল সাধ,
ভুলেছি যত অনাদর অযতন;
পদে মাথা রাখি', পদধূলি মাখি',
সফল জনম আজি, সফল মরণ!

লাউনি—ঝাঁপতাল

চির-মিলন

আর কি আমাকে দিতে পারে সে মনোবেদনা?
সখি রে, ভালবাসিতে, আসিতে আর সেধ না।
নিশীথে মাধবীবনে, দেখা হ'ল সখা সনে,
(অমনি) প্রাণে সে রহিয়া গেল, বিরহ আর হ'ল না।
দিও না তাহারে বাধা, 'এস' ব'লে কেন সাধা?
(আমার) চির-মিলনের দেশে, নাহি বিরহ-যাতনা;
আঁখি মুদি হিয়া-মাঝে, সে মধু মাধুরী রাজে,
মানসে চরণ পূজি, পরশে নাহি বাসনা।

বেহাগ—কাওয়ালী

সংকল্প

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্পি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ব ভাই;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

মূলতান—গড় খেম্‌টা

তাই ভালো

তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত;
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান;
মোটা হোক্, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান!
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান!
মিহি কাপড় প'র্‌ব না আর যেচে পরের কাছে;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে;
দেখ্ তো প'র্‌লে কেমন সাজে!
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুপ্রভাত;
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত।
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত!

জংলা—কাহারোয়া

আমরা

আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ।
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে প'র্‌ব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেণ্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা, রব কি উপোসী ঘরে শুয়ে?
হারাস্‌নে ভাই রে আর এমন সুদিন;
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে,
কিন্‌বো না ঠুন্‌কো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে;
থাক্‌লে, গরীব হ'য়ে, ভাই রে, গরীব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটো।

মিশ্র বারোঁয়া—কাওয়ালী

বেলা যায়

আর কি ভাবিস্ মাঝি ব'সে?
এই বাতাসে পা'ল তুলে দিয়ে,
হাল ধ'রে থাক্ ক'সে।
এই হাওয়া প'ড়ে গেলে, স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবিনে, ভেসে যাবি,
মর্‌বি যে মনের আপসোসে।
মিছে বকিস্ আনাড়ি, এই বেলা ধর্ রে পাড়ি,
"পাঁচপীর বদর" ব'লে, পুরো মনের খোসে;
এমন বাতাস আর র'বে না, পারে যাওয়া আর হবে না।
মরণ-সিন্ধু মাঝে গিয়ে, পড়বি রে নিজ কর্মদোষে।

বাউলের সুর—খেম্‌টা

প্রলাপে

তিনকড়ি শর্মা

(আমি) যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা;
যাহা লিখি—মহাকাব্য;
(আর) সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত-
দর্শন—যাহা ভাব্‌ব।
(দেখ) আমি যেটা বলি মন্দ,
সেটা অতি বদ্‌, নাহি সন্দ,
(আর) আমি যা'র সনে বলিনে বাক্যি,
সে নয় কারো আলাপ্য।
(দেখ) আমি যেটা বলি সোজা,
সেটা জলবৎ যায় বোঝা,
(আর) আমি যেটা বলি 'উঁহু না' তার
মানে করা কি সম্ভাব্য?
(আমি) যা খাই সেইটে খাদ্য;
আর যা বাজাই সেটা বাদ্য;
(আর) আমি যদি বলি 'এইটে উহ্য',
সেইখানে সেটা যাপ্য।
(আমি) চেঁচিয়ে যা বলি, গান তাই,
তাতে পূরো অথারিটি বান্দাই;
(আর) ক'ত্তে হয় না ওজন সেটাকে,
নিজহাতে যেটা মাপ্‌ব;
(এই) মাথাটা কি প্রকাণ্ড,
(এই) অসীম জ্ঞানের ভাণ্ড!
(দেখ) আমি যা'রে যাহা খুশি হ'য়ে দেই,
তাই তার নিট্‌ প্রাপ্য।
(আমি) করি যা'র হিত ইচ্ছে,
তা'রে পৃথিবীশুদ্ধ দিচ্ছে,
(দেখো) কক্ষণো তা'র বংশ রবে না,
ঘরে ব'সে যা'রে শাপ্‌ব।
(অমি) যেটা ব'লে যাব মিথ্যে,
(তুমি) যতই ফলাও বিদ্যে,
(দেখো) কক্ষণো সেটা সত্যি হবে না,
তর্কই হবে লভ্য।
(এই) দু'খানি রাতুল শ্রীচরণ,
দিয়ে, যেখানে করিব বিচরণ
(দ্যাখো) সেটা যদি তুমি তোমার বলিবে,
ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ্‌ব!

(দেখো) আমি তিনকড়ি শর্ম্মা,
(এই) ধরাধামে ক্ষণজন্মা,
(দ্যাখো) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী,
আমি যা'র জলে নাব্‌ব।
(দীন) কান্ত বলিছে ভাই রে,
(অতি) তোফা! বলিহারি যাই রে,
(আমি) তোমার নামটা "হাম্‌বড়া" প্রেসে,
সোনার আখরে ছাপ্‌ব।

ভৈরবী—গড় খেম্‌টা

জেনে রাখ

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পূরো পাঁচ হাত লম্বা;
সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় রম্ভা!
ধার্ম্মিক বটে সেই, যে দিন-রাত ফোঁটা-তিলক কাটে;
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন্য নাহি ছাঁটে।
সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদ্‌টা আস্‌টা টানে;
নিষ্ঠাবান যে কুক্কুট-মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাট্‌বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ,
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ।
সেই কপালে', বিয়ে ক'রে যে পায় বিশ হাজার পণ;
নারীর মধ্যে সেই সুখী, যার কত্তে হয় না রন্ধন।
সেই নিরীহ, রামের কথা শ্যামের কাছে দেয় ব'লে;
সেই বাবু, যে বোঁচা হাত জামায় ফুঁ দিয়ে চলে।
ভদ্র সেই, যার ফরসা ধুতি, ফুটফুটে যার জামা;
দেশহিতৈষী সেই, যার পায়ে, 'ডসনের' বিনামা।
মদ খেয়ে, যা' ভুলে থাক্‌তে হয় সেই আদত বিচ্ছেদ;
কালো ফিতে ধারণা আছে যার, তারই বলি খেদ।
বেহুঁশ হয়ে ড্রেনে প'ড়ে রয়, সে অতি সম্ভ্রান্ত;
সাদা কালোয় ভেদ না রাখে, সে হাকিম কি ভ্রান্ত;
'এষ অর্ঘ্যং' যে বলে, সেই দশকর্ম্মান্বিত;
সেই বেদজ্ঞ, ফলারের নামে যে ভারি আনন্দিত।
'রাজ-লক্ষণ আছে আমার', যে কয়, সে জ্যোতিষী;
লম্বা-দাড়ী, গেরুয়াধারী, সেই ত আদত ঋষি;
'সর্ট সাইটেড' চস্‌মা নিলেই, বুঝবে ছোক্‌রা ভাল;
বাপকে যে কয় 'ঈডিয়ট' তার গুণে বংশ আলো!
সেই গুরু, যিনি বৎসরান্তে আসেন বার্ষিক নিতে;
বদান্য যে একদম লাখ দেয় — উপাধি কিনিতে।

আসল তন্ত্রী সেই, যে সদাই আওড়ায় মুখে 'দ্রুম্‌ফট্‌';
সেই আদত বীর, সাহেব দেখ্‌লেই যে দেয় সোজা চম্পট!
সে কালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জান্‌ত —
যে লেখক বল্লেই বুঝতে হবে, এই ধুরন্ধর 'কান্ত'?

মিশ্র বিভাস — কাওয়ালী

জাতীয় উন্নতি

হয় নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না,
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে!
যেহেতু, যে গুলি রুচিত না আগে,
এখন সে গুলো রুচ্‌ছে।
কেন না, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ,
'গ্যানো' খুলে পড়ছি 'বিদ্যুৎ' 'আলো' 'তাপ',
মাপ্‌ছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ
(আর) মনের অন্ধকার ঘুচ্‌ছে।

যেহেতু, বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর,
কুক্কুট-অস্থি কেমন স্বাদু;
(আর) ক্রমে মদিরায় যার মতি যায়,
কেমনে সে হয় সাধু;
(আর) যেহেতু আমাদের মনে মুখে দুই,
(যাকে) বল্‌তে হবে 'আপনি' তাকে বলি 'তুই'
চাক্‌রি দেবে বল্লে চরণ তলে শুই,
আর ঘৃণা করি গরিব তুচ্ছে।

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সাদা জামা রাখি শরীরে;
(আর) 'শ্যাণ্ট্‌পো' বলি 'শান্তিপুর'কে,
'হ্যারি' ব'লে ডাকি 'হরি'রে;
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
কীট-দষ্ট বাতুলতা বেদ-বেদান্ত,
(মোদের) অস্থিমজ্জাগত সাহেবী দৃষ্টান্ত
দেখ না অমুক বাঁড়ুয্যে।

(কারণ) ধর্ম-হীনতাটা ধর্ম আমাদের,
কোনও ধর্মে নাই আস্থা,
কি হবে ও ছাই ভস্মগুলো ভেবে?
মস্তিষ্কটা নয় সস্তা;

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধ'রে,
বাইরের আঁখি দুটো ফুটোচ্ছি বেশ ক'রে;
মনশ্চক্ষু অন্ধ, তার খবর কে করে?
সে বেচারী আঁধারে ঘুর্‌ছে।

(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি,
কিন্তু প্রাইভেট্‌ ক্যারেক্টার দেখ না;
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখো না,
বাপকে করি ঘৃণা, মাকে দেই না অন্ন,
বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন,
কোট পেন্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণ-বর্ণ
যেন দাঁড়কাক ময়ূর-পুচ্ছে।

(আর) যেহেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকারী,
প্রাণপণে যোগাই গহনা;
আর বাপ্‌রে! তাঁর রুষ্ট আঁখি-তাপে,
শুকায় প্রেম-নদীর মোহনা।
(সে যে) মাকে বলে 'বেটী', হেসে দেই উড়িয়ে
(তার) পিতৃবংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে
(মোদের) চিনিয়ে দিতে হয় 'এ মাসী, খুড়ী এ',
ভুলে প্রণাম করি না পূজ্যে।

(কারণ) খবরেব কাগজ, সাইন বোর্ড, আর
বিজ্ঞাপনের বেজায় ছড়াছড়ি,
(তাতে) দেখ্‌বে যথাক্রমে 'পঞ্চানন্দ', আর
'তিনকড়ি কবিরেজ', 'প্রেম বড়ি';
আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল,
সাহেব দেখ্‌লে, হয় পিতৃ-নামটা ভুল,
(দেশটা) সংক্রান্তি-পুরুষের হাত, পা, মাথা ছেড়ে,
ধ'রেছিল বুঝি, " "!

বসন্ত বাহার — জলদ একতালা

হজমী গুলি

আঃ, যা কর, বাবা, আস্তে, ধীরে
ঘা কর কেন খুঁচিয়ে?
পাতলা একটা যবনিকা আছে,
কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে?

ফেলো না পৈতে, কেটো না টিকিটে,
সর্ব-বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ,
নেহাৎ পক্ষে টাকাটা সিকিটে
মেলেও ত ন্যাকা বুঝিয়ে।

কালিয়া কাবাব্ চপ্ কাট্‌লেট্,
টিকি ঝাড়, আর খাও ভরপেট,
পৈতেটা কানে তুলে নিয়ে ব'স,
নামাবলীখানা কুঁচিয়ে।

মূর্খশাস্ত্র অতি বিদ্‌ঘুটে!
অকারণ অভিশাপ কুক্কুটে;
বলা তো যায় না কিছু মুখ ফুটে,
যা' কর নয়ন বুজিয়ে।

শঙ্খবটী বা নৃপবল্লভে,
এমন হজম কখন কি হবে?
পাচকের সেরা পৈতেটা ছেঁড়া,
টিকি কাটা কি কুরুচি, এ।

কীর্তন-ভাঙ্গা সুর — গড় খেম্‌টা

বরের দর

কন্যাদায়ে বিব্রত হ'য়েছ বিলক্ষণ;
তাই বুঝি সংক্ষেপে কচ্ছি ফর্দ সমাপন।
নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নী বেজার,
বলেন, এবার বরের বাজার কসা কি রকম!
(কিন্তু) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে যে বিষম।
(আর) পড়ার খরচ মাসে ত্রিরিশ,
হয় না কমে, বলে 'গিরিশ',
কাজেই সেটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশী বলা অকারণ;
সোনার চেন্ ঘড়ি, আইভরি ছড়ি,
ডায়মন্ডকাটা সোনার বোতাম,
দিও এক সেট্, কতই বা দাম?
বিলিতি বুট, ভাল শ্লিপার, বরের প্রয়োজন;
ফুল্ এস্টকিং, রেসমী রুমাল, দিও দু'ডজন।
ছাতি, বুরুস, আয়না, চিরুণ,
ফুলকাটা সার্ট, কোট, পেন্টালুন,
দু'জোড়া শাল, সার্জের চাদর, গরদ সুচিকণ;

জমকালো র‍্যাপার, আতর ল্যাভেন্ডার,
খান পনের দিশি ধুতি, রেসমি না হয়, দিও সূতি;
হ্যাদ্দ্যাখো ধরি নি 'চস্‌মা' — কেমন ভুলো মন!
ছেলে, ঠুসি পেলে খুশি, একটু খাটো-দরশন।

খাট, চৌকি, মশারি, গদি, এর মধ্যে নেই 'পারি যদি'
তাকিয়া, তোষক, বালিশাদি দস্তুর-মতন;
হবে দু'প্রস্ত, শয্যা প্রশস্ত,
(আর) টেবিল, চেয়ার, আল্‌না, ডেস্ক
হাতীর দাঁতের হাত-বাক্স,
স্টীলট্রাঙ্ক খুব বড় দু'টো যা, দেশের চলন;
(আর) তারি সঙ্গে পুরো এক সেট্‌ রূপোরি বাসন।

গিন্নি বলেন, বাউটি সুটে, রূপ লাবণ্য ওঠে ফুটে,
একশ' ভরি হ'লেই হবে একটি সেট্‌ উত্তম;
যেন অলঙ্কার দেখে নিন্দে করে না লোকে,
দিও বারাণসী বোম্বাই — ফর্দ কিছু হ'ল লম্বাই;
তা, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই,
তোমার আকিঞ্চন;
আমার কি ভাই? আজ বাদে কা'ল মুদ্‌ব দু'নয়ন।

(আর) দিও যাতায়াতের খরচ,
না হয় কিছু হবে করজ,
তা'— মেয়ের বিয়ে, তোমার গরজ, তোমার প্রয়োজন;
আবার আস্‌বে কুলীন দল, তাদের চাই বিলিতি জল,
ডজন বিশেক 'হুইস্কি' রেখো,
নইলে বড় প্রমাদ, দেখো!
কি ক'র্‌ব ভাই, দেশের আজকাল এমনি চালচলন;
কেবল চক্ষু-লজ্জায় বাধ' বাধ' ঠেক্‌ছে যে কেমন!

ছেলেটি মোর নব কার্তিক,
ভাবটি আবার খাঁটি সাত্ত্বিক,
এই বয়সে ভার-ভাত্তিক, কর্তাদের মতন;
যদি দিতেন একটি 'পাশ', তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল্‌ ছেলে. তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠ্‌ল কম্পন?
কেবল তোমার বাজার যাচাই — বকা'লে অকারণ,
দেশের দশা হেরে 'কান্ত' করে অশ্রু-বরিষণ।

'ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ডাকে ঐ পাখি।' — সুর

বেহায়া বেহাই

(বেহাই) কুটুম্বিতের স্থলে, বউ দেবো না ব'লে,
বেশি কসাকসি ভাল নয়;
(বিশেষ) বউমাটি দিনেরেতে, কাঁদেন নাইতে খেতে,
আহা! বালিকা, তার কত সয়!

তবে কিনা, ভাই, তুল্লে যখন কথা,
দায়ে প'ড়ে একটু দিতে হ'চ্ছে ব্যথা,
(তোমার) ব্যাভার মনে হ'লে শরীরটে যায় জ্বলে,
ঝক্‌মারি করেছি মনে হয়।

এসেছিল ছেলের দু'হাজার সম্বন্ধ,
নেহাৎ পোড়ারমুখো বিধাতার নির্বন্ধ,
নেশা খেয়ে কল্লেম এই বিয়ে পছন্দ
গুক্‌খুরি ক'রেছি অতিশয়;
তোমার মতন জোচ্চোর, বদ্‌মায়েস, বাট্‌পাড়,
দম্‌বাজ, এ দুনিয়ায় দেখিনিকো আর!
এত কথাবার্তা সবই ফক্কিকার,
কুলের দোষের ওটা পরিচয়।

আগে যদি জান্‌তেম এমনতর হবে,
পাওয়া থোয়ার দফায় শূন্যি প'ড়ে যাবে,
ক'র্তে যাই কি এমন আহম্মকি তবে,
ফেলে ভাল কার্য সমুদয়?
আগে জান্‌লে পরে, বেড়ে দেখে শুনে,
নিতাম ফর্দের মত কড়ায় গুণ্ডায় গুণে,
(এখন) শঠের পাল্লায় প'ড়ে পুড়ি মনাগুনে,
কি ঘোর কলির হ'য়েছে উদয়!

(তোমার) খাটে পুডিং দে'য়া, তোষক গদি খাটো,
টেবিল, চেয়ার হাল্কা, তক্তপোষটি ছোট,
কলসী ঘটী দু'টো বেজায়-রকম ফুটো,
'সেকেন্ডহ্যান্ড' জিনিস সমুদয়;
বাঁধা হুঁকো ভাঙ্গা, শাল জোড়াটা রো'গো,
আল্‌না, বাক্স, ডেস্ক, সবি মড়া-খেকো,
এখানকার সমাজে বে'র করি নে লাজে
পাছে কান-মলা খেতে হয়।

এ সব ত' ধরি নে হ'ক্‌গে যেমন তেমন,
বাছার চেন-ছড়াটি হয় নি মনের মতন,
সাড়ে চৌদ্দ ভরি দিলাম ফর্দে ধরি',
ওজনে এক ভরি কমতি হয়;

(আর) আন্‌তেই চায়ের সেট্‌টি পেয়ে গেছে গয়া
ছিঁড়েছে মশারি, খাটের গেছে পায়া,
(এমন) চ'খের পর্দা-শূন্য বেহদ্দ বেহায়া,
(আর) আছে কিনা, সন্দ সে বিষয়!

গয়না দেখেই গিন্নীর অঙ্গ গেছে জ্ব'লে,
একশ' ভরির কথা স্বীকার হ'য়ে গেলে,
ষোল টাকা ভরির সোনা সবাই বলে,
পিতল কি সে সোনা, চেনা দায়;
সেই পিতলে আবার আধাআধি খা'দ,
ওজন ক'রে পেলাম ভরি দেড়েক বাদ,
চন্দ্রহার ছড়াটা, নয়কো ডায়মন্ড-কাটা,
কত বল্‌ব, পুঁথি বেড়ে যায়।

হীরের আংটি কোথা? ঝুঁটো মতি দে'য়া!
(এসব) বিলিতি জোচ্চুরি কোথায় শিখ্‌লে ভায়া?
পয়সার মমতায়, না কল্লে মেয়ের মায়া,
(ও তার) দিবানিশি কথা শুন্‌তে হয়;
নগদটাতেও রকম-ফেরি আছে ভাই,
হাজারে দু'তিনটি মেকি দেখ্‌তে পাই,
বিশ্বাস ক'রে তখন বাজিয়ে নেই নি, তাই —
এম্‌নি ক'রেই আক্কেল দিতে হয়!

[কন্যার পিতার অশ্রু-মোচন]

বাপ্‌ বেটিরই দেখছি সাধা চোখের জল,
মনে কর্‌লেই ধারা বহে অবিরল,
তবু হয় নি শেষ; মেয়েটিও বেশ,
নাইক' লাজ-লজ্জা, সরম-ভয়;
(আর) তোমার মত অষ্টাবক্র, হায় রে বিধি!
তারি কন্যা কতই হবে রূপের নিধি!

রূপে গুণে সমা, লোকে বলে "ওমা,
এমন চাঁদেরো এমন পেত্নী হয়!"
(তোমার) মায়া-কান্নায় কিছু আসে যায় না আমার
(আমি) বেশ বুঝেছি তুমি ভদ্র-বেশী চামার,
বাইরে যত জাঁক-জমক জুতো, জামার;
কিন্তু তুমি অতি নীচাশয়;
বারণ ক'ত্তে চাই নে, যাও হে মেয়ে নিয়ে
রেখে যেয়ো আবার খরচ-পত্র দিয়ে;
নইলে জেনো চাঁদের আবার দিবো বিয়ে,
শুনে কান্ত অবাক্‌ হ'য়ে রয়!

মূলতান — একতালা

বৈয়াকরণ

দম্পতীর বিরহ

(পত্র)

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি;
যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ-যোগ,
দ্বন্দ্ব সমাসে হইব বন্দী।
তুমি মূল ধাতু, আমি হে প্রত্যয়
তোমাযোগে আমার সার্থকতা হয়,
কবে, 'স্যতি, স্যতঃ, স্যন্তি'র ঘুচে যাবে ভয়,
হবে বর্তমানের 'তিপ্, তস্ অন্তি'!
আমি অবলা-কবিতা, তুমি অলঙ্কার,
তোমা বিনে আমার কিসের অহঙ্কার,
করিছে, অনঙ্গ, ছন্দোযতিভঙ্গ,
এসে সংশোধনের কর হে ফন্দি।

কীর্তনের সুর — জলদ একতালা

(উত্তর)

প্রিয়ে হ'য়ে আছি বিরহে হসন্ত;
শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ রোগ,
জীবনে কি লাগায়েছে, বিসর্গ অনন্ত!
প্রেয়সী প্রকৃতি তুমি, প্রত্যয়ের লীলাভূমি,
তোমা বিনে কে আমারে ব্যাকরণে মান্‌ত?
অধ্যয়ন উঠেছে চাঙ্গে, রেতে যখন নিদ্রা ভাঙ্গে,
লুপ্ত "অ"কারের মত ম'রে থাকি জ্যান্ত।
এ যে, সন্ধি-বিচ্ছেদের রাজ্য, কবে হব কর্তৃবাচ্য,
বিরহ অসমাপিকা ক্রিয়া পাই নে অন্ত।
প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মূলসূত্র
পেয়ে তোমার প্রেমপত্র, কচ্ছি "হা হা হন্ত"!

কালেংড়া — কাওয়ালী

কিছু হ'ল না

আমি পার হ'তে চাই, ওরা আমায় দেয় না
পারের কড়ি;
আমি বলি লিখ্‌ব, ওরা দেয় না হাতে খড়ি;
কিছু হ'ল না।

ওরা খায় ক্ষীরনবনী, আমি বল্‌কা দুধ,
আমি করি তেজারতি, ওরা খায় সুদ;
কিছু হ'ল না।
আমার গাছে ফল ধরে, ওরা সবি খায় পেড়ে,
আমি একটি হাতে ক'ল্লেই, এসে নিয়ে যায় কেড়ে;
কিছু হ'ল না।
আমি. আনি বাজার ক'রে, ওরা খায় রেঁধে,
ওরা করে রং-তামাসা, আমি মরি কেঁদে;
কিছু হ'ল না।
আমি নৌকা বাঁধি ওরা বাহার দিয়ে চড়ে,
আমি করি কড়ার হিসাব, ওরা ধরে গড়ে;
কিছু হ'ল না।
হরি ভ'জব ব'লে নয়ন মুদি, ওরা সবাই হাসে,
আমি চাই নিরালা, ওরা কাছে ব'সে কাসে;
কিছু হ'ল না।
আমি যদি প্রদীপ জ্বালি, ওরা মারে ফুঁ,
আমার যা'তে 'না, না', ওদের তা'তে 'হুঁ';
কিছু হ'ল না।
আমি আনি মাছ মাংস, ওরা মারে ছোঁ,
আমি বলি বুঝে দেখ, ওরা ধরে গোঁ;
কিছু হ'ল না।
আমি করি ফুলের বাগান, ওরা তোলে ফুল,
আমি কিনি পাকা সোনা, ওরা পরে দুল,
কিছু হ'ল না।
আমি বলি 'সময় গেল', ওরা বলে 'আছে',
(আমি) কাপড় কিনে দিই, ওরা ন্যাংটো হ'য়ে নাচে।
কিছু হ'ল না।
আমি বলি 'বাপু', 'সোনা', ওরা মারে চড়,
আমি চাই ঝির্‌ঝিরে বাতাস, ওরা বহায় ঝড়।
কিছু হ'ল না।
আমার যাত্রার সময়, ওরা ধোবা নাপিত ডাকে,
(আমি) কানা কড়ি দাম বলি, ওরা লক্ষ টাকা হাঁকে;
কিছু হ'ল না।
তোমরা দশঠাকুরে মিলে, আমার কর একটা সালিশ;
কোন্ হুজুরের জুরিস্‌ডিক্‌সন্, কোথায় ক'রব নালিশ;
কিছু বুঝি নে।

'কম্পেন্‌সেসন্', 'চিটিং' কিংবা, হবে স্বত্বের মামলা;
কোন্ আইনে কি বলে, ভাই বড় বড় সামলা!
আমায় ব'লে দাও।
কত বারো বৎসর গেল, হ'ল বুঝি তামাদি
কান্ত বলে বিচার হবে, হ'লে পরে সমাধি;
কিছু ভেব না।

মিশ্র বিভাগ — কাওয়ালী

বিদায়

আর আমি থাক্‌বো নারে, তল্‌পী তোল;
সয় কি ভাই, দিবানিশি গণ্ডগোল!
খেয়ে বামুনের রান্না, ভাই আমার আসে কান্না,
তবু পাক-ঘরে যান না, গিন্নির আগুন ছুঁলেই গোল;
(আবার) ডালের সঙ্গে জল মেশে না,
বেগুনপোড়া, নিমপটোল।
(হায় দু'বেলা)
প'ড়েছি কি পাপ-ফেরে, গিন্নিটি যে আবদেরে,
'কাপড় দে, গয়না দে রে' ফরমাসেতে হই পাগল;
'পারি নে' ব'ল্লে চ'ল্লেন বাপের বাড়ি,
ঘুরিয়ে স্বর্ণমুখ সুগোল।
(মুখের কাছে)
গৃহ-দেবতার আদেশে, যদি বা দুঃখ ক্লেশে,
সোনা দেই সর্বনেশে কর্মকারের নানান ভোল;
মজুরি ষোল আনাই; বাজার যাচাই
ক'রে দেখি সব পিতল!
ধৈর্য আর ক'দিন টেকে? সাদা রং বজায় রেখে,
গোয়ালা মনের সুখে, জল ঢেলে দুধ করে ঘোল;
করে নিত্য গুরুদেবের কিরে,
(আবার) আদায় করে সুদ আসল!
(হিসেব ক'রে।)
কাপুড়ে সাল্লে দফা, দামের নাই আপোস রফা,
টাকায় টাকা মুনাফা, মুখে বলেন "হরি বোল্";
(আবার) সাঁচ্চা ঝুঁটা যায় না বোঝা,
হায় রে কি বজ্‌নিশ নকল।
(কার সাধ্য চিনে?)

ধোবা তিরিশ খান দরে, কাপড় দেয় দু'মাস পরে,
ভদ্রতা কেমন ক'রে রাখ্‌ব, ভাবি তাই কেবল,
(আবার) নাপ্তে নবীন, বর্ষে দু'দিন,
দেখা দিয়ে করেন প্রাণ শীতল।
কি সখ্য ঝি-চাকরে, ডা'নে বাঁয়ে চুরি করে,
তাই আবার ব'ল্লে পরে, বাজায় অপযশের ঢোল;
(আবার) চৌকিদারী কি ঝক্‌মারি,
না দিলে কয় 'ঘটি তোল!'
(নবাবের বেটা।)
ছেলেদের জ্যাঠামিটে, দেখ্‌লে দেই কড়া মিঠে,
প'ড়েছে কড়া পিটে, তথাপি বেজায় বিটোল;
(আবার) পিঁউলি পবা, পান্‌না বাবা,
ওরা খাবেন রুই-কাতোল।
(মর বাঁচ)
সবাই নিজেরটি বোঝে, যা' পায় তাই ট্যাঁকে গোঁজে
শুধু পরের খরচে পরের মাথায় ঢালে ঘোল;
কান্ত বলে সবাই মিলে, একবার কৃষ্ণানন্দে হরি বোল
(দু'বাহু তুলে)।

বাউলের সুর — গড় খেম্‌টা

কল্যাণী

ভক্তি-ধারা

আর—
কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার?
তোমারি চরণ-আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জলধার।
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবার!
নীরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাব পার?
বড আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
এক বিন্দু বাবি দিবে চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্বল ধারা,—
কবুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার !

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

হৃদয়-পল্বল

এই—
ক্ষুদ্র-হৃদয়-পল্বল-জল, আবিল পাপ-পঙ্কে;
অদেয় অপেয়, তৃষায় স্পর্শ করে না কেহ আতঙ্কে!
চৌদিকে বেড়া কঠিন ভূমি, মধ্যে হয়েছি বন্দী;
(ওহে) প্রেম-সিন্ধু ! আর কেমনে মিলিব তোমার সঙ্গে?

(তব) মিলন-আশে, সাধু সুজন, প্রেম-তরঙ্গ তুলিয়া,
বহিয়া গিয়াছে, দীন অধমে দূর-সৈকতে ফেলিয়া;
প্রভু, বসে না তীরে জল-বিহঙ্গ, মলয় করে না খেলা;
ঝঞ্ঝা সৃজে গো নদী-তরঙ্গ, আমারে করে সে হেলা!

প্রভু, ফোটে না এ জলে ভক্তি-কমল, চলে না পুণ্যতরণী;
চির-নির্বাসিত ক'রেছে আমারে কোলাহলময় ধরণী;
(কবে) শুকাইয়া যাবে এ মলিন বারি, শেষ রবে না বিন্দু;
(বড়) দুঃখ, বক্ষে বিম্বিত হ'লো না, নির্মল প্রেম-ইন্দু।

মনোহরসাই—জলদ একতালা

নিষ্ফলতা

আমি, সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে;
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গ-সুখ চাইনে।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্যটন,
তোমার কাছে তো যাইনে;
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তম প্রেমামৃত খাইনে।
আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে,
তোমার মহিমা গাইনে;
আমি, বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে;
আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে,
ও পদতলে বিকাইনে;
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা,
মনেরে শুধু শিখাইনে!

'তোমার কথা হেথা কেহ ত কহে না'—সুর

দুর্গতি

আর, কত দিন ভবে থাকিব মা?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা?
(তুমি) দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা?

(আমায়) কেহ তো আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো;—
(তবু) মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
আর কত দিনে জাগিব মা?

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয় বেদনা বহিয়া গো,

(কত) কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো,
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধুলো মাখিব মা?

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

হ'ল না

এত কোলাহলে প্রভু, ভাঙ্গিল না ঘুম;
কি ঘোর তামসী নিশা, নয়নে আনিল মোহ,
এ জীবন নীরব নিঝুম।

প্রেমিক হৃদয়গুলি, প্রেমানল-শিখা তুলি',
"জয় প্রেমময়!" বলি', তব পানে ধায়;—
সে বহ্নি-পরশে মম, সিক্ত ইন্ধন-সম,
হৃদি হ'তে উঠে শুধু ধুম।

সবারি পরাণ, নব অরুণ কিরণে তব,
ফুটিয়া দুলিয়া হাসি' সুরভি বিলায়;—
মোহালস টুটিল না, সে কিরণে ফুটিল না
আমারি এ হৃদয়-কুসুম।

মিশ্র ভৈরবী—আড়া কাওয়ালী

পাতকী

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয়?
তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে রয়?
করিতে এ ধূলাখেলা, অবসান হ'ল বেলা
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়ে লাভে মূলে মরণের সিন্ধু-কূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়!
জীবনে কখন আমি ডাকিনি, হৃদয়-স্বামি!
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময়?

মিশ্র বেহাগ—যৎ

ক্ষমা

তব, করুণামৃত পারাবারে কেন ডুবালে, দয়াময়?
এ অযোগ্য অধমেরে, মলিনেরে, কেন এত দয়া হয়?
(চিত) কাতর করুণা-ভারে, বহিতে আর নাহি পারে,
দুর্বল হয়েছে পাপে, এত দয়া নাহি সয়!
তোমার কথা হেলা ক'রে, পাপ করিয়া ফিরি ঘরে,
(তুমি) হেসে ব'স কোলে ক'রে, দেখে কত লজ্জা হয়।
নাহি ঘৃণা, নাহি রোষ, নাহি হিংসা, অসন্তোষ;
শুধু দয়া, শুধু ক্ষমা, শুধু অভয়-পদাশ্রয়!

ঝিঁঝিট—যৎ

কেন?

যদি, মরমে লুকায়ে র'বে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো?
তব, চরণ-শরণ-তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন ধাই, যদি নাহি মিলে গো?
পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া ক'বে,
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো?
যদি, মধুর সান্ত্বনা ভরে, তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন-সলিলে গো?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো;
ওগো, সকলি কি অর্থহীন! শূন্য, শূন্যে হবে লীন?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবন-পতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো?

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

বিশ্বাস

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি
পাব জীবনে, না হয় মরণে!
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকি-তারণ-তরীতে তাপিত
আতুরে তুলে' না লবে গো;
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে, পারে ব'সে, "পার কর" বলে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে?
আমি শুনেছি, হে তৃষা-হারি!
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি;
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার;
এ কি, সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে!

মিশ্র খাম্বাজ— একতালা

কবে?

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে!

কবে, তোমাতে হ'য়ে যাব, আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে!

কবে, ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

বেহাগ—কাওয়ালী

বিচার

জ্ঞান-মুকুট পরি', ন্যায়-দণ্ড করে ধরি,
বিচার-আসনে যবে বসিবে, হে বিশ্বপতি;
"জয় রাজেশ্বর!" রবে, ব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত হবে,
জল স্থল মহাব্যোম, চরণে করিবে নতি!
একান্ত জানিয়া এই স্থূলদেহ-পরিণাম,
বিলাস-বিমুখ, যারা করে সদা হরিনাম
সরল ব্যাকুল প্রাণে কেবলি তোমারে চায়,
সুখে দুখে সমভাবে তোমারি মহিমা গায়,—
ধর্মালোকে সমুজ্জ্বল, ছুটিবে সাধকদল,
প্রাণ রাখি পদতলে, করিবে তব আরতি।
আজনম পাপ-লিপ্ত, ল'য়ে এ তাপিত চিত,
দূরে রব দাঁড়াইয়া, লজ্জিত কম্পিত ভীত;
সব হারাইয়া প্রভু, হ'য়েছি ভিখারী দীন,
তোমারে ভুলিয়া, হায়, নিরানন্দ কি মলিন;
কোন্ লাজে দিব পায়? এ হৃদি কি দেওয়া যায়?
সে দিন আমার গতি কি হবে, হে দীনগতি!

ভৈরবী — কাওয়ালী

বৃথা

তোমার, নয়নের আড়াল হ'তে চাই আমি,
তোমারি ভবনে করি' বাস;
তোমারি তো আমি খাই পরি, তবু
তোমারেই করি পরিহাস!

তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভকতি
তুমিই দিয়েছ ইচ্ছা-শকতি,
তবু, তোমারে জানিনে, চরণ চাহিনে
নাহিক তোমাতে অভিলাষ!

করিনে তোমার আজ্ঞাপালন,
মানিনে তোমার মঙ্গল-শাসন,
তোমার, সেবা নাহি করি, তবু কেন, হরি,
লোকে বলে মোরে 'হরিদাস'।

পূরবী—কাওয়ালী

নিরুপায়

নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন!
দেখলাম জেগে, ভীষণ মেঘে আমার আকাশ সমাকীর্ণ,
আব কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে, তরী জীর্ণ?

(আমি) ডুব্‌লাম হরি তুমি থাক্‌তে, দয়াময় পারলে না রাখতে,
তবু, একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখি হে অবতীর্ণ;
দেহ-মনের কোনও কোণে, নাইক তোমার কোন চিহ্ন
এমনি হ'য়ে, গেছি ব'য়ে, ভাব্‌তে যে প্রাণ হয় বিদীর্ণ।

(এই) মলিন মনের অন্তরালে, দেখা দিও অন্তকালে,
একবার তোমায় দেখে মরি, এই বাসনা কর পূর্ণ,
সময় থাক্‌তে, তোমায় ডাক্‌তে, হয়নি মতি, মতিচ্ছন্ন,
তাই কি ঠেলে, দিবে ফেলে, মহাপাপী ঘোর বিপন্ন!

ললিত-বিভাস—একতালা

আর কেন?

(মা আর) আমারে আদর ক'রো না ক'রো না,
নিও না নিও না কোলে;
ব্যথা, পেয়ো না পেয়ো না, ফে'ল না অশ্রু,
(এই) ব'য়ে-যাওয়া ছেলে ম'লে!
আগুনে পুড়িয়া হ'য়ে গেছি ছাই,
ধুলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই?
একেবারে গেছে শুকাইয়ে প্রাণ,
দুখে পাপে তাপে জ্ব'লে!
কত যে করেছ, কত যে মেরেছ,
কত যে করেছ, কত যে সয়েছ,
যত কেশে ধ'রে টেনেছ উপরে
(তত) ডুবেছি অতল জলে!
ফেলে যাও, আর ক'রো না যতন,
ফিরাও বদন, সরাও চরণ,
ছাড় মোর আশা, মোছ ভালবাসা
(বুকে) লাথি মেরে যাও চ'লে।

টোড়ী—একতালা

পূর্ণিমা

হরি, প্রেম-গগনে চির-রাকা!
চির-প্রসন্ন কি মাধুরী-মাখা!

সুপ্ত জগতে, চির-জাগ্রত প্রহরী,
বরষিছ চির-করুণামৃত-লহরী;—
(মম) অন্ধ আঁখি, মোহে ঢাকা!

সাধু ভকত জন পিয়ে মকরন্দ,
এ হরি, মম মন-গতি অতি মন্দ
উড়ে যেতে নাইক পাখা!

পূরবী মিশ্র—কাওয়ালী

এসেছি ফিরিয়া

তারা মোরে রেখেছিল ভুলাইয়ে—
দু'দিনের মোহ-মাখা হাসিখুশি দিয়ে;

নিজ-সুখ-তরে, মম সুখ-দুখ-ভাগী,
তারা শুধু চাহে মোরে তাহাদেরি লাগি';
মিছে আশা দিয়ে কত করে অনুরাগী;
(শেষে) দূরে দাঁড়াইয়া হাসে, সরবস নিয়ে।

দেখা হ'লে, আর কথা কহে না কহে না,
এ ছলনা আর, প্রভু, সহে না সহে না
শ্রান্ত চরণ, আর দেহ যে বহে না;
(আজ) ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর, এসেছি ফিরিয়ে।

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড় কাওয়ালী

কি সুন্দর

ধীর সমীরে, চঞ্চল নীরে
খেলে যবে মন্দ হিলোল,—
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর,
জলমাঝে খেলে মৃদু দোল;—
যবে, কনকপ্রভাতে নবরবি সাথে,
জাগে সুষুপ্ত ধরা,—
পরিমল-পূরিত কুসুমিত কাননে,
পাখি গাহে সুমধুর বোল;—

যবে, শ্যামল শস্যে, বিস্তৃত প্রান্তর
রাজে, মোহিয়া মন প্রাণ,—
সান্ধ্য-সমীরণ-চুম্বিত-চঞ্চল
শীত-শিশির করে পান;
কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,—
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত,
তুলিতে তোমারি যশরোল।

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী

তুমি ও আমি

তুমি, অন্তহীন, বিরাট্, এ নিখিল-ব্যাপী-অচ্যুত অক্ষর!
আমি, ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ, বিনশ্বর।
তুমি, নিত্য-মঙ্গল, জ্যোতিঃ নির্মল, শান্ত, সুমধুর, উজ্জ্বল!
আমি, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, পাপ-পবন-বিচঞ্চল।
তুমি, পরম সুন্দর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য-বিভব-অলঙ্কৃত।
আমি, অধম কুৎসিত, দুঃখপীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত।
তুমি, মধুর-বরুণা-সান্দ্রলহরী, তৃষ্ণাতুর-চির পোষণ!
আমি, শুষ্ক, নীরস, কঠিন, নির্মম, জীব-শোণিত-শোষণ।
আমি, গর্ব করি, তবু, পুত্র তব, প্রভু,
ভ্রমি সুমঙ্গল পদতলে;
তুমি, এক-গৌরব-গর্ব-বঞ্চিত না কর, প্রভু, দুর্বলে!

নটনারায়ণ—তেওরা

অভিলাষ

ভীতি-সঙ্কুল এ ভবে, সদা তব
সাথে থাকি যেন, সাথে গো:
অভয়-বিতরণ চরণ-রেণু,
মাথে রাখি যেন, মাথে গো।
তোমারি নির্মল শান্ত আলোকে,
দীপ্ত হয় যেন, দেহ-মন;
তোমারি কার্যের মধুর সফলতা,
হাতে মাখি, দু'টি হাতে গো।
মোহ-আলসে, বিলাস-লালসে,
তোমারে ভুলি', হৃদি-দেবতা;—

পরাণ কম্পিত, বক্ষ দুরু দুরু,
কাঁদে আঁখি, যেন কাঁদে গো;

ইমন্‌—কাওয়ালী। 'তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে'—সুর

ল'য়ে চল

কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া, আছি পড়িয়া হে;
বুধ-মঙ্গল কেতু, —আর দেখিনে,—
কিসে ফেলিল যেন গো আবরিয়া।
(এই) দীর্ঘ-প্রবাস-যামিনী, আমারে
ডুবায়ে রাখিল তিমিরে;
(আর) প্রভাত হ'ল না, আঁধার গেল না,
আলোক দিল না মিহিরে হে;
কবে, আসিযাছি, কেন আসিয়াছি,
কোথা আসিয়াছি, গেছি পাশরিয়া।
(আমি) তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া;
(আমায়) কণ্টক বনে কে লইল টানি'
পাথেয় লইল কাড়িয়া হে;
যদি, জাগিতেছ, প্রভু, দেখিতেছ,—
তবে, ল'য়ে চল আলো বিতরিয়া।

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

ডুবাও

(এই) তপ্ত মলিন চিত বহিয়া এনেছি, তব
প্রেম-অমৃত-মন্দাকিনী-তীরে;
ধৌত কর হে কর শীতল, দয়ানিধে,
পাবন বিমল সুধাময় নীরে।
সুগভীর অবিরল কল্লোল-মন্দ্রে,
ডুবাও প্রাণের মৃদু রিপু-ষড়যন্ত্রে,
মুক্তিময় শান্তিময় প্লাবন-তরঙ্গে,
ডুবাও বাসনাকুল দেহ-মন সঙ্গে;
(আর) দিও না দিও না, প্রভু, যেতে কূলে ফিরে,
(আমি) অতলে জনমতরে ডুবে যাব ধীরে।

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

সহায়তা

যদি, প্রলোভন-মাঝে ফেলে রাখ;
তবে, বিশ্ববিজয়ি-রিপুহারি-রূপে, হরি
দুর্বল এ হৃদয়ে জাগ।
যদি, অবিরাম গরজিবে স্বার্থ-সিন্ধু ভব,
নিষ্ফলকলরব-মাঝে ডুবিয়া রব,
তবে, শান্তি-নিলয়, চির-শ্রান্ত-মূরতি ধরি,
ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক।
যদি, লুকায়ে রাখিবে তোমা, অলীকতাময় ধরা
ঢাকিবে মোহ-মেঘ, কান্তি তিমির-হরা.
যদি, আঁধারে না পাই পথ—সত্য-সূর্য-রূপে
পথহারা হ'তে দিওনাক।
আশার ছলনে যদি, হেরি মায়া-মরীচিকা.
নয়ন মোহিয়া পাপ, শেষে আনে বিভীষিকা,
তবে, ভীতি-হরণ, যেন অভয়-বচন-সুধা
বিতরি' এ বিপন্নে ডাক।

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালী

শরণাগত

স্থান দিও করুণায় তব চরণ-তলে,
যদি, না পারি লভিতে নিজ ধরম-বলে!
দৃঢ় পণ করি "পাপ করিব না আর
করিব না" ব'লে, পাপ করেছি আবার;
তবু, তোমারে না আনি ডাকি', আপন গরবে থাকি,
ব্যর্থ পুরুষকার করম-ফলে।
নিজ বলে বল করা, বিফল কেবলি,
তব বলে বলী হ'লে, তবে বলি বলী,
আমি, ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখে, ফিরেছি তোমারি দিকে
(মোরে) কাঁদাইয়া, ধুয়ে লহ নয়ন-জলে।

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

ভ্রান্ত

ভ্রান্ত, অন্ধ, অন্ধকারে,
তোমারি সুপথ পাবে কি আর!
নিঃসহায়, নিঃস্ব, হায়!
অবশ-চিত্তে মোহ-বিকার!
দুর্গম পথে সঙ্গি-হারা, জ্যোতি-হীন আঁখি-তারা,
কণ্টক-বনে পড়ে বুঝি, ওহে
অনাথনাথ, নিবার নিবার!

মিশ্র কানেড়া—একতালা

আমার দেবতা

বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন, মনোরঞ্জন, দুখহারী;
চিত-নন্দন, জগবন্দন, ভব-বন্ধন-বারী;
সর্ব-মূরতি আকৃতি-হীন, পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন,
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু, চিত-বিহারী!
নির্বিকার বাসনা-শূন্য, সর্বাধার পরম-পুণ্য,
অজনক বিভু, জগত-জনক, বহিরন্তরচারী।
পাপ-তিমির-চন্দ্র-তপন, নাশ তাপ, মোহ-স্বপন,
করহ প্রেম-বীজ বপন, সিঞ্চি ভকতি-বারি!

আলেয়া—একতালা

ভুল

সাধুর চিতে তুমি আনন্দ-রূপে রাজ,
ভীতি-রূপে জাগ পাতকীর প্রাণে;
প্রেম-রূপে জাগ সতীর হিয়ামাঝে,
স্নেহ-রূপে জাগ জননী-নয়ানে!
প্রীতি-রূপে থাক প্রেমিক-প্রাণে সখা,
যোগি-চিতে চির-উজল-আলোক,
অনুতপ্ত প্রাণে ভরসা-রূপে জাগ,
সান্ত্বনা-রূপে এস যথা দুখ শোক।
দাতার হৃদে দাও করুণা-রূপে দেখা,
ত্যাগীর প্রাণে জাগ বৈরাগ্য-আকারে;

কার্য-কুশলের চিত্তে, সফলতা,
জ্ঞান-রূপে জাগ মোহের আঁধারে।
(তবু) হেরিতে চাহি চোখে, শুনিতে চাহি কানে,
কর-পরশ চাহি, যেন তুমি স্থূল!
(এই) ভ্রান্তি নিয়ে, সখা, জীবন কাটিবে কি?
ভাঙ্গিয়ে দিবে না কি এই মহাভুল?

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

নবজীবন

আর, কাহারো কাছে, যাব না আমি,
তোমারি কাছে র'ব হে;
আর, কাহারো সাথে, ক'ব না কথা,
তোমারি সাথে, ক'ব হে!
ঐ, অভয়-পদ, হৃদয়ে ধরি',
ভুলিব দুঃখ, সব হে;
হেসে, তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভার,
হৃদয়ে তুলি', ল'ব হে!
তব, করুণামৃত-পানে, হবে
কঠিন চিত দ্রব হে;
আমি, পাইব তব, আশিস্-ভরা,
জীবন অভিনব হে!

মূলতান—ঝাঁপ তাল

অনাদৃত

তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন,
শান্তি-সুখামৃত অচল-নিকেতন!

প্রভু, হৃদয়-হীন তব বধির ভবে,
আপনারে ল'য়ে মহাব্যস্ত সবে;
আর্তে না চাহে, যত স্বার্থ-পরম-ব্রত
বল কে শুধাবে প্রভু, পর-পরিবেদনা?

প্রভু, অনাদর অবহেলে অবশ পরাণ,
চরণে শরণাগত, রাখ ভগবান;
শ্রান্ত পথের পাশে, নয়ন মুদিয়া আসে,
স্নেহ-পরশ দিয়ে, কর হে সচেতন।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

চিকিৎসা

প্রভু, নিলাজ-হৃদয়ে, কর কঠিন আঘাত,
কর দুষ্ট কলঙ্কিত এ শোণিতপাত।

পাষাণ কঠিন প্রাণে রুদ্ধ বেদন,
সুফল হইবে, নাথ, করা'লে রোদন;
সরাও এ গুরুভার, — নিবার প্রমাদ গো, —
করাও হৃদয় ভাঙ্গি', শুধু অশ্রুপাত!

এই অস্থি, মাংস, মজ্জা, এই চর্ম, মেদ,
এ হৃদয়, সবি প্রভু পরিপূর্ণ ক্লেদ;
অনিয়মে আনিয়াছি দেহে অবসাদ গো,
সঞ্চয় করেছি প্রাণে বিষম বিষাদ!

তুমি না কি, দয়াময়, পাপীর শরণ?
কোথা ব'সে দেখিতেছ ঘৃণিত মরণ?
মৃদু প্রতিকারে ব্যাধি হবে না নিপাত গো, —
তীব্র ভেষজ মোরে দেহ বৈদ্যনাথ।

মিশ্র খাম্বাজ — কাওয়ালী

ফিরাও

ও ত, ফিরিল না, শুনিল না,
তব সুধাময় বাণী;
প্রভু ধর ধর, —
আন তব পানে টানি!
না চিনে তোমারে, না করে তত্ত্ব,
অন্ধ বধির মদির মত্ত
পথে চ'লে যেতে,
ঢ'লে পড়ে পা দু'খানি!
পতিত কি এক মহাবর্ত্ত-ভ্রমে,
পরিশ্রান্ত পিপাসিত পথ-শ্রমে,
ঢাল সুধাধারা
ফিরাইয়া ঘরে আনি!

গৌর সারঙ্গ — মধ্যমান

অপরাধী

যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাহি হে সখা;
(তুমি) দিয়েছিলে বড় অমূল্য রতন, —
(আমি) ফিরিয়ে এনেছি ছাই হে সখা;
যেখানে যা দিলে ভাল সাজে,
সেথা সাজাইয়াছিলে তাই হে সখা;
(আমি) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সরা'য়ে নড়া'য়ে;
করিয়াছি ঠাঁই ঠাঁই হে সখা!
(আমি) আমারে দেখিয়া, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া,
আবার তোমারে চাই হে সখা!
ভয়ে অনুতাপে, এ চরণ কাঁপে,
আছি, নীরবে দাঁড়ায়ে তাই হে সখা;
ভগ্ন মলিন বিকৃত পরাণ,
পদতলে রেখে যাই হে সখা;
(তুমি) এই ক'রো, যেন যেমনটি ছিল,
তেমনটি ফিরে পাই হে সখা!

মনোহরসাই — খেম্‌টা

প্রাণপাখি

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে,
উধাও ক'রে ল'য়ে যাও এ মন।
(আমি) গগনে চাহিয়া দেখি, অনন্ত অপার হে!
(আর) আজনম বন্দী পাখি, পক্ষপুট ভার হে;
(উড়ে যাবে কেমনে); (আর উড়ে যাবে কেমনে);
(নিজ বলে উড়ে যাবে কেমনে); (তোমার কাছে উড়ে যাবে কেমনে);
(তুমি না নিলে তুলে, উড়ে যাবে কেমনে);
(তুমি দয়া ক'রে না নিলে তুলে, উড়ে যাবে কেমনে?)
(প্রভু) বাঁধ তব প্রেমসূত্র (এই অবশ পাখায় হে);
(আর) ধীরে ধীরে তব পানে, টেনে তোল তায় হে;
(একবার যেতে চায় গো);
(এই খাঁচা ভেঙ্গে একবার যেতে চায় গো);
(তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো);
(তোমার পাখি তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো);
(পাখার বল নাই, তবু তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো!)

(তুমি) তুলে নিয়ে, প্রেমহস্ত পালকে বুলাও গো;
(তোমার) প্রেম-সুধা-ফল খাওয়ায়ে, পাখিরে ভুলাও গো;
(যেন মনে পড়ে না); (এই মোহ-পিঞ্জরের কথা, যেন মনে পড়ে না);
(এই বন্দীশালের দুখের আহার, যেন মনে পড়ে না।)
(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে;
(যেন) সব ভুলি', ওই বুলি, বলে অবিরাম হে;
(ব'সে তোমারি কোলে); (তোমাব সুধা-নাম
যেন গায় পাখি, ব'সে তোমারি কোলে);
(যেন গাইতে গাইতে, পুলকে শিহরে, তোমারি কোলে);
(যেন সব বুলি ভুলে, এ বুলি বলে, তোমারি কোলে।)

মনোহরসাই — গড় খেম্‌টা

ভেসে যাই

(আমি) পাপ-নদী-কূলে পাপ-তরুমূলে;
বাঁধিয়াছি পাপ-বাসা।
(শুধু) পাই পাপ-ফল, খাই পাপ-জল,
মিটাই পাপ-পিয়াসা।।
(দেখ) পাপ-সমীরণে, পাপ-দেহ-মনে,
আনিয়াছে পাপরোগ;
(আবার) পাপ-চিকিৎসায়, ব্যাধি বেড়ে যায়,
ভুগিতেছি পাপভোগ।
(আমি) বাহি' পাপতরী পাপের নগরী
পাপ-অর্থলোভে খুঁজি;
(করি) পাপের আশায়, পাপ ব্যবসায়,
লইয়া পাপের পুঁজি।
(আমি) বেচি কিনি পাপ, করি পাপ-লাভ
পাপ-মূলধন বাড়ে;
(আর) করিয়া সঞ্চিত, পাপ পুঞ্জীকৃত,
(হ'লাম) পাপ-ধনী এ সংসারে।
(হায) পাপের জোয়ারে, পাপ-জল বাড়ে
পাপ-স্রোত বহে খর;
(কবে) এ পাপের সংসার ক'রে ছারখার
গ্রাসে নদী পাপ-ঘর।
(ওই) শুধু ধুপ্ ধাপ, পড়িতেছে চাপ,
ভয়ে নিদ্রা নাই চোখে;

(ভাবি) কবে নদী এসে, বাসা ভাঙ্গে, ভেসে
যাই কোন্ আঁধার-লোকে!
(প্রভু) শুনিয়াছি, তুমি দৃঢ় পুণ্যভুমি,
সাজায়ে রেখেছ দূরে;
(ওহে) পাপ-নদী যার বাসা ভাঙ্গে, তার
স্থান আছে সেই পুরে।
(ওহে) হতাশের আশা, দিবে কি না বাসা,
(সেই) অভয় নগরে তব;
(আছি) আঁধারে একাকী, পাব না দেখা কি?
দিবে না কি কৃপা লব?
(ওহে) প্রভু, ভগবান্! এক বিন্দু স্থান
দিও চির-স্থির দেশে;
(যদি) কর নির্বাসিত, ওহে বিশ্বপিতঃ!
(তবে) একেবারে যাই ভেসে!

মনোহরসাই — জলদ একতালা

কোলে কর

আমায়, ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা,—
আমি শুনেও জবাব দিলাম না!
এল, ব্যাকুল হ'য়ে "আয় বাছা" ব'লে, —
"বাছা তোর দুঃখ আর দেখ্‌তে নারি;
আয় করি কোলে;
আয় রে, মুছিয়ে দি' তোর মলিন বদন
আয় রে, ঘুচিয়ে দি' তোর বেদনা।"
আমি, দেখ্‌লাম মায়ের দু'নয়নে নীর;
মায়ের স্নেহে গ'লে, ঝর ঝর
বইছে স্তনে ক্ষীর;
"আয় রে পিয়াই বাছা পিপাসিত!"
ব'লে, হাত বাড়া'য়ে পেলে না!
এখন, সন্ধ্যাবেলা মায়েরে খুঁজি,
আমায়, না পেয়ে মা চ'লে গেছে,
(আর) আস্‌বে না বুঝি!
মা গো, কোথা আছ কোলে কর!
আমি আর লুকায়ে থাক্‌ব না।

বাউলের সুর — গড় খেম্‌টা

স্বপ্রকাশ

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।
উদ্বেলিত-সিন্ধু-তরঙ্গ উত্তাল,
প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল!
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে তুমি নিরমল।
পুষ্প কহে তুমি চিরশোভাময়,
মেঘবারি কহে মঙ্গল-আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত, অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল;
নদী কহে তুমি তৃষ্ণানিবারণ,
বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন;
প্রভাত কহিছে সুন্দর উজল।
জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর,
মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞানতৃষাতুর,
সতীপ্রেমে জানি তুমি সুমধুর,
বিভীষিকা — কহে পাপী অসরল,
অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান্,
ভক্ত কহে তুমি আনন্দবিধান,
সুখে শিশু করি' মাতৃস্তন্যপান,
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল।

ইমন্ — একতালা

বিশ্ব-শরণ

অব্যাহত তোমারি শক্তি,
গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া
তোমারি প্রেমে এক হৃদয়
আর হৃদে পড়ে লুটিয়া;
তোমারি সুষমা চির-নবীন,
ফুলে ফুলে রহে ফুটিয়া।

তব চেতনায় অনুপ্রাণিত
বিশ্ব, চমকি' উঠিয়া;—
অপ্রতিহত মরণ-দণ্ডে,
পদতলে পড়ে টুটিয়া।
বন্দনাময় ভক্তহৃদয়,
তব মন্দিরে জুটিয়া,
"তুমি অণীয়ান্, তুমি মহীয়ান্!"
তত্ত্ব দিতেছে রটিয়া।

মিশ্র কানেড়া — একতালা

অনন্ত

অনন্ত-দিগন্ত-ব্যাপী অনন্ত মহিমা তব।
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে, অনন্ত, তোমারি স্তব।
কোথায় অনন্ত উচ্চে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব!
অনন্ত নিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
অনন্ত কল্লোল জলে, পুষ্পে অনন্ত সৌরভ;
অনন্ত কালের খেলা, জীবন-মরণ মেলা,
হে অনন্ত, তব পানে উঠিছে অনন্ত রব!
অনন্ত সুষমা-ভরা, অনন্ত-যৌবনা ধরা!
দিশি দিশি প্রচারিছে, অনন্ত কীর্তিবিভব;
তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণাবৃষ্টি,
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি, কিবা জানি কিবা কব।

বাগেশ্রী — আড়া

রহস্যময়

অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্বেদ!
শাস্ত্রযুক্তি করিবে কি তোমার রহস্য ভেদ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ন্যায়, তন্ত্র,
বিজ্ঞান পারেনি, প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।
তাতে শুধু পূর্বপক্ষ, ব্যবস্থা, পদ্ধতি, তর্ক,
অন্ধকার কূট-নীতি, শুধু বিধি, বা নিষেধ;
বিনা পুণ্যদরশন, কূটতর্কনিরসন
হয় না, কেবল থাকে চিরন্তন মতভেদ!

মালকোষ — ঝাঁপতাল

প্রেমাচল

তব বিপুল-প্রেমাচল চূড়ে, বিশ্ব জয়-কেতু উড়ে,
পুণ্য-পবন হিল্লোলে, মন্দ মৃদু মৃদু দোলে;
দিয়ে শান্তি-কিরণ-রেখা, মহিমা-অক্ষরে লেখা,
"ক্লিষ্ট কেবা আয় রে চ'লে, চিরশীতল স্নেহকোলে।"

সাধুগণ, যোগিগণ কবিছে সুখে বিচরণ
চিদানন্দ মধুর-রস করিছে পান, বিতরণ;
(ঐ) গগন ভেদি' উঠিছে গীতি, স্বরে জড়িত মধুর প্রীতি,
আনন্দ-অধীর রোলে, তৃষিত ছুটে দলে দলে।

হের বিশাল-গিরি 'পরে মুক্তিনির্ঝরিণী ঝরে,
দূরাগত পথশ্রান্ত দু'হাতে তুলি' পান করে;
(কেহ) চাহে না আর ফিরিতে গেহে, প'ড়ে রহে অবশ দেহে,
বিভোল হ'য়ে "দয়াল" ব'লে, বিভবসুখতৃষা ভোলে।

পরোজ — ঝাঁপতাল

অস্তি

কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে!
মত্ত এ চিত তবু, তর্ক-বিচারে!
নিত্যনিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
শ্যামবিটপিদলে, সুরসাল ফল ফলে,
পাখি গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায়;
দ্বিধাহীন অনুভূতি হৃদয়ে রহিয়া যায়;
স্তম্ভিত চিত পায় জ্যোতিঃ আঁধারে!

অসীম শূন্যতলে সৌর-জগত কত,
ভ্রান্তিহীন, ভ্রমে চিরচিহ্নিত পথ,
রুগ্ণ শিশুরে ধরি', জননী বক্ষোপরি,
উষ্ণ কপোলে চুমে নয়নে অশ্রু, মরি!
বিশ্ব দৃশ্য যত, 'অস্তি' প্রচারে!

'হেলে দুলে নেচে চল গোঠবিহারী' — সুর

দর্শন

কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহতিমির নাশে, প্রেমমলয়া বয়
ললিত মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি',
আদরে মোরে ডাকি', হেসে হেসে কথা কয়!
কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ, কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়নকোণে রয়!
সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয়!
বিষয়বাসনা যত, পূর্ণভজনব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয়;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে, বলে "হোক্ তব জয়!"

মিশ্র খাম্বাজ — আড় কাওয়ালী

চির-তৃপ্তি

সখা, তোমারে পাইলে আর —
বৃথা, ভোগসুখে চিত রহে না রহে না, —
(সে যে) অমৃতসাগরে ডুবে যায়,
সংসারের দুখ তারে দহে না দহে না।

(সে যে) মণিকাঞ্চন ঠেলে' পায়,
(রাজ) মুকুট চরণে দ'লে যায়,
কি বস্তু হিয়ামাঝে পায়, —
আমাদের সনে কথা কহে না কহে না।

(সখা) তোমাতে কি সুধা, কি আনন্দ!
(কত) সৌরভ! কত মকরন্দ!
সকল বাসনা চিরতৃপ্ত;—
এ জনমে আর কিছু চাহে না চাহে না।

ভৈরবী — কাওয়ালী

বিশ্বাস

তুমি, অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল, হরি হে; —
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।

কিরূপে এসেছি, কেমনে বা যাব,
তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব?
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে।
না রাখি জটিল ন্যায়ের বারতা,
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,
তাই আমি হৃদে বরি হে;
তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভ'রে যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি' হে!

বেহাগ — একতালা

তোমার দৃষ্টি

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি!
আমি দেশের চোখে ধুলো দিয়ে,
কি না ভাবি, আর কি না করি!
সে সব কথা বলি যদি,
আমায় ঘৃণা করে লোকে,
বস্‌তে দেয় না এক বিছানায়,
বলে "ত্যাগ করিলাম তোকে;"
তাই, পাপ ক'রে হাত ধুয়ে ফেলে,
আমি সাধুর পোশাক পরি;
আর সবাই বলে, "লোকটা ভাল,
ওর মুখে সদাই হরি।"
যেমন পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোণে রাখি;
অমনি, চম্‌কে উঠে দেখি, পাশে জ্বল্‌ছে তোমার আঁখি!
তখন লাজে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চরণতলে পড়ি—
বলি "বমাল ধরা প'ড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি।"

বাউলের সুর — গড় খেম্‌টা

যারে মন দিলে আর ফিরে আসে না, —
এ মন তারে ভালবাসে না!

যাদের মন দিতে হয় সেধে সেধে,
প্রেম দিতে হয় ধ'রে-বেঁধে
তাদের মন দিয়ে, মন মরে কেঁদে,
আর, জন্মের মত হাসে না!

ফেলে দে মন প্রেম-সাগরে,
হারিয়ে যাক্ রে চির-তরে,
একবার, পড়্‌লে সে আনন্দ-নীরে,
ডুবে যায়, আর ভাসে না।

সিন্ধু — ঝাঁপতাল

নষ্ট ছেলে

ওমা, কোন্ ছেলে তোর, আমার মতন,
কাটায় জীবন ছেলে-খেলায়?
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর,
পরশ-রতন হারায় হেলায়?
আমার মত কে অবাধ্য?
যার, সংশোধন মা তোর অসাধ্য;—
তুই 'আয়' ব'লে যাস্ কোলে নিতে,
'দূর হ' ব'লে ঠেলে ফেলায়?
কার উপর এত মমতা?
রেগে একটা কস্‌নে কথা;—
আপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা,
আমি ছাড়া বল্ মা কে পায়?
তোর, বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
আমি, কেমন ক'রে ভুলে আছি?
আমি, এমন তো ছিলাম না আগে,
বড় সরল ছিলাম ছেলে-বেলায়।

পিলু — ঝাঁপতাল

সতত শিয়রে জাগো

আহা, কত অপরাধ ক'রেছি, আমি
তোমারি চরণে, মাগো!
তবু কোল-ছাড়া মোরে করনি, আমায়
ফেলে চ'লে গেলে না গো!

আমি, চলিয়ে গিয়েছি 'আসি' ব'লে,
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখি-জলে,
কত, আশিস্ ক'রেছ, ব'লেছ, "বাছারে,
যেন সাবধানে থেকো;
আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভ'রে
'মা মা' ব'লে ডেকো।"

যবে, মলিন হৃদয় তপ্ত,
ল'য়ে, ফিরিয়াছি অভিশপ্ত!
ব'লেছি, "মা আমি করিয়াছি পাপ,
ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো;"
তুমি, মুছি' আঁখি-জল, বলিয়াছ, "বল্
আর ও-পথে যাবনাকো।"

আমি, পড়িয়া পাতক-শয়নে,
চাহি, চারিদিকে দীন-নয়নে,
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি,
মা তবু নাহি রাগো;
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি,
সতত শিয়রে জাগো!

মনোহরসাই ভাঙ্গা সুর — জলদ একতালা

মিলনানন্দ

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি';
তাত! জননি! সখে! হে গুরো! হে বিভো!
নাথ! পরাৎপর! চিত্তবিহারি!
কলুষনিসূদন! নিখিলবিভূষণ!
অগুণনিরূপণ, মোহনিবারি!
নিত্য! নিরাময়! হে প্রভো! হে প্রিয়!
সফল আজি মম অন্তর ইন্দ্রিয়!
মনোমোহন! সুন্দর! মরি বলিহারি!

আশা — কাওয়ালী

তুমি মূল

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময়!
তুমি, উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়!
তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি' হে,
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয়;
ঝরে সুধা ধরে সুধা-জল, ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি সর্ব-শকতি মূল হে,
তাহে শৃঙ্খলা কি বিপুল হে!
যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয়;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয়!
তুমি, প্রেমের চির-নিবাস হে,
তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
তাই, মধুমমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি প্রেম-কথা কয়;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয়।

মনোহরসাই ভাঙ্গা সুর — জলদ একতালা

নিশীথে

ধীরে ধীরে বহিছে, আজি রে মলয়া, —
'হাসি' বিরাজে গগনে,
থরে থরে মনোরঞ্জন, দীপ্ত, উজল, তারা।
প্রেম-অলস অঙ্গে, ধাইছে তটিনী রঙ্গে,
ঢালিছে মৃদু কুলু-কুলু গানে, অমিয় ধারা।
মণ্ডিত এ ভূমণ্ডল, সুধাকর-কর-জালে,
রঞ্জিত, অতি সুরভিত, কানন ফুলমালে;
নিভৃত হৃদয়-কন্দরে, — হের পরম সুন্দরে,
হও রে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা।

কাফি সিন্ধু — সুরফাঁক

প্রেম ও প্রীতি

যদি হেরিবে হৃদয়াকাশে প্রেম-শশধর,—
তবে, সরাইয়ে দেহ, তম-মোহ-জলধর।
চির-মধুরিমা-মাখা, প্রকাশিত হবে রাকা,
ফুটিয়া উঠিবে প্রীতি-তারকা-নিকর।

ঢালিবে অমৃত-ধারা, প্রেম-শশী, প্রেম-তারা,
ভাসাইয়া দিবে, পিপাসিত চরাচর!
ভকতি-চকোর তোর, উলাসে হইয়া ভোর,
সে সুধা প্লাবনে, সন্তরিবে নিরন্তর!

মিশ্র গৌরী — কাওয়ালী

আকাশ সঙ্গীত

নীল-মধুরিমা-ভরা বিমান,—
কি গুরুগম্ভীরে গাইছে গান!
কাঁপায়ে থরে থরে ধরা-সমীর,
নিখিল-প্লাবী সেই ধ্বনি গম্ভীর!
শ্রবণে পশে না কি, নর বধির।
উদাস করে না কি, ও মন প্রাণ?
বিমান কহে, "আমি শবদ-গুণ,
হৃদয়ে অক্ষয় শকতি-তৃণ,
বক্ষে অগণিত শশি-অরুণ,
গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমাণ!
আমারে সৃজি' ধাতা, কুতূহলে,
তারক শিশুগুলি দিল কোলে,
হরষে গলাগলি, শিশুদলে,
করিছে ছুটাছুটি নিরবসান।
আলোকভরা তারা, পুলকময়,
জানে না শিশু হিয়া, ভাবনা ভয়,
ললাট-লিপি তারা গণিয়া কয়
(পালে) যতনে জনকের শুভ-বিধান।
(মম) চরণ-তলে তব সমীর-থর,
জলদ-জাল খেলে শীকর-ধর,
উর্দ্ধে প্রসারিয়া শত শিখর,
ঐ বিপুল গিরিকুল স্থির-নয়ান!
নিম্নে চেয়ে দেখি, কৌতুকে,
পক্ষপুট ধীরে মেলি' সুখে,
অসীম গীত-তৃষা ল'য়ে বুকে,
এ মুক্তি-পাখিকুল, ধরিয়াছে তান!
(মম) অশনি পদতলে, বিজলীদাম,
(ঐ) আলোক-অক্ষরে তাঁহারি নাম!

(হের) অটল দিক্‌পাল সফল কাম
(ধরি') তাঁহারি মঙ্গল জয়-নিশান!
ব্যর্থ কোলাহলে, যাপিছ দিন,
হ'তেছ ধরণীর ধূলি-মলিন;
বচন ধর মম, আমি প্রবীণ,
(লভ) অসীম উদারতা, হও মহান্‌।"

মিশ্র ইমন — একতালা

চির-শৃঙ্খলা

চাঁদে চাঁদে বদ্‌লে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয়;
নাইক, তার মুসাবিদা পাণ্ডুলিপি, ভাই রে, —
নাইক, তার, বাগ্‌বিতণ্ডা সভাময়।
সেই, শুরু থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চল্‌ছে নদ-নদী,
আবার, সাগর-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারিধারা, ভাই রে---
তাইতে, ধরার বুকে শস্য হয়। (সেই শুরু থেকে)
সেই, শুরু থেকে সূয্যি ঠাকুর, উদয় হন পুবে,
আবার সন্ধ্যাবেলা, রোজ যেতে হয়, পশ্চিমে ডুবে,
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,—
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয়। (সেই শুরু থেকে)
সেই, শুরু থেকে ক'চ্ছে ধরা, সূর্য প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরুদণ্ডের উপর ঘুরে ক'চ্ছে রাত্রি দিন;
তাইতে, বার মাস, আর ছ'টা ঋতু, ভাই রে,—
দেখ, ঘুরে ফিরে আসে যায়। (সেই শুরু থেকে)
সেই, শুরু থেকে দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে, আকাশ নীল!
ব'সে, উত্তরে ঐ ধ্রুব-তারা, নড়ে না এক তিল।
আবার, আকাশে ঢিল মাল্লে পরে, ভাই রে,—
এই, পৃথিবী বুক পেতে লয়! (সেই শুরু থেকে)
সেই, শুরু থেকে আগুন গরম, সাগর-জল লোনা,
আবার রুপো সাদা, লোহা কাল, হলুদ রং সোনা
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে,—
আর, কোকিল শুধু কুহু কয়। (সেই শুরু থেকে)
যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে,
এই, পাঁচ ভেঙ্গে, দশ রকম হ'চ্ছে, মিশ্‌ছে গিয়ে পাঁচে;
এ সব, ব্যাপার দেখে দিন দুনিয়ার, ভাই রে,—
সেই মালিক দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়! (সেই আইন-কর্তা)

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

নশ্বরত্ব

আজ যদি সে, নারাজ হ'য়ে রয়,—
ভাব্‌তে প্রাণ শিউরে উঠে, শিরায় উষ্ণ শোণিত যে বয়!
তারা সব লক্ষ্য ছেড়ে, কে যায় কার পাছে তেড়ে,
এ ওটার গায়ে প'ড়ে, হয় রে চূর্ণ সমুদয়;
নিভে যায় রবি-শশী,
কে কোথায় যে পড়ে খসি',
দপ্ ক'রে বাতি নিভে, হ'য়ে যায় সব অন্ধকারময়!

ধরাটা কক্ষ ত্যজে, লক্ষ্য আর পায় না খুঁজে,
আঁধারে, পাগলপারা ঘুরে বেড়ায় শূন্যময়;
কোথা থাকে দালান কোঠা,
কোন জিনিস রয় না গোটা,
লাখ তারা চেপে পড়ে, কর্ম্মনিকেশ তখনি হয়!
গরবের ঘোড়া হাতী, সিংহাসন, সোনার ছাতি!
বিলাসের প্রমোদ-কানন, প্রেমে হৃদয় বিনিময়;—
মারে যদি একটা ঠেলা,
তবে, ভেঙ্গে যায় এই ভবের মেলা,
ঘুচে যায় ধূলো-খেলা, হুলুস্থুল মহাপ্রলয়!
ভাই এখন দেখ্‌বে ভেবে, বসা কি উচিত দে'বে,
কখন টান দিয়ে নেবে, (তার) খেয়াল বোঝা সহজ নয়;
সে যে, কি ভেবে কখন্ কি করে,
কেন ভাঙ্গে কেন গড়ে,
কান্ত, তুই জীবন ভ'রে ভাব্‌না, সেটা ভাবের বিষয়!

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

সাধনার ধন

সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শামার মত,
ডালা কুলো ধামার মত, যে পথে ঘাটে দেখ্‌তে পাবে?
সে কি কলা মূলো, কুমড়ো, কাঁকুড়, বেগুন, শশা, বেলের মত?
পেয়ারা আতা, তাল কি কাঁটাল, আম জাম, নারিকেলের মত?
সে কি রে মন, মুড়কি মুড়ি, মণ্ডা জিলিপি কচুরি?
যে, তাম্রখণ্ডে খরিদ হ'য়ে, উদরস্থ হ'য়ে যাবে?
সে তো হাট-বাজারে বিকায় না রে, থাকে না তো গাছে ফ'লে,
দিল্লী লাহোর নয়, যে রাস্তা করিম-চাচা দেবে ব'লে;

মামলাতে চলে না দাওয়া, ওয়ারিস-সূত্রে যায় না পাওয়া,
সে যে নয় মলয়া হাওয়া, যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে!
সে যে যোগী-ঋষির সাধনের ধন, ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে,
সে পায়, "সর্ব সমর্পিতমস্তু" ব'লে যে জন ডাকে;
মন নিয়ে আয় কুড়িয়ে মনে, ব্যাকুল হ' তার অন্বেষণে,
প্রেম-নয়নে সঙ্গোপনে, দেখবে, যেমন দেখ্‌তে চাবে।

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল

অন্তর্দৃষ্টি

তারে দেখ্‌বি যদি নয়ন ভ'রে, এ দু'টো চোখ কর রে কানা;
যদি, শুনবি রে তার মধুর বুলি, বাইরের কানে আঙ্গুল দে না!
কিসের মধু চিনি? সে যে
গাঢ় প্রেমের মিশ্রি-পানা;
(তুই) খাবি যদি, ক'সে এঁটে
বেঁধে রাখ্‌ তোর কু-রসনা।
পরশ-মণি পরশ ক'রে,
হ'তে যদি চাস্‌ রে সোনা,
(তবে) বিরাগ-পক্ষাঘাতে অসাড়
ক'রে নে' তোর চামড়াখানা।
সে যে রাজার রাজা, তার হুজুরে
য'বি যদি, নাই রে মানা;
(তবে) অচল হ'য়ে—শান্ত মনে,
সার কর্‌ আঁধার ঘরের কোণা।
কান্ত বলে, সকল কথাই আছে আমার প্রাণে জানা,
(আমি) জেনে শুনে, ভেবে গুণে, ভুলে আছি, কি কারখানা!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

পরপার

ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে;
যাবি যদি ও-পারের সেই অভয়-নগরে।
(যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হালে ব'সে;
(আর) ভজন-সাধন দাঁড়ি দু'টো দাঁড় মারে ক'সে।
(তোর) প্রেম-মাস্তুলে সাধু-সঙ্গের পা'ল তুলে দে ভাই;
(বইবে) সুখের বাতাস, চেয়ে দেখ্‌ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই।

(ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ ধরম দিগ্‌দর্শনের কাঁটা;
(আর) তাক্ ক'রে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-ফাটা।
(তুই) মাঝে মাঝে দেখতে পাবি পাপ-চুম্বকের পাহাড়,
(মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিয়ে জোরে মারবে আছাড়।
(ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ রেখে ভাই চলিস্।
(আর) মাঝি দাঁড়ি এক হ'য়ে ভাই, মুখে হরি বলিস্।
(ওরে) এপারে তোর বাস রে ভাই, ঐ পারে তোর বাড়ি;
(এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে' রে পাড়ি।

বাউলের সুর—কাহারোয়া

নির্লজ্জ

আঁকড়ে ধরিস্ যা' কিছু, তাই ফস্কে যায়;
তবু তোর লজ্জা হয় না, হায় রে হায়!
কত কি হ'ল পয়দা, কিছুতেই হয় না ফয়দা,
টুস্কিটির সয় না রে ভর, দেখতে দু'খান হ'য়ে যায়:—
এই আছে এই হাত্‌ড়ে পাসনে,
তাই বলি মন, হাত্‌ড়াস্ নে,
যা হারায়, আর তা' চাস্ নে,
ন্যাড়া, যায় রে ক'বার বেলতলায়?
অকারণ টানা-হেঁছা, দু'শ বার খেলি ছেঁচা,
বেহায়া ছেঁচ্‌ড়া হ'লি, কখন যেন প্রাণটা যায়;
যা' খেলে আর হয় না খেতে,
যা' পেলে আর হয় না পেতে,
তাই ফেলে দিনে রেতে,
মরিস্ কিসের পিপাসায়?

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

আছ ত' বেশ

আছ ত' বেশ মনের সুখে!
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে।
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আন্‌লে টাকা গাড়ি গাড়ি,
প্রেয়সীর গয়না শাড়ি, হ'ল গেল লেঠা চুকে!
সমাজের নাইক মাথা, কেউ ত' আর দেয় না বাধা,
সবি টের পাবে দাদা, সে রাখ্‌ছে বেবাক টুকে;

যত যা' ক'রে গেলে, সেইখানে সব উঠ্‌বে ঠেলে,
তুমি তা টের কি পেলে,
নাম উঠেছে যে 'Black Book'-এ?
কে কারে ক'রবে মানা? অম্‌নি প্রায় ষোল আনা,
ভিজে বেড়ালের ছানা, ভাল মানুষ মুখে;
যত, খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা, মদ গাঁজা ভাঙ বারাঙ্গনা,
এর মজা বুঝবে সে দিন,
যে দিন যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

কত বাকি

ভেবেছ কি দিন বেশি আর আছে রে?
মনে পড়ে, কেমন ছিলে, কেমন হ'লে?
আর কি ফুট্‌বে ফুল শুক্‌নো গাছে রে?

আগের মতন আর ত হয় না পরিপাক,
ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ছে পাকা চুলের ঝাঁক,
(কতক) দাঁত গিয়েছে প'ড়ে যা আছে তাও নড়ে,
(তবু) দন্তরক্ষণ দিচ্ছ সকাল সাঁজে রে!

কত সাধ করে খেয়েছ চালভাজা আর চিঁড়ে,
আধসিদ্ধ মাংস খেতে দাঁতেতে ছিঁড়ে,
এখন দেখ্‌ছি, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ছেড়ে,
(বড়) ঘেঁস না চর্বের কাছে।

চস্‌মা নইলে আর ত দেখতে পাও না ভালো,
মালুম হয় না স্পষ্ট, সবুজ, নীল, কি কালো;
দু'চার ক্রোশ হাঁটিতে, পা দাওনি মাটিতে,
উড়ে গেছ ঝড়বৃষ্টির মাঝে রে।
আজকে পেটের অসুখ, কাল্‌কে মাথাধরা,
বাতের কন্‌কনানি, অর্শের রক্তপড়া,
অমায় পূর্ণিমাতে, লঘু আহার রেতে,
ঘোর আলস্য শ্রমের কাজে।

কথায় কথায় পত্নী-পুত্রের উপর রাগো,
নিদ্রা গেছে ক'মে তামাকে রাত জাগো,
আছে সর্দি কাসি, লাগা বার মাসই,
(বড়) কষ্টের পয়সা দিচ্ছ কবিরাজে রে।

ক্রমে তলব আস্‌ছে তবু হ'চ্ছে না চৈতন্য,
বল্লে, বল, "মর্‌ব আজই কিসের জন্য?"
হায় রে! দেহের মায়া করেছে বেহায়া,
(তাই) কাঞ্চন ফেলে মজ্‌লে কাচে।

কান্ত বলে, দিন ত নাই রে ভাই জেয়াদা,
যমের বাড়ি থেকে আসছে লাল-পেয়াদা,
(এই) পৌঁছায় আর কি এসে, ধরে আর কি ঠেসে,
পাঁচ ভূতের এই বোঝা, মিশায় পাঁচে রে।

সুর মল্লার—একতালা

আর কেন

পার হলি পঞ্চাশের কোঠা।
আর দু'দিন বাদে মন রে আমার,
ফুল ঝ'রে যাবে, থাকবে বোঁটা।
তুই, আশার বশে দিন হারালি,
বশ হ'ল না রিপু ছ'টা;
তোর, ভিতর মলিন, বাইরে টিকি,
মালার থ'লে তিলক ফোঁটা।।
লোকে কয় তোর সূক্ষ্ম বদ্ধি,
দেখে রে তোর দালান কোঠা;
তুই, দিনের বেলা রইলি ঘুমে,
আমি বলি তোর বুদ্ধি মোটা।
তুই, পাকা চুলে করিস্ টেড়ি,
যখন বাঁধতে হয় রে জটা;
তুই, পান ছেঁচে খাস্, হায় রে দশা,
প'ড়ে গেছে দন্ত ক'টা।
তোর, খাওয়া পরা ঢের হ'য়েছে,
এখন পারের কড়ি জোটা;
কান্ত বলে, সব ফেলে দিয়ে,
তুলে নে কম্বল আর লোটা।

ঝিঁঝিট—গড় খেম্‌টা

এখনও

যমের বাড়ি নাই কোনও পাঁজি;
তার নাইক দিন বাছাবাছি;
সে তো মানে না রে বারবেলা, দিক্‌শূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল,
অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজি।
মাসদগ্ধা, কি ভরণী, পাপযোগঃ—
সে কি দেখে, কতক্ষণ কার আছে শনির ভোগ?
সটান টিকি ধ'রে টেনে নে যায়,
কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি?
ভাব্‌ছে কান্ত ক'দিন থেকে তাই,
সে ষণ্ডামার্ক কখন এসে ধ'রবে ঠিক ত নাই;
এখনও কি রইবি ভুলে হরিনাম, রে মন পাজি?

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

বৃথা দর্প

তুই লোকটা ত ভারি মস্ত!
দু'শ বার কর্‌ না জরিপ, ঐ সাড়ে তিন হস্ত।
(তার বেশি নয়।)

হাজার, কি লক্ষ, অযুত,
ক'রেছিস্‌ কষ্টে মজুত,
অমনি তোর পায়া বেড়ে,
হ'লি খুব পদস্থ!

(সে দিন) নিস্‌ তো সঙ্গে কানা কড়ি,
(যে দিন) উঠবে রে তোর কফের ঘড়ঘড়ি—
বৈদ্য বলবে, "তাই তো, এ যে
সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত!"
(আর বাঁচে না)।

তোর ভারি পক্ক মাথা,
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা,
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা
ক'রেছিস্‌ প্রশস্ত।

(তুই) নাম ক'রেছিস্ ভারি জবর,
ক'টা তারার রাখিস্ খবর?
কবে, কোথায়, কোন্‌টার উদয়?
কোন্‌টা কোথায় যাচ্ছে অস্ত?
(বল্ তো দেখি?)

দু'দিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস্ তো অশ্ব ডিম্ব;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত,
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ।

কান্ত বলে, মুদে আঁখি,
ভাব তো ব্যাপারটা কি!
অহংকার চূর্ণ হবে,
সকল তর্ক হবে নিরস্ত!
(অবাক হবি!)

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

ধরবি কেমন ক'রে

তারে ধরবি কেমন ক'রে?
সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প'ড়ে!
মরিস্ তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস্ নে নয়ন বুজে,
ব'সে তোর প্রাণের কোণে, বিবেক-মূর্তি ধ'রে;
তাই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে,—
সে যে ব'সে আছে কেন্দ্রটিতে;
সাধনা ব্যাসের রেখায় পা দিলি নে, মোহের ঘোরে!
তুফান দেখে ডবালি, তীরে পাথর কুড়ালি,
প্রাণের থ'লে পূরালি, পাথরকুচি দিয়ে;
তুই ডুব্‌লি না রে সাগর-জলে,—
যার তলায় পরশ-মাণিক জ্বলে;
নিলি, মণির বদলে উপলখণ্ড আঁধার-ঘরে!

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

গ্রহ-রহস্য

কে পূরে দিলে রে—
আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশূন্য ফাঁক!
কি বিরাট্ বন্দোবস্ত, ভাবতে লাগে তাক্!
কে ধ'রে আছে তুলে, কি ধ'রে আছে ঝুলে,
পড়ে না সূতো খুলে, বছর কোটি লাখ!
কেউ আছে চুপ্‌টি ক'রে, কোনটা কেবল ঘোরে,
নিমেষে যোজন জুড়ে খাচ্ছে কোটি পাক!
কোনটা তীব্র-অনল, কেউ আবার শান্ত-শীতল,
কেউ, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ঘটায় দুর্বিপাক!
কি দিয়ে তো'য়ের হ'ল, কেন বা ঘুরে ম'ল,
ডেকে আন্ জ্যোতির্বিদে, বুঝিয়ে দিয়ে যাক্।
"জ্ঞানী" দেখে বুঝবি, পাছে
"জ্ঞানী" এক বসে আছে,
কান্ত তুই বুঝবি যদি, সেই জগদ্‌গুরুকে ডাক।

মিশ্র-ভৈরবী—জলদ একতালা

দেহাভিমান

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই:
এতে, ভাল জিনিস একটি নাই!
পদ্ম চক্ষু, নাসা তিলের ফুল!
কুন্দ-দন্ত, বিম্ব-অধর, মেঘের মতন চুল,
(কামের) ধনু ভুরু, রম্ভা উরু,
রং সোনা, কও আর কি চাই?
(এটা তো) অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ?—
এটা পুঁতে রাখে, পুড়িয়ে ফেলে,
(না হয়) অগ্নি ফেলে দেয় রে ভাই!
(এর আবার) দু'টো একটা নয় তো সরঞ্জাম;
মোজা, জুতো, চস্‌মা, সাবান, কত ব'ল্‌ব নাম?
প্রয়োজনের নাইক সীমা, জুট্‌লো অসংখ্য বালাই!
কান্ত বলে, একটু ভাব,
এই মিছের জন্যে সত্যি গেল, এই ত হ'ল লাভ!

সার যেটা, তাই সার ভাব না,
সার ভাব এই শরীরটাই!

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

অসময়

এখন, ম'র্‌ছ মাথা খুঁড়ে,
তোমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল,
পড়্‌ল বালি গুড়ে।

যখন, গায়ে ছিল বল,
ক্রোশকে ব'ল্‌তে বিঘত মাটি, প্রহর ব'ল্‌তে পল,
এখন যষ্টি ভিন্ন ষষ্ঠীর বাছা, সাত কুঁড়ের এক কুঁড়ে।

যখন, বয়স বছর দশ,
তখন থেকেই দু'শ রগড়, জমতে লাগ্‌ল রস,
জল্‌দি গজায় গোঁফ দাড়ী তাই খেউরি শুরু ক্ষুরে।

যখন উঠ্‌ল দাড়ী গোঁফ,
বুক ফুলিয়ে বেড়াতে, আর মুখে দাগ্‌তে তোপ;
কত রাজা উজির মারতে, খেম্‌টা গাইতে মিহি সুরে!

ছিল, নিত্য নূতন সাজ,
ফুলেল তেল আর সাবান ঘষা, এই ছিল তোর কাজ;
কত জুতো, ঘড়ি, চস্‌মা, ছড়ি, ধুতি শান্তিপুরে।

ছিল, দেহের বাহার কি!
সোনার কার্তিক, নধর গঠন রসের আহারটি;
এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে,
মাংস গেছে উড়ে।

ভাব্‌তে "বাঁচ্‌ব কত কাল;
বুড়ো হ'লে দেখ্‌ব বাবা, ধর্ম কি জঞ্জাল!"
দীন কান্ত বলে ভাই,
আগেই আমি ব'লেছিলাম, তখন শোন নাই;
(আর) কি ফল হবে খুঁড়্‌লে কুয়ো
বাড়ি গেছে পুড়ে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

মূলে ভুল

মন তুই ভুল ক'রেছিস্ মূলে।
বাজে গাছ বাড়্তে দিলি,
এখন, কেমনে ফেল্‌বি শিকড় তুলে?
ভেঙ্গে সব মজুত টাকা, বাড়িটি তো করলি পাকা,
পছন্দের বলিহারি যাই, ঐ ভাঙ্গন-নদীর ভাঙ্গা কূলে!
দু'টাকা আস্‌ত যখন, পয়সাটি রাখ্‌লে তখন,
তহবিল বাড়্‌ত ক্রমে, বাড়্‌ল না তোর ভুলে;
তোর আয় দেখে মন ঘুর্‌ল মাথা,
ভুলে গেলি তুই শেষের কথা,
দু'হাতে লুটিয়ে দিলি, এখন কাঁদিস্ ব'সে সব ফুরুলে।
ছিলি তুই ঘুমের ঘোরে, সব নিলে দু'জন চোরে,
কেন তুই রেখেছিলি, সদর দুয়ার খুলে?
প্রাণে, প্রথম যখন প'ড়্‌ল ঢালি, কু-বাসনার পাত্‌লা কালী,
উঠতো রে তুল্‌লে তখন, এখন কি আর যায় রে ধুলে?
ব্যারামের সূত্রপাতে, গর্-রাজি ওষুধ খেতে;
কুপথ্য করলি, এখন গেছে হাত-পা ফুলে;
কান্ত বলে আকাশ জুড়ে, মেঘ ক'রেছে দেখলি দূরে,
কি বুঝে ধরলি পাড়ি, এখন, ঝড় এল মন, ডোব্ অকূলে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

পুরোহিত

আমাদের, ব্যাব্‌সা পৌরোহিত্য,
আমরা, অতীব সরল-চিত্ত,
হিত যাহা করি, জানেন গোসাঞী
(তব) হরি যজমান-বিত্ত।
আমাদের, বুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ, যত্নে সাবানে কাচি,
আর, তালতলা চটি পেন্‌সন্ দিয়ে,
ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি।
দেখ্‌ছ, আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত, নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে,
কাটতে পেলেই তুষ্ট।

বাবা, দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ঐ অনুস্বারের গোলে,
"মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ" অবধি
পʼড়ে, আসিয়াছি চʼলে!

যদিও ছুঁইনি সংস্কৃত কেতাব
তবু "স্মৃতি-শিরোমণি" খেতাব,
কিন্তু, কিছু যে জানিনে, বলে কোন্ ভেড়ে?
মুখের এম্‌নি প্রতাপ!

আছে, ব্রতের একটি লিষ্টি,
তারা মায়ের এত কি সৃষ্টি!
আমরা, সব চেয়ে দেখি, সোপকরণ
মিষ্টান্নটাই মিষ্টি!

দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা,—
ঐ, মন্তর গাদা গাদা,
আর, যেমন তেমন কʼরে আওড়াও,
দক্ষিণাটি তো বাঁধা।

মোদের, পসার বিধবাদলে;
এই, পৈতে টিকির বলে,
দক্ষিণে, ভোজনে, বেড়ে যুত, আর
মন্ত্র, যা' বলি চলে।

মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমারই কি ভোজনে চুকি?
এই, কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পানতোয়া ঠুকি।

ঐ "সিন্দূরশোভাকরং",
আর, "কাশ্যপেয় দিবাকরং"
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে,
বলি, 'দক্ষিণাবাক্য করং'!

বড়, মজা এ ব্যাবসাটাতে,
কত, কল যে মোদের হাতে;
ঐ ফল লাভ, আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য,
দক্ষিণার অনুপাতে!

সাঁঝে, একপাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ি বাড়ি দুʼটো ফুল ফেলে দিয়ে,
দুʼশো কালীপুজো করি!

পুজোর, কলসি না হ'লে মস্ত
কেমন, হই যে বিকারগ্রস্ত!
পিতৃলোক সহ কর্তাকে করি,
একদম নরকস্থ।
আমরা 'ধর্মদাস দেবশর্ম'
আমরা, বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম,
কিন্তু, নিজের বেলায় খাঁটি জেনো, নেই
অকরণীয় কুকর্ম।

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক' ভাই।'—D. L. Roy.

দেওয়ানি হাকিম

দেখ, আমরা দেওয়ানি হুজুর,
আমরা, মোটা মাইনের মুজুর,
তোমরা, দেখে নাও সবে আপন চক্ষে,
নাম শুনেছিলে 'জুজুর'।
একটু peevish মোদের স্বভাব,
বড় খাইনে কোর্মা কাবাব,
প্রায় cent per cent খুঁজে দেখ,
নেই diabetes-এর অভাব।
আমাদের, মানা কারো সনে মিশ্‌তে,
আমরা, দক্ষ কলম পিষ্‌তে,
ঐ, এগারটা থেকে, ছ'টা ব'সে লিখি,
কাগজ দিস্তে দিস্তে।
আমাদের, আজ দিলে রংপুরে,
কাল্‌কে রাঁচিতে ফেল্লে ছুড়ে,
দেখ, বদ্‌লীপ্রসাদে হ'য়ে আছি মোরা
একদম্ ভবঘুরে।
আর, এই কথা খাঁটি জানুন,
যে, বেশি পড়িনে আইন-কানুন,
প্রায় উকীলকে ডেকে বলি, আপনার
নজির কি আছে আনুন।
আমাদের লেখা পড়ে কার সাধ্য,
করি copyist বেচারির শ্রাদ্ধ,

ঐ, প্রথম অক্ষর ছাড়া আর সব
অনুমানে প্রতিপাদ্য।
যত, non appealable suit,
আমরা ক'রে দি' হরির লুট,
এই, file clear হ'য়ে গেল বাস্
আর কি, well and good.
আর, ঐ, আপীল করাটা মিথ্যে,
এদিকে, উকীল ফলান বিদ্যে,
আর, ওদিকে আমরা নাসিকা ডাকা'য়ে
ব'সে ক'সে দেই নিদ্রে।
কভু, জুড়ে দেই মহা তর্ক,
আর উকীল না হ'লে পক্ক,
অম্‌নি ভেবাচেকা খেয়ে হা'ল ছাড়ে, আর
ঢুকে যায় উপসর্গ।
কভু, উকীল আপন মনে,
কত ব'কে যান প্রাণপণে;—
আর, ওদিকে মোদের রায় লেখা শেষ
কার কথা কেবা শোনে?
কভু, সাতটা মাম্‌লা তুড়ে,
আমরা, এক সাথে নেই জুড়ে;—
আর, তিনশ' সাক্ষী ব'সে ব'সে খায়,
মরে সবে মাথা খুঁড়ে।
আর ঐ, মাসকাবারের বেলা,
আমরা, খেলি এক নব খেলা,
কবি, তিন ডাক দিয়ে অম্‌নি খারিজ,
যেন ডাকাতের চেলা!
আমাদের কাজটা অতীব সোজা,
শুধু, মিল দিয়ে যাই গোঁজা
এই কলমে যা' আসে ক'রে দি', বাস্
ঘাড় থেকে নামে বোঝা।
বাড়ে, বছরে বছরে মাইনে,
সব জমা করি, কিছু খাইনে;
আর, কি জানি বাবা, কাল ভাল নয়,
তাই Congress-এ যাইনে।

সুর— 'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই।'— D.L Roy.

ডেপুটি

আমরা, 'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal'.
আমরা, Criminal Bench এ 'Daniel'
আমরা, আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Blood-hound কি Spaniel.

আমরা, দেখ্‌তে ছোক্‌রা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চট্‌পটে,
যাঁহা, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
চট্‌ ক'রে উঠি চ'টে।

আমাদের বয়সটা খুব বেশি নয়,
আর এই, পোশাকটাও এদেশী নয়,
আর ঐ, 'হামবড়া' ভাব মোদের অস্থি-
রক্ত মাংস-পেশী-ময়।

দু'শ তিন ধারা কি প্রশস্ত!
দেখে, ফরিযাদীগুলো ত্রস্ত;
প্রায়, Civil nature ব'লে, দিয়ে দেই
মধুময় গলহস্ত।

বড়, কায়দা হ'য়েছে "Summary"
ওহো! কি কল ক'রেচে, আ-মরি!
To record a deposition at length,
What an awful drudgery.

ঐ, ফেলে Summary-র ফেরে,
আমরা, যার দফা দেই সেরে,
সে যে চিরতরে কেঁদে চ'লে যায়,
আর কভু নাহি ফেরে।

আমরা ধম্‌কাই যত সাক্ষী,
বলি, নানাবিধ কটু বাক্যি,
আর, যেটা এজাহার খেলাপে যায় না,
সেটার বড়ই ভাগ্যি।

এই কবলে আসামী পেলে,
বড় দেই না খালাস bail-এ
আর, ঠিক জেনো, যেন তেন প্রকারেণ,
দিবই সেটাকে জেলে।

আর যদি দেখি কিছু সন্দ,
ঐ, প্রমাণটা অতি মন্দ,
তবে, আপীল-বিহীন দণ্ডে ক'রে দি,
খালাসের পথ বন্দ।

কারণ, খালাসটা বেশি হ'লে,
উঠেন, কর্তাটি ভারি জ্ব'লে,
আর. শাস্তি ভিন্ন promotion নাই,
কানে কানে দেন ব'লে।

কিন্তু, হঠাৎ সাহেবের পা'টা
লেগে, বাঙ্গালীর পিলে ফাটা—
কভু, মোদের সূক্ষ্ম বিচারে দেখেছ
আসামীর জেল-খাটা?

আর ঐ, মফস্বলে গেলে,
বেশ, বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডিপুটিটা ঘুষ খেলে।

আর ঐ, কত্তাটি ভালবেসে,
যদি কান ম'লে দেন ক'সে,
ঐ, কর-কমলের কোমলতা, করি
অনুভব হেসে হেসে।

এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আব এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো—
একটু দৃষ্টি-কটুতা দুষ্ট হ'লেও,
তুষ্টিময় বস্তুতঃ!

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই।'— *D. L. Roy.*

উকিল

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত, Public Movement- এ leader,
আর, conscience to us is a marketable thing
(which) we sell to the highest bidder.

দেখ, annually swelling in number
আমরা, ক'রেছি bar encumber;
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We, look so grave and sombre ।

আমরা বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমার, মামলা তো অতি ভাল।"
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো।"

দু'টো, খেয়েই কাছারি ছুটি,
আর যা' পাই খল্‌সে পুঁটি,
ঐ, জল কাদা-ভেঙ্গে, যার যার মত,
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি।

দেখ, বড়ই হাভা'তে 'হরি বোস',
পাঁচটাকার কমে নাই পরিতোষ,
তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ-অঙ্গুলি দেখায়ে,
উঠে এলো, ভারি করি রোষ;

তখন আমি শ্রী 'নিঃস্বার্থ চাকী',
"এস চাচা মিঞা" ব'লে ডাকি;
"আরে, দু'টাকায় আমি ক'রে দেবো চাচা,
তোমার ভাবনাটা কি?"

তখন চাচাও দেখ্‌লে সস্তা,
রেখে গেল কাগজের বস্তা,
চাচা, চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি
ও বাবা এদুটো যে দস্তা!

দুর্দশার কি দিব ফর্দ?
দেখ, হ'য়েছি বেহায়ার হদ্দ;

কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকিল,
মক্কেল তাহার অর্ধ।

দেখ, কেউ কারো পানে চায় না,
যত, কম নিতে পার 'বায়না'
সেই কম কত, সে কথা তো দাদা,
কারো কাছে বলা যায় না!

যাঁদের, বাঁধা ঘরে আছে মাইনে,
তাঁদের, বেশি ত' বল্‌তে চাইনে,
তাঁদের, খেদিয়ে নে যায়, "বাঁয়, বাঁয়,
টক্ টক্ *' চল্ ডাইনে।"

Bar room তো চিড়িয়াখানা,
হেথা, হরবোলা পাখি নানা,
কিচির মিচির ক'রে মাথা খায়,
শোনে না কাহারো মানা;

কেউ কদাচিৎ দেখে নজির,
প্রায়, মার্‌ছে রাজা ও উজির,
আর, শ্যাম ভাবিতেছে কেমনে রামের
হানিটি করিবে বুজির!

আমরা, একেবারে ডুবে গেছি,
"This is dishonest advocacy"—
দিলেন হুজুর গালি সুমধুর,
পকেটে ক'রে এনেছি!

Court- এ, ধর্মাবতারের তাড়া,
বাড়িতে গিন্নির নথ-নাড়া,
থতমত খাই, মাথা চুল্‌কাই,
বুঝি, মাঝখানে যাই মারা!

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক' ভাই।'— *D. L. Roy.*

---

* গরু তাড়াইবার শব্দ

উঠে প'ড়ে লাগ্

তোরা, যা কিছু একটা হ'।
Ray কি Sinha, কি Doss. কি Shanne.
কি Dutt, কি Dwarkin, Shaw,
সাফ্ ক'রে মাথা whisky চা-পানে,
ধুয়ে কালো অঙ্গ glycerine- সাবানে,
ছুটে যা বিলেত, Italy Japan- এ,
(and) inspire your country-men with awe!
গুপ্ত চেষ্টায় যদি এইটে মনে হয়,—
যে বাবার Iron-safe-টা তত brittle নয়,
তবে, submit to your doom, take to
hatchet or loom,
(কিম্বা) ঐ অগতির গতি 'law'!
আর, যদিই না থাকে legal acumen,
Steal from your father's cash-box. Rs. 10.
একটু pulsatilla-nux- সম্বলিত box,
(কিনে) কর একটা হ য ব র ল।
আর 'Dilution' ব্যাপারটা না হ'লে পছন্দ,
স্থানান্তরে গিয়ে কর্‌গে যা' আনন্দ,
এয়ার বন্ধু নিয়ে, ব'সে যা জাঁকিয়ে
(আর) ক'সে রসে টান raw,
দেখ্‌না, কুমারিকা হ'তে সুদূর হিমাদ্রি,
ছেয়ে ফেল্লে দেশ লক্ষ লক্ষ পাদ্রি,
আর কিছু না হয়, গেয়ে যীশুর জয়,
(একটা) মেম বিয়ের যো ক'রে ল'।
আরো এক উপায়ে হ'তে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস,'
বিলিতি যা' কিছু সবি nonsense. bosh,
(জোরে) লিখে বা lecture- এ ক'।
কান্ত বলে, একবার জাগ্ তোরা জাগ্,
ভারত-মা'টার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্,
ব'সে বিছানাতে, ধ'রলে গিঁঠে বাতে,
(দেখ্ না) হ'লি হাঁটু-ভাঙ্গা 'দ'।

মিশ্র গৌরী—জলদ একতালা

নব্য বাবু

দুত্তোর, বড় দেক্ সেক্ লাগে,
দেশের কপালে মার দু'শ ঝ্যাঁটা।
কবে আস্‌বেন কল্কি, বিলম্বে আর ফল কি?
দেখা দিলেই এখন ঘুচে যায় সব লেঠা।
বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ!
বীর, কি বীভৎস, হাস্য কি করুণ.
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'দরুণ';
তর্কে পঞ্চানন, এয়ারকিতে জ্যাঠা।
পড়ে A, B, C, D, খায় বার্ডাস্ আই,
মুখে বলে, "মাইরি যাদু! মরে, যাই।"
মায়ের উপর চটা, বউকে বলে "ভাই,"
টেড়ির পাথ্‌না মাথে, চোখে চশ্‌মা আঁটা।
মায়ের স্বত্ব কেবল গুদোম-ভাড়া পাবেন,
Old idiot বাপ্‌টা ব'সে ব'সে খাবেন;
গিন্নী? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব'সে মাসোহারা লবেন,
কোমল করে কভু সয় কি বাট্‌না বাঁটা?
কলা-মূলো খেকো মুনিগুলো ভ্রান্ত,
ক'রে গেছেন যত fallacious সিদ্ধান্ত,
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত,
প্রকাণ্ড foolery পৌত্তলিকতাটা।
ছত্রিশ জেতের সঙ্গে আমোদ ক'রে খাওয়া,
(আর) সচকিতভাবে চতুর্দিকে চাওয়া,
স্মৃতিরত্ন ম'শার ডাক-বাঙ্গলাতে যাওয়া.
আর বেমালুম চম্পট। বামুনটা কি ঠ্যাঁটা!
কলমাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,
ঈঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুত conversation,
অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration,
গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাজি বেটা।
উঠিয়ে দেওয়া উচিত বিবাহ-পদ্ধতি,
সন্ধ্যা-গায়ত্রীর হয় না সদর্থ-সঙ্গতি
বক্তৃতা হাততালি. জাতীয় উন্নতি,
বুঝলি না রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা।

আলেয়া—একতালা

বুয়ার যুদ্ধ

বুয়ারে ইংরেজে, যুদ্ধ বেধে গেছে,
নিত্য আসিতেছে খবর তার;
আজকে এরা ওরে গুঁতুলে বেড়ে ক'রে,
কালকে ওরা ধ'রে জবর মার!

ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোলমেলে!
আমরা করি হেথা যুদ্ধ বোল্‌চেলে;
তর্কে হেরে গেলে, মাথায় ঘোল ঢেলে
ধরিয়ে চৈতন্য, করি দেশের বা'র!

কামান ছোঁড়ে তারা, সঙীনে মারে খোঁচা,
প্রাণটা ধাঁ ক'রে বেরিয়ে যায় সোজা;
কাগজে পড়ি যবে এ সব বিবরণ,
ধড়াস্‌ ক'রে উঠে প্রাণটা কি কারণ!
চ'ম্‌কে উঠি রেতে দেখিয়ে কুস্বপন,
ঘুমটি ভেঙ্গে, ভয়ে রাত কাবার!

আমরা কোথায় আছি, লড়াই কোথায় হয়;
তবু এ প্রাণে যেন সদাই ভয় হয়।
খবরগুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে।
কানের কাছে এসে যায় গো ফেলে দিয়ে,
নয়ন মুদে দেখি, শোণিত নদী, এ কি!
কে যেন ব'লে যায় 'খপরদার!'

সোনার খনি দিয়ে বল কি হবে বাবা,
থাক্‌লে ধড়ে প্রাণ, অনেকখানি পাবা;
কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি?
কেন খোঁচাখুঁচি, রক্তে নদানদী?
অনেক দেশ আছে;— প্রাণটা যদি বাঁচে,
খুঁচিয়ে কেন কর সেটাকে বা'র?

শ্বশুর, শালি, শালা, শাশুড়ী, মাগ-ছেলে,
বহুত মিলে যাবে প্রাণটা বেঁচে গেলে;
পালিয়ে এস চ'লে, ও কচু দেশ ফেলে,

দুঃখ যাবে ক' ছিলিম তামাক খেলে,
চেহারা যাবে ফিরে, বেরোবে কালশিরে,
ভুঁড়িটে যাবে বেড়ে, চমৎকার!

মিশ্র ইমন — তেওরা

মৌতাত

হরি বল্ রে মন আমার,
নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার!
এমন বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে?
এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চশমা ধ'রেছে;
আর টেরি নইলে চুলের গোড়ায়
যায় না মলয় হাওয়া,
আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না যাদুর খাওয়া!
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,
আর, এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই;
সাহেবের, ঘুসি ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরি ভিন্ন প্রাণ;
উপহারশূন্য সাপ্তাহিক আর প্রচারশূন্য দান।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

একটু, চুট্‌কী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ;
Foot ball ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ;
গজ্‌টেক্, কালো ফিতে নৈলে, পায় না
পোড়ার চোখে কান্না;
একটু পলাণ্ডুর সদ্‌গন্ধ ভিন্ন, হয় না মাংস রান্না!
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

মাসিকপত্র আর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া;
আর, সাপ্তাহিকটে ভাল চলে গা'ল দিলে বেয়াড়া;
একটু, সাহেব-ঘেঁষা না হ'লে,
আর হয় না পদোন্নতি;
সত্যাসত্য, দেখ্‌লে এখন চলে না ওকালতি।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

আদালতের কার্যে কেবল আমলাদের দাও খোঁসা;
আর, ভাল কাপড় গয়না ভিন্ন যায় না গিন্নীর গোঁসা;
একবার বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘোচে না গোজন্ম
আর গিন্নির ঝাঁটা নইলে শক্ত হয় না পৃষ্ঠের চর্ম।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

একটু এটা, ওটা, সেটা, ছাড়া জমে না মজা,
একটি, সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় না কৃষ্ণভজা;
নাটক দেখ্‌তে নিষেধ ক'রলেই বাপটা হয়ে যান বদ্;
এখন জ্বর ছাড়ে না বিনে একটু টাট্‌কা Chicken broth
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের চটক ভিন্ন ঔষধ কাটে কার?
আর "এণ্ড কোম্পানী" নাম না দিলে
দোকান চলাই ভার,
এখন ফল, ফুল, অলি, চাঁদ, মলয়া, ভিন্ন হয় না পদ্য,
দেখো, কোনও ব্যাপারে যশঃ পাবে না
বিনে একটু মদ্য।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

ভাল হে চৈতন্য গোসাঞী, জিজ্ঞাসি এক কথা
আবার, কৃষ্ণ-অবতারে প্রভু গরু পাবেন কোথা?
আর গৌর-অবতারে গোসাঞী, কিসে ছাইবেন খোল?
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল!
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

খিচুড়ি

ভারি সুনাম ক'রেছে নিধিরাম!
শোন বলি গুণ-গ্রাম,
খবরের কাগজে ক'রে ধর্মমীমাংসা,
(যত) মাসিকে ও সাপ্তাহিকে পেলে প্রশংসা,
না যায় অন্ন পেটে, শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে,
কেবল, পুরাতত্ত্বে আছেন মত্ত হ'য়ে অবিরাম।

সর্বধর্মসমন্বয়ে ছিলেন নিযুক্ত;
কি প্রশস্ত ধর্মপথ ক'রেছেন মুক্ত!
তত্ত্ব-সুধার সিন্ধু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, হিন্দু,
(এবার) সবারি পিপাসা গেল সিদ্ধ মনস্কাম।

তিনি বলেন, হরি বল চৈতন্যের মত,
(কিন্তু) মতি রেখো প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পদ,
বুদ্ধের পথও মন্দ নয়. নানক যে সব কথা কয়,
তার, এক একটি কথার যে ভাই ভারি ভারি দাম!

ব্রাহ্মমতে আকারশূন্য ব্রহ্মেতে মজ,
(কিন্তু) কালী নামের নাই তুলনা, মায়েরে ভজ;
(ও যা) বলেন মহম্মদ, ভারি, বেজায় তার কিম্মত,
'খোদাতালা আল্লা' ব'লে কর ভাই সেলাম।

(ভজ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহেন্দ্র আর অরুণ,
(ভজ) বিশ্বকর্মা, গণপতি, বায়ু, যম, বরুণ,
(ভজ) দেবদেবীর যান, ইন্দুর, গরুড়, হনুমান,
(কর) ময়ুর, যণ্ড, সিংহ, মহিষ, পেঁচারে প্রণাম।

(ভজ) ঋষ্যশৃঙ্গ অষ্টাবক্র, মরীচি, ক্রতু,
(ভজ) পুলহ, পৌলস্ত, অত্রি-অঙ্গিরা, যতু,
(পূজ) বিশ্বামিত্র, গৌতম, অনিরুদ্রে,
(ভজ) শ্রীদাম, সুদাম, গুহক, নন্দী, ভৃঙ্গী গুণধাম!

(চল) গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট,
(চল) শ্রীক্ষেত্র, নৈহাটি, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপাট,
যখন যাবে হরিদ্বার, সেই রাস্তা হ'য়ে পার,
মক্কা থেকে 'হজ' করে ভাই , ফিরো নিজগ্রাম।

মাঝে মাঝে চার্চে যেয়ো বগলে বাইবেল;
(একটা) সময় ক'রে কোরাণ সরিফ্ প'ড়ো খুলে দেল্,
কভু গীতাটাও দেখো, আবার শিয়রে রেখো
শাস্ত্রী-ম'শার ব্রাহ্মধর্ম-তত্ত্ব দু'একখান।

অহিংসা পরম ধর্ম, খেয়ে নিরামিষ;
আবার গোপনে খমজানের কাছে নিয়ো দু' এক ডিস্;

হরিনামের মালা, হাতে ফিরিয়ো দু'বেলা,
সন্ধ্যা ক'রো, নামাজ দিয়ো, কেউ হবে না বাম।

ক'রো, বাইশ রোজা একাদশী, হইয়ে শুচি,
খেয়ো শুকতানি ও ফাউলকারি, বিস্কুট ও লুচি;
চাই, টিকিতে মজবুত, যেন ফোঁটায় থাকে যুত,
ক'রো, ইদ্, মহরম, চড়ক আর দোল, হইয়ে নিষ্কাম।

হুইস্কিতে তিল তুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' ব'লে গিলে ক'রো পিতার তর্পণ,
ক'রে কৃষ্ণে নিবেদন, ক'রবে বীফস্টিক্ ভোজন;
রেখ বদ্না, কমোড, কোশাকুশী, আদি সরঞ্জাম।

খেয়ো প্রকাশ্যেতে আতপান্ন, গোপনে ফাউল;
খোদার নামে দরবেশ সেজো, হরিনামে বাউল।
দীন কান্ত বলে ভাল, নিধির বলিহারি যাই!
এই অপূর্ব খিচুড়ি খেয়ে, আমি তো গেলাম!

খাম্বাজ—কাওয়ালী। 'মাতঃ শৈলসুতা'—সুর

পিতার পত্র

বাপাজীবন!
তোমার মংগলাদি না পেয়ে বিশেষ চিন্তার্ণিত আছি,
হপ্তাবাদে পত্তর ভির্ণ কি প্রকারে বাঁচি?
মোদের দরিদ্রতার জন্য বড় কেল্লেশে দিন যায়,
(তাতে) ম'চ্ছ দুধের প্রেসঙ্গ এবার নাইক এ দেশটায়।
(আবার) আধ কাঠা ধানও এবার, পেলাম নাকো ভূঁয়ে,
তাতে খাজনা খরচার কড়া ত'শিল ক'ল্লে ছিদর ভুএঃ।
আমার, পরণের বস্তর ছির্ণ, গ্রেহ পারি নি ছাইতে;
তাতে দিন রাত্তির গোঁয়াই তোমার পত্তরের পথ চাইতে।
তোমার গর্ভধারিণী কান্দে কি হৈল বলিয়ে,
(বাবা) মা বাপকে কেল্লেশ কি দেয়, সুবুদ্ধি হইয়ে?
তুমি কত নেখাপড়া জান আমরা ত মুরুক্ষু;
আর তুমি ভির্ণ বের্দ্ধ বাপের কে বুঝিবে দুস্কু!
তোমার কেতাব, জুতো ইষ্টিসিন, আর এন্‌গেলাপের মূল্য,
নাগে তিরিশ টাকা, শুনেই অত্যান্তিক মাথা ঘুর্‌ল।

আমার গায়ের বালাপোষ, আর তোমার মায়ের তাগা,
পরশু, বাঁধা থুয়ে, কায়কেস্লেশে পাঠিয়েছি পাঁচ টাকা।
বাপা, অত্র পত্র প্রাপ্ত মাত্র পত্রের উত্তর দিও,
আর, যত্র, তত্র, থাকি সত্তর তত্তবাত্রা নিও।
(তোমায়) বিদেশে রাখিয়ে বাপা সসঙ্কৃত থাকি,
(আর) গোবিন্দ চরণ ভরসা, তাঁরেই কেবল ডাকি।
এন্‌গেলাপে কি প্রয়োজন? পোষ্টকার্টেই হবে,
সদা মংগল বাত্রা দিবে, আর সাবধানেতে রবে।
কবে চাঁদমুখ দেখ্‌ব ব'লে দিয়ে আছি ধন্না,
নিয়ত আসিব্বাদক বিষ্ণু প্রেসাদ শর্মা।

মিশ্র বিভাস---কাওয়ালী

পুত্রের উত্তর

আরে ছি ছি! আমি লাজে মরি, ঘট্‌ল এ কি দায়!
বহুদিনের গুমর আজ্‌কে ছুটে গেছে হায় রে হায়!

কোন্‌ ভাষায় লিখেছ চিঠি,
সাপ, কি ব্যাঙ, কি গিরগিটি, গো ধ'রে খেতে চায়;
তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিল, কোন গুরুম'শায়?

তোমার মতন মুক্‌খু বাবা,
গৈগেঁয়ে প্রকাণ্ড হাবা। তার কাণ্ডজ্ঞান কোথায়?
যেমন আক্কেল, তেমনি চিঠি, সোনা সোহাগায়।

যেমন সে আখরের ছিরি,
তেমনি মুসবিদার মুন্সিগিরি, গো, দুখে হাসি পায়;
তোমায় বাপ ব'লে পরিচয় দিতে মরি যে লজ্জায়!

বিদ্যেসাগর, মদনমোহন,
তাঁদের, শ্রাদ্ধ আর সপিণ্ডীকরণ যে, ক'রেছ বজায়,
রেফে কেঁপে উঠছে যে প্রাণ, কাঁটা দিচ্ছে গায়।

ব্যাকরণের দফা ইতি;
তুমি না ক'রেছ পণ্ডিতি গো, পেঁড়োর পাঠশালায়?
এমন কি আর আজগুবি কাণ্ড, আছে দুনিয়ায়?

নিজের নামটা হয় না শুদ্ধ,
বাণী কি বেজায় বিরুদ্ধ গো, হয়েছেন তোমায়;
তাই, লিখ্‌তে বসলে কাগজ পেনে, যুদ্ধ বেধে যায়।

তোমার বড় পয়সাব খাঁক্‌তি,
তাই পঞ্চসংখ্যায় রৌপ্যচাক্তি পৌঁছেচে হেথায়;
আর সেই দিনই তা' ফুরিয়ে গেছে, বিলিতি বিনামায়।

এই বিংশ শতাব্দীতে,
ছেলের পড়ার কেতাব দিতে, যে চিতে ব্যথা পায়,
তার জীবনে সভ্যজগতে কিবা আসে যায়?
তোমার , চিঠির জ্বালায় জ্ব'লে মরি;
একটা কথা, পায়ে ধরি গো, পাইনে মুখ হেথায়;
তোমার, বৌমার কাছে একটু একটু পড়্‌লে ভাল হয়।

আরে, বানানের ভুল সেরে যাবে,
এবার তো দুরস্ত হবে, কও ক্ষতি কিবা তায়?
সে যে, রাখাল ভাল, বড় বড় গরু সে চরায়!

কান্ত বলে, এ মহীতে
আর কি পারে ভার সহিতে ? কখন বা ব'সে যায় !
কি বিষম বিলিতি হাওয়া, এল এ দেশটায়!

পুরাতত্ত্ববিৎ

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

আকবর সাহা কাছা দিত কি না,
নুরজাহানের ক'টা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

দণ্ডক কাননে ছিল ক'টা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,

কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

(মহম্মদ) গজনী খেতেন কি কি তরকারী
সেটা জেনে রাখা কত দরকারী
দু'শ মাথা ছিল এক চরখারই,
সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ব্রজ গোপীগণ গণিয়া বিষাদ,
রুটি খেত, কিংবা খেত ডা'ল ভাত,
প্রত্যহ ক'ফোঁটা হ'ত অশ্রুপাত,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়ের ছিল ক'টা টিক্‌টিকি,
গৌতম-সূত্রে রেশম-সুত্রে প্রভেদ কি কি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

কৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল ক'টা ছ্যাঁদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গ্যাঁদা,
কোন্ মুখো হ'য়ে হয় লক্ষ্য বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

বাদসা হুমায়ুন কাট্‌তো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কি না Sherry,
মীরাবাই, কানে প'র্‌ত কি না ঢেঁড়ি
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

পেয়েছি একটা তাম্রশাসন
ক্রতুর ক'খানা ছিল কুশাসন
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

এ মাথাটা বড়ই ছিল উর্বর
বুঝিল না যত অসভ্য বর্বর!
এটা আঁধার প্রত্ন-তত্ত্বের গহ্বর!
ইতিহাসামৃত-পায়ীর, আমি পানীয় ক'রেছি বাহির।

তামাক

তোমাতে যখন মজে আমার মন
তখনি ভুবন হয় সুধাময়;
কলির জীব তরা'তে আবির্ভাব ধরাতে
এ পোড়া বরাতে, টিকে গেলে হয়।

তুমি নিত্যবস্তু সদা বর্তমান
তুমি চিৎ, জীবের চৈতন্য-নিদান
সদানন্দ, কর সদানন্দ দান,
(তুমি) প্রত্যক্ষ-দেবতা সকল শাস্ত্রে কয়।

অম্বুরী, কি আলা. কড়া, মিঠে-কড়া,
সিগার, নস্য, সুর্তি, নানারূপে গড়া,
রুচিভেদে সেবা, যে মূর্তি চায় যেবা,
সেইরূপে তারে দাও পদাশ্রয়।

গড়গড়ি, কি ফরাসী, ডাবায় পত্রঠোসে,
হাতে কিংবা বস্ত্র-আবরণে, ক'সে,
যখন লাগায় টান, সাধকের প্রাণ,
ভোলে সংসারজ্বালা, কত স্ফূর্তি হয়!

রাজ-দরবারে, কাছারী মজলিসে,
সভা-সমিতিতে, বৈঠকে সালিসে,
গল্পে, এয়ারকিতে, মাঠে ও মস্‌জিদে,
তোমার সত্তা ভিন্ন সকল বাতিল হয়।

এক ছিলিম অন্ততঃ, ভোরে উঠেই চাই,
নইলে হয় না কোষ্ঠ, কত কষ্ট পাই,
আর ভোজনের পরে, ঘণ্টা খানেক ধ'রে
মাপ করুন, মৌতাতি, না টানলেই যে নয়।

আর বুদ্ধির গোড়ায় তোমার ধোঁয়া না পৌঁছিলে,
বেরোয় না ক' মুসোবিদা, কি মুস্কিল এ!
Idiom না জাগে, ফাঁকা ফাঁকা লাগে,
হেঁয়ালী Problem- এর উদ্ধার শক্ত হয়।

কান্ত বলে, প্রমাণ লও না হাতে হাতে,
তামাক দিতে কসুর কর্‌লে চাকরটাতে;
তাইতে হ'ল মাটি, নইলে বুঝলে খাঁটি,
(এই) গানটা হ'য়ে উঠ্‌ত যেমন হ'তে হয়।

ভৈরবী—কাওয়ালী

বিনা মেঘে বজ্রপাত

স্বামী—
"চাহিয়া দেখ, এনেছি আজ, জড়োয়া মতিমালা,
আর সতের ভরি, সোনার এই, মকরমুখো বালা;
তারের কান পঁচিশ ভরি, হীরের দু'টি হল গো!"

স্ত্রী—
"আহাহা! কেবা ভাগ্যবতী, আমার সমতুল গো!"

স্বামী—
"এই সোনার সিঁথি, ঝালরে মতি, কপিপাতা অনন্ত এ;
আর হীরের চুড়ি, একশ' ভরি হয় না কি পছন্দ এ?
খোঁপার শোভা, সোনার ফুল এ, সেজেছে দু'টি মীনে।"

স্ত্রী—
"(আহা!) পান সেজে দি, মসলা, দিয়ে,
ফেলেছ মোরে কিনে!"

স্বামী—
"কেমন হ'ল পয়লা-কাঁঠি, কাটা বাজু, এ চন্দ্রহার?
(আর) হীরের সাতলহরী মালা, ঝ'ল্‌কে নাশে অন্ধকার।
জরির বডি, পার্শী শাড়ি বড্ড বেশি দামী এ!"

স্ত্রী—
"(আহা!) মুছিয়ে দেই, বদনখানি, বড্ড গেছ ঘামিয়ে।"

স্বামী—
"এ সব, এনেছি, বড় ব'য়ের তরে, তোমার তরে আনিনি!
ও কি ও? আরে, কাঁদ কেন? ছি! রাগ ক'বো না মানিনি!
তোমার সব গহনা আছে, বড় ব'য়েরই নাই গো!"

স্ত্রী—
"হায় কি হ'ল! ধর গো ধর, পড়িয়া বুঝি যাই গো!"

মনোহরসাই—ঝাঁপতাল

বাঙ্গালের শ্যামা-সঙ্গীত

'তাবা' নাম কোর্‌তে কোর্‌তে জিব্বাডা আমার,
অ্যাক্কেকালে গ্যাছে আরাইয়া,
গুরু যে কি মাথা কৈয়া দিল কানে,
ফেল্‌ছি জন্মের মত আরাইয়া।
বৈস্যা বৈস্যা ক্যাবোল করছি 'তারা' নাম,
কি দোষ পাইয়্যা তারা হৈয়্যা বস্‌চ বাম?
শোন কের্‌পামই, আমি যাইমু কৈ,
নিবি যদি পাও ছারাইয়্যা।
'তারা' বৈলা যারা পাও ধইর‍্যা থাকে,
'তাবা তারা' কাইয়্যা চক্ষু মুইদ্যা ডাকে,
টিকি ধইব্যা তার সাত সমুদ্দুব পার,
দ্যাও দ্যাশেথানে, তারাইয়্যা।
ভাল মতে পরক্‌ কইর‍্যা দ্যাখ্‌লাম আমি,
বৈক্ষদ্যাশে পাথর বাঁইদ্যা বস্‌চ তুমি;
এত কাঁদ্‌বার লাগ্‌চি, মাথা ভাঙ্গ্‌বার লাগ্‌চি,
দ্যাখ্‌বার লাগ্‌চ তুমি দারাইয়্যা!

মিশ্র বিভাস—আড়-কাওয়ালী

বাঙ্গালের বৈরাগ্য

চাইর্বাদিক্‌থনে পাগ্‌লা, তরে ঘির‍্যা ধোরচে পাপে,
অ্যাহন মইষের সিঙ্গে গুত্তা মারবো, বাচাইবো বাপে?
(তোর) হইয়্যা গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ;
মুখ ফিরাইচেন কৃষ্ণচন্দ্র;
(আর) তরে কি বাচাইয়্যা তুল্‌বো, হরিনামের ছাপে?
(তুই) রাজা হৈয়্যা বোস্‌চস্‌ তক্তে,
নাইয়্যা উঠ্‌চস্‌ মা'ন্‌সের রক্তে,
(আর) থরথরাইয়া কাইপ্যা উঠ্‌চে, পিরথিমি তর দাপে!
(ক') আজ ক্যান্‌ পাগ্‌লা দ্যাহে আগুন?
পুর‍্যা হইচস্‌ পোরা বাইগুন?
(ঐ) ঘিরা বোস্‌চে শিয়াল শগুন,
কোন্‌ বা দ্যাব্‌তার শাপে?

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

বুড়ো বাঙ্গাল

[তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি]

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইলা দিচি পায়;
তোমার লাগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌চে দায়।
আর্‌সি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায়?
বেলোয়ারী-চুরি দিচি, পাছা-পাইর্‌যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি মজা কৈর্‌যা দিবার লাগচ্‌ গায়!
উলের হুতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মন্‌ডা পাইন্যা?
ওজন কৈরা ব্যাবাক্‌ দিচি, পরান দিচি ফায়!
বুরা বুবা কৈয়্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্‌ কোর্‌চ পাগল?
যখন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেল্‌বো ক্যাম্‌তে?
কৈয়্যা দাও আমায়?

মিশ্র সিন্ধু—ঝাঁপতাল

বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর

কর্তা। আমার, এমন কি বয়েসটা বেশি?
সত্য হ'লে কোষ্ঠী, এই যে আসছে জ্যোষ্ঠী
এই মাসে পূরিবে আশী!
আরে না না! আমার বিয়ে করবার কাল
যায়নিকো এখনো, আরে নন্দলাল!
কি বলিস্‌?

চাকর। কব্‌তা, অ্যাহনো ছাওয়াল
হইবো, বিয়্যা করেন,—তামুক লইয়্যা আসি।

কর্তা। আর দেখ্‌না আমার সংসারো অচল,
ছেলে-পিলে মানুষ কে করে তাই বল;
আমি, চুলে কলপ দেবো, দাঁত বাঁধিয়ে নেবো;
আর্‌ এম্‌নি ক'রে হাস্‌বো সুধা-মাখা হাসি। (প্রদর্শন)
আমার চামড়া গেছে ঝুলে, চোখ গেছে কোটরে,
কোমর গেছে বেঁকে, বেড়াই লাঠি ধ'রে;—
তা'—শৃঙ্গার-তিলক কিছু নেব তোয়ের ক'রে;

চাকর। আর যৌবন ফির‍্যা পাইবেন, হইবেন মোট্টা-খাসী।

কর্ত্তা। কচি মুখখানিতে বল্‌বে প্রেমের বুলি,
গয়না পেলেই আমার বয়স যাবে ভুলি;
ক্ষীর-নবনী দিব চাঁদ-মুখেতে তুলি';—

চাকর। (আর), চরণ হ্যাবা কর্‌বো হৈয়া হ্যাবা-দাসী।

কর্ত্তা। আর, কথায় কথায় যদি ক'রে বসে মান,
পায়ের উপর প'ড়ে বল্‌বো 'দুটো খান';
তাতেও না ভাঙ্গিলে, ত্যজিব এ প্রাণ;

চাকর। কর্‌তা, আমি আপনার গলায় দিয়্যা দিমু ফাসী।

বিভাস—একতালা

ঔদরিক

যদি, কুমড়োর মত, চালে ধ'রে র'ত,
পান্‌তোয়া শত শত;
আর, সরষের মত, হ'ত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মত!
(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফ'লত গো);
(আমি তুলে রাখিতাম); (বুঁদে, মিহিদানা গোলা বেঁধে
আমি তুলে রাখিতাম);
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে);
(গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে)
যদি তালের মতন হ'ত ছ্যানাবড়া,
ধানের মত চ'ষি;
(আমি বুনে যে দিতাম); (ধানের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে
বুনে যে দিতাম);
(চ'ষি এক কাঠা দিলে, দশ মণ হ'ত, বুনে যে দিতাম)।
আর তরমুজ যদি, রসগোল্লা হ'ত,
দেখে প্রাণ হ'ত খুশি!
(আমি পাহারা দিতাম); (কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম);
(ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহাবা দিতাম);
(তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম); (ব'সে ব'সে)

তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম; (সারারাত)
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম; (খেঁক্‌শিয়াল)
আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম।

যেমন, সরোবর মাঝে, কমলের বনে,
কত শত পদ্ম-পাতা
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লুচি,
যদি রেখে দিত ধাতা!
(আমি নেমে যে যেতাম), (ক্ষীর-সরোবর-ঘন জলে আমি
নেমে যে যেতাম);
(গামছা প'রে নেমে যে যেতাম);
(একটু চিনি যে নিতাম), (সেই চিনি ফেলে দিয়ে
ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম);
(আহা মেখে যে খেতাম!)
যদি, বিলিতি কুম্‌ড়ো হ'ত লেডিকেনি
পটোলের মত পুলি;
(আর) পায়েসের গঙ্গা ব'য়ে যেত, পান
ক'র্তাম দু-হাতে তুলি'।
(আমি ডুবে যে যেতাম); (সেই সুধা-তরঙ্গে ডুবে যে যেতাম);
(আর, বেশি কি বল্‌ব, গিন্নির কথা ভুলে, ডুবে যে যেতাম)
(আর উঠতাম না হে); (গিন্নি ডেকে ডেকে কেঁদে মরতো,
তবু তো উঠ্‌তাম না হে),
(গিন্নি হাতে ধ'রে কর্‌তো টানাটানি তবু উঠ্‌তাম না হে)।
সকলি ত' হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম
শুধু, এই খেদ, কান্ত আগে ম'রে যাবে,
(আর) হ'বে না মানব জন্ম।
(আর খেতে পাবে না) (কান্ত আর খেতে পাবে না)
(মানব জন্ম আর হবে না—)
(খেতে পাবে না); (হয়তো, শিয়াল কি কুক্কুর হবে,
আর খেতে পাবে না);
(আব সবাই খাবে গো তাকিয়ে দেখ্‌বে, খেতে পাবে না);
(ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইবে খেতে পাবে না);
(সবাই তাড়াহুড়ো করে খেদিয়ে দেবে গো খেতে পাবে না)।

মনোহরসাই—গড়-খেম্‌টা

অমৃত

সার্থকতা

মহাবীর শিখ এক পথ বহি' যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী পড়িয়া ধরায়;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষত স্থান বহি' তার পড়ে রক্তধার।
দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি' তার ক্ষত বাঁধি' দিল;
শিরস্ত্রাণ কহে, "মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুষ্ঠীর চরণে প'ড়ে হইলাম ধন্য।"

বিনয়

বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে,
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞান-লাভ তরে;
সুন্দর-গম্ভীর-মূর্ত্তি শান্ত-দবশন,
হেরি' সবে ভক্তি ভরে বন্দিল চরণ।
সবে কহে, "শুনি, তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
দু' একটি তত্ত্ব-কথা কহ মহাশয়।"
দার্শনিক বলে, "ভাই, কেন বল জ্ঞানী?
'কিছু যে জানি না', আমি এইমাত্র জানি।"

একতা

বর্ণমালা কহে, "দেখ, সীসের অক্ষরে,
আমাদের রেখে দেয় ভিন্ন ভিন্ন ঘরে।
শব্দের আকারে যবে মোদের সাজায়,
অর্থযুক্ত হই ব'লে শক্তি বেড়ে যায়;
বহু শব্দযোগে, ধরি বাক্যের আকার,
আরো বৃদ্ধি পায় শক্তি, সন্দেহ কি তার?
বাক্যে বাক্যে যোগ করি' সাজায় যখন,
গ্রন্থরূপে কত জ্ঞান করি বিতরণ।"

পরোপকার

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হ'য়ে, করে পরে অন্নদান,

স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজস্বরে অপরে মোহিত,
শস্য জন্মাইয়া, নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত-তরে।

বংশগৌরব

নীচবংশ ব'লে, ঘৃণা ক'র না কখন,
তার মধ্যে জন্মে কত অমূল্য রতন;
কর্দমাক্ত পুকুরের অপেয় যে জল,
তার মাঝে ফুটে থাকে সুরভি কমল;
উচ্চ বংশ দেখি, হেন ধারণা না হয়,—
শান্ত, ধীর সুবিদ্বান্ জনমে নিশ্চয়;
বনিয়াদি বটবৃক্ষ, কত নাম তার,
অখাদ্য তাহার ফল, কাকের আহার!

বিহ্বলতা

তুফানে পড়িয়া মাঝি হাল যদি ছাড়ে,
তার কাছে নদীর তরঙ্গ আরো বাড়ে;
নিরাশ হইয়া রোগী ঔষধ না খায়,
দিনে দিনে রোগ তার আরো বৃদ্ধি পায়;
সভাস্থলে, ভীত হ'লে দেখি গুণি-গণ,
বক্তার না হয় কভু বাক্য-নিঃসরণ;
গিরিশিরে উঠে, যদি ভয়ে মাথা ঘোরে,
নিশ্চয় শিখর হ'তে নীচে যাবে প'ড়ে।

অসারতা

আঘাত করিলে কাংস্যে, যত শব্দ হয়,
স্বর্ণে তার শতাংশের একাংশও নয়;
প্রচুর পল্লব পত্র যে বৃক্ষে জনমে,
বিধির বিধানে তার ফল যায় ক'মে;
মেদ, মাংস বেড়ে, যার দেহ স্থূল হয়,
শ্রমসাধ্য কর্মে তার ধ্রুব পরাজয়;
বাহিরে দেখিবে যার বৃথা আড়ম্বর,
অন্তঃসার-শূন্য সেই গুণ-হীন নর।

সাধুপ্রকৃতি

যত জল শুষে লয় প্রখর তপন,
প্রতিবিন্দু বৃষ্টিরূপে করে প্রত্যর্পণ;
বায়ু, তেজঃ, ক্ষিতি হ'তে বৃক্ষ যাহা পায়,
ফল-পত্র-কাণ্ডরূপে ফিরে দিয়ে যায়;
গাভী যে তৃণটি খায়, করে জল পান,
তার সার, দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান;
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গল হেতু করেন অর্পণ।

বৃথাদর্প

নর কহে, "ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে,
চিরকাল প'ড়ে র'লি চরণের নীচে;"
ধূলিকণা কহে, "ভাই, কেন কর ঘৃণা?
তোমার দেহের আমি পরিণাম কি না?"
মেঘ বলে, "সিন্ধু, তব জনম বিফল,
পিপাসায় দিতে নার এক বিন্দু জল;"
সিন্ধু কহে, "পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে?
তুমিও অপেয় হবে পড়িলে এ বুকে।"

উপযুক্ত মাত্রা

বায়ু কহে, "দীপ, তব আমিই সম্বল;"
দীপ বলে, "যতক্ষণ না হও প্রবল।"
বৃষ্টি বলে, "শস্য, আমি তোমার সহায়;"
শস্য বলে, "অতিরিক্ত হ'লে, প্রাণ যায়।"
বংশী কহে, "কর্ণ, তোমা পরিতৃপ্ত করি;"
কর্ণ কহে, "অতি তীক্ষ্ণ-স্বরে, প্রাণে মরি।"
বিষ কহে, "রোগি, আমি তোমার ঔষধি;"
রোগী কহে, "উচিত মাত্রায় রহ যদি।"

চিত্রিত মানব

অর্থ আছে, কপর্দক নাহি কবে ব্যয়;
বিদ্যা আছে, কারো সনে কথা নাহি কয়;

বুদ্ধি আছে, ব'সে থাকে কাজ নাহি করে;
রূপ আছে, বদ্ধ থাকে গৃহের ভিতরে;
শক্তি আছে, নাহি করে পর-উপকার,
তেজঃ আছে, দাঁড়াইয়া দেখে অবিচার;
সে নর চিত্রিত এক ছবির মতন,—
গতি নাই, বাক্য নাই, জড়, অচেতন।

বাহ্য-বন্ধু বা গুপ্ত-শত্রু

ক্ষীণ বন্য-লতা এক, অতি ক্ষুদ্র-কায়,
বিশাল বটের তলে, ভূমিতে লুটায়;
বট বলে, "ছায়াময় বাহু প্রসারিয়া,
আশ্রয় দিয়াছি তোমা, করুণা করিয়া;
নতুবা তপন-তাপে শুষ্ক হ'ত দেহ;"
লতা বলে, "ফিরে লহ অযাচিত স্নেহ;
তোমার করুণা মোর হইয়াছে কাল,
রৌদ্র বিনা হ'য়ে আছি বিশীর্ণ, কঙ্কাল।"

অধমাধম

রাখে না নিজের তরে, সব দান করে,
'উত্তম' বলিয়া তার খ্যাতি চরাচরে;
কিছু রাখে নিজ তরে, কিছু করে দান,
'মধ্যম' সে জন, তারো প্রচুর সম্মান;
দান নাই, সব যেঁহ নিজ তরে রাখে,
'অধম' সে জন, সবে ঘৃণা করে তাকে।
নিজে নাহি ভোগ করে, না দেয় অপরে,
বল দেখি, সেই জীব কোন্ সংজ্ঞা ধরে?

ঘৃণিতের প্রত্যুত্তর

অট্টালিকা কহে, জীর্ণ কুটিরেরে ডাকি'.
"বিপদ ঘটালি, কুঁড়ে, মোর কাছে থাকি';
হঠাৎ আগুন লেগে গেলে তোর গায়,
আমারো জানালা কড়ি, সব পুড়ে যায়।"
কুটির কহিছে, "ভায়া, আমারো যে ভয়;
কাছে আছ, যদি কভু ভূমিকম্প হয়,

তুমি চূর্ণ হবে, আমি গরীব বেচারী,
চাপা প'ড়ে মারা যাব, ভয় দু'জনারি।"

হিংসার ফল

পাখিরা আকাশে উড়ে, দেখিয়া, হিংসায়,
পিপীলিকা, বিধাতার কাছে পাখা চায়;
বিধাতা দিলেন পাখা, দেখ তার ফল,—
আগুনে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা-দল।
মানবের গীত শুনি', হিংসা উপজিল,
মশক, বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল;
গীত-শক্তি দিল বিধি; দেখ তার ফল,—
নর-করাঘাতে মরে মশক সকল।

স্বাধীনতার সুখ

বাবুই পাখিরে ডাকি', বলিছে চড়াই,—
"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই;
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা'পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।"
বাবুই হাসিয়া কহে, "সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়;
পাকা হোক, তবু ভাই পরের ও বাসা;
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।"

ক্রোধ ও লোভ

ক্রোধ বলে, "লোভ ভাই, তুমি বড় খল,
তোমার কুহকে পড়ি' নিষ্ঠুরের দল,
পরের মাথায় করি' লগুড় প্রহার,
পলায়ন করে, সব লুঠে নিয়ে তার।"
লোভ কহে, "যা' বলিলে করি তা' স্বীকার,
কিন্তু, তুমি পূর্ণরূপে স্কন্ধে চাপ যার,
সে শুধু অন্যেরে মারি ক্ষান্ত নাহি হয়,
নিজের মাথায় শেষে প্রহরে নিশ্চয়।"

কৃতঘ্নতা

নৌকা ডুবে গেল ঝড়ে; দেখি' তীর হ'তে
ভীত, অবসন্ন মাঝি ভেসে যায় স্রোতে,

ঝাঁপায়ে সাহসী যুবা তরঙ্গে পড়িল,
অতি কষ্টে বিপন্নেরে উদ্ধার করিল।
মাঝি বলে, "প্রাণ দিলে, কি দিব তোমারে?
চল, ভৃত্য হ'য়ে রব, তোমার দুয়ারে।"
রাত্রি-যোগে যুবকের চুরি করি' সব,
মাঝি-ভৃত্য পলাতক;—যুবক নীরব!

দাম্ভিকের পরিচয়

গিরি কহে, "সিন্ধু, তব বিশাল শরীর,
আমার চরণে কেন লুটাইছ শির?
এ অভয়-পদে যদি লয়েছ শরণ,
কি প্রার্থনা, কহ আমি করিব পূরণ।"
সাগর হাসিয়া কহে, "আমি রত্নাকর,
আমার অভাব কিছু নাই, গিরিবর;
তব পিতৃ-পিতামহ ডুবেছে এ নীরে,
সেই বার্তা দিতে আমি আসি ঘুরে ফিরে।"

মাতৃস্নেহ

হুঙ্কারিয়া কহে বজ্র, কঠোর গর্জন,
"চূর্ণ করি গিরিকুল, দগ্ধ করি বন;
মুহূর্তে সংহার আমি করি জীব-গণে;
মম সম শক্তিশালী কে আছে ভুবনে?"
শুনিয়া ধরণী, দুখে কহে, "দুষ্ট ছেলে!
এত শক্তিগর্ব তুমি কোথা হ'তে পেলে?
তুমি অতি উচ্ছৃঙ্খল, দাম্ভিক সন্তান,
তথাপি মায়ের বুকে এস, আছে স্থান।"

অদৃষ্টের পরিহাস

দীন, বৃদ্ধ পঙ্গু এক ভিক্ষা করি' খায়,
একদিন বিধাতার কাছে অশ্ব চায়।
দৈবযোগে এক পান্থ যান সেই পথে,
রুগ্ণ অশ্বশিশু ল'য়ে পড়েন বিপদে;
যুক্তি করি, সাবধানে বাঁধি ল'য়ে তারে,
তুলে দেন বাহক পঙ্গুর পিঠে ঘাড়ে।
পঙ্গু বলে, "বিধি মোরে দিল বটে ঘোড়া,
উল্টা করিয়া দিল;— কপাল যে পোড়া।"

ভাল মন্দ

এক কূল ভাঙ্গে নদী, অন্য কূল গড়ে,
দূষিত বায়ুরে লয় উড়াইয়া ঝড়ে;
তীব্র কালকূটে হয় শুদ্ধ রসায়ন;
কাক করে কোকিলের সন্তান পালন;
দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর;
বজ্র হানে যদি, বারি ঢালে জলধর;
সুখ-দুখ-ভাল-মন্দ-জড়িত সংসার;
অবিমিশ্র কিছু নাই সৃষ্ট বিধাতার।

মনোরাজ্যে জড়ের নিয়ম

পাপের টানেতে যদি, কোন(ও) উচ্চমতি,
ক্রমে নিম্নদিকে পায় অব্যাহত-গতি,
জড় জগতের চির-প্রথা-অনুসারে,
অধঃপতনের বেগ ক্রমে তার বাড়ে।
একবার নীচে যদি প'ড়ে যায় মন,
তারে ক্রমে উর্দ্ধে তোলা কঠিন কেমন,
জড় জগতের চির-প্রসিদ্ধ প্রথায়,
উর্দ্ধমুখে তার গতি শত বাধা পায়।

আপেক্ষিক তুলনা

সত্যের সমান বল নাহি ত্রিভুবনে;
সৎকার্য দানের তুল্য না হেরি নয়নে।
ঈশ-সেবা-সম নাই চিত্তের শোধক;
পরপীড়া তুল্য নাই সদ্গতি-রোধক।
পর-উপকার-সম পুণ্য নাহি আর;
পক্ষপাত-তুল্য আর নাহি অবিচার।
স্বাস্থ্য-হীনতার সম দুঃখ কিছু নাই;
অবাধ্য পুত্রের সম নাহিক বালাই।

অতি-পরিচয়ের দোষ

সদা যেই বাস করে চন্দনের বনে,
চন্দনেরে সেজন ইন্ধন-তুল্য গণে।

যাহার বসতি পূত-ভাগীরথী-তীরে,
তার কাছে ভেদ নাই কূপ-গঙ্গা নীরে।
সুগন্ধি উদ্যানে যেই সদা করে বাস,
তার কাছে লোপ পায় পুষ্পের সুবাস।
গিরিশোভা নাহি হেরে গিরি-অধিবাসী;
অতি-পরিচয়. সম্মানীর মান-নাশী।

পরিহাসের প্রতিফল

পরিহাস-ভরে, নর কহে, "রে জোনাকি!
তিমির-বিনাশে চেষ্টা করিছিস্ নাকি?
কি আশ্চর্য! ভাগ্যে ওই আলোটুকু আছে,
তাই তোরে দেখা যায় অন্ধকার মাঝে;
তোর পক্ষে, ক্ষুদ্রজীব, এই তো প্রচুর;
তুই কি করিবি কীট, অন্ধকার দূর?"
জোনাকী বলিছে, "ভায়া, কিসের বড়াই?
তোমার দেহে তো আলো একটুও নাই!"

উচ্চ নীচ

উড়িয়া মেঘের দেশে চিল কহে ডাকি,—
"কি কর, চাতক ভায়া, ধূলি-মাঝে থাকি?
কোথায় উঠেছি, চেয়ে দেখ একবার,
এখানে আসিতে পার সাধ্য কি তোমার?"
চাতক কহিছে, "তবু নীচদৃষ্টি তব;
সদা ভাব 'কার কিবা ছোঁ মারিয়া লব।'
মেঘবারি ভিন্ন, অন্য জল নাহি খাই,
তাই, আমি নীচে থেকে উর্ধ্বমুখে চাই!"

দাম্ভিকের শিক্ষালাভ

সিংহ বলে, "কালোমেঘ, এস দেখি কাছে,
যুদ্ধ ক'রে দেখি, কার কত বল আছে!
ক্রমাগত দূরে থেকে কর ডাকাডাকি,
সম্মুখসমরে, ভায়া, ভয় পাও নাকি?"

মেঘ বলে, "মৃত্যু ডেকে আনিস্ নির্বোধ!
আমার শকতি কেবা করে প্রতিরোধ?
অদূরে পড়িল বজ্র, সিংহ মূর্চ্ছা যায়;
মূর্চ্ছাভঙ্গে সভয়ে, মেঘের পানে চায়।

শিক্ষা ও প্রবৃত্তি

আগুন লাগিয়া গেল ব্রাহ্মণের বাড়ি;
সর্বস্ব পুড়িয়া যায়, দেখি', তাড়াতাড়ি,—
প্রবেশিল বিদ্যানিধি নিজপাঠাগারে,
যত্নের পাণিনিখানি ছিল একধারে,—
বাঁচাইল ব্যাকরণ; গেল আর সব;
হেনকালে শুনা গেল 'হায় হায়' রব;
বিপ্র বলে, "পুড়ে গেল বেদান্তের টীকা;"
ব্রাহ্মণী কাঁদিছে, "গেল হাঁড়ি, আর সিকা।"

তুলনায় সুখদুঃখ

বসিয়া নদীর তীরে, চাহি' নদীপানে,
কাঁদিতেছে এক নারী অবসন্ন প্রাণে;
পথিক জিজ্ঞাসে তারে শোকের কারণ,
নারী কহে, "ডুবে গেছে সন্তান-রতন।"
পান্থ বলে, "এক ছেলে গেছে কাঁদ তাই?
আমার দুঃখের বার্তা তোমারে শুনাই,—
আট পুত্র চারি কন্যা, ডুবেছে এ নীরে;
আমারে দেখিয়া, মাগো, বাড়ি যাও ফিরে।"

দ্বাদশ দান

অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে,
তৃষাতুরে জলদান, ধর্ম ধর্ম-দীনে,
মূর্খজনে বিদ্যাদান, বিপন্নে আশ্রয়,
রোগীরে ঔষধদান, ভয়ার্তে অভয়,
গৃহহীনে গৃহদান, অন্ধেরে নয়ন,
পীড়িতে আরোগ্যদান, শোকার্তে সান্ত্বন;—
স্বার্থ-শূন্য হয় যদি এ দ্বাদশ দান,
স্বর্গের দেবতা নহে দাতার সমান।

আশ্রিত-সৎকার

সহস্র আশ্রিত-লতা কহে অশ্বত্থেরে,
"বড় ব্যথা পাই, তরু, তব কষ্ট হেরে;
আমরা দুর্বল-লতা তব গলগ্রহ,
মোদের রক্ষিতে তুমি কি যাতনা সহ!
রোদ, বৃষ্টি, ঝড় লও নিজের মাথায়,
ব্যথা যেন নাহি লাগে আমাদের গায়।"
অশ্বত্থ কহিছে, "এই আশ্রিত-সৎকার,
এর সুখে, ক্লেশ-বোধ হয় না আমার।"

উদার প্রতিশোধ

প্রভু ভৃত্য দুইজনে নৌকা বাহি' যায়,
প্রবল বাতাসে তরী হ'ল মগ্ন-প্রায়;
ভার কমাইয়া, তরী রক্ষা করিবারে,
ভৃত্যে ফেলে দিল প্রভু তরঙ্গ-মাঝারে;
অমনি ডুবিল নৌকা, প্রভু পড়ে জলে,
"ভয় নাই, আমি আছি," ভৃত্য ডেকে বলে;
সাঁতার না জানে প্রভু, ক্ষুব্ধ মহাত্রাসে,
পৃষ্ঠে বহি', ভৃত্য তারে তীরে নিয়ে আসে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

গঙ্গা-সাগরের স্নানে পুণ্য বাঞ্ছা করি',
মহামূল্য হীরকের অলঙ্কার পরি',
নামিলেন শেঠপত্নী সাগরের জলে,
আকস্মাৎ অলঙ্কার প'ড়ে গেল তলে;
কাঁদি' শেঠপত্নী কহে, "তুমি রত্নাকর,
ভূষণ ফিরায়ে দেহ, করুণাসাগর!"
সিন্ধু কহে, "সিন্ধু-পোতে উঠি তব স্বামী
দূরে যাক্, লক্ষগুণ ফিরে দিব আমি।"

অটল

এ সংসার, মায়াজাল করিয়া বিস্তার,
সাধুর ঘটাতে চায় চিত্তের বিকার;

সাধু কিন্তু নাহি ভোলে সংসার মায়ায়,
প্রকৃত পুণ্যের পথে সোজা চ'লে যায়।
মরু যথা, মরীচিকা-মায়া বিস্তারিয়া,
দিতে চায় উষ্ট্রের বিভ্রম জন্মাইয়া;
উষ্ট্র কিন্তু সে মায়ায় ভোলে না কখন,
প্রকৃত জলের দিকে করে সে গমন।

কথার মূল্য

নিতান্ত দরিদ্র এক চাষীর নন্দন,
উত্তরাধিকার-স্বত্বে পায় বহু ধন;
সে সংবাদ নিয়ে এল ব্যবহারজীবী,
বলে "চাষী, এত পেলি, আমারে কি দিবি?"
চাষী বলে, "অর্ধভাগ দিব সুনিশ্চয়।"
গণনায় অর্ধ অংশে কোটি মুদ্রা হয়,
সবে বলে, "কি দলিল? কেন দিতে যাস্?"
চাষী বলে, "কথা দিয়ে ফেলিয়াছি,—বাস্।"

অসাধুর সঙ্গ

সরল হৃদয় এক সাধু অকপট
হেরিয়া, করিল মৈত্রী, এক ধূর্ত শঠ;
যুক্তি দিয়া, সাধুকে বিদেশে ল'য়ে যায়,
অতিথি হইল এক ধনীর বাসায়।
নিশায় করিয়া চুরি সেই দুষ্ট শঠ,
বহু অর্থ ল'য়ে দিল গোপনে চম্পট।
গৃহস্বামী প্রাতে উঠি', সাধুরে ধরিল,
চোর বলি' বাঁধি, কত প্রহার করিল।

পরিণতি

নির্ভীক্, স্বাধীন-চেতা, এক চিত্রকর,
আঁকিল শ্মশান-ভূমি, অতি ভয়ঙ্কর;
একটি কপাল, আর অস্থি এক খানি,
এক স্থানে দেখায়েছে, তুলি দিয়া টানি';
হেরিয়া দেশের রাজা বলে, "চমৎকার!
কিন্তু এটা কার অস্থি? কপাল বা কার?"

চিত্রকর বলে, "অস্থি মম কুক্কুরের,
কপাল, পিতার তব, হে মত্ত কুবের!"

ক্ষমা

দশবিঘা ভুঁয়ে ছিল আশি মণ ধান,
সারা বৎসরের আশা, কৃষকের প্রাণ,
খেয়ে গেছে প্রতিবাসী গোয়ালার গরু!
ক্ষেতগুলি প'ড়ে আছে, শ্মশান, কি মরু!
ক্ষেতের মালিক, আর গরুর মালিক,
কেহই ছিল না বাড়ি; চাষা বলে, "ঠিক,—
আহার পাইয়া পথে, পরম-সন্তোষ,
গরু তো বোঝে না কিছু, ওদের কি দোষ?"

দয়া

মাতৃশ্রাদ্ধে নিজহাতে কাঙ্গাল-বিদায়
করিছেন মহারাজ, প্রাচীন প্রথায়।
লইয়া দু'আনা, আর চাল অর্ধসের,
ঘুরিয়া দুখিনী এক আসিয়াছে ফের।
দ্বারী ধ'রে ল'য়ে যায় রাজার সম্মুখে,
রাজা বলে, "এসেছিস্ ঘুরে কোন্ মুখে?"
দীনা কেঁদে বলে, "পাঁচ শিশু, রুগ্ণ স্বামী।'
রাজা বলে, "লক্ষ মুদ্রা তোরে দিব আমি।"

রূপ ও গুণ

প্রজাপতি বলে, "যূথি, তুই শুধু সাদা,
কেমনে বুঝিবি মোর রূপের মর্যাদা?
নানা বর্ণে মোর পাখা, কেমন রঞ্জিত!
রূপ হ'তে বিধি তোরে করেছে বঞ্চিত।"
যূথি বলে,"কিন্তু ভাই, রূপ কিছু নয়,
গুণের আদর দেখ চিরস্থায়ী হয়।
চিরদিন দিয়ে থাকি মধুর সৌরভ;
বংশক্রমে আছে মোর গুণের গৌরব!"

উপযুক্ত কাল

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে;
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া, করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে , সেও অতি নির্বোধ, অধম;
খেয়া তরী চ'লে গেলে, বসে এসে তীরে,—
কিসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে?

প্রাণিহিংসা ও পরপীড়া

সন্ন্যাসীরে দেখি, এক রাজপুত্র কহে,
"আহারের ক্লেশ তব হেরি প্রাণ দহে;
মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, খাদ্যের প্রধান;
তোমার কপালে কেন শাকান্ন-বিধান?"
সন্ন্যাসী বলিছে, "জীবহিংসা নাহি করি,
এ কারণ মৎস্য-মাংস-আদি পরিহরি;
গোবৎসে বঞ্চিয়া যারা দধি দুগ্ধ খায়,
স্বার্থতরে পর-পীড়া তাহারা ঘটায়।"

কাচের শিশি ও মেটে সরা

শিশি বলে, "মেটে সরা, তুই শুধু মাটি,
নির্মল আমার দেহ, স্বচ্ছ, পরিপাটি;
অনাদরে গৃহকোণে ফেলে রাখে তোরে,
আমারে তুলিয়া রাখে কত যত্ন ক'রে!"
মেটে সরা কহে, "ভায়া, গর্ব কর দূর,
হাত থেকে প'ড়ে গেলে দুজনাই চূর;
আরো এক কথা ভাই, জেনে রেখ খাঁটি,
আমি মাটি, তোমারও বুনিয়াদ মাটি!"

প্রকৃত বন্ধু

লেখনী বলিছে, দুখে ডাকি, ছুরিকারে,
"কি দোষ করেছি? তুমি কাট যে আমারে?

সহজে দুর্বল আমি তব তুলনায়,
সবল দুর্বলে মারে, শোভা নাহি পায়।''
ছুরি হেসে কহে, ''ভাই, এ কেমন ভ্রম?
জীবের মঙ্গল হেতু তোমার জনম;
কার্য-উপযোগী করি, কাটিয়া তোমায়,
নতুবা জীবন তব বিফলে যে যায়।''

স্রষ্টার কৌশল

গিরিশিরে বৃষ্টি পড়ি', জন্মায় তুষার,
নিদাঘে গলিয়া, জল হয় পুনর্বার;
প্রথমে নির্ঝর, পরে বেগবতী নদী,
সিন্ধুবক্ষে জলরাশি ঢালে নিরবধি;
সিন্ধুবারি বাষ্প হ'য়ে তপনের করে,
নির্মাণ করিছে শূন্যে জলধর-স্তরে;
সেই মেঘ গিরিশিরে পুনঃ ঢালে জল,
ঘুরে ফিরে তাই হয়।—বিধির কৌশল।

পরার্থে আত্মত্যাগ

শির কহে, ''ছত্র ভাই, মোর রক্ষা তরে,
নিজে দগ্ধ হও তীব্র তপনের করে;''
ছত্র বলে, ''পরার্থেতে আত্মত্যাগ সম
নাহি সুখ এসংসারে, নাহিক ধরম।''
চরণ কহিছে দুখে ডাকি' পাদুকারে,
''নিজে ক্ষত হ'য়ে, বন্ধু, বাঁচাও আমারে;''
পাদুকা কহিছে, ''দেখ, রক্ষিতে তোমায়,
নিজে ছিন্ন হই, কিন্তু কি আনন্দ তায়।''

করুণাময়

সংসারের দুঃখ, ব্যথা, বিপদের পাশে.
কাহার আদেশে সুখ-শান্তি পরকাশে?
তীরে তপ্ত বালি যেন প্রচণ্ড অনল,
পাশে বহাইল কেবা প্রবাহ শীতল?
সিন্ধুমাঝে দিক্‌হারা নাবিকের তরে,
কে রেখেছে ধ্রুবতারা বসায়ে উত্তরে?
ভূমিষ্ঠ হবার আগে স্তন্যপ সন্তান,
কে করেছে মাতৃস্তনে দুগ্ধের বিধান?

আনন্দময়ী

মাতৃ-স্তোত্র

জয়, বিশ্ব-ধারিকে! তাপ-বারিকে!
মোহ-হারিকে! লোক-তারিকে!
গতি-বিধায়িকে! হে হর-নায়িকে!
অভয়-দায়িকে মা!

ত্বংহি তারিণী, অচল-বালিকে!
নরক-বারিণী, অখিল-পালিকে!
ত্বংহি গৌরী, চণ্ডি! কালিকে!
ঐন্দ্রজালিকে মা!

ত্বংহি শক্তি, অসুর-নাশিকে!
ত্বংহি ভীমা, পাপ-শাসিকে!
ঘোর-নাদিনী, অট্ট-হাসিকে!
রণবিলাসিকে মা!

সর্ব-মূরতি, সর্ব-ব্যাপিকে!
চণ্ড ভৈরবী, ভূত-ভাবিকে!
ভক্ত-আশ্রয়, পাপ-তাপিকে!
মুক্তপ্রাপিকে মা!

রাগিণী রাজবিজয়—তেওরা

আগমনী

গিরি-মহিষী মেনকা

ধন্য মানি মেনকাকে;
ত্রিজগজ্জননী যা'রে,
মা জে'নে, মা ব'লে ডাকে।
ত্রিভুবন যার কোলে দোলে,
রানী তারে করে কোলে,
চরাচর যার চরণ চুমে,
(রানী) তার শিরে চুম্বে সোহাগে।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যার
চরণ-ধুলো চায়;
(রানী) মেয়ে ব'লে আশিস্-ছলে,
দেয়, চরণ তার মাথায়;
সুধাতুল্য প্রসাদ যাহার,
সুখে জগৎ করে আহার,
রানী আহার যোগায় তাহার,
নিজ উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় তাকে।
যার চরণে প্রণাম করে
সিদ্ধ সর্ব-কাম;
(সেই) নিখিলের নমস্যা, করেন
রানীরে প্রণাম;
স্থাবর, জঙ্গম, যার অধীনে,
রানী দেয় তায় পুতুল কিনে;
স্নেহাত্মিকা ভক্তি বিনে,
এমন ক'রে কে পায় মাকে;
যারে ছেড়ে তিলার্ধ, না
বাঁচে জীব-কুল;
মা ছেড়ে সে যাবে ব'লে,
কাঁদিয়া আকুল;
যার নামে ভবের মায়া কাটে,
সে, বিকিয়ে গেল মায়ার হাটে,
ভেবে দেখ্লে আজব বটে,
মা বা কে, মেয়ে বা কে!
য়ার চরণে জ্ঞানের রানী
বাণী লন দীক্ষা,
মেনকা সন্তান জ্ঞানে,
তারে দেয় শিক্ষা;

যে মা ত্রিভুবনের ভূষণ,
রানী তারে দেয় আভরণ,
কান্ত কয়, যার যেমন সাধন,
তার, তেম্‌নি সিদ্ধি মিলে থাকে।

মধুকানের সুর—ঠেস্‌ কাওয়ালী

গৌরীর আগমনসংবাদ

(প্রতিবাসিনীর উক্তি)

গা তোল, গা তোল, গিরিরানি!
এনেছি, মা, শুভবাণী,
দেখে এলাম পথে, তোর ঈশানী।

রূপে কানন আলো ক'রে,
ছেলে দু'টি কোলে ধ'রে,
কিশোরী কেশরী 'পরে,
কোটি চন্দ্র নিন্দি, পা দুখানি।

শঙ্খ-সিন্দূরে শুধু, শোভে শ্রীঅঙ্গ,
অলঙ্কারে কাজ কি, সে যে আলোক-তরঙ্গ;
রোদে কষ্ট হবে ব'লে,
মাথার উপর জলদ চলে,
শাখীরা সব শির দোলায়ে,
ক'চ্ছে বাতাস, পল্লব কাছে আনি'।

পথের পাশে থরে থরে উঠ্‌ছে ফুটে ফুল,
(মায়ের) আগমনী-মঙ্গল-গানে, আকুল কোকিল-কুল;
যত সুমিষ্ট ফল ছিল গাছে,
পড়ছে এসে পায়ের কাছে;
"মা, মা," ব'লে চরণতলে,
লুট্‌ছে যত মুনি, ঋষি, জ্ঞানী।

ছুটে এলাম, রানী মাগো, সুসম্বাদ দিতে,
মুছ নয়নধারা, ধৈরয ধর মা, চিতে;
কান্ত বলে, সুসম্বাদে,

বিবশা মেনকা কাঁদে;
আনন্দের সেই পূতনীরে,
ধুয়ে যায় গো প্রাণের যত গ্লানি।

মধুকানের সুর—ঠেস্ কাওয়ালী

নগর-সজ্জা

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

কনকোজ্জ্বল-জলদ-চুম্বি-
মণি-মন্দির মাঝে রে,
বীণ মুরজে, পর-মঙ্গল
মধুর বাদ্য বাজে রে।

পেলব নব পল্লব-দলে,
পূর্ণ কুম্ভ পাবন জলে,
কদলীতরুতোরণতলে
কুসুম-মাল্য সাজে রে।

গ্রথিত লক্ষ কুশল-কেতু,
গঠিত ইন্দ্রচাপ-সেতু;
লজ্জিত শশী, লক্ষ দীপ
সজ্জিত প্রতি সাঁঝে রে।

মাতৃ-দরশ-হরষ-গান,
আকুল শত সরস প্রাণ,
"মঙ্গলময়ি! জগতজননি!
আয় মা!" বলি' নাচে রে।

কহিছে কান্ত মধুপিয়াসী,
সার্থক গিরি-নগর-বাসী;
জয়, জয়, গিরি-মহিষী জয়!
জয়, জয়, গিরিরাজেরে!

কীর্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

নগর-বর্ণন

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

প্লাবিত গিরি-রাজ নগর,
কি পুলক-মকরন্দে;
জলদ টুটিল, জলজ ফুটিল,
ভ্রমর ছুটিল, গন্ধে।

ঝর ঝর ঝরে, শত নির্ঝর
শীতল-জল-বাহী;
পরভৃত-কুল আকুল, সুখে,
জননী-গুণ গাহি'।

বহিল স্নিগ্ধ মলয়, মন্দ,
সিঞ্চি অমৃত দেহে;
বিগত সকল রোগ, শোক,
হরষিত প্রতি গেহে।

দীন-ভবন, তূর্ণ হইল
পূর্ণ, রজত-হেমে;
দ্বেষ-রহিত চিত্ত, হইল
পূর্ণ, জগত প্রেমে।

ভোজন, কত পান, দান,
গীত, বাদ্য. নৃত্য;
মুখরিত অবিরাম নগর,
উৎসব নব, নিত্য।

বঞ্চিত সুখে, কান্ত অধম,
প্রান্তর-তল-বাসী,
(কবে) সিদ্ধি-শরত উদিবে, মিলিবে
চরণ, কলুষ-নাশী।

কীর্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

গৌরীর নগর-প্রবেশ

কে দেখ্‌বি ছুটে আয়,
আজ, গিরি-ভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায়;
ঐ "মা এল, মা এল." বলে,
কেমন ব্যগ্র-কোলাহলে,

'উঠি পড়ি' ক'রে সবাই আগে দেখ্‌তে চায়।
নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে ক'চ্ছে খেলা,
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কার ফিরায়?
কি উন্মুক্ত শোভার সদন,
ফুল্ল অমল কমল বদন,
সিদ্ধি, শৌর্য সোনার ছেলে অভয় কোলে ভায়।
কান্ত কয়, ভাই নগরবাসি!
তোদের, সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী,
দশমীতে অমাবস্যা, তোদের পঞ্জিকায়।

বসন্ত—জলদ একতালা

উমাকর্তৃক রানীর পদ-বন্দন

(রানীর উক্তি)

আয় মা, কোলে আয়,
অঞ্চলের নিধি, আয়;
সারা বরষ পরে, মনে
প'ড়েছে কি দুখিনী মায়?
যে দিন থেকে হই মা, আমি উমাহীন,
(আমি) জাগরণে যাপি নিশা, কাঁদিয়া কাটাই দিন,
অনশনে জীবন্মৃত তনুক্ষীণ,
(শুধু) আর একবার দেখে মরি,
(আমার) প্রাণ থাকে মা, সেই আশায়।

মা ব'লে ডাকিতে আর, মা, আছে কে?
(আর) তোমার মতন মেয়ে ছেড়ে,
আমার মতন বাঁচে কে?
কোন্‌ বিধি এ নিঠুর বিধান ক'রেছে?
আমার সম্বৎসরের পোষা আশা
তিন দিনে ফুরায়ে যায়।
আমি একাদশী হ'তে দিন গণি গো,
আমায় অন্ধ ক'রে যাও, মা, আমার
দুনয়নের মণি গো;
তুমি তিন দিনের তড়িৎ, ত্রিনয়নি গো;
কান্ত বলে, চতুর্থীতে,
ঈশানী, অশনি-প্রায়!

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

রানীর খেদ

সবই যায় তোর সাথে ধুয়ে মুছে,
শুধু স্মৃতিটুকু রহে মা;
আগে ভাবিতাম সহিবে না, হায়,
মার প্রাণে এত সহে মা!

লোকে কি বলিবে পাগল ভিন্ন?
আমি খুঁজি তোর চরণ-চিহ্ন।
ধন্য এ আঙ্গিনা, বুকে ক'রে, ওই
রাঙ্গা-পদ-ধূলি বহে মা।

তিন নয়নের হরিদ্রা কাজল
মুছে, তুলে রাখি দুকুলঅঞ্চল,
দিনান্তে নির্জনে দেখি, আর কাঁদি,
তারা কত কথা কহে মা।

সারাটি বরষ হইয়া বিকল
এক হাতে মুছি নয়নের জল,
অন্য হাতে করি সংসারের কাজ,
তোর স্মৃতি কেন দহে মা?

বল্ মা কল্যাণি! ও আনন্দময়ি!
(আমি) তোরে পেয়ে কেন নিরানন্দে রই?
কান্ত বলে, রানি আনন্দের দিনে,
আঁখিজল ভাল নহে মা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

কার্তিক ও গণেশের আদর

(রানীর উক্তি)

আয় গুহ, গণপতি, কোলে আয়!
দুই কোলে যে দু'ভাই নিব,
সে বল কি আর আছে গায়?

দূরের পথে আস্‌তে বদন শুকিয়েছে;
(যেন) দুটি রাকাফুল্লশশী,
মেঘের পাশে লুকিয়েছে;

তাতে, পাহাড়ে পথ, সিংহে আসা.
এ কষ্ট কি দেখা যায়?

আমি তো, মা, বছর বছর রথ পাঠাই;
কি ভেবে যে জামাই ভোলা
ফিরিয়ে দেয় মা, ভাবি তাই;
আহা, এমন মেয়ে, এমন ছেলে,
এম্‌নি, ক'রে কেউ পাঠায়?

ঐ, ননীর গালে দুটি চুমো খেতে দাও;
এখন, মায়ের সাথে, আমার হাতে
পেট ভ'রে ক্ষীর ননী খাও;
ওরে কৈলাসে যে খাবার কষ্ট,
তাই ভেবে মোর কান্না পায়।

গণেশ রে, তোর সরস্বতী কণ্ঠে থাক্,
কুমার রে, তোর বাহুর বলে,
অসুর-শত্রু শঙ্কা পাক্;
কান্ত বলে, চিরজীবী
শিব হবে, মা, তোর কথায়।

কীর্তন ভাঙ্গা সুর

(রানীর উক্তি)

ঐ, উমা, তোর পোষা শুক, তোরে,
"মা, মা," বলে ডাকে;
মূক হয়েছিল, নিজ হাতে কিছু
খেতে দে মা, পাখিটাকে।

ঐ যে, মা, তোর পোষা শিখিগুলি,
নাচিছে হরষে পেখম্‌টি তুলি!
তুই চ'লে গেলে, খোলে না কলাপ,
নাচিয়া দেখাবে কা'কে?

ঐ, উমা, তোর হরিণ, হংস,
নিয়েছিল মোর দুখের অংশ,
(আজ) চরণের পাশে, ঘুরে ঘুরে আসে,
(তোর) মুখ-পানে চেয়ে থাকে;

নব পল্লবে সাজে তরু-লতা,
কোথায় পেয়েছে এত সজীবতা?
থরে থরে ফুল, থোকা থোকা ফল,
অবনত প্রতি শাখে।

পশু, পাখি, তরু আনন্দে মেতেছে,
নূতন করিয়া সংসার পেতেছে,
জ্ঞান নাই, তবু তোর কথা ওরা
কি করিয়া মনে রাখে?

এ কাঙ্গাল কান্ত বলে, "গিরিরানি!
যে দেখেছে মার চরণ দু'খানি,
বিকায়েছে পায়, ভুলিবে কি তায়?
আর ভোলা যায় মাকে?"

বেহাগ—একতালা

(রানীর উক্তি)

সেই, তমালের ডালে, মাধবীলতারে
গেছিলি, মা, তুলে দিয়ে,
সেই সুলগনে, যেন দু'জনার
হয়েছিল, উমা, বিয়ে;

ঐ সে মাধবী, ঐ সে তমাল,
জড়ায়ে, ঘুমায়ে, ছিল এত কাল,
প্রতিপদ হ'তে পল্লবে, ফুলে,
কে রেখেছে সাজাইয়ে।

তোর নিজহাতে রোয়া চমেলী, বকুল,
এত ছোট, তবু দিতেছে, মা, ফুল,
ঐ তোর চাঁপা, ঐ সে যূথিকা,
ফুল-ডালি মাথে নিয়ে।

ফল, ফুল, কিছু ছিল না উদ্যানে,
মনে হ'ত, যেন মগ্ন তোর ধ্যানে;
তোর আগমন, নব জাগরণে
দিয়েছে মা জাগাইয়ে।

কান্ত বলে, রানি, জেনে রাখ খাঁটি,—
বিশ্বের জীবন-মরণের কাঠি
ওরি হাতে থাকে, কভু মেরে রাখে,
কভু তোলে বাঁচাইয়ে।

পিলু—একতালা

রানীর স্বপ্ন-কথা

স্বপ্নে পেতাম দেখা, হা কপালের লেখা!
এ মূরতি, গৌরি, সে মূরতি নয়;
এযে, কি শান্ত, সুন্দর, বিশ্ব-মনোহর,
এরূপে, সে রূপে, তুলনা কি হয়?

আকারে, আচারে, সব রকমে দুই,
(শুধু) বদন দেখে বুঝ্‌তাম, আমার উমা তুই;—
এরূপ দেখে জগৎ দাঁড়ায় মুগ্ধ হয়ে,
সেরূপে দেখে পায়, মা, নিদারুণ ভয়!

কভু দেখি, মা, তোর ঘোররণবেশ,
দেহ কৃষ্ণবর্ণ, আলু থালু কেশ,
প্রলয়াগ্নি নাচে, ত্রিনয়ন-মাঝে,
বিধ্বস্ত মহেশ পদতলে রয়।

কভু দেখি, মা, তুই কেশরি উপরে,
দশহাতে অস্ত্র, দৈত্য পদে পড়ে;
রাঙ্গা পায়ে জবা, কি কব সে শোভা!
শূন্যে দেবগণ বলে, "জয় জয়!"

কান্ত বলে, রানি, সর্ব্বরূপা তারা,
কন্যাস্নেহে তুমি তত্ত্বজ্ঞান-হারা;
মেলি' জ্ঞান-আঁখি, ঠিক দেখ দেখি
অনন্ত রূপিণীর রূপ বিশ্বময়!

মিশ্র বিভাস—একতালা

নগর-সংবাদ

(রানীর উক্তি)

শরদাগমনে, নগরবাসিজনে,
প্রতিদিন এসে বসে দলে দলে,
নাই অন্য বারতা, শুধু, মা, তোর কথা,
পূর্ণ গিরি-ভবন, হর্ষ-কোলাহলে!

কেউ বা বলে "আমার চিররুগ্ণ ছেলে,
মা আসছেন সংবাদে, নূতন জীবন পেলে;
দিব্য কান্তি তার, কি দয়া উমার!
ব্যাধিমুক্ত হ'ল মায়ের নামের বলে।"

কেউ বলে, "ভাই, আমার সারাবরষ-ভ'রে,
বাগানের গাছগুলি গিয়েছিল ম'রে;
মায়ের আসবার কথা বোঝে কেমন ক'রে
(তারা) সজীব হয়ে সাজ্‌ল পল্লব,
ফুলে, ফুলে!

কেউ বলে, 'মা এলে পড়ব শ্রীচরণে,
ব'লব যেতে হবে এ দীনের ভবনে;
নিয়ে গিয়ে মায়, জবা দিব পায়,
দেখব মায়ের চিত্ত গলে কি না গলে।'

কুম্ভকারের দণ্ড, ছুতোরের বাটাল,
তন্তুবায়েব মাকু, চাষীর লাঙ্গল-হাল,
ছোঁয়াবে চরণে, পদরজের গুণে
ব্যবসায়ে নাকি কেবল সোনা ফলে।

কান্ত বলে, সুধার চির-প্রস্রবন,
চরণের গুণ কর রে শ্রবণ,
কর রে মনন, কর রে কীর্তন,
অনন্ত আনন্দ পাবে করতলে।

মিশ্র বিভাস—একতালা

নগর-সংবাদ

(রানীর উক্তি)

সব রোগী উঠেছে, সব ব্যাধি টুটেছে,
এ গিরি-নগরে রোগদুঃখ নাই;
মা, তুই আসবি শুনে, তোর মহিমার গুণে,
দূর হয়ে গেছে সমস্ত বালাই।

ঘরে ঘরে শুধু আনন্দ-উৎসব,
সাম-গান, আর চণ্ডী-পাঠের রব,
হোম, যজ্ঞ, তপ, পূজা, স্তব, জপ,
শুধু হর্ষ যেথা যাই;

যত মত-ভেদ ভুলি' পুরজন,
প্রেমে কোল দিয়ে, আনন্দে মগন,
ঘুচেছে বিষাদ, বিদ্বেষ-বিবাদ,
বিশ্ব-প্রেমে যেন সবে 'ভাই, ভাই।'

পথে পথে দধি-দুধের পসরা,
মৃগনাভি গুলে, পথে দেয়, মা, ছড়া,
যত ধনবান্, করিতেছে দান,
মণি, মুক্তা, যত চাই;

আমার মেয়ে তুমি, ওদের কে হও, তারা?
ওরা কেন তোমার নামে আত্মহারা?
কান্ত বলে, গৌরী ত্রিজগজ্জননী,
তোমারই কেনা মা, মনে ভাব তাই?

সুরট মল্লার—একতালা

মহাষ্টমীর উষা

(রানীর উক্তি)

একদিন বুঝি গেল, মা গৌরি!
মনে হ'তে প্রাণ কাঁপে;
গণা দিন যায় ফুরাইয়ে, হায়!
কোন্ বিধাতার শাপে!
বছরের কথা, তিন দিনে তোরে
এক মুখে, উমা, বলিব কি ক'রে,

সব কথা মোর থাকে বুক ভ'রে
(তুই) গেলে মরি পরিতাপে।

কত কব, কত খাওয়াব, পরাব,
স্নেহ দিয়ে তোরে কঠিন জড়াব,
দেখিতে দেখিতে নবমীর রাতি,
মোর বুকে এসে চাপে।

কবে কোথা সুখী তনয়ার মাতা?
তার সুখ, শুধু দুখ দিয়ে গাঁথা;
আমারি বিশেষ,— তিন দিনে শেষ,
কিবা নিদারুণ পাপে!

কান্ত বলে, যার চরণ-স্মরণে
সিদ্ধি করতলে, কৈবল্য চরণে,
তিন দিন সেই বাঁধা থাকে, তবু
বৃথা রানী কাঁদে, ভাবে।

ঝিঁঝিট— একতালা

কৈলাসের দুঃখবর্ণন

(রানীর উক্তি)

শুনতে পাই, মা, হরের ঘরে
অন্ন নাই, সে ভিক্ষা করে,
সারারাত শ্মশানে থাকে,
ভস্ম মাখে, অজিন পরে।

যোগ করে, আর চাহে সিদ্ধি,
চায় না অন্য সুখ-সমৃদ্ধি,
হাড়ের মালা কণ্ঠে দোলায়,
সাপ রাখে, মা, জটা ভ'রে।

ওমা, উমা, তোর কি সাজা!
শিব নাকি সব ভূতের রাজা?
নিত্য নাকি যোগ শিখায়, মা,
যোগিনী সাজায়ে তোরে?

অশন-শূন্য শিবের গেহ,
ভূষণ-শূন্য সোনার দেহ,

(তাতে) সতীনের ঘর, কথা শুনে
সারা-বরষ অশ্রু ঝরে।

কান্ত কয়, গিরি-মহিষি!
হর-গৌরী মেশামিশি,
ওরা যে পুরুষ-প্রকৃতি,
কন্যা দিলে যোগ্য বরে।

সাহানা—ঝাঁপতাল

(রানীর অনুশোচনা)

তখন ব্যাখ্যা করলে নারদ কত;
স্তোকবাক্যে, লোভ বাড়িয়ে দিয়ে, বল্লে
জামাই হবে মনের মত।

নারদ বল্লে, "মহেশ রূপে, গুণে অতুল,
কোনও অভাব নাই, সংসারে সব প্রতুল,"
তখন যদি ব'ল্‌ত, নাই তার জাতি-কুল,
গিরির পায়ে ধ'রে করিতাম বিরত।

নারদ বল্লে, "রানি, সিদ্ধি তার জীবন,
অরুণাগ্নি-শশী শিবের ত্রিনয়ন;
তত্ত্বকথায় হর, সদা পঞ্চানন,
বিশ্বহিত-চিন্তা করেন নিয়ত।"

কত বিনয় করে দেখতে চাইলাম কোষ্ঠি,
নারদ হেসে বল্লে "বর দিয়েছেন ষষ্ঠী,
চিরজীবী হর, অক্ষয়, অমর,
মেয়ের শঙ্খ-সিঁদুর, চির-অনাহত।"

ভাল বরে দিতে মিল্‌ল, এসে কাল,
নারদ ঘটক হয়েই ঘটালে জঞ্জাল;
আবার ভেবে দেখি আমারি কপাল,
(নইলে) আমি কেন তখন হ'লাম, মা, সম্মত?

কান্ত বলে, নারদ মিথ্যা তো বলেনি,
যত ব'লে গেছে, কোন্ কথা ফলেনি?
তোমার বুঝতে ভুল, পাওনি কথার মূল,
বুঝতে পাল্লে, মা, তোর কি আনন্দ হ'ত!

মিশ্র বিভাস—একতালা
'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল'—সুর

(গৌরীর প্রত্যুত্তর)

কার কাছে শুনেছ, মা গো,
কৈলাসের দুখের কাহিনী?
সব দেবতার মাথার মুকুট,
ও মা, তোমার জামাই যিনি।

সে যে উচ্চ হতে উচ্চ,
ভৌতিক সম্পদ করি' তুচ্ছ,
ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে
বিভোর দিন-যামিনী।

যোগ না জেনে জীবরা ভোগে,
স্থির আনন্দ আছে যোগে,
তাই, মহাযোগী সেজে নিজে,
আমারে সাজান যোগিনী;

নেত্রানলে ভস্ম কাম;
বাম-দেব বিত্তে বাম,
(তাই) ভৌতিক ভূষা দেন না মোরে,
নিজে অজিন পরেন তিনি।

ত্রিজগৎ পবিত্র করে,
এমনি সতিনী ঘরে,
জটার মাঝে রাখেন ভোলা,
পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী;

খাবার কষ্ট কে ব'লেছে?
কোথায় অমন ফল ফলেছে?
কান্ত বলে, কৈলাসের বেল
দেখিস্ খেয়ে, মিষ্টি, চিনি।

বেহাগ—আড়াঠেকা

(গৌরীর প্রত্যুত্তর)

এই, বিশ্বের ঈশ্বর যিনি, ভিক্ষা করেন তিনি
চিন্তা ক'রে কিছু বোঝ, মা, এর ভাব?
যাঁর, ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, কটাক্ষে প্রলয়,
তিনি ভিক্ষা করেন, এতই তাঁর অভাব?

বিশ্ব-অধীশ্বরের ভিক্ষা করা মিছে,
লোক-শিক্ষা-হেতু, ভিক্ষা করেন নিজে,
নরের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার
এই ত' সহজ পন্থা, জীবের পরম লাভ।

তোর, জামাই যান ভিক্ষায়, যে, যেথা, যা পায়,
মাথায় ক'রে এনে পায়ে দিয়ে যায়;
এই ত' তাদের সব, পূজা, জপ, তপ;
কত তুষ্ট ভোলা এমনি তাঁর স্বভাব।

একমুঠো চা'ল্ দিয়ে, কৈলাসবাসি-জনে,
তোর জামাইয়ের বরে, পূর্ণ-ধান্যে-ধনে,
আম দিয়ে পায় মণি, বেলে হীরার খনি,
বিল্ব-পত্র দিয়ে পায়, মা, সোনার চাপ।

সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসিলে, ভোলা
বলেন, "জ্ঞানীর পক্ষে যোগের পন্থা খোলা;
মুষ্টি-ভিক্ষাদান সাধারণ বিধান।"
কান্ত বলে, দেখ্ মা, দানের কি প্রভাব!

সুরট মল্লার—একতালা

(গৌরীর প্রত্যুত্তর)

সেথা, সর্বসত্ত্বা বিদ্যমান;
অভাব কেমন ক'রে, থাক্‌বে, মা, তার ঘরে?
ভাবের রাজ্যে, ভাবের আদান, আর প্রদান।

যার বিভূতির কণা পেয়ে এ সংসার,
এত সুন্দর ব'লে করে অহঙ্কার,
বিশ্বের নয়নমণি, সকল শোভার খনি,
(সে যে) জ্যোতির্ময়, নিখিল-সৌন্দর্যের নিধান।

তার কেমনে, মা গো, থাকে জাতিকুল,
অজনক, অনাদি, অনন্ত, অমূল,
যার আদেশে গ্রহ, চলে অহরহঃ,
তার জন্ম-কোষ্ঠি কে করে নির্মাণ?

ব্রহ্মা-নারদাদি সদা যুক্ত করে,
(মা তোর) ভিক্ষুক জামাতার কৃপাভিক্ষা করে,
এমন জামাই ভবে, কার মিলেছে কবে?
সর্বলোকে যার সর্বোচ্চ সম্মান।

কান্ত বলে, তারা, রানী আত্মহারা,
তোমায় পেয়ে, কন্যাজ্ঞানে মাতোয়ারা;
সেবে কন্যাবোধে, ওর মুক্তি কে রোধে?
(এই) অধমটাকে, পায়ে দিবি কিনা স্থান?

মিশ্র বিভাস—একতালা
'গিরি গৌরী আমার এসেছিল'—সুর

নাগরিকগণের মহাষ্টমী পূজার উদ্যোগ

(রানীর উক্তি)

থাকিতে মা, মহাষ্টমী, শ্রীচরণ পূজিবারে,
দলে দলে পুরবাসী দাঁড়ায়েছে সিংহদ্বারে।

যাহার যেমন শক্তি;—
দীনের সম্বল ভক্তি,
ধনীরা পূজিবে, মাগো, বহুমূল্য উপচারে।

ক'চ্ছে সবে তাড়াতাড়ি,
নিয়ে যাবে বাড়ি বাড়ি,
গেলে মা, অষ্টমী ছাড়ি, দুখ-পাবে তোর ব্যবহারে

কিন্তু একটা কথা ভাবি,
সব বাড়ি কি ক'রে যাবি?
অত সময় কোথায় পাবি? অষ্টমী তো ছাড়ে ছাড়ে!

যা' হয়, উমা, কর্ গো ত্বরা,
সবাইকে চাই তুষ্ট করা.
যার বাড়ি না যাবি, গৌরি! সেই দোষী ক'র্‌বে আমারে;

আর দুদিনও নাই মা, আমার,
সেই নবমী এল আবার,
আঁখির আড়াল ক'ত্তে নারি, মায়ের মন কি বুঝিস্ না রে?

এম্‌নি তো তোর স্বভাব, তারা!
'মা' ব'ল্লে হ'স আত্মহারা,
একটা জবা পায়ে দিলে, কোলে তুলে নিস্ মা তা'রে।

হোক্ না কামার, কুমোর, তাঁতি,
আর কোনও অস্পৃশ্য জাতি,
কান্ত বলে, 'মা' ডাক শুনে, চুপ্ ক'রে মা রইতে নারে।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

নাগরিকগণের মহাষ্টমী পূজা

লক্ষরূপে লক্ষ পূজা
গ্রহণ করি' ঘরে ঘরে,
লক্ষ বাঞ্ছা পূর্ণ করেন
তারিণী, অমোঘ বরে।

যিনি কাল-সীমন্তিনী,
আজ্ঞা না করিলে তিনি,
সাধ্য কি অষ্টমী তিথি
এক অণুপল নড়ে?

বন্ধ্যার সন্তান হবে,
বোবা ছেলে কথা ক'বে,
রোগশোক নাহি র'বে
নবাগত সম্বৎসরে।

অন্ধ-নেত্র-স্পর্শে মাতা
খুলে দেন তার আঁখির পাতা,
শ্রবণ-শক্তি পেল বধির
রজঃ দিয়ে শ্রবণ-বিবরে।

কল্পলতা হ'লেন এসে,
ছোট বড় নির্বিশেষে
তাই তা'রে দেন মুক্ত-করে,
যে, যা' চেয়ে, পায়ে ধরে।
চতুর্দিকে বাজে ঢাক,
কত কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ,
"জয় শারদে, ব্রহ্মময়ি!"
কি উৎসব গিরি-নগরে!

কত পায়স, পুলি, পিঠে,
কত মণ্ডা, মেঠাই মিঠে,
দধি, দুধ, মাখন, নবনী,
ভোগ দিয়েছে ক্ষীরে, সরে।

মায়ের শুধু কৃপা-দৃষ্টি,
ভক্তদলে মণ্ডাবৃষ্টি,
প্রসাদ পা'চ্ছে কি আনন্দে,
যার যত উদরে ধরে।

ফেরে না প্রসাদ না পেয়ে,
তৃপ্ত হয় না প্রসাদ খেয়ে,
খেয়ে বলে, আরো খাবো,
খেয়ে কা'রো পেট না ভরে।

কি আনন্দ, কি উল্লাসে,
মায়ের ভক্ত নাচে, হাসে,
বলে, "এবার বাবা এলে,
রা'খ্‌ব তোরে জোর-জবরে।"

কান্ত কয়, আনন্দময়ি!
আমি কি তোর ছেলে নই?
(বড়) দুঃখে আছি, ঐ আনন্দের
এক কণিকা দে, মা, মোরে।

ভৈরবী—কাওয়ালী

রানীর আনন্দ

ওমা উমা, এ আনন্দ কোথা রাখি বল্।
নগরে উঠেছে কি আনন্দ কোলাহল!

সবাই বলে "ও রানিমা! নাইক উমার গুণের সীমা,
(ও যে) পায়ের ধূলো দিয়ে, হেসে, নাশে অমঙ্গল।

ও নয় মা, সামান্য মেয়ে, (তুই) ধন্য হলি ওরে পেয়ে,
(ও) যে ঘরে যায়, ধনে জনে সেই ঘরই উজল!

লক্ষ লক্ষ মূর্তি ধ'রে, আবির্ভূতা লক্ষ ঘরে,
(ও যে) 'শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী', ব'লছে ভক্তদল।

জন্ম-অন্ধ ছিল ক'জন, 'মা, মা', ব'লে ক'ল্লে ভজন,
উমা, হাত বুলিয়ে, নয়ন দিল;— দেখবি যদি চল্।"

ও মা গৌরি! এ কি কাণ্ড, পাগল কল্লি এ ব্রহ্মাণ্ড,
আমায় শুধু চক্ষে ঠুলি, এমনি কর্ম-ফল!

না, না, উমা দিস্‌নে নয়ন, ভাঙ্গিস্‌নে মা, সুখের স্বপন,
তুই আদ্যাশক্তি, ভাবতে আমার চক্ষে আসে জল।

স্বপ্নে যদি হয় মা, তারা, করিস্‌নে মা স্বপ্ন-হারা,
আমি কন্যাহাবা হতে নারি, (আমার) এক মেয়ে সম্বল।

কান্ত কয় ঐ সোনার স্বপন, পে'লে কে আর চায় জাগরণ,
(যদি) নয়ন মু'দে পাই মা তোরে, তাকিয়ে কিবা ফল?

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

বিজয়া

নবমীর সন্ধ্যা

তুমি মোর কামনা, তুমি আরাধনা
অন্য বাঞ্ছা নাহি করি, মা।
তুমি পূজা, ধ্যান, তুমি চিন্তা, জ্ঞান,
তুমি প্রাণের অধীশ্বরী, মা।

মীনের জীবন যেমন সুগভীর জলে,
বায়ুজীবীর জীবন সমীর-মণ্ডলে,
তেমনি তোমার মাঝে, জীবন ডুবে আছে,
তোমাতেই বাঁচি, মরি, মা।

ফল-শূন্য তরু যেমন শোভাহীন,
পুষ্পহীন উদ্যান যেমন বিমলিন,
তেমনি তোমা বিনা, রাজরানী দীনা,
(শুধু) আসার আশে প্রাণ ধরি, মা!

বুক ফেটে যাবে, উমা যখন যাবি,
আর তোরে আন্‌ব না, কভু মনে ভাবি;
তোরে হয়ে হারা, এতই কষ্ট, তারা,
তবু ঐ মায়ায় পড়ি, মা।

না মিটিল ক্ষুধা, না মিটিল তৃষা,
ঘনাইল কাল নবমীর নিশা,
এই দুখ-পারাবার, কিসে হব পার?
চাহে কান্ত, পদতরী, মা।

ঝিঁঝিট— একতালা

নবমীর সন্ধ্যা

দেখিয়া পিয়াস না মিটিতে, উমা
বছরের মতন হও অদর্শন;
'মা' ডাক শুনিয়া, না জুড়াতে হিয়া,
নিস্তব্ধ হয়, মা, অভাগীর ভবন।

কোলে নিয়ে আমার না জুড়াতে বুক,
কেড়ে নিয়ে যায়, মা, বিধাতা বিমুখ,
(আমার) বছরের আগুনে, ঘৃতাহুতি দিয়ে,
পাষাণ হয়ে, কর কৈলাসে গমন।

তোমার আগমনে চাঁদ হাতে পাই,
সুখের সাথে শঙ্কা, কখন বা হারাই!
(এই) আকাশ হ'তে খসি, কখন কৈলাস-শশী,
কৈলাসের আকাশে সমুদিত হন!

কোন্‌বার এসে আমায় করবি শঙ্কাশূন্য?
এত ভাগ্য কোথায়? কি করেছি পুণ্য?
তোর আগমনানন্দে বিরহের আতঙ্ক
জড়িয়ে থাকে, তাইতে পাইনে আস্বাদন।

কত কি খাওয়াব, সব ভুলে যাই,
বড় ব্যাকুল হিয়া, স্মৃতি ভাল নাই,
গৌরি! তোমায় পূজে প্রফুল্ল সবাই,
আমার পক্ষে বিধান অশ্রু-বরিষণ।

ঐ অস্ত গেল, অকরুণ রবি,
নবমীর শশী, পাষাণের ছবি
ঐ দেখা যায়,—আয় কোলে আয়;
কান্ত বলে, মা, আর করিস্‌নে রোদন।

বেহাগ—একতালা

নবমী-নিশীথ

নবমীনিশায় নগর নীরব,
আনন্দ-সঙ্গীত থেমে গেছে সব,
একটি পতাকা উড়ে না আকাশে,
বাজে না মঙ্গল-শঙ্খ।

কঠোর-কর্তব্য-পালন-নিরত,
নবমী-শশীর কি বিষাদ-ব্রত!
ক্লিষ্ট, মলিন, অবসন্ন কত!
সুগভীর কি কলঙ্ক!

বিষাদ-তিমির মাথায় করিয়া,
মৌনী তরুগণ আছে দাঁড়াইয়া,
নাচে না ময়ূরী, মূক শ্যামা, শুক,
নিশাকাশে উড়ে কঙ্ক।

স্তব্ধ বিহগ নিয়েছে কুলায়,
শুষ্ক কুসুম লুটিছে ধরায়,
ঊষা-পরকাশে, মা যাবে কৈলাসে,
প্রাণে প্রাণে কি আতঙ্ক!

আনন্দময়ী মা, নিরানন্দ ক'রে,
যাবেন ভাবিতে গলিতাশ্রু ঝরে,
কান্ত বলে, জাগে মায়ের প্রসঙ্গে,
নগরবাসী, অসংখ্য।

খাম্বাজ—একতালা

নবমী-নিশীথ

তুই তো মা আমারি মেয়ে,
জন্ম নিলি এই জঠরে,
(তবু) মনে হয়, কেউ ন্যাসের মত
রেখেছে তিন দিনের তরে।

সে তিনটি দিন যেই ফুরাবে,
যার জিনিস সে নিয়ে যাবে,
(আমি) কাকের মত, কোকিল-শিশু
পালন করি নিজের ঘরে।

তুই ছাড়া নাই উপলক্ষ,
(আর) কিছু নাই জুড়াতে বক্ষ,
তুই এসে ডাক্‌বি 'মা' ব'লে,
এই আশে, মা, যাই না ম'রে।

চির দিনের নিয়ম আছে,
মেয়ে যায় মা স্বামীর কাছে,
কোন্ মা মেয়ে বেঁধে রাখে?
স্বামীর ঘর তো সবাই করে;

(কিন্তু) মা পাবে তিনটে দিন খালি,
এইটে তুই নূতন দেখালি,
(ও মা) এমন অটল, নিঠুর বিধান,
নাইক কোথাও চরাচরে।

আমার মনের দুঃখে আসে কথা,
পাস্‌নে উমা প্রাণে ব্যথা,
কান্ত বলে, রানীর খেদে
জগন্মাতার অশ্রু ঝরে।

পিলু—যৎ

নবমী-নিশীথ

আজি নিশা অবসানে, উমা মোর কৈলাসে যাবে;
নরনারী, পশুপাখি, তরুলতা মা হারাবে।

কে খণ্ডায়ে বিধির বিধি,
কাল রাখিবে উমা নিধি?
কাল, প্রাতঃকালে, কালের মত,
মহাকাল এসে দাঁড়াবে!

সে, সকল কথা শুনতে পারে,
উমায় রাখা শুনবে না রে,
পাষাণ গলে, শিব টলে না
এমনি কঠিন প্রাণ;

'আশুতোষ' নাম কে রেখেছে?
এমন নিঠুর কে দেখেছে?
শুনতে পাই, সে সংহার-কর্তা,
তার কাছে কে দয়া পাবে?

কত না তপস্যা করি,
পূজেছিলাম মহেশ্বরী,
তারি ফলে, উমা কোলে
দিয়েছেন বিধি;

হায়রে, কেমন কপটদাতা,
দেওয়া কেবল ছুতো-নাতা:
কান্ত বলে, এত কষ্ট।
মেয়ে ভবে কে আর চাবে?

ললিত— আড়াঠেকা

নবমী নিশার শেষ যাম

নীরব অবনী, রানীর উমা কোলে;
একান্ত বিবশা, ভাসে নয়নজলে।

কাল হবে যে গৌরীহারা,
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
অভাগিনী রানীর দুখে, পাষাণ যায় গ'লে।

রানী, ক্ষণে চাহে পূর্বাকাশে,
থর থর কাঁপে ত্রাসে,
ক্ষণে চাহে মায়াময়ীর মুখকমলে;

ক্ষণে চেপে ধরে বুকে,
ক্ষণে চুমে ফুল্ল মুখে,
"জাগো রে দুখিনীর বাছা, জাগো!" ব'লে।

নয়নে পলক পড়ে,
ক্ষীণ দেহ-লতা নড়ে,
তাহে অশ্রু, — দৃষ্টিবাধা পলে পলে;

"কাল, উড়ে যাবে প্রাণের পাখি,
ভাল ক'রে দেখে রাখি,"
ব'লে, রানী কেঁদে, লুঠে ধরাতলে।

প্রাভাতে উদিলে রবি,
ধুয়ে মুছে যাবে সবই,
সুখ, শান্তি, মায়ের সাথে যাবে চ'লে;

বিবশা, লুটায়ে ধরা,
বলে, "জাগ্ মা দুখ-পাশরা!
'মা' বলে ডাক্, সব ফুরাবে প্রভাত হ'লে।"

"রাত পোহায় মা, নয়ন মেল,
'মা, মা' বল, সময় গেল,
শুনে রাখি, শুনবো না তো, এ দুখে ম'লে;

কান্ত বলে সব শিয়রে,
যে জাগ্রত চিরতরে,
সেই মা ঘুমায় মায়ের বুকে, কি লীলার ছলে!

বেহাগ—আড়াঠেকা

নবমী নিশার শেষ যাম

আজি নিশা, হয়ো না প্রভাত;
পীড়িত মরমে আর দিও না আঘাত।
একবার বোঝ ব্যথা, একবার রাখ কথা,
নিতান্ত শোকার্ত, কর কৃপাদৃষ্টি-পাত।
পরিশ্রান্ত-কলেবর, হে কাল! বিশ্রাম কর,
ক্ষণমাত্র, বেশি নহে, আজিকার রাত;
আমি তো জানি হে সব, অব্যাহত চক্র তব,
আজিকার মত, গতি মন্দ কর, নাথ!
উজল নক্ষত্ররাজি, মলিন হয়ো না আজি,
ধ্রুব হও, দীপ যথা, নিষ্কম্প, নিবাত;
তোমরা পশ্চিমাকাশে, ঢলিলে তো উষা আসে,
তোমরা মলিন হ'লে, শিরে বজ্রাঘাত।
চিরনিষ্ঠুরের ছবি, দশমী-প্রভাতরবি!
তুইও কি উদিত হবি? বিধির জহ্লাদ!
কান্ত বলে, রাজমহিষি! পায় না যারে যোগিঋষি,
তিন দিন সে তোমার বুকে, তবু অশ্রুপাত?

বারোয়াঁ—ঠুংরি

নবমী নিশার শেষ যাম

জাগ রে দাসদাসি!
জাগ রে প্রতিবাসি!
দেখ রে কাছে আসি',
ফেটে যে গেল বুক।
আয় রে আয় কাছে,
আর কি রাতি আছে!
রাজ-মহিষী হ'য়ে
দেখে যা কত সুখ।
যাহারে পাব ব'লে,
বছরে ঘুম নাই,
যাহারে বুকে পেলে,
নিখিল ভুলে যাই,
যে চলে যাবে ভয়ে,
মরণ আগে চাই!

বিধাতা নেবে তারে,
চাবে না মার মুখ।
সয়েছি কত বার,
নূতন এই নয়,
আমাব এ সহা-দুখ,
তথাপি নাহি সয়,
প্রতি শরতে যেন,
ক্ষত নূতন হয়,
মায়ের প্রাণ লয়ে,
বিধির এ কৌতুক।
জাগ রে শুক, সারি,
হংসি, শিখি, ধেনু!
মাথায় নে রে তোরা,
মায়ের পদ-রেণু;
বরষ প'ড়ে আছে,
কে মরে, কেবা বাঁচে,
বিদায় নিয়ে রাখ্,
চেপে মনের দুখ।
কান্ত বলে, উমা
উজল রাকা-শশী,
হাসিছে হিমগিরি—
ভবনাকাশে বসি,
চকিতে দশমীতে,
নয়ন পালটিতে,
পূর্ণগ্রাস করে,
সে রাহু পঞ্চমুখ!

নবমী নিশার শেষ যাম

[জগদম্বার জাগরণ]
(রানীর উক্তি)

যামিনী হইলে ভোর,
বুকের শোণিতে মোর
লোহিত হইবে উষাকাশ গো!

আমারি জীবন লয়ে,
কৈলাস সজীব হয়ে,
তোমা পেয়ে, করিবে উল্লাস গো!

আমারি নয়ন-বারি
পুরিয়া কলসী, ঝারি,
সপল্লব, যাত্রার মঙ্গল গো;—

দুয়ারে রাখিবে সবে,
আঙ্গিনাতে তুমি যবে,
বাড়াইবে চরণকমল গো;—

সচ্ছিদ্র মরম মম
বরণের ডালা সম,
তাই দিয়ে তোমারে বরিবে গো;

প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রাণ,
পঞ্চপ্রদীপ সমান,
যাত্রাকালে দক্ষিণে ধরিবে গো।

আমারই রোদনধ্বনি
শুনিবি মা, ত্রিনয়নি!
যাত্রার মঙ্গল-বাদ্য রূপে গো;

তৃষিত নয়ন মোর,
পথের প্রহরী তোর,
সাথে সাথে যাবে চুপে চুপে গো।

উমা, তুই মহামায়া,
অনাদি কালের জায়া,
রাখ্ আজ নিশারে ধরিয়া গো;

জননীর অনুরোধ;
কর্ কালচক্ররোধ,
কাঁদে কান্ত, চরণে পড়িয়া গো।

কীর্তনের সুর—কাওয়ালী

দশমীর প্রভাত

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

চির-অকরুণ, তরুণ অরুণ,
দরশন দিল ধীরে,
লোহিত, নব রাগ উদিল,
পূর্ব-গগন-তীরে।

হিমগিরি-অধিরাজ-নগর
ভিত্তি উপল-ন্যস্ত;
গগনে সূর্য, ভবনে শম্ভু,—
কম্পিত, অতি ত্রস্ত।
শক্তিহীন, দুর্বল হর,
শক্তি-মাত্র চাহে;
গৌরী-গত-প্রাণ নগর
মরিছে হৃদয় দাহে।
রজতাচল, শশিশেখর,
শঙ্কর, শিব, শান্ত;
কাল সদৃশ ভাবি, ভীত
গিরি-পুরজন, ভ্রান্ত।
ক্ষণ-ভঙ্গুর-বিষয়-বিমুখ,
পরম-পুরুষ, সিদ্ধ;
বিজিতেন্দ্রিয়, আশুতোষ,
চির অকলুষ-বিদ্ধ;
জ্যোতির্ময়, সেই অনঘ,
সর্বদেব পূজ্য;
(যেন) উদিল নগরে, চিরনির্দয়,
'অপর দশমী-সূর্য!'
নয়ন সলিলে, চরণ ধৌত
করিল অচল-রানী;
কান্ত বলিছে, হর পার্বতী
ত্বরিতে মিলাও আনি'।

কীর্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

শঙ্করের প্রতি মেনকা

(দশমী)

তুমি, 'আশুতোষ' নাম যদি রাখ,
শঙ্কর, ভিক্ষা মাগি চরণে,
প্রাণরূপা, হিমগিরি-ভবনে,
রেখে যাও হে, জীবন-ধনে।

'সংহার-কারী', নাম যদি,
ওহে ত্রিপুরান্তক, এ মিনতি,—

শূলধরি' তব, হানি' এ মরমে,
গৌরীরে লয়ে যাও নিজ ভবনে।

'শ্মশানচারী' যদি হে তুমি,
হিমগিরিপুর, করি শবের ভূমি,
তিষ্ঠ গিরিপুরে, গৌরীরে লয়ে সুখে,
এ গিরি-মহিষী শব-আসনে।

'মৃত্যুঞ্জয়' যদি নাম তব,
নিবার মরণভয়, শম্ভু, ভব!
নাম যদি 'হর,' কান্তের দুঃখ হর,
শিব, করুণা কর, আর্তজনে।

রামকেলী—কাওয়ালী

শঙ্করের প্রত্যুত্তর

মা, তুমি ভাবছ মনে,
"এত কাঁদি, শিব টলে না;"
চেননি নিজের মেয়ে,
ওযে কে, তা' কেউ বলে না।

তিন দিন বন্ধ ক'রে
রাখ মা, নিজের ঘরে,
জগতের কাজ ভেসে যায়,
আমার কাজের ফল ফলে না।

তোমারে ভালবেসে,
ও হেথা থাকে এসে;
একাকী শিব কিছু নয়,
আমায় দিয়ে কাজ চলে না।

ব'ল্‌ব কি আমার কষ্ট,
বাড়িঘর সবই নষ্ট,—
শক্তিহীন হ'য়ে, আমার
ঘরে সাঁঝের দীপ জ্বলে না।

কান্ত কয়, তত্ত্ব কথা
ছড়ান শিব যথা তথা;
জননীর স্নেহের কাছে,
ওসব কথায় ডাল গলে না।

পিলু—গড়খেমটা

শঙ্করের প্রত্যুত্তর

ঐ দুঃখহরণ রাঙ্গাচরণযুগল,
পাই যে মা,—কোটি-কল্প-তপস্যার ফল।

তুমিও যে কন্যা-জ্ঞানে,
মগন উহারি ধ্যানে;—
আমি, তোমারি সতীর্থ, নহি জামাতা কেবল।

বিশ্ব-সংসারের কাজে,
বিহরে সংসার-মাঝে,
শক্তিহীন বিশ্বচক্র অবশ, বিকল;

জননি, তোমার ঘরে,
স্নেহে গেছে বাঁধা প'ড়ে,
রহিতে কি পারে, এর বেশি এক পল?

আমি উপলক্ষ মাত্র,
শুধু ওর অনুযাত্র,
আমি ওরে নিয়ে যাই, কে বলে মা, বল্।

অনুরোধ করা মিছে,
না বুঝে কাঁদ মা নিজে,
যাত্রার সময় গেল, মোছ আঁখি-জল।

কান্ত বলে অনুক্ষণে,
পূর্ণরূপ আসে মনে,
বিরহে তন্ময়ী ধরা হেরে সিদ্ধ-দল।

হাম্বীর—কাওয়ালী

রানীর অভিমান

(শঙ্করের প্রতি)

অত, বুঝিতে না চাই, বুঝে কাজ কি আমার?
রাখিবে না নিয়ে যাবে, বুঝিয়াছি সার।

ধরেছ কি রুদ্র-বেশ!
পাব না যে কৃপা-লেশ,
বুঝিয়া, বেঁধেছি বুক, দুখ নাহি আর

মার বুকে থাকে ছেলে,
তা'রে দূরে ঠেলে ফেলে,
ছেলে নেবে, কাল ছাড়া সাধ্য আছে কার?

কালের সহজ ধর্ম,
ছিঁড়িয়া পীড়িত মর্ম,
নিয়ে যায়, প'ড়ে থাকে ব্যর্থ হাহাকার!

বিশ্ব-প্রয়োজনে যাবে,
মা কেবল মিছে ভাবে;
মাতৃ-স্নেহ লুপ্ত হবে, দৃষ্টান্তে উমার।

কান্ত বলে একি কষ্ট,
হোক অন্য কাজ নষ্ট;
মায়ের স্নেহের জয় হোক না, এবার!

ভৈরবী—কাওয়ালী

যুগল-রূপ

মাণিকের চতুর্দোলে, যুগল-মাণিক দোলে,
ভুবনমোহন-রূপ ধরিয়া;
শূন্যে দেব দেবীগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
"জয় হর-গৌরি!" ধ্বনি করিয়া।

সিত-সরোরুহ-পাশে, হেম-কমলিনী হাসে,
(আছে) ভকতভ্রমর, পদে পড়িয়া;
রজত-কনকাচল, করিতেছে ঝলমল,
মন্দাকিনী-ধারা যায় ঝরিয়া।

হেরি সে মোহন ছবি, স্থির দশমীর রবি,
শূন্যে পাখি যেতে নারে সরিয়া;
নিঝর হইল স্তব্ধ, তটিনীর নাহি শব্দ,
স্রোত আর ঢেউ গেল মরিয়া!

সমীর হইল ধীর, তরু না দোলায় শির,
স্পন্দহীন পশু ভূমে পড়িয়া;
দিক্‌পাল-বধূগণ, নাগকন্যা অগণন,
আসিয়াছে দিতে দোঁহে বরিয়া!

চেয়ে আছে ত্রিভুবন, ভাব-সিন্ধু-নিমগন,
কে নিয়েছে অন্য জ্ঞান হরিয়া;

স্পন্দহীন দেহ প্রাণ;— রূপসুধা করে পান,
তৃষিত নয়ন-মন ভরিয়া।

ভুলিয়া মরম-দুখ রানী হেরে দোঁহা-মুখ,
গলদশ্রু গণ্ডে পড়ে গড়িয়া;
ও মুরতি-মকরন্দ, পান না করিলে অন্ধ,
কেমনে যাইবে কান্ত তরিয়া?

কীর্তনের সুর—কাওয়ালী

রানীর প্রার্থনা

আমি কেমনে পাশ'রে থাকি;
তোরা, কি দেখালি উমা, মধুর মুরতি,
ফিরিতে না চাহে আঁখি!

নিখিল ভুবন মুগ্ধ হইয়া,
চরণে বিকাতে চায়;
পায়ে ধরি উমা, সঙ্গে করিয়া,
নিয়ে যা অভাগী মায়।

তুই চ'লে গেলে, এভবনে আর
কা'রে দেখে প্রাণ র'বে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিবার তরে,
কেন ফেলে যাবি তবে?

গিরিরাজ-পায়, লইয়া বিদায়,
এখনি আসিব আমি;
অনুমতি কর্, বিপুল নগর
হবে তোর অনুগামী।

বেশি দিন আর, নাই মা, আমার,
তোমা ছাড়া হ'তে নারি;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আয়ু শেষ হ'ল,
আর না কাঁদিতে পারি।

কৈলাসের সেই আনন্দ-বাজারে,
সাথে নে, মা, দুখিনীরে;
ও মুখ দেখিব, 'মা' ডাক শুনিব,
আসিতে চাব না ফিরে।

কামনা-সাগর-তীরে ব'সে শুধু
কাঁদে, আর বেলা নাই;—
অনুমতি দে মা, কান্ত অধমে
সাথে ক'রে নিয়ে যাই।

কীর্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা
'শুন শুন হে পরাণ বঁধু'—সুর

যাত্রা

সবে সাজাইল আঙ্গিনায়,
ঋষি-নির্বাচিত যাত্রার মঙ্গল,
শুক্ল ধান্য, আর নব দুর্বাদল,
দীপ সুশোভন, রজত, কাঞ্চন,
পুষ্প, দধি, মধু তায়।

গঙ্গোদক-পূর্ণ হেম-কুম্ভ শত,
পল্লবে, চন্দনে, সাজিয়াছে কত,
দিব্য স্ত্রী, ব্রাহ্মণ; কেতু অগণন
উড়িছে দক্ষিণা বায়।

দ্বারের বাহিরে শত ধেনু, বৎস,
সিন্দুর-প্রলিপ্ত নানাজাতি মৎস্য,
বৃষ, অশ্ব, করী, রাখে শ্রেণী করি,
তারাও নিস্পন্দ-প্রায়!

বন্দী, চারণেরা, রাজার ইঙ্গিতে,
কাঁদাইল সবে, বিদায়-সঙ্গীতে,
কি করুণ বাদ্য ঘোষিল নগরে—
"জননী কৈলাসে যায়!"

জগদ্ধাত্রী, যিনি পালেন অবনী,
রানী দেন তাঁর বদনে নবনী,
নয়নে কজ্জল, ললাটে সিন্দূর,
যাবক, রাতুল পায়।

ভবের পথে হবে জীবের মঙ্গল,
ব'লে, যে মা দেন পথের সম্বল,
তাঁরি পথের সম্বল রানী দিলেন বেঁধে,
মায়ের লীলা বোঝা দায়!

করেন আশীর্বাদ, নয়নের জলে,
"চিরজীবী হোক্ মৃত্যুঞ্জয়," ব'লে,
বাম-পদ-ধূলি, দেন মাথে তুলি',
কান্ত সাথে যেতে চায়।

আলেয়া—একতালা

যাত্রা

জগত-কুশল-রূপ রজত-সচল-স্তূপ
আগে যান স্বয়ম্ভু শঙ্কর;
পশ্চাতে নন্দীর কোলে, কুমার গণেশ দোলে,
দেবশিশু পরম সুন্দর।
কেশরি-উপরে বসি', মাঝে যান উমাশশী,
রূপে ঝলমল পথ ঘাট;
ভেঙ্গে গিরিপুর হ'তে, লাগি' লাগি' পথে পথে,
কৈলাসে চলিল চাঁদের হাট।
হেরি' মনে হয় হেন, মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড যেন,
অকস্মাৎ শূন্যে মিলাইল;
হিমালয়-জনপদ, শৃঙ্গ-উৎস-নদী-নদ,
আচম্বিতে তিমিরে ডুবিল।
শারদ-পূর্ণিমা-নিশা;— লক্ষ চকোরের তৃষা
মিটায়ে, হাসিতেছিল রাকা;
জলদ ভীষণকায় ধাইল রাহুর প্রায়,
ফুল্ল শশী প'ড়ে গেল ঢাকা।
বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ, আলো করি' অন্তরীক্ষ,
লক্ষ লক্ষ সুরঞ্জিত ফুলে,—
যেন রে দাঁড়ায়ে ছিল, সে শোভা কে হ'রে নিল,
মুহূর্তে সমস্ত ফুল তুলে।
স্বর্গের সুষমা সদ্ম, কোটি কোটি ফুল্ল পদ্ম
ফুটেছিল সরোবর জলে;
অকস্মাৎ প্রভঞ্জন, ক'রে নিল উৎপাটন,
ছিন্ন বৃন্ত প'ড়ে র'ল তলে।
হিমালয় শূন্যপ্রাণ, উৎসব-আনন্দ-গান,
আকস্মাৎ কে লইল কেড়ে;
কান্ত বলে, পুরী স্তব্ধ, নাহি স্পন্দ, নাহি শব্দ,
রাজলক্ষ্মী গেল রাজ্য ছেড়ে।

কীর্তন ভাঙ্গা সুর—কাওয়ালী

(দশমী)

রানীর খেদ

(উমা) ছেড়ে গেছে অভাগিনী মায়;
(আমার) রোদনের অতীত দুখ, কে বুঝিবে হায়!

(কত) কেঁদেছি চরণে ধ'রে, নিল না তো সঙ্গে করে;
উমাহীন ভবনে কি ফিরে আসা যায়?

বুঝি গো স'বে না বুকে, মরিব উমার দুখে,
অথবা হইয়া র'ব পাগলিনী-প্রায়;
নবমীনিশীথ হ'তে, ভেসেছিল অশ্রুস্রোতে,
(আজ) গলা ধ'রে কেঁদে উমা লইল বিদায়।

সজল-বিষণ্ণ-মুখে, বলে, "মাগো, তোর দুখে
বড় ব্যথা পাই মর্মে, বড় কান্না পায়;
(তুই) বেঁধেছিস্ কি মায়াডোরে, ভুলিতে না পারি তোরে,
(তবু) না গেলে নয়, তাই যেতে হয়, প্রাণ কি যেতে চায়?
(আমি) আবার আস্‌বো, কাঁদিস্ নে মা, আশায় এ বুক
বাঁধিস্ রে মা,"
ব'লে, উমা নিজ আঁচলে, মোর নয়ন মুছায়;
কি স্নিগ্ধ-করুণা-মাখা, মুখ নিষ্কলঙ্ক রাকা,
এখনো নয়ন-আগে ভাসিয়া বেড়ায়।

মানস চক্ষে পাই দেখিতে, তাতে তৃপ্তি হয় না চিতে,
(আমি) নয়ন, শ্রুতি, পরশ দিয়ে, পেতে চাই উমায়;
আকুল হ'য়ে কান্ত ভাবে, কেমন ক'রে বরষ যাবে?
রানী আর কি শরৎ পাবে, উমার ভরসায়?

বারোয়াঁ—ঠংরি

(দশমী)

রানীর খেদ

যদি কেঁদে কেঁদে এমন হয়, তারা,
আমি নয়ন-তারা-হারা হ'য়ে,
হারাই যদি নয়ন-তারা;—

(এ তিন) দিনের দেখাও ফুরিয়ে যাবে,
অন্ধ মা তোর, হাত বাড়াবে.

তখন, যেথা থাকিস আসিস কোলে,
(নইলে) ছুট্‌বে বুকে রক্তধারা।

(আমি) তোর বিরহের দুখ্‌-পাথারে,
ম'লাম ডুবে দেখলি না রে;
কান্ত বলে, প্রবোধ মিছে,
কই পাথারের কূল কিনারা?

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান

একাদশীর প্রভাত

(রানীর খেদ)

কাল, এখনো আমারি কোলে ছিল;
'মা' ব'লে, কেঁদে, কি ব'লেছিল।

আমার, আকুল রোদন, গভীর বেদন,
দেখে দয়াময়ী গ'লেছিল।

উমা, কাঁদিয়া বিবশা 'মা' ব'লে গো,
অশ্রু মিশিল কাজলে গো,
আমি, মুছেছি দুকূল—আঁচলে গো;
আর, বুঝি বাঁচিব না শরত পাব না,
ভেবে মা আমার টলেছিল।

আমার, মায়ের গায়ে গন্ধ গো,
এই, আঁচলে রয়েছে বন্ধ গো,
যেন মন্দার-মকরন্দ গো;
ঐ, হলুদ-কাজল-লিপ্ত-আঁচল
(উড়ে) মার সাথে সাথে চ'লেছিল।

আমার, বরষের স্মৃতি, দুখহরা,
চীর-খণ্ড ওই প'ড়ে ধরা,
হর-গৌরী-পদ-রেণু-ভরা;—
কান্ত বলে, ঐ কনকের পীঠ
যুগলের পদ-তলে ছিল!

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা
'আর কতদিন ভবে থাকিব মা'—সুর

(একাদশী)

রানীর খেদ

(ঐ) মা হারা হরিণ শিশু, চেয়ে আছে পথপানে,
অশ্রু ঝরিছে শুধু, কাতর দুনয়ানে।

(ঐ) হংস-সারস-কুল, মলিন মুখে,
বুঝাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে,
কি সোহাগে খেতে দিত, অন্ন নয়, সে অমৃত,
সে মা কোথা চ'লে গেছে, বড় ব্যথা দিয়ে প্রাণে।

(ঐ) শুক, শ্যামা, এ কদিন "মা," "মা," ব'লে,
পড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গ'লে;
চ'লে গেছে নয়ন-তারা, আহার ছেড়েছে তা'রা,
(যেন) জিজ্ঞাসে নীরব ভাষে, "মা গিয়েছে কোন্ খানে?"

নয়নের মণি, সে যে সকলের প্রাণ,
চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে নীরব শ্মশান;—
কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমার!
কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশন-দানে।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী
'তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন'— সুর

বিশ্রাম

কৌতুক

একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল

পুজো এল, তারি সঙ্গে সবই এল আবার,
পেঁচা, ময়ূর, সিংহ, ইঁদুর, ষাঁড়টা এল বাবার।
হাতীমুখো গণেশ এল, টেড়িকাটা কুমার,
লক্ষ্মী সরস্বতী এল ডাইনে বাঁয়ে উমার।
দশহাতে দশ অস্ত্র এল, সাপ এল আর অসুর,
(মালাকার আর কুমোর ভায়ার ওস্তাদির নাই কসুর),
পুষ্পবিল্বপত্র এল, কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ,
ঢোল এল আর সানাই এল, মস্ত মস্ত ঢাক।
ধূপধুনো নৈবেদ্য এল, এল হুলুধ্বনি,
গরীব লোকের এল পাঁঠা, মোষ আনলেন ধনী।
লোকারণ্য সঙ্গে নিয়ে এল হট্টরোল,
কেবল একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ এল, এল মূর্খ পূজক,
পুরুত সঙ্গে টিকি এল, বিশুদ্ধাচার সূচক।
রেশ্মী নামাবলী এল নিষ্ঠাবত্তার সাক্ষী,
"ইদং ধূপ," এবম্প্রকার এল শুদ্ধ বাক্যি।
কলসী, বাটি, থালা এল, পুরোহিতের প্রাপ্য,
যজমানের বাপান্ত এল, ছিল যেটা যাপ্য।
ধোলাই করা পৈতে এল, গঙ্গামাটির ফোঁটা,
'কারণ' ক'ত্তে whisky এল, আর ক' বোতল সোডা।
ব্রাহ্মণদের ফলার এল, বিধবাদের উপোস,
পকেট কাটার কাঁচি এল, বদ্‌মাইসের মুখোস্।
শাক্তের এল বাঁয়া তব্‌লা, বৈরাগীদের খোল,
কেবল একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

কর্তার এল আকাশভাঙ্গা জলের মত খরচ,
(কতক প্রজার খরচা আদায়, কতক খতে করজ),
আর এল ডসনের জুতো, ল্যাভেণ্ডার আর আতর,
ঢাকাই ফরাসডাঙ্গা ধুতি শান্তিপুরে চাদর।
Greenseal, lemonade, ginger এল ডজন কুড়ি,
Cake, Biscuit, Burma cigar এল দু'দশ ঝুড়ি।
তারি সঙ্গে এল বাবুর বাবুর্চি 'রমজান',
আগে চ'ল্‌ত beef টা বেশি, ইদানীং কম খান।
প্রাণেতে এয়ারকি এল, বাইরে এল চটক।
তোয়াজ কত্তে মদের এয়ার, এল বিপুল কটক।

তাদের মুখে এল, 'মাইরি', 'যাদু', 'আ-ম'রে যাই' বোল,
কেবল একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

ছেলেদের সব পোশাক এল চক্‌মকে তার রং,
কারো গায়ে লাগ্‌ল ভাল, কারো জবড়জং।
খেল্‌না, বাঁশী, চিনের পুতুল, কলের রেলের গাড়ি,
মেয়েদের সব সেমিজ জ্যাকেট, এল পার্শী সাড়ি।
সার্ট কোট, আর দু'তিন ডজন এল silk-এর মোজাই,
স্টীলের বাটি, কাচের গেলাস এল বাক্স বোঝাই।
চুড়ি এল, সাবান এল, এল কুন্তলীন,
কেশরঞ্জন, জবাকুসুম, এল কেরোসিন্।
বৃদ্ধের এল চুলের কলপ, যুবার এল অটো,
ছুটিহীন কেরাণীর গিন্নির কাছে এল ফটো।
প্রাণের প্রেমটা থাক্ বা না থাক্ বাইবে এল 'কোল',
কেবল একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

'সাপ্তাহিকের' এল মজার সস্তা উপহার,
সিকি মূল্যের বিজ্ঞাপন এল দশ হাজার।
স্টীমার রেলে যাতায়াতের এল অর্ধ ভাড়া,
মরণ এল তাঁদের, গিন্নির গয়না নেন্‌নি যাঁরা।
গয়না, কাপড়, ঔষধ আদির এল heavy bill,
সম্বৎসরের নিকেশ এল, এল তহবিল মিল।
দোকানদারের নূতন চালান, এল বস্তা বস্তা,
(তার) অধিকাংশই বাইরে সোনা, ভিতরে নিরেট দস্তা।
বিরহ আর মিলন এল, এল হাসি কান্না,
বার্ষিক নিতে গুরু এলেন, স্বপাক ভিন্ন খান্ না।
যাত্রা, খেমটা, ঢপ এল, আর এল কবির ঢোল,
কেবল একটি জিনিস* এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

স্বর্গের খবর

আমাদের, স্বর্গের সহযোগিনী, 'দেবলোক হিতৈষিণী'র,
গত সপ্তাহের ইসু প'ড়ে,
জানা গেল খবর মন্দ, কাগজটা বুঝি হয় বন্ধ,
বড় বিপদ দেবের ঘরে ঘরে।
তাঁদের পুরাতন সংবাদদাতা, সুযোগ্য নারদ ভ্রাতা,
মারা গেছেন তিন দিনের জ্বরে,

*ভক্তি।

আর, সম্পাদক গণেশ ঠাকুর, হেঁটে যেতে কৈলাসপুর,
পা ভেঙ্গেছেন হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে।
কার্তিকের বড় ছেলেটি, সার্‌কাসে কাজ করেন যেটি,
লায়েক ছেলে বড় রোজগেরে,
দুঃখের সংবাদ বটে, গিয়েছে তার মাথা ফেটে,
হোরাইজন্ট্যাল্ বার থেকে প'ড়ে।
আগুনে পুড়েছেন ব্রহ্মা, দালান চাপায় বিশ্বকর্মা,
বরুণ সে দিন জলে ডুবে মরে,
আর, যম রাজা মহিষের সিঙ্গে, অচিরে ফুঁকেছেন সিঙ্গে,
পবন ঠাকুর মারা গেছেন ঝড়ে।
ইন্দ্রের বড় বিষম হানি, সব চোখে পড়েছে ছানি,
অশ্বিনীকুমার দেছেন অস্ত্র করে,
আর, প'ড়ে প'ড়ে রাত্রি জাগি, সরস্বতী দেবীর নাকি,
বড়ই বেজায় মাথা ঘোরে।
কেউ বোঝে না নারীর ব্যথা, অহল্যা আর ইন্দ্রের কথা,
শচীর কানে দিয়েছে কোন্ চরে!
শুনে বল্লেন, 'উহু উহু', হিস্টিরিক্ ফিট্ মুহুর্মুহু,
তুলেছেন সব মহাব্যস্ত ক'রে।
ধন্বন্তরী ডাক্তার, দেশে দেশে ডাক তাঁর,
হাত-যশে ভুবন ছিল ভ'রে,
বহুদর্শী লোকটা মস্ত, হ'য়ে দুই তিন দাস্ত,
পটোল তুলেছেন চির তরে।
ভার হয়েছে স্বর্গে টেকা, বিউবনিক প্লেগ দে'ছে দেখা,
আগে এসে মৃত্যুঞ্জয়ে ধরে,
হয়েছে কিছু কঠিন শোকটা, বহুকালের পুরানো লোকটা,
মারা গেছেন চব্বিশ ঘণ্টার পরে।
পড়েছে কি দুঃখের দশা, সর্পাঘাতে মা মনসা,
ম'রে আছেন নিজের শয়ন ঘরে,
হয়েছে কি সর্বনাশই, বসন্তে শীতলা মাসী,
মারা গেছেন বুধবারের ভোরে।
এ দিকে বিপদ ভারি, ডাকাতি কুবেরের বাড়ি,
তদন্তের ভার কার্তিকের উপরে,
ডাকাতির কিনারা হয় না, দিক্‌পালেরা মাইনে পায় না,
কখন যেন তারাও চাকরি ছাড়ে।
অন্নপূর্ণা রাঁধ্‌তে গিয়ে, ফেলেছেন হাত পা পুড়িয়ে,
চাল নাকি বেড়েছে লক্ষ্মীর ঘরে,

আর চিত্রগুপ্ত দিতে নিকেশ, হয়েছে তাঁর দফা নিকেশ,
মবলগ টাকায় ঠেকেছেন এবারে।
হ'য়ে গেছে ছারখার, বেড়ে ধুধু পরিষ্কার,
উর্বশীদের পাড়ায় আগুন ধ'রে,
তার গহনার বাক্‌স বেজায় ভারি, বের কত্তে তাড়াতাড়ি,
সামনের দু'টো দাঁত ভেঙ্গেছে প'ড়ে।
ধ্রুবলোকের গেছে দম্ভ, মুহুর্মুহু ভূমিকম্প,
বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠ্‌ছে ন'ড়ে,
বিষ্ণু, নিয়ে লক্ষ্মী বাণী, তুলে টিনের ঘর দু'খানি,
বাস কচ্ছেন দালান কোঠা ছেড়ে।
আর, গণেশের ঐ মূষিক বেটা, ঘটিয়েছে বড় বিষম লেঠা,
বাণীর রীডিং রুমে রাত্রে প্রবেশ ক'রে,
তাঁর, Comparative Philology-র Manuscript-এর ভেতর বাহির,
কেটে দিয়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে।
আর, ঐ শিবের সর্বনেশে ষাঁড়, এগোয় কে সম্মুখে তার?
ঢুকে নন্দন কাননের ভিতরে,
কুঞ্জ করেছে চুরমার, বংশ নাই আর শাকপাতার,
পারিজাতের দফা দিয়েছে সেরে।

মিউনিসিপাল ইলেক্‌সন

(১)

কালীপ্রসাদ দত্ত, ভারী বিচক্ষণ এম. এ.
ছুটেছেন রোদে, গেছেন বিলক্ষণ ঘেমে।
বপুখানি চৌহারা, (আর) জবরজঙ্গ চেহারা,
ছুট্‌তে ছুট্‌তে কাপড় গেছে নাভির নিচে নেমে।
কাছা গিয়েছে খুলে, পা গিয়েছে ফুলে,
হাঁপ ছাড়বার অবকাশ নাই একটু খানি থেমে।

(২)

উক্তরূপে ছুট্‌তে থাকুন কালীপ্রসাদ দত্ত,
এই ফাঁকে নেয়া যাক তাঁর একটুখানি তত্ত্ব।
তিনি একজন বি. এল. ও আইনটা হাতের তেলো,
(যদিও তাতে আমাদের কি বেশি এল গেল),
কারণ নাই তাঁর পসার, আর বাজার যেমন কসার,
শেষ থাকত না দত্তর পো'র লাঞ্ছনা দুর্দশার,
যদি না পেতেন সাহায্য তাঁর দয়াল শ্বশুর মশা'র।

(৩)

এই পরিচয়ের অন্তর্গত যে কালীপ্রসাদ দত্ত,
তিনি চলেছেন — যেন এক ঐরাবত মত্ত,
পায়ে বিলিতি বিনামা, গায়ে বেড়ে একটি জামা,
নিজের উপার্জনের? না, না! শ্বশুরের প্রদত্ত।
আর এই দ্রুত গতিশীল জীবের, — নিঃসন্দ,
যদি শুঁক্‌তে পেতেন বদন, ধ্রুব পেতেন মদের গন্ধ।

(৪)

Municipal election–এর meeting হবে কল্য,
এই আর কি দত্তের পোকে কি এক ভূতে ধর্‌লো।
'ক্যান্‌ভাসিং'এ পটু, ভারী দত্তের বটু,
কারুকে বলেন বাপু সোনা, কারুকে বলেন কটু।
আজ করিমবক্স হাজীর, বাড়ি গিয়ে হাজির,
তার বড় চাচা ছিল নাকি জজের নায়েব নাজির,
আর সে নিজে হচ্ছে সম্বন্ধী হেমাতুল্লা কাজীর।

(৫)

ক'রে গুরুতর ভোজন, কেবল কচ্ছিলেন হাই মোচন,
নল একটা মুখে দিয়ে দীর্ঘ দু'তিন যোজন,
আর পাখা নিয়ে ভুঁড়িটে হাজী কচ্ছিলেন ব্যজন।
ধরা কাঁপাতে কাঁপাতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে,
(হোঁচোট খেয়ে বড্ড ব্যথা লেগেছে বাঁ পা'তে),
প্রবেশিলেন দত্তনন্দন যেন এক "হাবাতে"।

(৬)

হঠাৎ গৃহমধ্যে বুঝে দত্তজীর সত্তা,
চমকে উঠে বলে হাজী, "একি বাবুজী, কত্তা,
আদাব! ব্যাপারটা কি? খেপে উঠলেন নাকি?
পায়ে মণটেক ধূলো, আর এই দুপুরে রোদ,
এমন সময় হাজির স্বয়ং হজরত খোদ।"
দিয়ে প্রতিসেলাম, দত্ত বলেন, "গেলাম,
(হায়) মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্তে কতই হোঁচোট খেলাম।
বাপ্‌রে কি রাস্তা, একেবারে নাস্তা-
নাবুদ হ'য়ে গেছি এমনি পচা সড়ক,
ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ঘুরছে মাথা, উঠেছি যেন চড়ক।"

(৭)

ক্রমে হাঁপ ছেড়ে, আসল কথা পেড়ে,
(আগে) বল্লেন, ''হাজী সাহেব, আপনার দাড়িটি বেড়ে,'
আর যদিও পেয়েছি খবর, হাজী বেজাই জবর
কালো, কিন্তু দত্ত তখন দেখেন চসমা দিয়ে,
নিভাজ দুধে আলতা, কালো রংটা কেটে গিয়ে।

(৮)

(তারপর) বেশ ধীরে ধীরে, ওস্তাদি ফিকিরে,
আপন উদ্দেশ্য দিলেন বুঝিয়ে হাজীরে।
অর্থাৎ এই ত কথা মোট, যে ক'রে সবাই জোট,
দত্তজীর কমিসনারিতে দিতে হচ্ছে ভোট।
হাজী একটু বল্লেই, একটু চেষ্টা কল্লেই,
হয়ে যাবে, — এই দশমুদ্রা হাজীর জল খেতে;
(হাজী) হাস্যমুখে চাক্তি ক'টি নিলেন হাত পেতে।

(৯)

তখন হেসে বলেন হাজী, ''বাবু, আমি ত খুব রাজি,
আপনার লাগি ভোট সংগ্রহে বেরোবো আমি আজই,
করবেন নাক' চিন্তে, আমায় পারেননি চিন্‌তে,
আরে খোদাতাল্লা, আপনার সাথে কার পাল্লা?
দেখবেন কাল সভাতে কি কাণ্ড করেন আল্লা,
আর দুপুর রোদে বাড়ি বাড়ি করবেন নাক' হল্লা!''

(১০)

যদিও শুনে হাজীর কথা কতকটা কম্‌ল পায়ের ব্যথা,
দত্তনন্দন, হলেন না নিঃসন্দ সর্বথা।
ওখানে থেকে উঠে পাড়ার সকল বাড়ি খুঁটে,
পায়ে ধূলো গায়ে ঘর্ম বেড়ান দ্রুত ছুটে।

(১১)

তিলি পুত্র নফরা, আর হাড়ীর নন্দন গোবরা,
পুলিন ঘোষ, আর মিছু তাঁতী, নদেরচাঁদ কুমোর,
জয়চন্দ্র সাহা, আর কলুপুত্র উমোব,
বড়বিশু চামার, আব ঝড়ুলাল কামার,
আরো কত আছে তত মনে নাইক' আমার।

(১২)

বাড়ি বাড়ি গিয়ে, দত্ত প্রবোধিয়ে,
আরো তাদের দেন আপন উদ্দেশ্য বুঝিয়ে,
পরে বলেন, ''কালকে হবে মস্ত একটা সভা,
গিয়ে, 'আমরা দত্তজিকে চাই' এই কথাটি কবা;
তোমাদের পাড়ায় যে সব পথ আছে নেহাৎ বদ,
নূতন ক'রে বাঁধিয়ে দেবো পুরান করে রদ।
পুকুর কেটে দেবো আর দিয়ে দেবো কুয়ো,
আর পাইখানাতে থাক্‌বে নাক একটুখানি — য়ো।''

(১৩)

পরদিন হ'ল সভা, কি কব তার শোভা,
পুঁথি বাড়ে, পাঠক ম'শার সঙ্গে করি রফা,
নানা রকম মানুষ আর নানা রকম জাতি,
নানা রকম কাপড়–চোপড় নানা রকম ছাতি,
নানা রকম মাথা আর নানা রকম কথা,
নানা রকম গণ্ডগোল; এই সকলের সমষ্টি,
অর্থাৎ যোগফলে, হ'ল সে মহতী সভার সৃষ্টি।

(১৪)

এক কোণে হাজী সাহেব ব'সে তামাক খাচ্ছেন,
আর উৎকণ্ঠিত দত্ত প্রভুর বদন পানে চাচ্ছেন।
অমনি একমুখে সবাই বল্লে, "হাজী সাহেবকে চাই,"
দত্তপুত্রের নাম গন্ধ কারও মুখে নাই।
শুনে ত দত্তজি, ভাবেন প্রাণ ত্যজি;
"মজালে রে ব্যাটা আজি, বিশ্বাসঘাতক, নচ্ছার!
আর নয় — কি সর্বনাশ! পালাই শীগ্‌গির পথ ছাড়্।"

(১৫)

হাজী বলেন, ''কোথা যান, আরে শুনুন দত্ত মশাই,
আপনার মত বুদ্ধিমানের এমনিতর দশাই।''
দত্ত বলেন, ''হাজি, তুমি অতি পাজি,
টাকা দশটা না দিলে প্রাণটা যাবে আজই।''
ঘুষোঘুষির আকার দেখে প'ড়ে মাঝামাঝি,
সবাই দেয় থামিয়ে, দত্তকে দেয় নামিয়ে,
সিঁড়ি দিয়ে এই মাত্র খবর পেলাম আমি এ।

কেরাণী-জীবন

টাকাটি ভাঙ্গালে, দু'দণ্ডের বেশি
পয়সা বাক্সে থাকে না;
মাসের দোসরা, মুদি ও কাপুড়ে
আধ্‌লাটি বাকি রাখে না।
সপ্তাহ গত না হ'তেই, যায়
মাইনেটি সোজা উড়িয়া;
আর চিৎ হাত কেহ উপুড় করে না,
মরি যদি মাথা খুঁড়িয়া।

আর ক'টা দিন মাসের যা থাকে
চালাইতে হয় বাকিতে।
দুনিয়ার মধু-ভ্রূকুটি দেখিয়ে
জল আসে পোড়া আঁখিতে।
এ মাসে গোয়ালা শোধ হ'ল নাকো
দিব এই মাস-কাবারে,
গোয়ালা বলিছে, "তা কি হয়, বাবু?
অত দেরি, ওরে বাবারে!"
কলু বলে, "বাবু, তেলের দামটা
চুকাইয়া দিলে হয় না?"
স্যাকরা বলিছে, 'টাকা নাই, তবে
কেন মাগ্ চায় গয়না?"
ঊর্ধ্ব-সপ্তপুরুষের মুখে
দিয়া নানাবিধ খাদ্য,
সেই ক'রে যায় পিতৃলোকের
বিবিধ মাসিক শ্রাদ্ধ।

জ্যেষ্ঠপুত্র বাকী ক'রে কার
মেঠাই খেয়েছে লুকিয়ে;
ওঠে না সে তার সাড়ে তের আনা
তখনি না দিলে চুকিয়ে।
আজকে নেহাৎ নাচার ভায়া হে
হস্ত নেহাৎ রিক্ত;
সে বলে, "মেঠাই খেতে বেশ লাগে
দাম দেওয়াটাই তিক্ত।"

খোকার জ্বর. সে বার্লি খায় না,
ওষুধ খায় না খুকীটে,

মারিয়া ধরিয়া খাওয়াইতে হবে
আমারি ঘাড়ে সে ঝুঁকিটে।
খেটে-খুটে এসে মনে মনে ভাবি
আজকে বড্ড রাগ্‌বো;
রেতে দু'টো খেয়ে চক্ষু মুদেছি,
খোকা বলে "বাবা —বো"।

এটা ঘুমাইলে ওটা জেগে বসে,
অকারণে জোড়ে কান্না;
তবু তাহাদের শাসনের হেতু
গিন্নি খুঁজিয়া পান না।
বড় ছেলেটি ত প্রায়শঃ আসেন
ইস্কুল থেকে পালিয়ে;
টেরিও কাটেন, সিগারেটও খান
বাপের হাড়টি জ্বালিয়ে।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পেয়েছেন তিনি
কায়েমী মৌরসী পাট্টা;
আমার শাসন, শিক্ষকের গালি,
সকলই তাঁহার ঠাট্টা।
নেহাৎ নাচার হইয়া, চড়টা
দিলে, কি কানটা মলিলে;
"অহো কি নিঠুর" বলিয়া গিন্নি
ভাসেন নয়ন সলিলে।

মাতৃস্নেহের মাত্রা যেদিন
বেড়ে উঠে অতিরিক্ত;
আঁখিজলে আমি ভিজি বা না ভিজি
উপাধান হয় সিক্ত।
হটাৎ যে দিন অভিমান উঠে
রোষের মূর্তি ধরিয়া;
ভীম উর্মিমালে উথলে
নয়নসলিল দরিয়া।

বিদ্যুৎবেগে মুখের সামনে
নাড়িয়া কোমল হস্ত;
বলেন "আ মরি বিদ্যায় তুমি
নিজেও পণ্ডিত মস্ত!

তোমারি ত ছেলে, গাধার পুত্র
বৃহস্পতি হবে না কি গো,
তোমার বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়েছিলে
ও দেয় তোমারে ফাঁকি গো।'

বাসার ভাড়াটি দুমাসের বাকি,
জমিদার অসহিষ্ণু;
তাগাদা করিছে দুবেলা, বলিনে
গঙ্গা, রাম কি বিষ্ণু।
সন্ধ্যায় ফিরি কাছারী হইতে
খুলি কাছারীর পোশাক;
বাইরে আসিয়ে দেখি ব'সে আছে
চুনি লাল দেব বসাক।

তামাকটি সেজে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ
টানি আর জুড়ি গল্প,
দিবসের সেই শুভ মুহূর্ত
বেচে থাক কোটি কল্প।
কাছারীতে খাই সাহেবের গালি
বাড়িতে গিন্নি খাপ্পা;
(এই) উভয় সঙ্কট মাঝে আছে এক
পরম বন্ধু ডাব্বা।

অন্দর হ'তে মেয়ে এনে দেয়
তেল নুন মুড়ি লঙ্কা;
বলি "দেব ভায়া, কলেরার দিনে
লুচি খেতে হয় শঙ্কা।
নইলে আমার ঘরে করা লুচি
রোজ হয় জলখাবার;
হিসেবী গিন্নি খাইয়ে খাইয়ে
করে দিলে সব কাবার।

খাবার কষ্ট বুঝলে ভায়া, হে,
সহ্য হয় না মোটেই,
(আর) নেহাৎ পক্ষে রোজ দু'টো টাকা
উপরি. --বুঝলে? জোটেই।"
"দেব্ বাবুদের পান এনে দাও
যাও ত লক্ষ্মী ভেতরে;"

বলিয়া মেয়েকে পাঠাই, গিন্নি
বলেন, "পাঠালে কে তোরে?

সাত দিন হ'ল এনে দিয়েছিল
এক পয়সার শুপুরি,
বাইরে বসিয়া নবাবী হচ্ছে
রোজ দু'টো টাকা উপুরি।
বল্‌গে মায়ের হাত জোড়া আছে
পান ত দেবার যো নেই;"
শুনতে পেয়েও কিছু শুনিনে
চেপে রাখি মনে মনেই।

দূর দেশাগত বাল্যবন্ধু
যদি কেহ আসে বাসাতে;
কিছু না শুনিয়া সে অমৃতবাণী
পারে না সে কভু পাশাতে।
উচ্চকণ্ঠে বলেন গিন্নি
"মরণ আর কি আমার;
ধানের গোলা যে দিয়েছ বাড়িতে
প্রচুর জোত ও খামার।

যত রাজ্যের ভবঘুরে এসে
জোটে গো তোমার বাসায়;
অন্নসত্র খুলে বসে আছ
স্বর্গে যাবার আশায়।"
শুনে ত বন্ধু এক বেলা থেকে
ও বেলা থাকিতে চান্‌না;
"ষাঁড়ের মতন চেঁচিও না" যেই
বলেছি, অমনি কান্না।

"মা গো বাবা গো দেখে যাও" ব'লে
সটান মেজেতে লম্বা;
সে রেতের মত হয়ে গেল ঐ
আহার অষ্টরম্ভা।
মেজাজ বিগড়ে না গেলে অবশ্য
তিনিই দু'বেলা রাঁধেন;
(আর) 'রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে হাড় জ্বলে গেল'
ব'লে মাঝে মাঝে কাঁদেন।

'তোমাদের তবু মাঝে মাঝে আছে
পরবে পরবে ছুটিটে;
আমার কামাই এক বেলা নাই
কারো ভাত কারো রুটিটে।'

* * *

যদি বা অনেক সাধ্য-সাধনে
ঘুমায় সখের সেনানী;
শুরু হয় সেই করুণ-কঠোর,
গিন্নীর ভ্যান্‌ভ্যানানি।

যদিও সংসার থেকে নিতে হয়
সুখ ও দুঃখের বখ্‌রা;
তবু, হা কপাল, ঘুমাইয়া পড়ি
জবাব দিলেই ঝগ্‌ড়া।
জেগে দেখি, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি,
এত কলরবে জাগিনি;
এখনো বাজিছে জলতরঙ্গ
নাসিকায়, —খট্‌ রাগিণী।

"কতদিন হ'ল দিতে চেয়েছিলে
একটা ইহুদী মাক্‌ড়ি;
কতই বা দাম, তাও তো হ'ল না,
হায় রে সখের চাকরি!"

* * *

ছেলেগুলো সব স্বনামধন্য
"মুণ্‌কে রঘুর বাচ্চা,
ডাল ভাত লুচি রুটি তরকারি
যত দাও তাই, "আচ্ছা।"

দিনে রেতে হয় ভোজন তাঁদের
গড়ে অন্ততঃ চারবার;
এই কারবারে জেরবার ক'রে
ফিকির ক'রেছে মারবার।
হাতে পায়ে কিছু ছোট বড়, কিন্তু
উদর-গহ্বরে সমতা,
গরীব নাচার বাবা ব'লে, নাই
ভোজনের বেলা মমতা।

পুত্রগণের ঔদরিকতা
পিতার জীবনচরিতে;
যদিও একটু কেমন দেখায়,
লিখিতে কিম্বা পড়িতে।
কিন্তু তোমরা এতটা পড়িয়া
বুঝিতে পারনি পাঠক,
(যে) এখন আমার থাকিবার স্থান
সটান পাগ্‌লা ফাটক?

শ্বশুর কিম্বা ভগিনীর পতি
কেহ নাই মোর আপিসে;
নিজের কিম্বা পিতার শ্যালক,
না খুড়ো, না জ্যাঠা, না পিসে।
সুতরাং আর motion দিবে কে?
inertiaর law জানো?
(আর) নিজেরো একটু tact থাকা চাই
কর্তৃনিচয় ভজানো।

নতুবা যেখানে আছ, র'য়ে গেলে, —
পাহাড় কিম্বা বৃক্ষ;
চরণের নীচে সব মাটি, আর
উপরে অন্তরীক্ষ।
এত গিরি তুমি চূর্ণ করেছ
"কেরাণী-গিরি"টে রাখিবে?
হে বিধি, তোমার শক্তির সুযশে,
কলঙ্কের কালী মাখিবে?

আমাদের দেশ

বুকের পাশে বাহু গুটিয়ে ঝাঁকড়া চুলটি নেড়ে,
কড়্মড়িয়ে দন্তপাতি আর মালকোচ্ছা মেরে;
কিষণ সিং তো মাল্লে তিনটে তের গজি লম্ফ,
ব্যাপার শক্ত দেখে হ'ল সবারি হৃৎকম্প।
কিষণ বলে, "কাহ্নাইয়ারে, কুস্তি লড়ি আও;"
কানাই বলে, "হেরে যাব," সবাই বলে, "যাও।"
তারপর কানাই যখন সিংহের চুলের মুঠো ধ'রে,
ধপাস্ ক'রে ফেলে, বস্‌লো বুকের উপর চ'ড়ে,

সিংহ বলে, "বাত শুন্‌রে, জল্‌দি ছোড়দে ভাই;
আগাড়ি হাম বোলা ঘরমে ভাগ যাবে কানাই।"
কানাই বলে, "সিপাই দাদা জপ ইষ্ট নাম,"
সিংহ বলে, "কভি সেকোগে নেই — ছোড়দে রাম।"

"গবাদি ও কুক্কুটমাংস-দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-
পাচন-ভোজন-নিবারণী" সভায়, নিষ্ঠাবান্‌
যত আর্কফলা জুটে একদিন তুল্লেন বেজায় তর্ক,
কি কি দোষে শাস্ত্রদুষ্ট বন্যা-কুক্কুটবর্গ।
আর তারি সঙ্গে সুপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠলো ঠেলে,
পোড়াবে কি পুতে রাখবে পাঁচবছরের ছেলে।
স্মৃতি-কিরীটোজ্জ্বল মাণিক্যোপাধিক জনৈক স্মার্ত,
সিদ্ধান্তরূপ সমরক্ষেত্রে গাণ্ডীবধারী পার্থ,
বীরদর্পে সভা কাঁপিয়ে হইলেন সভাস্থ,
কিন্তু ঘনরাম শর্মার শিষ্যের কাছে বিচারে পরাস্ত।
হাসির আধিক্য দেখে মাণিক্য তাতেই দিলেন যোগ,
"আমার সঙ্গে শিশুর বিচার—হা হা কর্মভোগ!"

নিবারণ চন্দ্র মাইতি Public Speech-এ ধুরন্ধর,
মর্ত্য,-স্বর্গে মানব-দেবের মধ্যে পুরন্দর,
'এম্. এ. বি. এল্. এ. ডবল এস্' উপাধি মণ্ডিত,
হাল আইনের সিডিসনের ধারাতে দণ্ডিত।
একদা এক রাজনৈতিক সভার মধ্যস্থলে
দাঁড়ালেন, বক্তৃতার বিষয় "যৌবন কারে বলে;"
"Gentelman and Friends" ব'লে অমনি গেল আট্‌কে,
বক্তাকে কেউ দিলে যেন হঠাৎ ফাঁসী কাঠে লট্‌কে।
'Hear Hear' cheers, clapping উঠলো হাসির রোল,
চতুর্দিকে প'ড়ে গেল সে বক্তৃতার ঢোল।
বাড়ি গিয়ে গিন্নির কাছে বলেন মাইতি হেসে,
আজকের যেমন brilliant success এমন হয়নি এদেশে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়*

কোনও কথা ভায়া, মুখের উপর সাহস হয় না বলিতে,
সম্ভ্রম রেখে চলা ভারি দায়. এই হতভাগা কলিতে।

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

সহিতে না পেরে দু'একটা কথা, কদাচিৎ লিখি কাগজে,
নলিন নয়ন বুলায়ে তাও তো পড় না, শুনেই রাগো যে।
সে কথাটা ভায়া, আমরা বলিলে মুখখিঁচে বল, 'তিক্ত',
যে কথাটি যদি এদেশের কোনও হোম্‌রা চোম্‌রা লিখ্‌ত,
মিষ্টতা তার বেড়ে যেত কত, আস্বাদ হ'ত মধুর,
কজন তোমরা হিতকথা শোন রাম, শ্যাম, হরি, যদুর?
কি কি পড়া আছে ন্যায়বাগীশের খবর নিলে না মোটে,
ছেঁড়া চটি পায়, নামাবলী গায়, টিকি দেখে গেলে চ'টে।

সে যে তোমা হ'তে কত মিতাচারী, সংযমী সে যে কতটা,
সে যে তোমা হ'তে তত বোকা নয়, তুমি মনে কর যতটা;
বিলাসিতা তারে মজায়নি, কত সামান্য অভাব,
একটি পয়সা দাও না তাহারে, তুমি তো মস্ত নবাব!
কথাটি বলিলে খেঁকী মেরে ওঠ, যেন এক ক্ষেপাকুকুর,
"দোসরা যায়গা দেখে নাও, হেথা কিছু হবে না ঠাকুর।"
সে যে বলে গেল কি সব হেতুতে হিঁদুর ধর্ম শ্রেষ্ঠ,
কোন তো অপরাধ করেনি তো তারা হিঁদুর পুরানো 'কেষ্ট'।
ভাল বলিলেই কিছু দিতে হয়, অতএব সব প্রলাপ,
ঐ মধুময় ধমকানি খেয়ে পাছে হয় তার জোলাপ,
থত-মত খেয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া বাঁচে ব্রাহ্মণ;
পথে গিয়ে ভাবে, "এত বড় নাম, রায় বাহাদুর রাম-মো'ন!"

ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যা

সম্পাদক ভায়া!

সব 'ভূত'গুলো যদি নিজের মতন ঠিক দেখি,
তবে হয় শাস্ত্রমেনে চলা,
আমি অহিফেনসেবী, 'দুনিয়ায় সব নেশাখোর',
বলিলেও টিপে ধরে গলা।
অহিফেনাভাবে যদি আমার স্বভাব নষ্ট হয়,
লই তব গোচর্ম পাদুকা,
তবে আমি চোর, আর তোমাকেও যদি তাই বলি,
তুমি পৃষ্ঠে বসাইবে দু'ঘা।

সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি সুতরাং হয় না সুবিধে,
নিজের বিপদ তাতে বাড়ে,
আমি চোর, তুমি চোর, রাম, শ্যাম, যদু, হরি চোর,
বলিলে কি তারা মোরে ছাড়ে?

ভেবে দেখ, সম্পাদক, (তোমরা তো বহুদর্শী খুব)
নিজে দোষী, নাহি কোনও জ্বালা,
"সেই দোষ অপরেও বর্তমান" বলা মাত্র দাদা,
প্রত্যুত্তরে কি পাইব? —" —"।

সুতরাং চক্ষু মুদে বা খুশিতে অহিফেন খাই,
দুনিয়ায় যা হইতেছে হোক্;
রাজ্যের খবর দিয়ে তোমরাই শান্তি ভঙ্গ কর,
তোমরাই অনিষ্টকারী লোক।
ভারতের বর্তমান, গোলমেলে রকম হেঁয়ালী,
জটিল ও দুর্বোধ্য, স্বীকার্য;
একথাও ঠিক বটে, দুচারটে চোরামা'র শুধু,
বাধা দেয় ভবিষ্যের কার্য।

ও পথটা ভাল নয়, এতো ভায়া সকলেই জানে,
ওটা নষ্টবুদ্ধির লক্ষণ,
যে টুকু লাভের গুড়, ক্ষেপাদল ওটা থেকে চায়,
পিপীড়ায় করে তা' ভক্ষণ।
স্থির ধীর চিত্তে যারা, দেশের কল্যাণ বাঞ্ছা করে,
উষ্ণ নয়, মাথা খুব ঠাণ্ডা,
তারা বলিতেছে 'ওই চোরা মার করিবে প্রসব,
তুরঙ্গের বড় বড় আণ্ডা।'

এটা বেশ স্পষ্টকথা, ক্ষেপাদল চেনে নাই পথ,
খাম্‌খা করিছে জীবক্ষয়,
শীতল মস্তিষ্ক ভেদি' দেখা দিল যে সব প্রবন্ধ,
সকলেই এক কথা কয়।
কিন্তু ভায়া পথ কোথা, একথা বলে না পণ্ডিতেরা,
কোন্ পথে গেলে ভাল হবে,
প্রবন্ধ জন্মার পূর্বে সমস্যা যেমন শক্ত ছিল,
তেমনি রহিয়া গেছে ভবে।

আফিম প্রসাদে আমি, সদ্‌গুরু কমলাকান্ত দেবে
হৃদে আমি করিয়া বরণ,
এ পথের পাইয়াছি সম্যক্ ও সুস্পষ্ট সন্ধান,
ঘুচে গেছে অন্ধ আববণ।
তবে কিনা, সে পথটা তোমরা ভাবিছ খুব সোজা,
সরল রেখার মত প্রায়,

পরিষ্কার, সমতল, সুপ্রশস্ত, নিরাপদ খুব,
চোখ বুজে চ'লে যাওয়া যায়।

ওই খানে এতটুকু মতদ্বৈধ হবে মোর সনে,
পথ ঠিক ও রকম নহে,
পুরাতন-জটিলত্ব-পূর্ণ এই ভারতবরষ,
পথ সোজা, কোন্ মূর্খ কহে?
দণ্ডক-খাণ্ডব-আদি-মহারণ্য পরিপূর্ণ স্থান,
হেথাকার সমস্যা কি সোজা?
সে অরণ্যে ব'সে ব'সে মুনিরা যা' লিখে গেছে, তাহা,
চট্ ক'রে যায় বুঝি বোঝা?

এ দেশের পথঘাট চিরদিন জটিল দুর্গম,
বিদেশীরা সব পথহারা,
এসে এ গহন মাঝে, একেবারে পথ ভুলে যায়,
দেশে আর নাহি ফিরে তারা।
গুরুর দপ্তর খুলে পড়িলাম পুরাণ, সংহিতা,
যাজ্ঞবল্ক, পরাশর, মনু,
বাদার্থ, অমরকোষ, কাশীখণ্ড, চৈতন্যমঙ্গল,
'হুতোম' ও 'লয়লা মজনু'।

খুঁজে খুঁজে হয়রান, ভারতের পথ-বিবরণ,
বলে নাই কোনও গ্রন্থকার,
তীব্রজ্ঞানালোকপূর্ণ গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে,
দেখিতে লাগিনু অন্ধকার।
এমন সময়ে গুরু আবির্ভূত, অহিফেন ধূমে,
আবরিয়া বিগ্রহ উজ্জ্বল,
শিশুশিক্ষা খুলে দেয়, দ্বিতীয় ভাগের য'ফলাতে,
ভাষা তাঁর সুস্পষ্ট, সরল।

"পাঠ্য পুঁথি পাঠ কর, জাড্য দোষ দূর কর," ভায়া,
"আঢ্য লোক সুখে থাকে" আর,
এই তো আসল পথ—নব্যশিক্ষিতের মাথা হ'তে,
মদনের মাথা পরিষ্কার।
ভারত মঙ্গল হেতু পথবার্তা দিলাম কহিয়া,
হোক্ সর্বজীবের মঙ্গল,
অহিফেন ফুরায়েছে পাঠাইও, প্রিয় সম্পাদক,
কালিকার নাহিক সম্বল।

সরকারী ওকালতীর আকর্ষণ

(অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ)

একদা সান্ধ্য বাতাস সেবনার্থে নদীতটে,
চিন্তাকুল মনে পদচারণা করিতেছিনু।
সহসা উকিল-শ্রেণী-মধ্যে এক ধুরন্ধর,
ত্রস্তভাবে ত্বরা আসি করিলা উপবেশন।
সিগারেট মুখে তাঁর চসমা লোচনদ্বয়ে,
বদনে মদিরা গন্ধ, মস্তকে টেড়ি সুন্দর।
কহিলা, "রাখ হে ভায়া স্থানীয় বারতা কিছু?
অথবা মারিয়া আড্ডা বৃথা যাপিছ জীবন?"
"আমি তো জানিনে দাদা, সম্বাদ কিছু নূতন,"
কহিলাম মহা লাজে, মাথাটা চুলকাইয়া।
"তাই তো" বলিলা বন্ধু, "ভারি যে গোল বাধিল,
দেবেন্দ্র বাবুর* স্থানে, বহাল হইবে ক'টা?
দরখাস্ত দিয়াছেন জগৎ বাবু, নিরঞ্জন,
বিনোদ চৌধুরী, আর ভট্টাচার্য কুলোদ্ভব
মুকুন্দ প্রেরিলা আর্জি, শ্রীগোপাল চুপে চুপে।
রায়োপাধিক সম্ভ্রান্ত নামে পুরন্দর স্মৃত,
হরিশাভয় মৈত্রেয়, ইত্যাদি কত বা কব!
সবারি ভরসা হচ্ছে, কেল্লা করিব হে ফতে,
অরাতি বদনে ভায়া, চুন কালী দিয়া সুখে।
সকলেই মনে ক'চ্ছে কে কাকে ছাড়িয়া উঠে,
অদৃষ্ট গগনে কার সাফল্য-রবি ভাতিবে।
সন্দেহ নাহি কাহারো, সম্বন্ধে স্বোপযোগিতা,
প্রকাশ করিতে তাহা, চেষ্টার নাহিক ত্রুটি।
প্রতিদ্বন্দ্বীর কুৎসাতে, নাহি লজ্জা কিম্বা ঘৃণা,
যে কোনো রকমে হোক্ না, কার্য-সিদ্ধি হ'লে হ'ল।
কৃষ্ণ বাবু জরা বৃদ্ধ, ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম,
'বানপ্রস্থ' করা হচ্ছে, ব্যবস্থা তাঁর এক্ষণে।
পক্ষান্তরে বৃহদ্দাবী করিতে আমি সক্ষম,
করিয়াছি ঐ স্থানে দ্বাত্রিংশবার এক্‌টিনি।
বিশেষত কথা হ'চ্ছে, এনেছি আমি যে চিঠি
সম্প্রতি করিতেছেন হাইকোর্টে জজীয়তি,
স্বনামপুরুষোধন্য, শশিমাধব ঘোষজা,
তাঁহারি শ্যালক শ্রেষ্ঠ নামে মৃগেন্দ্রমোহন,

* ভূতপূর্ব স্বর্গীয় সরকারী উকীল।

মৃগেন্দ্র পিসতুত ভ্রাতা কুলীনব্যাঘ্র যাদব,
তাঁহার শ্যালিকা পুত্র, বেচারাম সুপণ্ডিত,
কেনারাম সুসম্ভ্রান্ত, বেচারামের ভায়রা,
কটকে করিতেছেন কেরাণীগিরি চাকুরী,
তাঁর পত্নী মহাহ্লাদে, চম্পকাঙ্গুলি চালনে,
'সোপারোস' দিয়াছেন, বল তো আর চাহি কি?"
এবম্বিধ প্রকারেতে,—প্রকাশ্যে করি' বক্তৃতা,
বহু অর্থব্যয়ে ভায়া, করিতেছে ছুটাছুটি।
কেহবা ঘুরিছে নিত্য, সন্ধ্যা-প্রভাত-যামিনী,
মাজিষ্ট্রেট কুঠী, আর জজসাহেব কামরা।
গোবেচারী মহাখেদে ভূতলে জানু পাতিয়া,
জিজ্ঞাসে প্রথমে, "হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ আচ্ছা হায়, তবিয়ৎ হুজুর?"
আপন স্বার্থটা হচ্ছে, এবম্বিধ মনোহর,
সেটার সিদ্ধি উদ্দেশ্যে অকার্য নাহি ভূতলে।
শাস্ত্রসিদ্ধ নহে দাদা, বিশ্বাস-স্থাপনা নৃপে,
তোয়াজে কুর্নিসে তারা, পোষ মানে কি কক্ষণো?
মুখে শিষ্ট, মনে ভারি বেজার বাবু দেখিলে,
হাড়ে হাড়ে চ'টে থাকে, বলে গাধা মনে মনে।
বিনামা পড়িলে পৃষ্ঠে, স্পর্শ বোধ বিবর্জিত,
কসিয়া মারিছে লাথি, যাচ্ছে পৃষ্ঠ জুড়াইয়া।
হিতোপদেশ শাস্ত্রের ক'জনা মানিয়া চলে?
অথবা বুঝিয়া কেবা, নিবৃত্ত হইছে কবে?
"গুপ্তজা* নিকটে যাবে দীন ভৃত্য বশম্বদ,
একখানি পত্র দাসে, দিতে হচ্ছে দয়া ক'রে।"
বলিয়া চরণে ধন্না দিলেন আর্য গৌরব,
এনেছেন বৃহৎ ডালা, পক্করম্ভা সমন্বিত।
সাহেব কহিছে, "আরে এ যে ভারি বিপদ হ'ল,
ক'জনাকে দিবো পত্র? ক'জনা কার্য পাইবে?"
তথাপি ছাড়ে না বাবু চরণে পড়িয়া রহে,
'ধর্মাবতার, এ দীনে করুণা করিতে হবে।'
স্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধেতে, লেখনী ধরিলা প্রভু,
মনেতে করিলা, "বাঁচি এ আপচ্চুকিয়া গেলে।"
শ্রীমদ্গুপ্তপদাম্ভোজে রাখিয়া অচলা মতি,
রিকমেন্ডেসনে সার্টিফিকেটে পূর্ণ-দপ্তর,
চলিলেন পদপ্রার্থী, কার্যোদ্ধার মহাব্রতে,

* মিঃ ডি. এল্. গুপ্ত, ভূতপূর্ব Legal Remembrancer.

সুলগ্নে করিয়া যাত্রা দেখিয়া নব পঞ্জিকা।
গিন্নিকে কহিলা হাসি', "আর কি ভাবনা প্রিয়ে!
শ্রীঅঙ্গ করিয়া দিচ্ছি, কলধৌত-বিমণ্ডিত।
'গারজীটার' সাহেব 'ডী' এবং শশিমাধবে
ধরিয়া, তৎপ্রসাদেতে চাকুরী পাইব ধ্রুব।
টি. চৌধুরীর সাহয্যে কার্যটা লইতে হবে,
হরেন্দ্রনাথ সেনের কর্তব্য পাদলেহন।"
গগনে রচিয়া পুষ্প, স্বপনে হইয়া নৃপ,
সহর্ষে চলিলা বাবু ব্যাজ না করিয়া পথে।
কেহ বা প্রেরিলা ভ্রাতা, গা ঢাকা রহিয়া নিজে,
'তার যে ক্যাণ্ডিডেচার, সেটা শুধু জনশ্রুতি,'
একথা বলিয়া, ভাবে, লোকে করিল প্রত্যয়,
স্বার্থদাস হ'লে বিদ্বান্, বনে নীরেট গর্দভ।
জগৎ রায় কহে গুপ্তে, "নাবালক নিরঞ্জন,
কদাপি নাহি তাহার এ কার্যে বহুদর্শিতা।
বিশেষত কথা হচ্ছে, সাহেব ভালবাসে না,
মধ্যে মধ্যে মহা গণ্ডগোল যে বাধিয়া উঠে।
শ্রীগোপাল মসীকৃষ্ণ, ভারি দুর্বল ও কৃশ,
পাকা হস্ত নহে তার, বিগিনারশ্চ বালক।
বিনোদ চৌধুরী বৃদ্ধ , বসুধৈব কুটুম্বকম্,
হট্টগোলে ডুবে আছে, মরিতে অবকাশ কৈ?
বিশেষ ইংরিজী ভাষা পারে না বলিতে দ্রুত,
দু'কথা বলিতে 'ব্যা, ব্যা', করে সে দু'সহস্রটি।
মুকুন্দ সর্বদা তার 'কাশিকা' লইয়া রহে,
তাহার উপরে বিপ্র দ্বিতীয়পক্ষ বিব্রত।
হরিশের কথা বেশি বলাটা নিষ্প্রয়োজন,
আছে সে মদ মাৎসর্যে, সর্বদার তরে ডুবি।
অভয়ের কথা হচ্ছে, আছে তো উপযোগিতা,
মধ্যে মধ্যে প'ড়ে থাকে 'লাম্বেগো' কোমরে হ'য়ে।
অধিকন্তু সদা আছে, প্রত্নতত্ত্বের সাধনে,
প্রবন্ধ লেখনে ভায়া, কাটিছে দিন যামিনী।"
কহে, নিরঞ্জন ভ্রাতা, দিগম্বর মহোদয়,
ক্রোধে আর্কফলা দোলে, আঁখিদ্বয় সুবক্তিম,
"হীন শূদ্র জগৎ রায় কেমনে কার্য পাইবে,
থাকিতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সদ্বিপ্রান্বয় কেশরী?
বিশেষত জগৎ বাবু চাষা সঙ্গে দিবানিশি,
পড়িয়া কফি উদ্যানে, থাকেন মাখি কর্দম।"

এপ্রকারে মহাদ্বন্দ্ব করিয়া গুপ্ত সন্নিধি,
লভিয়া লুব্ধ আশ্বাস, হইলা পুনরাগত।
বলে কেহ, "অহে ভায়া, কন্যা বিবাহ মানসে,
সম্বন্ধ নির্ণয়োদ্দেশে, চট্টগ্রাম গিয়াছিনু।"
কেহবা কহিলা "শ্যালী পীড়িতা, বারতা শুনি,
গিয়াছিনু ভূয়াগঞ্জ, কদলীপুর সন্নিধি।"
কিন্তু হায়, অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস এ,
প্রদগ্ধ কটু আহার করিয়া ফিরিলা সবে।
পরাস্ত মানিয়া গেলা বৃদ্ধের* নিকটে যুবা,
এত যে রিকমেন্ডেসন্, চুলাতে গেল সর্বথা।
ঘুচিয়া গিয়াছে দাদা স্বপনের নৃপত্বটা,
অবশেষে বিছানাতে — বারি কেবল।"
হাসিয়া বলিলা বন্ধু, "দেখগে বার-মণ্ডপে,
প্রত্যেকে করিয়া আছে, সুগোল কি প্রকাণ্ড 'হা'।"

PHYSIOGNOMY

(১)

কুন্তলহীন চাঁদির উপরে,
পড়িয়া solar rays,
Convex mirror–এর মত, যদি
দেয় অপূর্ব glaze,
আর, কেন্দ্রস্থানে রহে যদি তার
পুষ্ট টিকির গুচ্ছ,
জানিবে, তাহার তর্কশাস্ত্রে,
আসন অতীব উচ্চ।

(২)

নাতিলম্বিত কোঁকড়ান কেশ,
প্রচুর ও সুবিন্যস্ত,
দিনে রেতে প্রায় দ্বাদশ ঘণ্টা
চুলটি নিয়েই ব্যস্ত,
ছোট কথা কয়, কম হাসে, আর
নিরীহের মত থাকে,
অন্য দেশে না হোক্' বঙ্গ-
কবি ব'লে জেনো তাকে।

* বৃদ্ধ কৃষ্ণ বাবু অযাচিত ভাবে ঐ চাকরী পাইলেন।

(৩)

সেই কোঁকড়া কেশভার, হ'লে
তৈলবিহীন কটা,
কাঠের চিরুনি গোঁজা তায়, খায়
ডাল রুটি ও পরটা,
চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকে সে,
দুয়ারে নাগরা-প্রিয়,
'হনুমান সিংহ'—হাতুয়া রাজার
দ্বারোয়ান, জেনে নিয়ো।

(৪)

বাড়ির ভিতরে দৃষ্টিটা কম,
বাইরে ফরাস খাসা,
বাজারেতে ধার, চিন্তাবিহীন,
চলে খুব তাস পাশা,
বোল-চেলে পটু, মনে যাহা থাক্,
হাসিটি দেখায় বাইরে,
পেটের কথাটি বলে না; আইন-
ব্যবসায়ী, জেনো ভাই রে!

(৫)

অতি সংগোপনে, সন্ধ্যায় প্রভাতে
কলপ লাগায় চুলে,
নির্জ্জনে বসি' রোজ সাফ্ করে
লাগান দন্ত খুলে,
বিরল কুন্তল শির, তাতে টেড়ি,
রসিক, এয়ার অতি,
কোষ্ঠি না দেখে, ব'লে দেওয়া যায়,
'দ্বিতীয় পক্ষের পতি।'

(৬)

তুলসীর মোটা মালাটি গলায়,
কামানো মাথায় টিকি,
'হরিনাম' ছাপ সমস্ত শরীরে
করিতেছে ঝিকিমিকি,
"অহিংসা পরম ধর্ম" মুখে কন,
বিশ্বের অহিত মনে,
মাছ-মাংস-খাওয়া পরম বৈষ্ণব,
ঠিক বলে দিনু, গ'ণে।

পরিণয়-মঙ্গল

(১)

ব্যাকুলতা ল'য়ে বক্ষে; অনল অনিলে
হ'ল সুমঙ্গল সম্বন্ধ স্থাপিত; চাঁদ
হেরি উড়িল চকোর সুধা-আশে, রবি-
করে হাসিল কমল। করুণারূপিণী
মূর্তিমতী, প্রসূতি, সন্তানে কি আবেগে
চাপিল কোমল বক্ষে; মর্মে মর্মে তার
অনিরোধ স্নেহ-উৎস হ'ল উৎসারিত।
প্রেমের বিজয় মাল্য, প্রীতিভক্তিভরে
দিল সতী পরাইয়া স্বামীদেবতার
কণ্ঠদেশে; বিকাইয়া শ্রীচরণ তলে,
জানাইল স্তব্ধতার গভীর ভাষায়,
অসঙ্কোচে, অবিতর্কে আত্মবলিদান,
প্রেমদেবতায় পুণ্যবেদীসন্নিধানে।

যে প্রেম দিতেছে শিক্ষা নিখিল সংসার
জীবের মঙ্গল হেতু, যুগান্তর
হ'তে, সুস্পষ্ট নীরব কণ্ঠে, শুন বৎসে,
তাই শিখে নিতে হবে; সেই বিশ্বপ্রেম-
গ্রন্থঅধ্যয়নব্রত আজি কর মা ধারণ;
স্বামী মহা গুরু, হের বৎসে, কর তাঁর
শিষ্যত্ব স্বীকার; বুঝ ভাল ক'রে
গৃহীর এ ব্রহ্মচর্য; দৃঢ় সাধনায়,
প্রবল বিশ্বাসে, স্বামীদেবতার, কর
নিদেশ পালন, তাঁর জ্ঞান-উপদেশ,
গুরুশিষ্যপ্রীতি-সম্মিলনফলে, ল'য়ে
যাবে সালোক্য মুক্তির দেশে; শোক, দুঃখ,
তাপ, ধরণীর ধূলা সনে পড়ে র'বে।
তুমি যাবে মুক্ত, বুদ্ধ, শুদ্ধ, অনাবিল
চিত্ত ল'য়ে, মহামিলনের যশোগানে
বিভোর, সে প্রেমময় চিদানন্দ পদে
করিবারে আত্মসমর্পণ; হে কল্যাণি,
এ নহে দৈহিক ক্রিয়া, চিরবিনশ্বর
বিলাসলালসাতৃপ্তি, এ নহে ক্ষণিক
মোহের বিজলিপ্রভা, নহে কভু সুখ-
দুঃখময় দুদিনের হরষ ক্রন্দন,
প্রভাতে উদয় যার, সন্ধ্যায় বিলয়।

(২)

সখা!

হেথা, স্থূল আসি' মিশে স্থূলে, অণু মিশে অণুতে,
হৃদয়ে হৃদয় মিশে তনু মিশে তনুতে।
কুমুদিনী চাহে চাঁদ, চাঁদ চাহে যামিনী,
কমলিনী চাহে রবি, মেঘ চাহে দামিনী।

মিলন সঙ্গীত-ভরা মধুর এ ধরাধাম,
জীবনের লক্ষ্য মুক্তি, মহামিলনের নাম।
সেই মিলনের মূলে, মধুর মিলন আজ,
এ মিলনে ল'য়ে যাবে সেই মিলনের মাঝ।

তাই লইতেছি বরি', এ যামিনী মধুরে,
মহামিলনের যাত্রী, নব-বর-বধূরে।
ধরার বন্ধুরপথে রুধিরাক্ত চরণে,
বসিয়া ডাকিবে যবে শ্রান্তিদুখহরণে,

নিরাশা আসিবে ধীরে বলহীন হৃদয়ে,
অভিশাপ দিবে, সখা, হতবিধি নিদয়ে;
শিশুশক্তি সাথে থাকি', দিবে বল, ভরসা;
কঠিন-ধরণী, সখা, ক'রে দিবে সরসা।

জীবনের নব পান্থ! সাথে নিয়ো উহারে,
ওই নিয়ে যাবে তোমা, স্বরগের দুয়ারে।
সাথীরে ক'র না হেলা, করিও না অযতন;
ওর দুখে দুখী হ'য়ো, বলিও না কুবচন।

হইবে দক্ষিণ হস্ত, এ জীবন-আহবে,
দেবাশিসে এ জীবনে অমঙ্গল না হবে।
কুশল-বাসনা-মাখা, ধর, দীন-উপহার,
জীবনের শেষ বেলা হ'তে পারে উপকার।

(৩)

বৎসে!

নির্মল মধুর নিশীথিনী,
আজ তব শুভ পরিণয়:
শশধর এনেছে কৌমুদী,
ফুলমধু এনেছে মলয়;

হাসি মুখে এনেছে কুসুম,
সুপবিত্র সুষমাসৌরভ;
কোটি, দীপ্ত, সুমঙ্গল গ্রহ,
আনিয়াছে আলোক-গৌরব;

যার আছে যেটুকু সম্পদ,
তাই সে এনেছে তোর তরে;
মূর্তিমতী প্রকৃতি জননী,
দাঁড়াইল উৎসব-বাসরে;

আমি আজ কি দিব তোমারে,
সুচরিতে! নয়নের মণি;
দুটি কথা কবিতায় গাঁথা,
শুভদিনে শুভাশিস্ ধ্বনি।

বুদ্ধিমতী সরলা বালিকা,
পারিজাত-পরিমল-রাশি,
আলো ক'রে ছিল গৃহাঙ্গন,
তোর ঐ শান্ত শুভ্র হাসি।

কোন্ শুভ-লগনে ধরায়,
ফুটেছিলি স্বরগের ফুল;
ছড়াইয়া প্রীতি-পরিমল,
ক'রেছিলি হৃদয় আকুল;

আজ তোরে জন্ম-বৃন্ত হ'তে,
তুলে নিয়ে যাবে মা কোথায়;
মনে হয় বৃন্ত-চ্যুত ফুল,
স্নেহবারি পেলেও শুকায়।

পুষ্পহারা বৃন্তের মতন,
সে নিকুঞ্জ রহিবে পড়িয়া;
বিফল আগ্রহ ল'য়ে স্নেহ,
নিরাশায় পড়িবে ঝরিয়া;

তবু এ যে নিয়তির লেখা,
ছেড়ে যেতে হবে পিতৃবাস;
আমাদের কথা ভেবে যেন,
ফেলো না, মা, দুখের নিঃশ্বাস!

রমণীর পতিই দেবতা,
পতিগৃহ অনন্ত আশ্রয়;
প্রেমময় বিধাতার বরে,
শুভ হোক্ নব পরিচয়।

সদানন্দময়ী মা আমার,
সুখশান্তি নিয়ে যাও সাথে;
সোনা হ'য়ে ওঠে যেন সব,
ও সোনার হাত দিবে যাতে।

ভক্তি প্রীতি সরলতা দিয়া,
আপনার ক'রে নিও সবে;
হেথাকার নাম ঘুচে যেন,
"লক্ষ্মী বউ" নাম রটে ভবে।

অবিতর্কে করিবে সর্বদা,
গুরুজন নিদেশ পালন;
মিষ্টভাষে তুষিবে সকলে,
করিবে মধুর আলাপন;

গৃহকার্য জান, মা, সকলি,
তবু না করিও অহঙ্কার;
রমণীর সগর্ব বচন,
জ্যোতিঃ মাঝে আনে অন্ধকার;

প্রীতি রাখ নয়নের কোণে,
হৃদয়ে যতনে রাখ লাজ;
স্বর্ণ ভূষা তুচ্ছ তার কাছে,
আছে যার সরমের সাজ।

লক্ষ্য করি স্বামীর চরণ,
চালাইবে জীবন-তরণী;
ওই ধ্রুব তারা পানে চাহি,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না রমণী।

সুখে দুখে, হরষে রোদনে,
চিরসাথী, সম্পদে, বিপদে;
ইহ পরকালের সহায়,
মতি রেখ, তাঁহার শ্রীপদে;

কথাগুলি গেঁথে রাখ প্রাণে,
        কোন মতে নাহি হয় ভুল।
উথলিয়া উঠিবে সম্পদ,
        কখনো হবে না অপ্রতুল।

শিরে ধর স্নেহ আশীর্বাদ,
        বিদায়ের অশ্রু জল মাখা,
সিন্দূর অক্ষয় হোক্ মাথে,
        আজীবন হাতে রোক্ শাঁখা।

(৪)

মা!
শৈশবের মোহ অন্ধকার
        ঘুচে তোর হোক্ সুপ্রভাত;
পরাইয়া পরিণয়-হার
        ক'রে যাব শুভ আশীর্বাদ।

জন্মিয়াছ যে পবিত্র ভূমে
        সে ভারতে শত দেবনারী,
রেখে গেছে পূত পদ-রেখা,
        সতীত্বের বিভূতি বিস্তারি'।

রমণীর অসীম আশ্রয়
        একমাত্র পতির চরণ,
সুপবিত্র সর্বতীর্থ সার,
        ঐ পদে জীবন মরণ।

পথক্লেশ ক'র না গণনা,
        চ'লে যাও লক্ষ্য করি' স্থির;
ঐ স্থানে পাইবে কুড়ায়ে,
        চতুর্বর্গ ফল রমণীর।

সুনিপুণা নর্তকী যেমন
        হ'য়ে গীত-তাল-লয়-বশ,
নৃত্য করি' হেলিয়া দুলিয়া,
        স্থির রাখে মাথার কলস;

ধনঞ্জয় অস্ত্র পরীক্ষায়,
        দেখে নাই পাখির শরীর;

নেত্রে মাত্র নেত্র ছিল তার,
আজ্ঞা মাত্র বিঁধেছিল তীর।

সে সাধন, সেই একাগ্রতা,
সেই নিষ্ঠা, সেই দৃঢ় পণ;
জাগাইয়া তোল মা জীবনে
ধন্য হোক্ ভারতভুবন।

কর্তব্যের বন্ধুর পন্থায়,
শ্রান্ত পদে চলিতে চলিতে,
স্বামী যবে বসিয়া পড়িবে,
নিরুদ্যম অবসন্ন চিতে,

শক্তিরূপা, সদানন্দময়ি!
তার পাশে ব'স, মা আমার;
বল দিও, আশা দিও প্রাণে,
দিও সঞ্জীবনী সুধাধার।

দুই দেহ, দুইটি জীবন,
একত্র করিয়া দিনু আজ;
দুই শক্তি মিলনের ফলে,
সিদ্ধ হোক্ জগতের কাজ।

এ মিলন ঐহিকের নহে,
নহে কভু দৈহিক ব্যাপার,
নহ তুমি ক্রীড়ার পুতলী,
স্বামী কণ্ঠে-বিলাসের হার।

আজিকার এ আনন্দ মাগো
সচ্চিদানন্দ লাভের সোপান,
আজিকার এ মিলন শুধু,
মুক্তি দিয়ে দিবে পরিত্রাণ।

ভারতের কঠোর দুর্দিনে,
দাও শক্তি, হও তেজস্বিনী;
লাজে যদি ম'রে থাক, মাগো,
পোহাবে না এ দুখ-যামিনী।

(৫)

যাও মা, নূতন দেশে, মূর্তিমতী লক্ষ্মীবেশে,
ধনধান্য পূর্ণ করি তাহাদের গেহ;
অঙ্গনে চরণ দিয়া, তোল ফুল ফুটাইয়া,
প্রীতি দিয়া কেড়ে লও তাহাদের স্নেহ।
আশীর্বাদ ধর মাথে, রহিবে সে সাথে সাথে,
শৈশব সঙ্গীর মত, চিত্তবিনোদন;
আনন্দ লইয়া যাও, আনন্দ বিলায়ে দাও,
এ ভবনে ফেলে যাও, বিষাদ, রোদন।
যে দেশে জন্মেছ মাগো, তার দুখে সদা জাগো,
অটুট স্বদেশ-প্রীতি, যত্নে ধরি বুকে;
রাখিতে আপন মান, অনলে জীবন দান,
ভারতে করেছে কত দেবী হাসিমুখে।
মহিম-মণ্ডিত শিরে, স্বদেশের পানে ফিরে,
চাও মাগো, পদাঘাতে চূর্ণ কর পাপ;
দূর কর দেশ-দৈন্য, বাঁচাও স্বদেশী পণ্য,
শোন মা ভারত-লক্ষ্মী-কাতর-বিলাপ!
ধর জগদ্ধাত্রীবেশ, জাগিয়া জাগাও দেশ;
কোমল লাবণ্যমাঝে তীক্ষ্ণ তেজোরাশি
যতনে লুকায়ে রাখ; জলদগাম্ভীরে ডাক,
চমকি' উঠুক যত, নিদ্রিত বিলাসী।
হের দুঃস্থ শত শত, ধর পর-হিত-ব্রত,
ক্ষুধার্তেরে অন্ন দাও হইয়া অন্নদা;
কর পতিতের ত্রাণ, দুর্বলেরে শক্তিদান;
আশ্রিত জনের হও বরাভয়প্রদা।

মাগো, শান্তিময়ী, শুভা, পতিকুলে হও ধ্রুবা;
শক্তি স্বরূপিণী হ'য়ে যাও নিজ ঘরে,
যশঃ হোক্ অকলঙ্ক, অক্ষয় হাতের শঙ্খ,
সিন্দূর উজ্জ্বল হোক্ বিধাতার বরে।

(৬)

মা! কষ্ট ক'রে মানুষ ক'রে
পরের হাতে দিতে হয়;
মেয়ের কাজ কি শক্ত, পরকে
আপন ক'রে নিতে হয়।

অচেনা সংসারে গিয়ে,
চেনার মত থাকতে হবে;
সবার কথার বাধ্য হ'য়ে,
সবারি মন রাখতে হবে।

তাতে, মা, তুই শিশু, সেথা
গেলেই যে তোর কান্না পাবে;
চোখের জলটি না শুকাতেই
তোর হাতে, মা, রান্না যাবে।

মুখ দেখে, মা কত রকম
ক'রবে সবাই আলোচনা;
মন্দ লোকে ব'লবে মন্দ,
ভালো ব'লবে ভালো জনা।

ঘোমটা একটু স'রে গেলে,
ব'লবে 'ব'য়ের সরম নাই';
গায়ের কাপড় স'রবে না, মা,
নূতন ব'য়ের গরম নাই।

ব্যথা পেলে 'উহু' নাই তার,
আনন্দে সে হাসতে নারে;
পাড়া-পড়সী আর না পারুক,
কথায় কথায় শা'স্‌তে পারে।

'এ ভাল নয়, — তা' ভাল নয়', —
কত রকম ক'য়ে যাবে;
আপন কাজে মন দিয়ে রো'স,
শুনতে শুনতে স'য়ে যাবে,

সেই যে, মা, তোর আপন বাড়ি,
তারাই, মা, তোর আপন জন;
তাদের তুষ্ট ক'রতে হবে,
ক'রতে হবে জীবন-পণ।

নিজের কষ্ট চেপে রেখে,
তাদের কষ্ট করিস্ দূর;
তাদের গর্ব মাথায় রেখে,
নিজের দর্প করিস চূর।

গুরুজনের সেবা ক'রো,
তাঁদের বাধ্য হয়ে থেকো;
তাঁদের জন্য কষ্ট সইতে
সুখ আছে, মা, স'য়ে দেখো।

"সাবান ঘসা, এসেন্স্ মাখা,
কুন্তলীনে কেশটি ভরা।
জ্যাকেট্, সেমিজ, সেফ্‌টি পিনে,
দিবা রাত্রি বেশটি করা;

'উল্' নিয়ে বউ ব'সে থাকে,
ঘুরে বেড়ায়, হাসে, খায়;
সংসারের কাজ ভেসে গেলে,
তার কি তাতে আসে যায়?"-

এ সব কথা কেউ না বলে,
নিজের মান্য রাখিস নিজে;
সবকে রাখিস্ মাথায় ক'রে,
সরম নিয়ে থাকিস নীচে।

আমরা, মা, তোর জন্যে কাঁদি,
তুই হেসে যা তাদের ঘরে;
মনের দুঃখ রেখে যা, মা,
সুখ নিয়ে যা তাদের তরে।

মিথ্যা গৌরব ভুলে গিয়ে,
ধর্ম্মের তরে হ'স্ তৃষিতা;
সতী লক্ষ্মী হ'স্ মা, সবে
কয় যেন 'সাবিত্রী-সীতা'।

(৭)

মা!

স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়
এসেছিলি নব ঊষার মত;
স্নেহ জাগরণে জেগেছিল প্রাণ!
ফুটেছিল প্রীতি কুসুম কত!

আজ তুই যাবি কোন পরদেশে,
আমাদের দিয়ে আঁধার রাতি;

তাদের গগনে হইবে প্রভাত,
মোদের গগনে নিভিবে ভাতি।

আহা, তাই হোক; তোমার জ্যোতিতে
ছেয়ে দাও, মাগো তাদেব দেশ;
ল'য়ে নবরবি—সিন্দুরের ফোঁটা,
রেখো না তাদের আঁধার লেশ।

লক্ষ্মী মা আমার, তাহাদের ঘরে
হইও অচলা লক্ষ্মীর মত;
এদেশের নারী সাবিত্রী ও সীতা,
স্বামী-সেবা চিরজীবন ব্রত!

সে গৃহে সম্পদ উঠুক উছলি'—
আনন্দ উৎসব থাকুক জাগি;
সবে যেন বলে "এ সুখ শান্তি,
মঙ্গলময়ী বধূর লাগি।"

পতিব্রতা হও, শ্বশ্রূ-আদরিণী,
সুগৃহিণী হও, সবার প্রিয়;
চির মঙ্গল দিও তাহাদের,
স্মৃতিটুকু শুধু মোদের দিও।

মঙ্গল আশিস্ শিরে ধর মাগো,
আর কিবা দিবে "গরীব কাকা;"
চির স্থির হোক্ সীঁথির সিঁদুর,
অক্ষয় হোক হাতের শাঁখা।

(৮)

বৎসে!

কোমল শিরীষ কুসুমের মত
ফুটেছিল গৃহকুঞ্জে;
ভবনের শোভা হয়েছিল কত,
সরম-সুষমা-পুঞ্জে।
পিতার আদর-উষারবি-করে,
ছিলি অনুদিন দীপ্ত;
মাতার সোহাগ-শিশির-শীকরে,
সুকুমার তনু লিপ্ত।

দেবতার শুভ আরতি হইবে,
ছিল মা তোমার পুণ্য;
তাই আজ তোরে তুলিয়া লইবে,
বৃন্ত করিয়া শূন্য।
কুসুম-জনম হোক্ মা সফল,
হোক্ মা পূজায় সিদ্ধি;
দেবাশিস্ ধারা সম অবিরল,
ঝরুক সুখ-সমৃদ্ধি।

আমাদের কাছে প'ড়ে থাক্, মাগো,
অশ্রু, বিষাদ, শ্রান্তি;
তাদের ভবনে সাথে নিয়ে যা গো,
সম্পদ, সুখ, শান্তি।
মধুর চরিতে তোষ গুরুজনে,
হইয়া তাঁদের বাধ্য;
অনুগত জনে মধুর বচনে,
তুষিবে মা যথাসাধ্য।

ধ্রুবা হও পতি-কুলে;—অবিরল
যশঃ হোক্ অকলঙ্ক;
সিন্দুর হোক্ চির-উজ্জ্বল,
অক্ষয় হোক্ শঙ্খ।

(৯)

যে মহাশক্তির বলে
এ নিখিল বিশ্বের সৃজন,
এ পৃথিবী কেন্দ্রপানে
প্রতি অণু করে আকর্ষণ;

যে মহাশক্তির বলে
জ্যোতির্ম্ময়—রবি, শশী, তারা,
সাধিছে আপন কাজ
নাহি হয় নিজ লক্ষ্যহারা;

যে মহাশক্তির বলে
চুম্বক লৌহেরে সদা টানে,
পর্বত-শিখর হ'তে
স্রোতস্বিনী ধায় সিন্ধুপানে;

সেই মহা আকর্ষণে
বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে,
অজানিত দুটি প্রাণ
ছুটিছে একটি অন্য পানে।

যাঁর প্রেমে চলিতেছে
সুশৃঙ্খলে এ বিশ্বের কাজ,
যাঁর প্রেমে ছয় ঋতু
ঘুরে ঘুরে পরে নব সাজ;

যাঁর প্রেম-বিন্দু পেয়ে
ধেনু সদা বৎস পানে ধায়,
জাহ্নবী জগত তরে
শতধারে ধীরে বহি যায়;

যাঁহার প্রেমের বিন্দু
কণামাত্র জননী লভিয়া,
পীযূষ ভাণ্ডার বহে
সযতনে বক্ষেতে পুরিয়া,

যাঁর প্রেম-স্পর্শ মাত্র
সতী ধায় পতির চরণে,
সে প্রেমের ছায়াস্পর্শে
এক প্রাণ ছুটে অন্য পানে।

বৎস!
নূতন রাজ্যের প্রথম দুয়ারে
আঘাত করিছ আজি,
নব নব ভাব অন্তরে পুষিয়ে
নূতন ভূষণে সাজি।

যাঁহার প্রসাদে চলিছ আনন্দে
বন্ধুর সাধনা-পথে,
করমক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতার
পদধূলি লও মাথে।

অমলা অনিন্দ্য সরলা বালিকা
সর্বস্ব বিকায় পদে,
ভীষণ পরীক্ষা সমুখে যাইতে
সুখেতে জীবন-নদে।

মোমের পুতলি বালিকা-রতন;—
সুকৌশলে গড় তা'তে,
আদর্শ একটি বঙ্গীয়া রমণী—
সুগৃহিণী হয় যাতে।

সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুখে হেন
দুটি না পাইবে আর,
ইহ-পরকালে জীবনে-মরণে
তুমি মাত্র লক্ষ্য যার।

অগ্নি, গুরু, পিতা, দেবতা, ব্রাহ্মণ,
সাক্ষী করি পেলে যারে—
স্নেহ, দয়া, প্রীতি, ধরম, সুনীতি
শিখাও যতনে তারে।

চেয়ে দেখ মা গো সমুখে তোমার
জীবন-প্রভাত রবি,
জীবনে জীবনে মরণে মরণে
তব প্রেম চারু ছবি।

এত কাল যেথা যে ভাবেতে ছিলে
মুছে ফেল আঁখি জলে,
নারীর ধরম করিতে সাধন
ধীর মনে এস চ'লে।

নারীর ধরম নহে ত কেবল
আপনা লইয়ে থাকা,
বিলাসের ডালি মাথায় লইয়ে
মলিনতা পাঁকে ঢাকা।

নারীর ধরম আপনা বিকায়ে—
স্বার্থে দিবে বলিদান,
নারীর জীবন—সংসারে দুর্লভ—
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।

(১০)

যাহার কটাক্ষে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি
যাহার ইঙ্গিত-মাত্র নিমেষে সংহার;
যে না হ'লে, এক পল চলে না সংসার, সখা,
তারে বাদ দিয়ে মোরা করি এ সংসার;

যে দিল সকল সুখ, সকল সম্পদ, শান্তি,
পিপাসার দিল জল, নিশ্বাসের বায়ু,
মনে দিল প্রেম, ভক্তি, সদ্বিবেক, স্নেহ, দয়া,
দেহে দিল অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জা, স্নায়ু;

শারীর-মানস-শক্তি, সকলের মূলে সেই,
সর্ব-শক্তিমান্ এক পরম পুরুষ;
সেই মূলাধারে ত্যজি', খেলি ধূলো মাটি নিয়ে,
তণ্ডুল ত্যজিয়া মোরা ঘরে লই তুষ।
মুখে বলি "আছে সেই"; মনে মনে সে কথাটি
বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে করিয়া নিশ্চয়,
প্রকৃত বিশ্বাসী হ'লে, তাহার জীবন, সখা,
হ'তে পারে কি গো এত দুঃখতাপময়?

সে দেয় দুইটি প্রাণ পবিত্র বন্ধনে বাঁধি,
শক্তি-যোগে হবে ব'লে জগতের কাজ;
সে মিলিতশক্তি ল'য়ে, আমরা বিলাসে মজি,
সে শক্তির অপব্যয়ে নাহি বাসি লাজ।
ধর্ম-সাধনের পথে সহায় ও শিশু-শক্তি,
বিলাস-পুতলি নহে, নহে ক্রীড়নক;
কখনো তাদের বক্ষে স্নিগ্ধ-মাতৃস্নেহ-ধারা,
সম্ভ্রমে আঘাত দিলে, জ্বলন্ত পাবক!

বিশাল- প্রতাপশালী, মৃত্যু-ভয়-বিরহিত;
প্রকাণ্ড জাতিরে ওরা নিজহাতে গড়ে;
দৃষ্টান্ত স্পার্টান মাতা, রাজপুতসীমন্তিনী,
অঙ্গুলি ইঙ্গিতে যারা প্রাণ দিত জড়ে
প্রবল বিশ্বাস ল'য়ে, মাথায় করিয়া ব'বে
ঈশ্বর প্রেরিত যত শোক-দুঃখ-তাপ;
দাঁড়াবে হিমান্বিতা, তেজোগর্ব-বিমণ্ডিতা,
পদাঘাতে চূর্ণ করি' দ্বেষ, হিংসা, পাপ।

সেই শিক্ষা দিও, সখা, ভারতের এ দুর্দিনে,
ঘরে ঘরে দেখি যেন জনা, সরোজিনী;
জ্যাকেট, সেমিজ, মোজা পরিয়া পুতুল সেজে,
না দাঁড়ায়, স্বাস্থ্যহীনা, ক্ষীণা, বিলাসিনী।
দোঁহার জীবনে, সখা, ফলে যেন পূর্ণরূপে,
এ আনন্দ-মিলনের সুমঙ্গল ফল,

''আদর্শ দম্পতি' ব'লে, রটে যেন ভূমণ্ডলে,
দোঁহার সুযশোগীতিধারা, অবিরল!

আনন্দ-উচ্ছ্বাসহীন, এ অভিনন্দন, সখা,
উৎসবের দিনে শুষ্ক চাণক্যের নীতি,
নাহি নৃত্য, নাহি গান, দাম্পত্য প্রেমের তান,
গম্ভীর এ উপদেশ,—কেমন কুরীতি?
হে পবিত্র-তীর্থ-যাত্রি! সন্তোষে বা অসন্তোষে,
লহ তুলি' এ নীরস শুষ্ক উপহার;
পথে যবে শ্রান্ত পদে, ক্লান্ত দেহে , বসে র'বে,
তখন পড়িয়া দেখো, পাবে উপকার।

(১১)

সখা!
আনন্দের দিনে আজ, নীতিকথা ভাল নাহি লাগে,
উদ্দাম উল্লাসে মুগ্ধ প্রাণ,
সঙ্গীতে বিভোর যেই, সে কি কভু তর্ক যুক্তি মাগে,
সে কি বুঝে বাদার্থ-বিধান?
সুমধুর কাব্যামোদী, গণিত, বিজ্ঞান, নাহি চায়,
ঘৃণা করে শুষ্ক উপদেশ;
চাণক্যের নীতি-শ্লোক, শ্রবণে কঠোর শোনা যায়,
আজি তাহে নাহি রসলেশ।

তথাপি, কুশলপ্রার্থী, হিত কথা কহিবে যাচিয়া,
না দেখিবে তব প্রীতি, রোষ;
এ অভিনন্দন-মালা গাঁথিয়াছি—শুষ্ক ফুল দিয়া,
গুণগ্রাহি! না দেখিও দোষ,
আশু-ক্লেশকর বাক্য, তিক্ত-স্বাদ ভেষজের মত,
হিত সাধে আপনার গুণে;
রোগীর বিরাগ দেখি, বৈদ্য কভু না হয় বিরত,
রুগ্‌ণের আপত্তি নাহি শুনে।

ত্রিকালজ্ঞ-জিতেন্দ্রিয়-ঋষি-প্রবর্তিত পরিণয়,
সে যে, সখা, আদর্শ মিলন;
নাহি তাহে কাম গন্ধ, বিলাসের সোপান সে নয়,
তার মূলে ধর্মের সাধন।
সারল্য-শিশির-স্নিগ্ধ সুপবিত্র কুসুমের মত,
করিতেছে সুরভি বিস্তার;

এ কুসুমে দেবপূজা সর্বশাস্ত্র-বিধান সম্মত,
রচিও না বিলাসের-হার।

পরিণয় 'যোগ' মাত্র, মানবের মুক্তির সাধক,
মুক্তি, মহামিলনের নাম,
সাধন-সহায় ঐ শিশু-হিয়া, নহে ক্রীড়নক,
ভুলে যাও দৈহিকতা, কাম।
এ শুভ উৎসব অন্তে, শিক্ষাভার লহ করে তুলি,
শক্তিরূপিণীরে শক্তি দাও;
জ্যাকেট, সেমিজ দিয়া গড়িও না বিলাস পুতলী,
অলঙ্কার-প্রিয়তা ভুলাও।

পতিব্রতা-পরসেবা-স্নেহ-দয়া-প্রীতি-উপাদানে,
ক'রে তোল হৃদয় সুন্দর;
শিখাও সম্ভ্রম রক্ষা, তেজঃপুঞ্জ হোক অসম্মানে,
স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ হউক প্রখর।

উজ্জ্বল মহিমান্বিতা, দাঁড়াইবে জগতের মাঝে,
বিমিশ্রিত-করুণা-প্রতাপ;
ধর্মের গৌরব ছটা হেরি', তূর্ণ পালাইবে লাজে,
অবিচার, বঞ্চনা, সন্তাপ।

সৌরভবিহীন, শুষ্ক নীরস, এ প্রীতি উপহার,
নাহি এতে আনন্দ-উচ্ছ্বাস;
তথাপি বন্ধুর দান,—হ'তে পারে পথে উপকার,
তীর্থযাত্রি! রাখিও বিশ্বাস।

(১২)

আয় মা, ঘরের লক্ষ্মি! আপনার ঘরে,—
শোভাসুষমায় ভরি,
ভবন উজ্জ্বল করি,—
নয়নে আন্ মা শান্তি, বরাভয় করে।
দুখদৈন্য করি দূর,
ধন ধান্যে ভরপুর,
কর মা, নূতন মঞ্চ, এ শুভবাসরে;
মূর্তিমতী পবিত্রতা,
সতী, লক্ষ্মী, পতিব্রতা,
আনন্দের হাসি যেন মঙ্গল ভিতরে,
আয় মা, ঘরের লক্ষ্মি! আপনার ঘরে।

মা ছেড়ে এসেছ ব'লে, মা তুমি কেঁদ না,
সোহাগ-যতন দিয়া,
পূরে দিব শিশুহিয়া,
মুছাব, মা, তোর অশ্রু, ঘুচাব বেদনা;
তোর বাড়ি তোর ঘর,
কেহ না রহিবে পর,
মায়ের অভাব কিছু বুঝিতে দেব না।
আশীর্বাদ ধর শুভা,
পতিকুলে হও ধ্রুবা,
ধর্মশীলা হ'য়ে প্রাণে জাগাও চেতনা,—
মা ছেড়ে এসেছ ব'লে মা তুমি কেঁদ না।

জননীর আশীর্বাদ লহ পাতি শির,
শঙ্খ সিন্দুর মা গো হোক্ চিরস্থির।

(১৩)

বৌদিদি,
বিয়ে ক'রে দাদা আনিবে তোমারে,
মোরা আছি পথ চেয়ে;
কত ভাবিতেছি, কেমন বা হয়,
আর এক বাড়ির মেয়ে;

মুখ বা কেমন, রং কি রকম,
চাহনি কেমন তার,—
কান কত বড়, ঠোঁট লাল কি না,
দীর্ঘ কি না কেশ-ভার;

হাসি খুসী, কিবা গম্ভীর প্রকৃতি,
বচনে বিষ কি মধু;
দাদার মনের মত হয় কি না
আগন্তুক নববধূ;

তোরে দেখে, বউ, ঘুচেছে সন্দ,
আলো করেছিস্ গেহ,
স্বভাব, শরীর সকলি সুন্দর,
সুলক্ষণ-ভরা দেহ;—

তোরে পেয়ে আজ আনন্দ ধরে না
দুখ তাপ কিছু নাই রে,

শুভদিনে লহ প্রীতি উপহার—
কি আছে, কি দিব ভাই রে!

(১৪)

আয় গো লক্ষ্মী আনন্দরূপিণি!
অচল হইয়া থাক্, মা,
এ গৃহের যত দুঃখ দৈন্য
সব দূর হ'য়ে যাক্ মা,
আয় ঘরে আয় নয়ন পুতলি,
এ গেহে সম্পদ উঠুক উছলি,
শিশু-হৃদয়ের সরল হরষে
দুঃখ বিষাদ ঢাক্, মা;

সীঁথির সিন্দূর হাতের শঙ্খ,
—চির অলঙ্কৃত করুক অঙ্গ,
ঐ প্রীতি-অরুণ উদয়ে
দুঃখ-তিমির-রাতি পোহাক্, মা।

(১৫)

সখা!
তোমার বিয়ে, সবাই বলে শুনি,
ভেবে দেখলে সোজা ব্যাপার সেকি?
তুমি ভাব্‌ছ ভারি মজা? কিন্তু
সুখী হয় না স্বর্গে গেলেও ঢেঁকি।
মনে হচ্ছে, এ এক নূতন জীবন,
এর আস্বাদন ক'রে দেখা যাক ত';
হয় তো তুমি পরম বৈষ্ণব নিজে,
উনি হচ্ছেন প্রথম থেকেই শাক্ত।

প্রথম প্রথম যখন ওঁরা আসেন,
কচি খুকী, বোঝেন না ত' কিছুই;
কেবল ব'সে গুম্‌রে গুমরে কাঁদেন
ঘোম্‌টা-ঢাকা মাথা ক'রে নীচুই।
বুদ্ধি হ'লে এম্‌নি দে'বে বসেন,
এম্‌নি নিজের সংসাব ব'লে টান্‌টি,
রবাহূত কোনও বন্ধু এলে,
চাবটি খিলি করেন, চিরে পান্‌টি!

নিজের জিনিস বাক্‌সে তোলেন বেঁধে,
এমনি ক'রে বজ্র-আঁটুনিতে,
দেহক্ষয়ে সঙ্গে নেবেন সে সব—
এমনি গল্প করেন, পাই শুনিতে।
সোনাদানা, সাড়ি, জ্যাকেট, সেমিজ,
প্রয়োজনের অতিরিক্ত দু'খান,
বিপদ প'ড়লে পাছে চেয়ে বসি,
সেই ভয়ে, সব মোদের কাছে লুকান।

তার পর যখন সন্তান-আদির হল্লায়,
সংসারটি বেশ জাঁকিয়ে ওঠে ভাই রে,
নুন আনতে চুনের পয়স হয় না,
(তবু) খোকার মোজা, খুকীর গাউন চাই রে!
যদি ব'ল্লে, "চুরি ক'র্‌ব নাকি?
না দেখালেই নয় কি মিথ্যে জাঁকটি?"
অমনি চক্ষে মন্দাকিনী ঝরবে,
সিকের উপর উঠবে সরল নাকটি!

দুনিয়াতে—কোথায় যে কি হ'চ্ছে,
তোমার, কি ওঁর জানবার হবে না সময়;
তোমার অভাব, তুমি খাচ্ছ খাবি;
ওঁর সূচিবাই, উনি খাচ্ছেন গোময়!
অতঃপরে মেয়ের বিয়ের না'গাড়
মিটবে না ভাই, ব'লে রাখছি আগেই;
'বিয়ে' শুনে ভারি খুসী হ'চ্ছ,
(কিন্তু) কাঙ্গাল-বাক্য বাসি হ'লে লাগেই।

(আবার) ঠেকতে ঠেকতে দেহতরী যদি
পৌঁছায় এসে বার্ধক্যের বন্দরে,
মধুর বাণী কতই শুনতে পাবে,
মনে প'ড়বে বিয়ের আনন্দ রে!
কত রকম ব্যাপার যে আর আছে,
দেই যদি তার পুরো একটা লিষ্টি,
হয় তো তুমি যষ্টি নিয়ে তাড়্‌বে,
উনি তুলবেন সংমার্জনী মিষ্টি।

কিন্তু একটা কথা যদি না কই,
অসম্পূর্ণ হয় যে প্রবন্ধটা;

আমিও নই চিরকুমার, তাইতে
বেশ বুঝেছি বিবাহের মন্দটা।
প্রশ্ন হ'চ্ছে, 'এমন কেন হ'ল?'
আমি বলি, মূলে শিক্ষার অভাব;
বিয়ের আগে কি শেখে ঐ শিশু?
বিয়ের পরেও বাণীর চাকরি জবাব।

ওঁদের একটু বয়স হ'তে থাকলে
আমরা শুরু করি সোহাগ, যত্ন;
জ্ঞানের চর্চা চুলোয় গিয়ে, শেষে,
কোলে করেন পুত্রকন্যারত্ন।
দু'এক খানা প্রেমের পত্র লেখেন,
'কি' লিখতে, দেন 'ক'য়ে দীর্ঘ 'ঈ'কার;
হিসেব লেখেন,--- ঠিক নামাবার বেলা—
মিশ্র যোগটা জানি,—করেন স্বীকার।

ভাল ভাল বই যদি ভাই, পড়াই,
উপদেশ দি, ভাল ভাবে চ'ল্‌তে,
ওদের মন যে থাকে না সংকীর্ণ,
প্রশস্ত হয়,—সে কথা কি বলতে?
তাইতে ব'লছি বিয়ে ক'চ্ছ কর,
কিন্তু ভাই রে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ো;
ওদের মধ্যেও ভাল মাথা আছে,
জ্ঞানের চর্চার সুখটি ওদের দিয়ো।

তোমরা ভাবছ, বিয়ের দিনে দিচ্ছি,
কেমন ধাবা বিয়ের উপহার!
আমি ভাবছি, এ এক রকম হ'ল
তেতো হলেও, হবে উপকার।
বৌদিদি এই উপহারটি প'ড়ে
খাওয়াবেন যে রেঁধে কস্মিন্‌কালে,
তোমার বাড়ি পাত্‌ব কভু পাতা,
সে সুদিন আর হবে না কপালে।

সকল রসের অধিকারী হয়ো,
মধুর আদি, শান্ত, সখ্য, দাস্য;
নিরস গদ্য গুটিয়ে নিয়ে চল্লাম,
মনের সুখে তোমরা কর হাস্য।

অভয়া

প্রার্থনা

শুনাও তোমার অমৃতবাণী,
অধমে ডাকি' চরণে আনি'।
সতত নিষ্ফল শত কোলাহলে,
ক্লিষ্ট শ্রুতিযুগ কত হলাহলে,
শুনাও হে;—
শুনাও, শীতল মনো-রসায়ন,
প্রেম-সুমধুর যন্ত্র-খানি।
হউক সে ধ্বনি দিক্-প্রসারিত,
মিশ্র কলরব ছাপিয়া;
উঠুক ধরণী শিহরি' পুলকে
কাঁপিয়া সুখে কাঁপিয়া;
বিতরি' এ ভবে শুভ বরাভয়,
রুগ্‌ণে করি', হরি, চির-নিরাময,
শুনাও হে;—
শুনাও, দুর্বল চিত্ত, হে হরি,
তোমারি শ্রীপদ-নিকটে টানি'।

বেহাগ—তেওরা
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে'—সুর

সৃষ্টির বিশালতা।*

লক্ষ লক্ষ সৌর জগত
নীল-গগন-গর্ভে;
তীব্র বেগ, ভীম মূর্তি
ভ্রমিছে মত্ত গর্বে।
কোটি কোটি তীক্ষ্ণ উগ্র-
অনল-পিণ্ড-তারা;
দৃপ্তনাদে, ঝলকে ঝলকে,
উগরে অনল-ধারা।

*১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহপ্রবেশ (২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৬) উপলক্ষে সভায় কবিকর্তৃক গীত। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ।

এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর
প্রকটে শক্তি-বিন্দু;
নমি সে সর্বশক্তিমান্
চির-কারণ-সিন্ধু।

ভজন—হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়

সৃষ্টির সূক্ষ্মতা*

স্তূপীকৃত, গণন-রহিত
ধূলি, সিন্ধু-কূলে;
কোটি কীট করিছে বাস,
এক সূক্ষ্ম ধূলে।
কীট-দেহ-জনম-মৃত্যু,
নিমিষে কোটি, লক্ষ;
ভুঞ্জে দুঃখ, হরষ, রোষ,
প্রীতি, ভীতি, সখ্য।
এই সূক্ষ্ম-কৌশল, রটে
যাঁর জ্ঞান-বিন্দু;
নমি সে চির-প্রমাদ-শূন্য
চিৎ-স্বরূপ-সিন্ধু!

ভজন—হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়

পাপ-রাত্রি

(রূপক)

বুঝি পোহাল না পাতক রজনী;
এই ভাবনা, বুঝি পাব না,
সেই মোহ-তিমির-হর, জ্ঞান-দিনমণি।
আর মায়া-নিদ্রাহরা হেরিব না সিদ্ধি-উষা,
বৈরাগ্য-শিশির-ভরা, আনন্দ-কুসুম-ভূষা,—
নিরমল-ওঙ্কার-বরণী।

*১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবগ্রহপ্রবেশ (২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬) উপলক্ষে সভায় কবিকর্তৃক গীত। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ।

আমার, চলচিত্ত-চক্রবাক, আর ভক্তি চক্রবাকী.
কর্ম্মনদীর দুই পারে, করিতেছে ডাকাডাকি;
চির-তিমির-মজ্জিত, সহিছে চির-বিরহ,
করুণ-বিলাপ মাত্র বহিতেছে শব্দবহ,
পরদুখে বধিরা ধরণী।
আমার, সাধন-বিহঙ্গ, শুয়ে বিলাস-আলস্য-নীড়ে,
সন্দেহ-পেচক শুধু, অন্ধকারে ঘুরে ফিরে;
প্রবেশি' তস্কর-রিপু শান্তিময়-মর্ম্ম-গেহে,
লুঠে মরকত-প্রেম, অমূল্য হীরক-স্নেহে,
(লুঠে) দয়া-মুক্তা, সদ্বিবেক-মণি।
আমার নিষ্প্রভবিশ্বাস, যেন মাখিয়া কলঙ্কমসী,
শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ার ক্ষীণ-রেখ, ম্লানশশী;
সেও অস্ত গেছে হরি; কোটি সাধু-ইচ্ছা-তারা,
মোহ-মেঘ অন্তরালে হয়েছে বিলুপ্ত, হারা,
(শুধু) খেলিতেছে আতঙ্ক-অশনি।
(এই) বিভীষিকাময়ী নিশা, আমি নিরাশ্রয়, একা,
কোথা হে বিপন্নবন্ধু। দয়াময়! দাও দেখা;
ওই ভীম-বৈতরণী উত্তপ্ত-তরঙ্গ বারি!
সন্ত্রস্ত তিতীর্ষু ডাকে, কোথা পারের কাণ্ডারী;
কই নাথ, শ্রীপদতরণী?

টোড়ি ভৈরবী—কাওয়ালী

অনন্ত মূর্তি

আমি চাহি না ওরূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,
আমার মায়ের কভু ও মুরতি নয়;
কোন্ কুম্ভকারে গ'ড়ে দিবে তারে?
ইঙ্গিত-মাত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।
কোটি কোটি নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু,
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে একবিন্দু,
নয়ন কোণে যার কোটি সবিতার
পূর্ণ-আবির্ভাব নিরন্তর রয়;
শ্রীপদনখরে,—এক আকাশের নয়,—
সহস্র গগনের নক্ষত্র-নিচয়;
প্রতি রোম-কূপে, কোটি জগৎরূপে,
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয়!

নিখিল জগতের সমগ্র-চপলা,
স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল-প্রশান্ত-অচলা,
মোহধ্বান্ত-নাশী, মায়ের মধুর হাসি,
অসীম-স্নেহ-দয়া-ক্ষমামৃতময়;
সংখ্যাতীত পদে ফেরেন দ্বার দ্বার,
সংখ্যাতীত করে বিতরেন উদ্ধার,
জীবের দুঃখে কাঁদি', যত্নে দেন মা বাঁধি,
আশীর্বাদের রক্ষা-কবচ, বরাভয়।

ললিত-বিভাষ—একতালা

মিলনানন্দ

কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ-নয়ন কর অন্ধ;
চির-যবনিকা প'ড়ে যাক হে, নিভে যাক রবি, তারা, চন্দ্র।
হ'রে লহ শ্রবণের শক্তি, থেমে যাক জলদের মন্দ্র;
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা-রন্ধ্র।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ;
স্পর্শ কর, হে হরি, লুপ্ত, ক'রে দাও অসাড়, নিস্পন্দ।
(তুমি) মূর্তিমান্ হ'য়ে এস প্রাণে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ।

ভৈরবী—কাওয়ালী

মুক্তি-ভিক্ষা

আকুল কাতর কণ্ঠে, প্রভু, বিশ্ব, চরণ অভিবন্দে;
পাপ-তাপ সব নাশি, কর প্লাবিত চির-মকরন্দে।
বাঞ্ছিত সাধন মুক্তি. দেহ ভক্তি, ওহে অচল
শরণ, সুখ-সিন্ধু!
দেবতা গো, হের শুভ চক্ষে, শান্তি-নিবাস, লহ তুলি বক্ষে,
মাগিছে কোটি তপন-শশী, মজ্জন চির-সুখ-নীরে গো।
"বন্ধন মোচন কব হে, প্রভু, বার এ চির পথ শ্রান্তি;"
কাতরে কহে গ্রহতারা "প্রভু, দেহ চরণ তলে শান্তি;"

শঙ্কিত শতচিত শূন্যে, হতপুণ্যে, প্রভু,
দিবে না কি যাচিত মোক্ষ?
দেবতা গো ....।
সম্বর দুঃসহ শকতি, প্রভু, রোধ এ ঘূর্ণিত চক্র,
কর হে নির্দেশ-শূন্য, যত, শঙ্কট পথ ঋজু বক্র;
স্তম্ভিত কর হে মুহূর্তে, তলে, উর্ধ্বে,
(যত) অগণিত শশী, রবি, রুদ্রে;
দেবতা গো ....।

"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী"—সুর

ব্যাকুলতা

নিশীথে গোবৎস যখন বাঁধা থাকে মায়ের কাছে;
কি পিপাসা ল'য়ে বুকে, পলে পলে মুক্তি যাচে!
কিবা অবারিত টানে, নদী ছোটে সিন্ধু পানে,
তারে নিবারিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে?
প্রভাতে যখন পাখি, নীড়ে নিজ শিশু রাখি,
আহার সংগ্রহে ছোটে সুদূর নগর মাঝে,
দুর্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে;
কি তীব্র উৎকণ্ঠা লয়ে, আশার আশ্বাসে বাঁচে!
সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, তেমনি ক'রে মাকে চাব,
সুখ দুঃখ ভুলে যাব, হায় রে, সে দিন কোথা আছে!
হ'য়ে অন্ধ, হ'য়ে বধির, "মা", "মা" ব'লে হব অধীর,
দু'নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙ্গালের সাজে।

বেহাগ—আড়া

দুঃস্থ

আমায় অভাবে রেখেছ সদা, হরি হে,
পাছে অলস অবশ হ'য়ে যাই,
আমায়, দেওনি প্রচুর ধনরত্ন,
পাছে, পাপে ডুবিয়া ব'য়ে যাই।
আমি, না বুঝে রোষ-ভরে, তোমারে,
হরি, কত কি মন্দ ক'য়ে যাই;

আর, তোমার প্রেমের দান হারায়ে
ঘরে, ধরণীর ধূলো লয়ে যাই।
প্রভু, তোমার প্রেরিত শোকদুঃখ,
আমি, নিরুপায় ব'লে স'য়ে যাই,
আমি, অবিরত দু'নয়ন মুদিয়া,
(প্রভু), স্বেচ্ছায় আঁধারে র'য়ে যাই।

ললিত—কাওয়ালী

মানস-দর্শন

(কবে) চির-মধু-মাধুরী-মণ্ডিত-মুখ তব,
রাজিবে মলিন-মরম-তলে!
পাতকী, পুলকে শিহরি', হেরিবে
মুগ্ধমানসে, নেত্রজলে।
সঞ্চিত কত শত দুষ্কৃতি-বেদনা
সহিবে নীরবে তোমারি দান;
সকল হরষ, আশা, সকল ভাবনা, ভাষা,
সফল হইবে, হরি, করুণা বলে!

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী

পতিত

শমন-ভয়-হর, পরম-শরণ-ভবধব!
(তব) চরণ-তল-পরশ-ফল-অভয়-বর লব।
সবল কর অবশ মন, হর সকল ধন জন,
অঘ-অনল-দহন-ভয়-হরণ-পদ তব।
সকল-খল দলন কর! অধম তব ভজন-পর,
জনক, তব তনয়-ভয়, মরণ-কলরব।
ভকত যত সদন-গত, সরল মম গমন-পথ,
(মন) গহন-বন চরণ-রত, সদয়, কত সব?
অনবরত নয়নজল, সকল মম করম ফল,
হত ধরম-চরম বল, সরম কত সব?

বসন্ত—ঝাঁপতাল

কর্ম্মফল

এত আলো বিশ্ব-মাঝে, মুক্ত করে দিলে ঢালি;
তবে কোন্ অপরাধে, হরি, ঘোচে না মনের কালী?
হেথা, চির-আনন্দ-জলধি, উথলিছে নিরবধি,
তবে, আমি কেন তীরে রহি', বহি নিরানন্দ ডালি?
বিমল-বিবেক-ভরা, জ্ঞানময়ী তব ধরা;
তবে, আমি কেন মোহগর্ত্তে নিপতিত চিরকালই?
হেথা, প্রেম-পিপাসুর তরে, চির-প্রেম-উৎস ঝরে,
তবে, প্রেম চাহি পাই কেন, বিদ্রূপের করতালি?
হেথা, করুণা-প্রবাহ ছুটে, সুখ আসে, দুখ টুটে;
তবে, কেন পাই শুধু স্বার্থ, নির্ম্মম, নিঠুর গালি?
কান্ত বলে, কর্ম্ম-ফলে, সুধা ডোবে হলাহলে;
তাই, প্রমোদ উদ্যান, মন, সকণ্টক তপ্তবালি!

ঝিঁঝিট— আড়াঠেকা

প্রেম-ভিক্ষা

ব'য়ে যাক হরি, প্রেমেরি বন্যা, (এই) শুষ্ক-হৃদয়-মাঝে;
ডুবাও রমণী, পুত্র, কন্যা, অভিমান, ধন, লাজে।
(ওরা ডুবে যাক)
(তোমার প্রেমের প্রবল বন্যায়, ওরা ডুবে যাক)
(ওরা স'রে যাক হে)
(আমার পথ হ'তে ওরা স'রে যাক হে)
(আমার প্রেম-সাধনার পথ হ'তে ওরা স'রে যাক হে)
(আমার ভজন-বৈরী, সাধন-বাধা স'রে যাক হে)
(আমি ভেসে যাব নাথ)
(তোমার প্রেমের একটানা স্রোতে, ভেসে যাব নাথ)
(আমি সফল হব)
(তোমার পায়ে আপনা হারায়ে সফল হব)
(ওহে প্রেমসিন্ধু, আপনা হারায়ে সফল হব।)
যে প্রেমের স্রোতে আপনা হারায়ে, গোরা বলে হরি বোল হে
সংসার তেয়াগি, দুহাত বাড়ায়ে, পাতকীরে দিল কোল হে।
(বলে, হরি বল ভাই)
(গোরা বলে, হরি বল ভাই)
(ধন জন মান কিছু নয়, শুধু হরি বল ভাই)

(কে টেনেছিল?) (তারে কে টেনেছিল?)
(ঘরে যুবতীর প্রেম ভুলায়ে দিয়ে, কে টেনেছিল?)
(ঘরে স্নেহ-পাগলিনী মা ভুলায়ে, কেবা টেনেছিল?)
(আর রইল না হে) (আর ঘরে রইল না হে)
(গোরা আর ঘরে রইল না হে)
(কি মধু পেয়ে সে পাগল হ'ল, ঘরে রইল না হে)
(আর থাকবে কেন?)
(আর ঘরে থাকবে কেন?)
(সকল মধুর সার মধু পেলে থাকবে কেন?)
যে প্রেমে প্রহ্লাদ বাঁচে বিষ পানে, শিলাসহ ভাসে জলে হে,
পোড়ে না অনলে, মরে না পাষাণে, বাঁচে করি-পদতলে হে।
(সে কেবল তোমায় ডাকে)
(অবোধ শিশু তোমায় ডাকে)
('কোথা বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন' ব'লে, তোমার ডাকে)
(তারে কে মারতে পারে?)
(তুমি কোলে ক'রে তারে ব'সে ছিলে কেবা মারতে পারে?)
(তুমি প্রেমসুধা দিয়ে অমর কল্পে কে মারতে পারে?)

কীর্তনের সুর—জলদ একতালা

হে নাথ! মামুদ্ধর

ওহে, কলুষ-হরণ, নিখিল-শরণ,
দীন-দয়াল, হরি হে!
কাতর চিত, দুর্বল, ভীত,
চাহ করুণা করি হে।
(আর দুখ দিও না)
(হরি হে, পাপীরে ক্ষমা কর, আর দুখ দিও না)
(আমি অনুতাপ-বিষে জর জর, আর দুখ দিও না)
(নইলে, কালী যে হবে)
(অনুতাপী পাপী দুখ পেলে নামে কালী যে হবে)
(নিষ্কলঙ্ক হরি নামে, হরি কালী যে হবে)
(এই পতিত অধমে না তারিলে, নাম ডুবে যে যাবে)
ওহে প্রেমসিন্ধু, জগদ্বন্ধু,
আমি কি জগৎ ছাড়া হে?

এই গভীর আঁধারে, অকূল পাথারে,
একবার দেহ সাড়া হে।
(সাড়া কেন দেবে না?)
(কাতরে পাপী ডাকে যদি, সাড়া কেন দেবে না?)
(কেন তুলে নেবে না?)
(সরল প্রাণের ডাক শুনে, কেন তুলে নেবে না?)
(এর মাঝে তো আছি)
(এই জগতের মাঝে তো আছি)
(ওহে জগৎত্রাতা, এই জগতের মাঝে তো আছি)
(তবে ফেলবে কিসে?)
(এই জগতের বাপ মা হ'য়ে ফেলবে কিসে?)
(নিন্দে হবে) (নামের নিন্দে হবে)
(জগৎ থেকে ফেলে দাও, নইলে নিন্দে হবে)
(নিষ্কলঙ্ক দয়াল নামে, নিন্দে হবে)
ওহে, দীন-দয়াময়, কি হেতু নিদয়,
দুখসিন্ধুতীরে ফেলি' হে;
ওহে, ভব-কর্ণধার, দেখ একবার,
করুণা নয়ন মেলি' হে।
(বড় নাম শুনেছি)
(ঘাটে এসে, দয়াল, দাঁড়িয়ে আছি, নাম শুনেছি)
(পারের কড়ি লাগে না)
(তোমার ঘাটে পার হ'তে নাকি কড়ি লাগে না)
('দয়াল' ব'লে তিন ডাক দিলে কড়ি লাগে না)
('দীনে পার কর' ব'লে ডাক দিলে আর কড়ি লাগে না)
(কাতর হ'য়ে ডাক দিলে আর কড়ি লাগে না)
(চো'খের জলে ডাকলে নাকি কড়ি লাগে না)
(ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে, নাকি কড়ি লাগে না)
(সব কি মিথ্যে কথা?)
(তরী আছে ঘাটে পাট্‌নী নাই, কি মিথ্যে কথা?)
(তবে পার করে কে?)
(আঁধারে পাথারে শ্রান্ত পথিকে পার করে কে?)
(তা তো হ'তে পারে না)
(তরী আছে, তার মাঝি নাই, তা তো হ'তে পারে না)।

বন্দী

ধীরে ধীরে মোরে, টেনে লহ তোমা পানে;
(আমি) আপনা হারায়ে আছি, মোহ-মদিরা-পানে।

প্রতি মায়া-পরমাণু, আমারে ক'রেছে স্থাণু,
টানিয়া ধ'রেছে মোরে, নিঠুর কঠিন টানে।

ওহে মায়া-মোহহারি! নিগড় ভাঙ্গিতে নারি,
নিরুপায় বন্দী ডাকে, অধীর, আকুল প্রাণে।

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী

মনের কথা

তোমারি ভবনে আমারি বাস,
তোমারি পবনে আমারি শ্বাস,
তোমারি চরণে আমারি নাশ,
জীবনে মরণে করিও দাস।
পাপ-ব্যাধিতে করিছে গ্রাস,
ফুরাইছে দিন লাগিছে ত্রাস,
তোমারি করুণা-অমৃত-প্রাশ,
দিও অন্তিমে এ অভিলাষ।
চরণে জড়িত কঠিন পাশ,
বাঁধিয়া রাখিছে বারটি মাস,
ভুলাইল মোহ, ভোগ-বিলাস,
তোমারি চরণ দীনের আশ।

মিশ্র পুরবী—একতালা

হরি বল

পাপ রসনা রে, হরি বল;
ওরে, বিপদভঞ্জন হরি, ভকত-বৎসল;
নাম, কর রে সম্বল,
সার, কর পদতল।
হরিপদ-ছায়া-তলে যে জন শরণ লয়,
তার কি বিপদভীতি রাখে দয়াময়?

তারে, বিতরি অভয়,
দেয়, শরণ অচল।
চেতনা দিয়াছে যেই, চেতনা থাকিতে তোর,
ডাক্ সে চেতনাধারে ত্যজি' ঘুমঘোর,
যেন, দুনয়নে লোর,
নামে, বহে অবিরল।

রাগিণী কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী

স্নেহ

(ওমা) এই যে নিয়েছ কোলে;
আগে, খুব ক'রে মোরে মেরে ধ'রে,
শেষে, 'আয় যাদু বাছা' ব'লে।
তুমি, তোমারি ধরারি মাঝে,
মোরে, পাঠালে আপন কাজে;—
আমি, খেলা করি পথে, ফিরি পথ হ'তে,
আঁধার জীবন-সাঁজে;
আমি দাঁড়ায়ে ছিলাম তাই;
ভীত, নীরব, অপরাধি-সম,
সুধালে জবাব নাই;
মা, তোর স্নেহের শাসনে, ক্ষমার আদরে,
হৃদয় গিয়েছে গ'লে।

'পাখি ঐ যে গাহিলি গাছে'—সুর

জাগাও

জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন।
বেলা যায়, বহু দূরে পান্থ-নিকেতন।
থাকিতে দিনের আলো,
মিলে সে বসতি, ভাল,
নতুবা করিবে কোথা যামিনী যাপন?
কঠিন বন্ধুর পথ,
বিভীষিকা শত শত;
(তবু) দিবাভাগে নিদ্রাগত, একি আচরণ?

কেদারা—মধ্যমান

ব্যর্থ ব্যবসায়

তব মূল ধনে করি ব্যবসায়,
তোমারে দেই না লাভের ভাগ।
হিসেব করিয়ে সিন্দুকে তুলি,
সাবধানে প্রতি ক্রান্তি, কাগ।
তোমারি ধান্য করিয়া দাদন,
দেড়া দুনো করি লভ্য-সাধন,
তোমা দিয়ে ফাঁকি, গোলা ভ'রে রাখি,
চ'লে যায় বছরের খোরাক্।
তোমারি গাছের ফল বেচে খাই,
বাক্সে তুলি' সে তোমারি টাকাই,
তুমিই শিখালে যত ব্যবসায়,
কড়া, গণ্ডা, পাই, যতেক আঁক।
তুমি, দায়ার সাগর রাজ-রাজেশ্বর,
তলব কর না হিসেব-পত্তর,
আমি বিশ্বাসঘাতক, চোর, প্রবঞ্চক,
তবু এ অধমে নাহি বিরাগ।

ঝিঁঝিট—একতালা

অবোধ

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?
সকলি হারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
পথের সম্বল, গৃহের দান,
বিবেক উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণ,—
তা'কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা' কে হারায়?
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
আসিছে রাতি, কত র'বি মাতি?
সাথীরা যে চ'লে যায়, খেলা ফেলে চ'লে আয়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি।

'তুমি গতি তুমি সার'—সুর

মা ও ছেলে

মা, আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে,
আমায়, ঝাঁটা মেরে খেদিয়ে দিত,—
এই পৃথিবীর বাপ্ মা হ'লে।
ব'লতো, "শান্তি পেতাম, হাড় জুড়ুতো,
এই অভাগা নচ্ছারটা ম'লে;"
ব'লতো, "এটাকে সে নেয় না কেন?
এত লোককে যমে নিলে।"
তোর, একি দয়া, কি মমতা!
ভাবতে ভাসি নয়ন-জলে
এই, বাপ্-তাড়ানো, মা-খেদানো,
অধমটা তুই দিসনে ফেলে।
আমার, এখনও যে শ্বাস বহে গো,
শারীর-যন্ত্র দিব্য চলে;
ওমা, এখনও যে আমার ক্ষেতে,
বিপুল সোনার শস্য ফলে।
আমার, গাছে মিষ্টি আম ধরে গো,
সাজে বাগান নানা ফুলে;
আমায়, চাঁদ সুধা দেয়. রৌদ্র রবি,
মেঘে বৃষ্টি-ধারা ঢালে।
তুই তো, বন্ধ ক'র্লে ক'র্ত্তে পারিস্;
তোর, অসাধ্য কি ভূমণ্ডলে?
কান্ত বলে ছেলে কেমন, আর
মা কেমন, তাই দেখ্ সকলে।

প্রসাদী সুর (দ্বিতীয়)—জলদ একতালা

তোমার স্বরূপ

এই চরাচরে এম্নি ক'রে স্পষ্ট তোমার স্বরূপ লেখা,
(দেখে) মনে হয় গো যেন, দেখা দিতে দিতে দাওনি দেখা।
ভোরে যখন বেড়াই মাঠে, সূয্যি ঠাকুর বসেন পাটে,
যেন গো তার মুকুটখানি, ঐ মহিমার ছটায় মাখা।
(দেখি) চাঁদনি রেতে নদীর তীরে, জোছ্না ভাসে অধীর নীরে,
ঝল্কে ওঠে যেন তোমার অনন্ত আলোকের রেখা।

(যখন) জননী সন্তানের তরে, প্রাণ দিতে যান অকাতরে,
তখন দেখ্‌তে পাই সে মায়ের মুখে, তোমার প্রেমের চিত্র আঁকা।
আঁখি মেল্লেই দেখতে পারে, সেই আঁখি কেউ মেলে না রে,
কোলাহলে থাকে, পাছে দেখতে পায় গো থাকলে একা।

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

পাগল ছেলে

আমায় পাগল কববি কবে?
'মা, মা' ব'লতে অবিরত ধারে, দুনয়নে ধারা ব'বে।
অমি হাস্‌ব কাঁদব আপন মনে, নির্জনে, নীরবে;
আমার পাগল মনের যত কথা, মা, তোরি সঙ্গে হবে।
'ওকে বেঁধে রাখ' ব'লে, সবাই ছুটবে কলরবে;
তাদের প্রলোভনের চাটুবাণী, আমার পায়ে প'ড়ে রবে।
তোর কাজে মা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতাতপ সব সবে;
আমার প্রাণ র'বে তোর চরণতলে, দেহ র'বে ভবে।
'মা, মা' বলতে এ অজপা, ফুরায়ে যাবে যবে,
সে দিন পাগল ছেলে ব'লে, জাপ্টে ধ'রে,
আমায় কোলে তুলে লবে।

মিশ্র খাম্বাজ—রামপ্রসাদী সুর। জলদ—একতালা

নিশ্চিন্ত

ঐ, ভৈরবে বাজিছে, বিকট-ভয়াবহ-
গর্জনে মরণ-বিষাণ!
হা, হা, কি বধির, নিদ্রিত রে চিত!
মুদ্রিত অলস নয়ান!
ঐ ভীম-উর্মি বহি' যায়,—
কাল-পয়োনিধি তাণ্ডব-নর্তনে,
প্রতি পলে গ্রাসিবারে ধায়;
হা, হা, বেলা-সৈকতে, রে মন,
কি সুখ শয়নে শয়ান!

ঐ বিষধরী ভীম-জরা,—
করাল-কুণ্ডল দেহ রন্ধ্রগত,
জীবিত-শক্তিহরা;
হা, হা, দংশন-সংশয়-শঙ্কা-
শূন্য রে সুপ্ত পরাণ!

লগ্নী, কাওয়ালী—হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়

মুখের ডাক

তারে যে 'প্রভু' বলিস্, 'দাস' হলি তুই কবে?
তুই, মেটে গর্বে ফেটে মরিস্, তোর বিভবের গৌরবে!
কোন্ মুখে তায় বলিস 'রাজা'?
মন রে, তুই যে তার বিদ্রোহী প্রজা;
তুই পাঁচ ভূতে দিস্ মাল-খাজানা,—
সেকি, বেশি দিন তা স'বে?
কোন্ প্রাণে তা'য় বলিস 'বঁধু'?
তারে কবে দিলি প্রেম-মধু?
এই যে ফাঁকা বুজ্‌রুগি তোর,
আর কত দিন র'বে?
এই, পাপের পাঠশালাতে প'ড়ে,
তারে 'গুরু' বলিস কেমন করে?
কান্ত কয়, শুধু মুখের ডাকে,
তোর, কোন্ কালে কি হবে?

বাউলের সুর—তাল কাহারবা

মিথ্যা মতভেদ

কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো, কেউ দেখে আঁধার।
কেউ বলে, ভাই, এক হাঁটু জল, কেউ বলে সাঁতার।
কেউ বলে, ভাই, এলাম দেখে,
কেউ বলে, ভাই, মলাম ডেকে;
কোন্ শাস্ত্রে কি রকম লেখে, তত্ত্ব পাওয়া ভার।
কেউ বলে, সে পরম দয়াল, কেউ বলে, সে বিষম ভয়াল,

কেউ বলে, সে ডাক্‌লে আসে, কেউ কয় নির্বিকার,
কেউ বলে, সে গুণাতীত, কেউ বলে সে গুণান্বিত,
কেউ বলে আধেয়, (আবার) কেউ বলে আধার।
কেউ দেখে তায় করালকালী, কেউ বা দেখে বনমালী,
কেউ বা তারে স্থূল দেখে, কেউ ভাবে নিরাকার;
কান্ত বলে দেখ্ রে বুঝে, রাখ্ বিতর্ক ট্যাকে গুঁজে;
'এটা নয়, সে ওটা',—এ সিদ্ধান্ত চমৎকার!

বেহাগ—জলদ একতালা

সে

(ও তুই) ভাবিস্ কি সে তোরি মতন পাত্‌লা রে?
দর কি তার কানাকড়ি, বড় জোর আধ্‌লা রে?
অমনি যেমন তেমন ক'রে, "আয়" বলে ডাক দিলে পরে,
তখনি হাজির হবে, মানবে না ঝড় বাদ্‌লারে?
পাপের রাস্তা পেয়ে সোজা, পাপ ক'রেছিস বোঝা বোঝা,
তোর একাদশী, রোজা, চুলোয় যাবে, পাগ্‌লা রে!
তার জাল জগৎ বেড়া, ফাঁক নাই তার সবই ঘেরা,
কৈ পুঁটি আদি ক'রে, পড়ে বুই, কাত্‌লা রে!

বাউলের সুর

রিপু

দু'টো একটা নয় রে, ও ভাই, গাছ ছ' ছ'টা,
(তাদের) ফল তিত, আর গায়ে কাঁটা;
আমার বড় সাধের বাগান ব'সেছে রে জড়ে,
মস্ত শিকড়, আর গোড়া মোটা।
(আমার) ফল-ফুলের গাছ যত, অপরাধীর মত,
(যেন) জড়সড়— খেয়ে লাথি ঝাঁটা;
তাদের, ফলের গৌরব গেছে, ফুলের সৌরভ গেছে,
অকালে ঝরে, রয় শুক্‌নো বোঁটা।

আমার, গন্ধরাজ, চামেলী, গোলাপ, চাঁপা, বেলী,
আম, জাম, নিচু, কলমকাটা;
আহা, কেমন সতেজ ছিল, মলিন করে দিল,
হরে নিল হরিৎ রূপের ছটা।
আমি বিবেক-অস্ত্র দিয়ে, গোড়াটি কাটিয়ে,
কতবার ভাবি, ঘুচ্‌লো লেঠা;
(ম'রে) থাকে দুদিন মোটে, আবার বেড়ে উঠে,
"রক্ত বীজের" ঝাড় ও ক'টা।

'ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে'—সুর

অকৃতকায

দেখে শুনে আন্‌লি রে কড়ি,
সব কড়িগুলো হ'ল রে কানা;
ভাল ব'লে কিন্‌লি রে দুধ,
উননে তু'লতে হ'ল রে ছানা।
বুনেছিলি ভাল ভাল ফুল,
বেলি, যুথি, গোলাপ, বকুল,
ম'রে গেল জল না পেয়ে,
আগাছা ঘির্‌লে বাগানখানা।

কেমন তোর হিসেব পাকা—
যত বারই দিলি রে টাকা,
তত বারই ফিরে পেলি, মন,
ষোল আনা নয়, পনের আনা।
কত বারই মজুর ডেকে,
খিড়কি পুকুর তুললি ছেঁকে,
তবু কেন বছর বছর
রাশি রাশি ভেসে ওঠে রে পানা।

কবে হবে মায়ার ছেদন?
কারে বলবি প্রাণের বেদন?
ইহ-পরকালের গতি, সে
দয়াল হরির চরণে জানা।

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

অকৃতজ্ঞ

তুই কি খুঁজে দেখেছিস তাকে?
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক
পাঠিয়ে দিচ্ছে ডাকে।

ব'সে কোন্ বিজন দেশে,
তোর ভাবনা ভাবছে রে সে,
আছিস্, কি গেছিস্ ভেসে,
সেখান থেকে খবর রাখে।

তুই ব'সে নিজের বাসায়,
থাকিস্ সেই ডাকের আশায়
টাকাটি পেলেই পাশায়
পড়িস্ নেশার পাকে।

খাস্ বেশ দুধে, মাছে,
সুধাসনে আর কারো কাছে,
সে যে কোন্ দেশে আছে,
হেসে বেড়াস ফাঁকে ফাঁকে।

তার টাকায় জুড়িগাড়ি,
বৌ, বেটীর গয়না-শাড়ি,
ঘড়ি, চেন, পাকা বাড়ি,
আছিস্ ভারি জাঁকে!

ওরে মন, নিমকহারাম!
সুখ-শয়নে ক'চ্ছ আরাম?
তার টাকায় মদ্দ কিনে খাও,
তাব কাছে কি গোপন থাকে?

তার আবার এমনি চিত্ত,
দেখেও জ্বলে না পিত্ত,
তোর দুখে কাঁদে নিত্য
(আব) আড়াল থেকে ডাকে।

তুই তো, মন, বধির, অন্ধ,
তবু, করে না সে টাকা বন্ধ;
কান্ত কয়, মকরন্দ ফেলে,
খেলি মাকালটাকে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

দিন যায়

ঐ রবি ডুবু ডুবু, গেল যে দিন ফুরায়ে;
এখনো কে তোরে, মিছে নিয়ে বেড়ায় ঘুরায়ে?
ওরে মন কুবেরের ছেলে
কার সনে তুই পাশা খেলে,
হাতে পাওয়া বাপের বিষয়
সবই দিলি উড়ায়ে?
কার কাছে শুনেছিস্ কবে,
যে, যেমন ছিল, তেমনি হবে,
যত্নে ঘরে নিয়ে গেলে
পাথর-কুচি কুড়ায়ে;
আর কেন মন মিছে ঘুরিস্,
হিমে মরিস্, রোদে পুড়িস্,
প্রেমের গাছের তলায় ব'স্ মন,
যাবে হৃদয় জুড়ায়ে!

বেহাগ—ঝাঁপতাল

ভজন-বাধা

(আমি) ধুয়ে মুছে প্রাণটা যে দিন ক'রে তুলি সাদা;
(ওরা) মায়ামোহের কালী সেদিন ঢেলে দেয় জেয়াদা।
সে দিন ওদের বে'ড়ে যায় গো, (আমার) পায়ে ধ'রে সাধা;
কেউ আদর ক'রে বলে, "বাবা", কেউ বা বলে "দাদা"।
যেদিন ফকির হব ব'লে, (আমি) এড়াই সকল বাধা;
(সেদিন) আঁক্‌ড়ে ধ'রে বলে, "তুমি মালিক, বাদ্‌সাজাদা"।
(আর) আমি অমনি ফিরে বসি, (আমি) এমনি মস্ত হাঁদা;
(ওগো) আমি, এমনি ক'রে, ধীরে ধীরে, ব'নে গেলাম গাধা;
কান্ত বলে, তোমার সনে আমার প্রাণ তো' ছিল বাঁধা;
ওরা চোখে ধূলো দিয়ে, আমার লাগায় শুধু ধাঁধা।

মিশ্র লগ্নী—জলদ একতালা

হতাশ

আমার হ'ল না রে সাধন,
আমার পায়ে বেড়ি, হাতে কড়া,
গিঁঠে গিঁঠে বাঁধন।
(আমি) যাদের জন্যে দিন হারালেম,
তারা করে নির্যাতন;
আমার নিজের দশা দেখতে, আসে
পরাণ ফেটে কাঁদন।
(ওরা) অবিরত কানের কাছে
ক'চ্ছে ঢক্কা-বাদন,
(ভাই রে) এত গোলে, কেমন ক'রে
হবে তার আরাধন;
(ওরা) সদাই রাখে চোখে চোখে
আমি যেন হারাধন;
(আমি) মূলের কড়ি সব খোয়ায়ে,
কল্লেম মিছে দাদন।

গৌরী—জলদ একতালা

অরণ্যে রোদন

তোর ব'দ্‌লে গেল দেহের আকার, ব'দ্‌লে গেল মন,
তবু নয়ন মুদে অচেতন।
যাদের খুশি ক'রবি ব'লে ক'রলি জীবনপণ,
তারাই বলে, "বুড়ো, আর ঘুমুবি কতক্ষণ?"
যার কথা তুই নিস্‌নি কানে, সারাটি জীবন,
সেই, নিলাজ বিবেক আবার বলে, "শিয়রে শমন।"
যে মাকে তুই হেলা ক'রে ব'ল্‌তিস কুবচন,
সেই ক্ষমার ছবি ব'লছে কানে, "জাগ্‌ রে যাদুধন!"
তোর একই কাতে রাত পোহালো ভাঙ্গলো না স্বপন,
তোর জীবন-রাত্রি পোহায়, এখন ঊষার আগমন।
তোর বাল্য গেল ধূলোখেলায়, বিলাসে যৌবন,
কেমন ধীরে ধীরে ধ'রলো জরা, এর পরে মরণ।
কান্ত বলে হায় রে! আমার অরণ্যে রোদন;
ডেকে ডুকে, মেরে ধ'রে, দেখলাম বিলক্ষণ।

বাউলের—সুর

বৈরাগ্য

আর ধরিস্‌নে, মানা করিস্‌নে;
আর কাঁদিস্‌নে, আমায় বাঁধিস্‌নে।
(আমার) গেল বেলা, নিয়ে ধূলোখেলা,
(আমি) আর কত কাল ক'রবো হেলা?
(আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে)।
যদি হ'তে পারি, প্রেমের অধিকারী,
আমার সঙ্গে তোদের কিসের আড়ি?
(আমায় ছেড়ে দে........)।
আর পারিনে গো, কিছু ধারিনে গো,
(এই) রইল এ ঘর বাড়ি নে গো।
(আমায় ছেড়ে দে........)।
আর কিসের দাবি? এই নে গো চাবি;
তোরা কি আমার সঙ্গে যাবি?
(আমায় ছেড়ে দে........)।
সাধ পুরাইব, ফল কুড়াইব,
খেয়ে, তাপিত পরাণ জুড়াইব।
(আমার ছেড়ে দে.........)।

কীর্ত্তনের সুর

সন্ধি

আজি, জীবন-মরণ-সন্ধি রে!
প্রভু কোথা ছিলে? আহা দেখা দিলে,
এই জীর্ণ-হৃদয়-মন্দিরে!
(ওগো বড় মিলন) (ওগো বড় আঁধার)।
এই যে সুত-জায়া, ওদের, বড় মায়া,
(ওরা) সাধন-পথের দ্বন্দ্বী রে!
(ওরা ভজন-বাধা) (ওরা আপন কিসের)।
ওরা কত ছলে, সুখ দেবে ব'লে
(আমায়) রেখেছিল, ক'রে বন্দী রে।
(এই মোহের কারায়) (এই বন্দীশালে)।

আর নাই বাকি, এখন মুদি আঁখি,
(রাখ) বুকে অভয়-চরণ ধীরে!
(আমার সময় গেল) (আঁধার হ'য়ে এল)।

কীর্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

সমুদ্র মন্থন

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়)

ওরা মন্থন করি'-হৃদয়-সিন্ধু
তুলিয়া নিয়েছে, প্রেম-ইন্দু,
জ্ঞান-অমৃত, প্রীতি-লক্ষ্মী,
সদ্‌গুণ-পারিজাত;

"আরো কত ধন রয়েছে নিহিত,"—
চির-মন্থন ভাবি' বিহিত,
বক্ষে করিছে শত্রুমিত্র,
কঠিন দণ্ডাঘাত!

অতি মন্থনে উঠিছে গরল,
বিশ্বনাশী, তীব্র, তরল,
ত্রস্ত মথনকারি-সকল,
হেরি' গরলপাত;

ভগ্নবক্ষে সঞ্চর কর,
বুগ্‌ণে রক্ষ, শঙ্কর! হর!
সম্বর অতি দারুণ বিষ,
ঈশ! বিশ্বনাথ!

ইমন কল্যাণ—একতালা

খেয়া

যদি পার হ'তে তোর মন থাকে পথিক, যা রে,
খেয়াঘাটের পাট্‌নি এসেছে।
কা'রও কাছে নেয় না কড়ি, এমনি গুণের মাঝি,
কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, সবার উপর রাজি গো।

নাম শুনেছি "দয়াল মাঝি," কেউ জানে না বাড়ি;
ঝড় বাতাসে ডর করে না জমায় সোজা পাড়ি গো।
সার কাঠের সেই অক্ষয় বজ্‌রা, চলে আপন বলে,
যে দিক থেকে বাতাস উঠুক, সোজা যাবে চ'লে গো।
যদি, বেলাবেলি ঘাটে যাবি, হাল্‌কা হ'য়ে চ'লবি;
খুলে ফেল্ তোর পায়ের বেড়ি, ফেলে দে
তোর ত'ল্‌পী গো।

'সোনার কমল ভাসালে জলে'—সুর

'হবে, হ'লে কায়া বদল'

যে পথে, মরা ছেলে, যাচ্ছে নিয়ে শ্মশানঘাটে
দিয়ে 'হরিবোল'।
সেই পথে, আস্‌ছ নিয়ে, বিয়ে দিয়ে, ছেলে আর বউ,
বাজিয়ে রে ঢোল!
যে পথে হরিপ্রেমে, নেচে-গেয়ে, যাচ্ছে ভক্ত,
বাজিয়ে রে খোল;
সেই পথে, শুঁড়ির বাড়ি, তাড়াতাড়ি, যাচ্ছে রে, মন,
আচ্ছা পাগল!
যে পথে, বিষয়ত্যাগী প্রেমবিরাগী, আসছে কাঁধে
ফেলে কম্বল;
সেই পথে, টেড়ি কেটে, চেন ঝুলিয়ে, যাচ্ছে, হাতে
মদের বোতল!
ওরে, গীতাপাঠের সভায় কার কি, ক'রবে চুরি,
ভা'বছ কেবল;
কান্ত কয়, আর ব'লো না, আর হ'লো না, হবে হ'লে,
কায়া-বদল।

'বাঁশের দোলাতে উঠে'—সুর
বাউল—গড় খেমটা

দ্বন্দ্ব রাহিত্য*

সংকীর্তন

ভেদ বুদ্ধি ছাড় 'দুর্গা', 'হরি', দুই তো নয়,
একেরি দুই পরিচয়।
কালী, দুর্গা, হরি, কৃষ্ণ,
একই ব্রহ্মশাস্ত্রে কয়,
শাক্ত হ'লে হরি-দ্বেষী
তার যে ভজন বিফল হয়।
আবার, হরি-ভক্ত, শাক্তে হিংসা
ক'রলে অনন্ত নিরয়,
শাক্ত, দে ভাই 'হরি-ধ্বনি',
বৈষ্ণব, বল 'কালীর জয়'।
যেমন, জলকে বলে কেউ বা 'পানি',
কেউ বা 'বারি', কেউ বা 'পয়'।
তেমনি, নামের মাত্র ভেদ বটে ভাই;—
সবাই নিত্য-ব্রহ্মময়।
যেমন, আধার ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন
নাম ধরে এক জলাশয়;
বিল, নদী, খাল, কুণ্ড, দামস,
জল সবি এক জলই রয়।
যে জন 'দুর্গা' ত্যজে, হরি ভজে,
'হরি' ফেলে, 'কালী' লয়,
তারে দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, হরি,
সব দেবতাই নারাজ হয়।
এক হ'য়ে যাও মনে মুখে
এক প্রেমে বাঁধা হৃদয়;
কালীপ্রীতে বল 'হরি',
থাকবে না আর শমন ভয়।

---

*১৩১২ সালে গ্রন্থকার তাঁহার জন্মপল্লীর নাতি-দূরস্থ গ্রামে গিয়া দেখেন যে শাক্ত ও বৈষ্ণদিগের মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে; এক দলের লোক অন্য দলের উপাস্য দেবতার কুৎসা করিতেছে। গ্রন্থকার এই সঙ্গীত রচনা করিয়া সংকীর্তন করিয়াছিলেন।

(আবার) কৃষ্ণপ্রীতে ব'ল্লে 'কালী'
'কৃষ্ণ কালী' হন সদয়;
ঝগড়াঝাঁটি যাক্ রে মিটে
বল 'কৃষ্ণ কালীর জয়'।

প্রলয়

এ বিশ্ব, একের বিকার, সব একাকার,
হবে, দেখ বিচার ক'রে।
রবে না, উষ্ণ শীতল, রক্ত তরল,
বক্র সরল চরাচরে,
থাকবে না, উপর নিচু, আগা পিছু,
ব'লে কিছু, জ্ঞান গোচরে।
রবে না, মাস কি বছর, দণ্ড প্রহর,
বার কি বাসর, আগে পরে;
ডুব্‌বে রে, সন্ধ্যা সকাল, কাল কি অকাল,
আজ কিবা কাল কাল-সাগরে।
উঠ্‌বে না চন্দ্র, তপন, সোনার বরণ,
ঐ গ্রহ-গণ, গগন ভ'রে;
ঐ সাধের, উদয় অস্ত, সব নিরস্ত,
নিখিল ব্যস্ত, একের তরে।
ওরে ভাই, নীল, কি লোহিত, পাটল, কি পীত,
আর না মোহিত, ক'রবে নরে;
র'বে না, কোনও শব্দ, নিখিল স্তব্ধ,
রইবে সবে তো, মৌন-ভরে।
থাকবে না, ভাল মন্দ, তর্ক সন্দ
হিংসা দ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে,
রইবে না কর্তা কর্ম, ধর্মাধর্ম,
মৃত্যু জন্ম, জীব ও জড়ে।
কান্ত কয়, গড়েছে যেই, ভাঙ্গবে নিজেই
সৃষ্টি বীজেই, মৃত্যু ধরে;
চির দিন, এমনি তাকে, হাট্‌টি লাগে,
সেই তা' ভাঙ্গে, আবার গড়ে।

বাউলের সুর—গড় খেমটা

অবাক্ কাণ্ড

ভাব্ দেখি মন, কেমন ওস্তাদ সে,—
যে, এই দিন দুনিয়া গ'ড়েছে!

বলিহারি, কি বন্দোবস্ত!
অবাক্ হ'য়ে চেয়ে আছে, পণ্ডিত সব মস্ত;
তারা হা ক'রে ঐ দেখছে ব'সে রে,—
কি কাণ্ড হ'চ্ছে আকাশে!

চাঁদ করে, ভাই, মোদের প্রদক্ষিণ,
সূর্যি ঠাকুর বে'ড়ে ঘুরি আমরা রাত্রি দিন;
(আবার) সূর্যি ঘোরেন কার চার্দিকে রে,—
জিজ্ঞেস কর্ বৈজ্ঞানিকে।

সেই বা কেমন মজার ঘুরণ পাক,
পথ ছেড়ে এক ইঞ্চি যায় না, তার এমনি হাতের তাক্;
(আবার) পাকে পাকে রাস্তা এগোয় রে,—
তাবো, সময় বেঁধে দিয়েছে।

বল্ দেখি এই সৌর পরিবার,
এদের, খেলার প্রাঙ্গণ ঈথার-সিন্ধু কয় যোজন বিস্তার?
তবু, ওটা অসীম শূন্যের ক্ষুদ্র অণু রে,
বল্, কার খবর বা কে রাখে?

আলো, এক নিমেষে লক্ষ যোজন ধায়;
আবার, আট মিনিটে সূর্যি হ'তে ধরায় পৌঁছে যায়;
এমন, তারা আছে কত কোটি রে,
যাদের, আলো আসে তিন মাসে!

আবার এমন তারা কতই আছে, ভাই,
যাদের আলো, হাজার বছর রাস্তায় আছে,
আজো পৌঁছে নাই!
এখন, বলুন, দেখি পণ্ডিতের গোষ্ঠি,
তারা আছে রে কত দূরে!

কান্ত বলে, বুঝবি আর কিসে,—
ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে হারিয়ে যায় দিশে;
প্রতি অণু হ'তে সূর্য-মণ্ডল রে,—
কি সূতোয় সে গেঁথেছে!

বাউলের সুর—তাল কাহারবা

আশায় ছাই

আমি ভেবেছিলাম তোমায় ডাক্‌ব পরে,
আগে, প'ড়ে শুনে নিয়ে বুদ্ধি পাকাই;
আমি প'ড়লাম কত এই বয়সে,
আহা, খরচ ক'রে বাবার কত টাকাই।

আমি, খেতাব পেলাম মস্ত লম্বা,
জ্ঞান তো হ'ল অষ্টরম্ভা,
আমি গিল্‌লাম কত ধর্মতত্ত্ব,
এ পেট ভ'র্‌ল না রে, সার হ'ল শুধু চাখাই।

আমি নিজের মনকে দিয়ে ফাঁকি,
ভাবলাম এবার তোমায় ডাকি,
(ওগো) অমনি বাবা দিলেন বিয়ে,
তখন, সুন্দর দেখি যখন যে দিকে তাকাই।

তখন, বধূ ব'স্‌লেন হৃদয় জুড়ে,
তোমায় ফেল্‌লাম কোথায় ছুঁড়ে,
তোমার আসন বউকে দিয়ে,
তার রাতুল পদে, কতই যে তেল মাখাই।

তখন শুরু হ'ল জীবের জন্ম,
এঁটে গেল সংসারধর্ম,
আর, খরচ চ'ল্‌লো বেজায় বেড়ে,
তবু মিথ্যে ক'রে যে কতই আসর জাঁকাই!

তখন ছেলের পড়া, মেয়ের বিয়ে,
ব'য়ে চ'ল্‌লো কল্‌কলিয়ে,

তাইতে ভেসে গেল ধর্ম্মের কোঠা,
সে তো পূরল না রে, র'য়ে গেল সেটা ফাঁকাই।

ভাবি, এই মেয়েটার বিয়ে হ'লে,
গয়া কাশী যাব চ'লে,
ও বাবা আবার একটি দিলেন দেখা!
কর্ম্মের ফের্‌টা বোঝো, ঘু'র্‌ছে এমনি চাকাই।

আর কত সয় তাড়াহুড়ো,
এখন তো অথর্ব বুড়ো,
কেবল খু'ল্‌ল না, হরি, তোমার দিক্‌টে,
তুমি দেখছ তো সব, র'য়ে গেল সেটা ঢাকাই।

মিশ্র বারোয়াঁ—গড়খেমটা

বিবিধ সঙ্গীত

সান্ত্বনা-গীতি*

উদাস পরাণে কেন বিজনে বসিয়া আর?
ছিল, আছে, হবে, বল কোন্ দ্রব্যে অধিকার?
বিশাল জগতী তলে, প্রতি পলে অণুপলে,
কীট হ'তে গ্রহরাজি—জন্মে, মরে, শতবার।
কোন্ বিধানে জনমে, মরে বা সে কি নিয়মে,
জানে বা কে, বোঝে বা কে
রোধে বা কে, সাধ্য কার?
শুধু ভ্রান্তি এ মমত্ব—কোথায় নির্ব্বূঢ় স্বত্ব?
দুদিনের তরে শুধু—ন্যাসমাত্র বিধাতার।
মোহ মুক্ত কর দৃষ্টি, তুমি তো করনি সৃষ্টি,
যার ধন সেই লয় তবে কেন হাহাকার,
আজ্ঞা কর সমীরণে স্থির হ'তে সে কি শোনে?
(চাহ) চাঁদে রৌদ্র, সূর্যে সুধা, কিংশুকে সৌরভভার!
একা আসে যায় একা, পথে দুদিনের দেখা,
ছায়াতে বস্তুত্ব জ্ঞান, এ নহে পুরুষকার।
মুছিয়া সজল-নেত্র, হের তব কর্ম্মক্ষেত্র,
কেন হবে, লক্ষ্যহারা, মহারাজ! কে তোমার?

মিশ্র গৌরী—ঝাঁপতাল

বিদায় সঙ্গীত**

প্রভাতে যাহারে হৃদয় মাঝারে
আদরে বরিয়া আনি;
আঁধার নিশায় কোথা সে মিশায়
ভাঙ্গিয়া হৃদয়খানি;
আশা-নিরাশায় ব্যথিত পরাণ;
রুদ্ধকণ্ঠে বিদায়ের গান
অশ্রুসিক্ত, বেদনালিপ্ত;—
—দুখে নাহি সরে বাণী।

---

* মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জামাতৃ-বিয়োগ উপলক্ষে রচিত।

** রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত।

তোমার প্রতিভা, তব গুণপনা,
এ জীবনে প্রভু, কভু ভুলিব না,
জানিনে আমরা তোমার আদর—
—কেবল কাঁদিতে জানি।
লহ এ মুগ্ধ হৃদয় অর্ঘ্য,
ভুলো না তোমার সেবকবর্গ,—
শুষ্ক এ অভিনন্দনমালা—
ছিন্ন ক'রো না টানি।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

নবীন উদ্যম*

দীন নিঝর, ক্ষীণ জলধারা
ঝরে ঝর ঝর গিরি-অরণ্যে;
কে করে সন্ধান, অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
অতিশয় তুচ্ছ, অতি নগণ্যে!
অতিক্রমি' যবে পাষাণের স্তূপে,
নেমে আসে ভীম-স্রোতস্বতী-রূপে,
প্লাবি' দুই কূল;—এ বিশ্ব ব্যাকুল
ছুটে আসে, ল'য়ে পিপাসা-দৈন্যে।
ক্ষুদ্র বীজ যবে হয় অঙ্কুরিত,
ভঙ্গুর, পেলব, ক্ষুদ্র, সঙ্কুচিত,
ক্রমে মহাবৃক্ষে হ'য়ে পরিণত,
ফল, পুষ্প, ছায়া, বিতরে অন্যে।
যদিও এ বাহু নহে কর্ম-ক্ষিপ্র,
তথাপি উদ্যম অবিচল, তীব্র,
বাধা পদে দলি, ধীরে যাও চলি',
বিপদে, সম্পদে স্মরি' শরণ্যে।

পূরবী-—একতালা

* পুঠিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে রচিত।

উৎসাহ*

সাঁঝে, একি এ হরষ কোলাহল!
নীল-গগন-তলে, তরল জ্যোতি জ্বলে,
ঢালি' এ হৃদয়ে, সুধা-লহরী বিমল।
তন্দ্রা ত্যজিয়া, উঠ, অলসতা পরিহরি',
তোরা না জাগিলে আর পোহাবে না বিভাবরী,
চাহি 'খনা', 'লীলাবতী', তাই তোরা হ'য়ে, সতি,
স্তন্য-বিবেক পান করা অবিরল।
লক্ষ্মী-রূপিণী তোরা, দেবতা তোরাই মা গো,
সে দিন ভাঙ্গিবে ঘুম, যে দিন বলিবি 'জাগো';
তোদের প্রফুল্ল মুখ, দেখে ভ'রে ওঠে বুক,
মনে হয়, নভো বুঝি হ'ল নিরমল।
তোদের যতন শ্রম, শুধু আমাদেরি তরে,
শৈশবে সুশিক্ষা দিয়ে, লইতে মানুষ ক'রে।
আহা, যেন তাই হয়! হোক্ মা তোদের জয়,
তোদের কুশলে হবে মোদের কুশল!

'নিপট কপট তুঁহু শ্যাম'—সুর

প্রীতি-অভিনন্দন**

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়)

শারদ-শশি-রুচির-বরণ, সজ্জন-চিত-কুমুদ-রমণ,
সুন্দর, মনো নন্দন, জন-বন্দন, অধিরাজ।
বিকশিত-সুখ-কুসুম-পুঞ্জ-রাজিত-নব-প্রেম-কুঞ্জ,
যুগল-প্রণয়-অমৃত ভুঞ্জ, মুগ্ধ বিফল লাজ।
আজি, জ্ঞান-ভকতি মিলিল রঙ্গে,
সিদ্ধি মিলিল ভজন সঙ্গে,

* পুঠিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে রচিত।

** পুঠিয়ার রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেশনারায়ণ রায় বাহাদুরের শুভ পরিণয় উপলক্ষে রচিত।

মিশিল তটিনী সুখ-তরঙ্গে,
শান্ত-সিন্ধু-মাঝ,—
প্রণয়ি-যুগল-কুশল-দাত্রী, প্রেম-গীতি-মুখর-রাত্রি!
নব-জীবন-জলধি-যাত্রি, হরষে কর বিরাজ!

বেহাগ—একতালা

বিদ্বন্মণ্ডলীর অভ্যর্থনা*

স্বস্তি! স্বাগত! সুধী, অভ্যাগত, জ্ঞান-পরব্রত,
পুণ্য-বিলোকন;
বিদ্যা-দেবী-পদ-যুগ-সেবী, লোকনিরঞ্জন,
মোহ-বিমোচন।
লহ সবশাস্ত্র-বিশারদ্‌বর্গ,
দীন-কুটিরে প্রীতির অর্ঘ্য;
দেব-প্রভাময়-অতিথি-সমাগমে, জীর্ণ উটজ, মরি,
আজি কি শোভন!
হে শুভ-দরশন, ভারত-আশা!
মুগধপ্রাণে নাহিক ভাষা;
ধন্য, কৃতার্থ, প্রসন্ন, বিমোহিত, দীন হৃদয় লহ,
হৃদয়-বিরোচন!

মিশ্র রামকেলী—কাওয়ালী

বাণী-বন্দনা**

তিমিবনাশিনী, মা আমার!
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ-কমল ধরি',
চিন্ময়ীমূরতি অখিল-আঁধার!

নিন্দি' তুষার-কুমুদ-শশি-শঙ্খ,
শুভ্র-বিবেক-বরণ অকলঙ্ক,
মুক্ত-শূন্য-ময়, শ্বেত রশ্মি-চয়,
দূর করে তমঃ-তর্ক-বিচার।

---

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী-অধিবেশন উপলক্ষে রচিত
* তদেব।

ওই করিল করুণাময়ী দৃষ্টি,
সম্ভব হইল জ্ঞানময়ী সৃষ্টি;
আদি-রাগ-ধর, বীণ-সুধা-স্বর,
জাগ্রত করিছে নিখিল সংসার।

কালিদাস-ভবভূতি, মহাকবি,
বাল্মীকি, ব্যাস, ভাগবত ভারবি,
ও পদ-ধূলি-বলে, লভিল ধরাতলে,
অক্ষয় কীর্ত্তি পরম সৎকার।

জ্যোতিষ-গণিত-কাব্য-শুভ-হস্তে!
ভগবতি! ভারতি! দেবি! নমস্তে!
দেহি বরপ্রদে! স্থানমভয় পদে,
ত্বরিতে দূর কর মোহ আঁধার।

'নিপট কপট তুঁহু শ্যাম'—সুর

জ্ঞান*

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান সেব্য, জ্ঞান পুরুষকার,
জ্ঞান কুশল-সার;
জ্ঞান ধর্ম, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অমৃত-ধার;
জড় জীবন যার, অলস অন্ধকার,
জ্ঞান বন্ধু তার।
ঐ মত্ত বিপুল নীর, চঞ্চল, সুগভীর,
ঊর্মি চির-অধীর, কোথায় ভরসা-তীর?
মুগ্ধ জড়ধী, মোহ-জলধি, কেমনে হইবে পার?
সান্ত্বনা কোথা আর? শরণ লইবে কার,
বিনা জ্ঞান-কর্ণধার?
ঐ মুক্ত-ব্যোমময় জ্ঞান ব্যাপিয়া রয়,
শূন্যে গ্রহনিচয়, ঘোষে জ্ঞান-জয়!
জ্ঞান ঊর্দ্ধে, মধ্যে. নিম্নে, জ্ঞান নিখিলাধার,
জ্ঞান সৃজন-দ্বার জ্ঞান স্থিতি-ভাণ্ডার,
জ্ঞানে লয়-সংহার।

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী-অধিবেশন উপলক্ষে রচিত।

হের, বিশ্ব-কুসুমবন, করি ফুলে ফুলে বিচরণ,
ওহে জ্ঞান-মধুপগণ, কর, জ্ঞান-মধু আহরণ,
করহ পান, করহ দান, যুগে যুগে অনিবার,
জ্ঞান-চরণে তাঁর দেহ জ্ঞান উপহার,
লভ, মুকতি-পুরস্কার।

'কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে'—সুর

বিদায় সঙ্গীত*

সুখের হাট কি ভেঙ্গে নিলে?
মোদের মর্মে মর্মে রইল গাঁথা,
(এই) ভাঙ্গা বীণায় কি সুর দিলে!
দুঃখ দৈন্য ভুলে ছিলাম,
ডুবে আনন্দ-সলিলে;
(ওগো) দুদিন এসে দীনের বাসে,
আঁধার ক'রে আজ চলিলে।
(মোদের) কাঙ্গাল দেখে দয়া ক'রে
নয়নধারা মুছাইলে;
(আমরা) জ্ঞান-দরিদ্র দেখে বুঝি,
দুহাতে জ্ঞান বিলাইলে!
(এই) শ্রেষ্ঠ দানের বিনিময়ে,
কি পাইবে ভেবেছিলে?
(ওগো) আমরা ভাবি দেবতা তুষ্ট,
প্রীতিভরা প্রাণ সঁপিলে।
পাওনি যত্ন পাওনি সেবা,
কষ্ট পেতে এসেছিলে।
(মোদের) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা ক'রো সবাই মিলে।
কি দিয়ে আর রাখ্‌বো বেঁধে,
রইবে না হাজার কাঁদিলে।
(শুধু) এই প্রবোধ যে হর্ষবিষাদ,
চিরপ্রথা এই নিখিলে!

প্রসাদী সুর

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী-অধিবেশন উপলক্ষে রচিত

সমাজ

তোরা ঘরের পানে তাকা;
এটা কফ্‌ভরা রুমালের মত,
বাইরে একটু আতর মাখা।
বহুশাস্ত্র বারিধি, কালাচাঁদ বিদ্যেনিধি,
নিবারণ মাইতির সঙ্গে কচ্ছেন তর্কফাঁকা,
মাইতি বলে, 'মুরগী ভাল,' শাস্ত্রী বলে, 'ধর্ম গেল,'
(আবার) আঁধার হ'লে দুজন মিলে,
হোটেলে হ'লেন গা ঢাকা!
অথর্ব বুড়োর সনে, সাত বছরের ক'নে
বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা;
(আবার) এমনি কিছু মোহ তস্কার,
যে দু'শ শাস্ত্রী, বিদ্যালঙ্কার,
সেই বিয়ের মন্ত্র পড়ায়,
উড়িয়ে টিকি জয়-পতাকা!

না যেতে বাসি-বিয়ে, মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে,
মোছে কপালের সিঁদুর, ভাঙ্গে হাতের শাঁখা;
(তখন) মিলে সব শাস্ত্রীবর্গ, হেসে করান বৃষোৎসর্গ,
মেয়েটির একাদশীর সুব্যবস্থা করেন পাকা।
সে একাদশীর রেতে, মরে জল পিপাসেতে
বোকা বাপ্ দাঁড়িয়ে দেখে, মাথায় হাঁকায় পাখা;
(আবার) ব'সে সেই মেয়ের পাশে, অন্ন গেলে গ্রাসে গ্রাসে,
সমাজে নাই চেতনা, অন্ধ, বধির, মিথ্যে ডাকা।

পাড়াগাঁয় দলাদলি, শুধু কানমলামলি,
'ভাইপো'কে রাগের চোটে, শালা বলেন কাকা;
(আবার) পেলে একটু দোষের গন্ধ, অমনি ধোপা-নাপিত বন্ধ,
এঁরাই আবার সভায় বলেন,
'উচিত মিলে-মিশে থাকা!'

পুরোহিত পুজোয় ব'সে মন্ত্র আওড়াচ্ছে ক'সে,
গায়েতে নামাবলী, প্রাণে লুচির ঝাঁকা;
(আবার) বাইরে ব'সে নব্য হিন্দু, গণ্ডূষ কচ্ছেন মদ্যসিন্ধু,
ধর্মে বিশ্বাস নাই একবিন্দু,
শুধু কৌলিক বজায় রাখা।

কান্ত কয় কইব কত, এরাই দেশহিতে রত,
এটা যে গাড়ির মত, কাদায় ডুব্‌ল চাকা,
এরা, ঘুমিয়ে ছিল উঠলো জেগে,
চাকা টানতে গেল লেগে,
মরণের জন্যে যেমন কুম্ভকর্ণের হঠাৎ জাগা!

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

পতিত ব্রাহ্মণ

আমরা ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ায় না মাথা,
কে আছে এমন হিন্দু?
আমাদেরই কোনও পূর্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।
গিরি গোবর্ধন ধরে ছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংসে,
তার বক্ষে যে লাথি মারে, সে যে জন্মেছিল এ বংশে;
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে, সে কথা আবার কইতে?
আগেকার মত মুখ দিয়ে আর বেরোয় না বটে আগুন,
(কিন্তু) কথার দাপটে এ দুনিয়া মারি,
সাহস থাকে তো লাগুন!
যদিও এখন অভিশাপ দিয়ে ক'ত্তে পারিনে ভস্ম;
(কিন্তু) হাওয়াই তর্কে গিরি উড়ে যায়,
তোমার আবার কস্য?
(কোরস্‌) বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

পৌরোহিত্য ক'রে থাকি আর করি মোরা গুরুগিরি হে;
(আর) নরক হইতে দু'হাত তুলিয়া দেখাই স্বর্গের সিঁড়ি হে;
অনুস্বার আর বিসর্গের যোগে বাজাই এম্‌নি আখ্‌ড়াই,
(যে) যজমান, আর শিষ্যবর্গে, বেমালুমভাবে পাক্‌ড়াই;
(কোরস্‌) বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

যদিও করেছি চটির দোকান, ঠেল্‌ছি বেড়ি ও হাতাটা,
(কিন্তু) টিকিটি শুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা;
মদ্‌টা আস্‌টা খাই, মাঝে মাঝে পড়েও থাকি গো খানাতে,
(আর) ব্রাহ্মণ ব'লে চিনিতে না পেরে
ধরেও নে' যায় থানাতে।
(কোরস্‌) কিন্তু এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

যদিও ভুলেছি সন্ধ্যা ও গায়ত্রী, জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা,
(কিন্তু) ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে?
সোজা কথাটা বুঝিতে পার না?
টুক্ ক'রে ঢুকে চাচার হোটেলে খাই নিষিদ্ধ পক্ষী,
(আর) ভোরে উঠিয়া গীতা নিয়ে বসি.
বাবা বলে—'ছেলে লক্ষ্মী';
(কোরস্) বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

চুরি কি ডাকাতি, খুন কি জখম, যা'খুশি দু'হাতে ক'রে যাই;
পক্ষী তো ভাল, রাস্তায় যদি আস্ত "—" টা ধরে খাই;

আমরা হচ্ছি জেতের কর্তা, আমাদের জাত নিবে কে?
(এই) স্বার্থের পাকা-বেদীর উপরে গলা টিপে মারি বিবেকে।
বাবা, এখনো ঝুলছে ব্রহ্মণ্য তেজের Leyden jar-এ পৈতে;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে সে কথা আবার কইতে?

মিশ্র ইমন কল্যাণ—একতালা

নব্যা নারী

জেনে রাখ, ভায়া, নারী এল ভবে কি কাজ সাধিতে;
ওরা জমা বেঁধে নেয় সংসার জমি,
চষে নাক কভু আধিতে।
সৃজিতে নয়ন-সলিল-বন্যা,
প্রসব করিতে পুত্র-কন্যা,
(আর) শত বন্ধনে পুরুষ গরুকে
মায়ার খুঁটোয় বাঁধিতে।

পরিতে পার্সি সাড়ি, সিমলাই,
বোম্বাই, বারাণসী গো,
পরিতে সোনা ও হীরের গহনা,
গাঁথা যাহে তারা শশী গো;
মোদের খরচে এ সব কার্য
সাধিতে হইবে, তা অনিবার্য;
'জবাকুসুম' ও 'কুন্তলীনে'
চিকুর-কলাপ বাঁধিতে।
বিগ্রহে, কাক-ময়ূর-কণ্ঠা,
সন্ধিতে, পিক পাপিয়া;

সন্ধি-সমরে, খেতে ছোলাভাজা,
মোদের স্কন্ধে চাপিয়া।
না হয় আমরা ভাল বাসিব না,
করিতে আসেনি, ছি, ছি, দাসীপনা;
খাইতে আসেনি মোদের বকুনি,
কিম্বা হেঁসেলে রাঁধিতে।

কষ্ট করিয়া কোমল শরীরে,
কি হেতু শিখিবে বিদ্যা?
নিত্য মুখরা বাক্যবাদিনী
ওদের সহজ-সিদ্ধা।
যামিনী-শয়নে হ'লে বিলম্ব,
শয্যাপার্শ্বে বিষম লম্ব
হয়ে নিরুপায়, ও হতভম্ব,
পায়ে ধ'রে হয় সাধিতে।

না করিতে এক পয়সা উপায়,
অনটন হোক হাজারি;
না ধরিতে নিজ পুত্র কন্যা,
মেয়ে যেন কোনও রাজারি।
হাসিয়া করিতে মোদের ধন্য,
রাগিয়া মলিতে মোদের কর্ণ,
(আর) ছুতোনাতা নিয়ে, অভিমান ক'রে
মোদের মর্মে 'ঘা' দিতে।

বেহাগ—একতালা

মোক্তার

আমরা, মোক্তারি করি ক'জন,
এই, দশ কি এগার ডজন,
কিন্তু, সংখ্যার অনুপাতে আমাদের
বড্ডই কম ওজন।

পরি, চাপকান তলে ধুতি,
যেন, যাত্রার বৃন্দেদূতী;
আমরা, দৌত্যকর্মে পটু তারি মত
জানি রসিকতা স্তুতি।

যত, ভাইসাহেব মক্কেল,
তাদের কতই যে মাখি তেল,
আর, দু'আনা, চার আনা ছ'আনায়, করি
সরষে কুড়িয়ে বেল।

যত, নিরক্ষর চাষাগুলো,
প্রায় দিয়ে যায় কলা মুলো,
দেখ, ক'রে তুলিয়াছি প্রায় একচেটে
চাচাব চরণ ধুলো।

কত মিষ্টি কথায় মাতিয়ে,
আব, ধর্ম-কুটুম পাতিয়ে,
ঐ, লম্বা দাড়িতে হাতটি বুলিয়ে
যা থাকে নেই হাতিয়ে।

করি, জামিনের ফিস্ আদায়,
কভু আসামীটে গোল বাধায়,
ঐ, বিচারের দিনে হাজির না হ'য়ে
হাসির দ্বিগুণ কাঁদায়।

ঢের বাঁধা ঘর আছে বটে,
কিন্তু বলা ভাল অকপটে,
যে বছরের শেষে পূজোর সময়,
মাইনে চেলেই চটে।

দু'টো ইংরেজী কথাও জানি,
শুধু ভুলেছি Grammar খানি,
এই 'I goes', 'he come', 'they eats' বেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি।

ব'লি, Your honour record see,
What, প্রমাণ against me?
এই doubt's benefit all court give
হুজুর not give কি?

কারো টাকা যদি পড়ে হাতে,
বড় নগদ রয় না তাতে,
আমরা জমা খরচেই সব সেরে দেই
পণ্ডিত ধারাপাতে।

বলি "মা'ত্তে দেখিনি কিরে?
বেটা কান দুটো দেবো ছিঁড়ে,
বল্, নিজের চক্ষে মা'ত্তে দেখেছি
দশ বারজনা ঘিরে।"

(রাখি), জমা খরচটা মস্ত
তাতে এমনিতর অভ্যস্ত,
বাজেয়াপ্তিতে জলকেটে নেয়,
দুগ্ধে পড়ে না হস্ত।

এখন, ভার হইয়াছে বসত,
প্রায় বন্দ হয়েছে রসদ,
মক্কেল, হাকিম, গিন্নি, চাকর,
সব মনে করে অসৎ।

গোপনে দিয়েছি খেয়েছি কত,
সাক্ষী শিখিয়েছি অবিরত,
(এ হাতে) দোষীর মুক্তি, নিরপরাধীর
জেল হ'য়ে গেল কত!

সদর খাজানা না দিয়ে,
(ও সে) টাকাটা গোপনে হাতিয়ে,
নিলাম করিয়ে নিজে কিনে নেই
গরীব মালিকে কাঁদিয়ে।

আর বেশি দিন কই বাকি?
শুনেছি, সেখানে চলে না ফাঁকি;
আমরা শিখিয়েছি কত দোষীর জবাব,
মোদের জবাবটা কি?

'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক' ভাই'—সুর

ডাক্তার

দেখ, আমরা হচ্ছি পাশ করা,
ডাক্তার মস্ত মস্ত;
ঐ Anatomy, Physiologyতে
একদম সিদ্ধহস্ত।

আমরা ছিলাম যখন students,
ঐ Medical jurisprudence,
এই Poetryর মতন আউড়ে যেতাম;
ভেবো না impudence,
And, that hellish cramming system,
was but all for good ends.
আমরা M.B. কিম্বা M.D. কিম্বা L.M.S.
V.L.M.S.
And as a rule, we take as medicine
Vinum galicia, more or less.

আমরা, ব'লে দিতে পারি, তোমার,
দেহে ক'খানা হাড়।
করি spinal cord আর wisdom tooth-এর
সম্বন্ধ বিচার।
আর ঐ, পচা পোকাপড়া,
হাতে, ঘেঁটেছি কত মড়া,
যখন দ'মে যেতাম, দেখে, সেটা
কি সব দ্রব্যে গড়া,
তখন, এক peg whisky টেনে নিয়ে,
মেজাজ কর্তাম চড়া।
আমরা M.B কিম্বা M.D. ইত্যাদি।

ঘেন্না ফেন্না নাই আর আমাদের,
হয়েছি মুচি নাকা,
তোমার মূত্র বিষ্ঠা ঘাঁট্‌তে পারি, দাদা,
পেলে নূতন টাকা;
রোগটা বুঝি বা না বুঝি,
আগে, দর্শনী ট্যাকে গুঁজি,
দেখ, stethoscope আর thermometer,
আমাদের প্রধান পুঁজি;
রোগের, description শুনে, prescription করি,
অমনি সোজাসুজি;
আমরা M.B. কিম্বা M.D. ইত্যাদি।

তোমার ছেলে অক্‌কা পেলে,
আমার কি আর তাতে;

কিন্তু অষুধের bill-টে আসবেই আসবে
প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রাতে,
তুমি, হাজার মাথা ঠোকো,
আর, দেবো না বলে রাখো,
Billটা, ভিমবুল-মাফিক তেড়ে ধ'রবে,
জলে বা গর্তে ঢোকো,
তা, হও না তুমি কিস্‌মত মণ্ডল,
হও না Admiral Togo;
আমরা M.B. কিম্বা M.D. ইত্যাদি।

Medical certificate-এর জন্যে
এলে ধনী কেহ,
ঐ, জলপানি কিঞ্চিৎ হাতিয়ে, ব'লে দেই,
"অতি রুগ্‌ণদেহ,
আমার চিকিৎসার নিচে আছেন,
জানিনে মরেন কিম্বা বাঁচেন,
এঁর ব্যারাম ভারি শক্ত, ইনি
হাই তোলেন আব হাঁচেন;
আর কষ্ট হলেই কাঁদেন, আর
আহ্লাদ হলেই নাচেন;
আমরা M.B. কিম্বা M.D. ইত্যাদি।

দেখ্‌লে, compound fracture, simple fracture,
tumour কিম্বা sore;
বা ফুর্তিতে, লেগে যাই, তখন
দেখে নিও ছুরির জোর;
এই সিদ্ধ হস্তে কেটে,
দি, আঙ্গুল দিয়ে ঘেঁটে,
আমরা পরের গায়ে ছুরি চালাই
অতি ভয়ঙ্কর রেটে,
আর ঐ operation ব্যাপার আমরা
করেছি একচেটে!
আমরা M.B. কিম্বা M.D. ইত্যাদি।

মিশ্র ইমনকল্যাণ—একতালা

পরিণয়াভিনন্দন

(মধু) মঙ্গল-গোধূলি-পরিণয়-উৎসব
—দরশনে আকুল প্রাণ,
আইল ঋতুপতি কুসুমমাল্য লয়ে
স্নিগ্ধমলয়, পিকতান।
এ শুভ মধুর প্রদোষ,
(তব) ভাগ্যগগনে, আজি, উদিল শুভগ্রহ
পূর্ণবিমলপরিতোষ;
আশীর্বাদ করিছে মুহুঃ বরিষণ,
শিরে তুলি লহ দেবদান।
দুঃখ দৈন্য সব দূর;
লক্ষ্মীস্বরূপিণী আন গৃহে, ধন
ধান্যে হইবে ভরপুর,
বিশ্বনাথপদে প্রণম ভক্তিভরে,
বল 'জয় করুণানিধান''।

'ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ' --সুর

বিদায়-অভিনন্দন*

তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া?
পুত্রকল্প প্রিয়শিশুদলে
যেতেছ আজি কি বলিয়া?

মোরা ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
তোমার শুভ্র স্মৃতিটুকু ল'যে
যাব কি হে গৃহে ফিরে,

তব উপদেশ সুধাবাণী,
তব সৌম্যমূরতিখানি,
আজি বিদায়ের দিনে, পুণ্যকিরণে
উঠিছে হৃদয় জ্বলিয়া।

আজি, কি দিয়া শুধিব ঋণ হে,
মুগ্ধপ্রাণের প্রীতিটুকু ছাড়া,
কি আছে? আমরা দীন হে!

কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত

তুমি কীর্তিবিমানে চড়িয়া,
যশের মুকুট পরিয়া,
দীর্ঘজীবন লভ, সুখে থাক
যেও না মোদের ভুলিয়া।

'কেন বঞ্চিত হব চরণে'—সুর

সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার

চির-নিরানন্দ গেহে কি আনন্দ উপজিল!
বিষণ্ণ-আকুল প্রাণে কেবা শান্তি ঢালি দিল!
নিরাশার দ্বার খুলি, "উঠ মা, জাগো মা" বলি,
আনন্দ আহ্বানে কেবা জননীরে জাগাইল!
জ্ঞানের আলোক দিয়া, ভরিল আঁধার হিয়া.
দুখিনী মায়ের চির-আঁখি-বারি মুছাইল।
কে কোথা রয়েছ প'ড়ে, ছুটে এস ত্বরা ক'রে,
দেখ দয়াময় বিধি কিবা নিধি মিলাইল।

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা

সংস্কৃত ভাষা

শুনিবে কি আর?
আর্যের সে দেবভাষা নিত্য সুধাসার।
চতুর্বেদ শ্রুতি স্মৃতি, গায় যার যশোগীতি,
কবীন্দ্র বাল্মীকি ব্যাস, সুপুত্র যাহার;
যে ভাষায় বচি মন্ত্র, দর্শন পুরাণ তন্ত্র,
ক'রে গেছে কত নব সত্য আবিষ্কার।
ভারতে জনম ল'য়ে অশেষ লাঞ্ছনা স'য়ে,
অনাদর অযতনে, কি দশা তাহার!
দেববালা অঙ্গহীন, কি বিষণ্ণ কি মলিন!
হেরিলে পাষাণ প্রাণ কাঁদে না তোমার?
অমৃত আস্বাদ ভুলি, ধরেছ বিদেশী বুলি,
বিদেশে চাহিয়া দেখ সম্মান তাহার.
তোমার নিজস্ব ল'য়ে, পরে যায় ধন্য হ'য়ে,
ফিরিয়া না দেখ তুমি, হায় কি বিকার।

বেহাগ—আড়াঠেকা

দুর্ভিক্ষ*

অস্থিভূষণ মৃত্যুদানব
ভীম-নগ্ন-কপাল-মালী,
রুদ্র নেত্রে কি রোষ পাবক,
জ্বলিছে তীক্ষ্ণ মরীচি-শালী,
দুঃখ, দৈন্য, বিষম বুভুক্ষা,
প্রেত-প্রেতিনী সঙ্গে,
নাচে তাণ্ডবে, অট্ট হাসিছে
ভীম কর্কশ কি করতালি!
—জাগো জাগো বিলাস পরিহর,
ত্যজ সুকোমল শয়ন রে,
দৈত্য নাশিতে ডাক জননীরে
দৈত্য-হরণা শক্তি কালী।

বিজয়া—তেওড়া

কোন বন্ধুর অকালমৃত্যু উপলক্ষে

তবে কেন শোক,
যদি রে আনন্দময়, পুণ্য পরলোক?
যে দেশে গিয়াছে ভাই, সে দেশে বিষাদ নাই;
চিদানন্দ সুখস্রোতে চিরামৃত যোগ।
ভগবত ভক্তগণে, ভক্তিভরে হৃষ্টমনে,
হরিগুণ আলাপনে, হরে সদা কাল;
জনম মরণ তথা, অলীক স্বপন কথা,
নাহি অশ্রুজল, প্রিয়-সুহৃদ-বিয়োগ।
এড়ায়ে ভব-জঞ্জাল, গিয়েছ করেছ ভাল,
সংসারের দুঃখ জ্বালা, পাবে না তোমায়,
আমাদের অশ্রুজলে, যেন মন নাহি টলে,
চিরশান্তি মাঝে কর, নিত্যসুখ ভোগ।
কর, সখা, আশীর্বাদ, ঘুচে ভব পরমাদ,
তব পুণ্য-পথ বহি, যেন চ'লে যাই;

*উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত।

জীবনে কর্তব্য যাহা, সম্পাদন করি তাহা,
হরিনাম মহামন্ত্রে, নাশে ভব-রোগ।

বেহাগ—আড়াঠেকা

রুগ্‌ণের দুর্গোৎসব

মা কখন এলে, কখন গেলে?
এবার রোগের জ্বালায় পাইনি দেখতে
চরণ দুটি নয়ন মেলে!
কার বাড়ি অনাদর হ'ল, কার বাড়ি বা ভক্তি পেলে,
উপোস হ'ল কোথায় বল্, মা, প্রীতির অন্ন কোথায় খেলে?
ঘিয়ের লুচি ভোগ দিলে কে, কেবা ভেজে দিলে তেলে;
কার বাড়ি মা ফাউলকারি, ভোগ দিলে কে আতব চেলে?
কে দিলে, মা, শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ঢেলে,
কেবা মদ দিয়ে সহস্রধারায় মনের সুখে স্নান করালে?
নিন্দার ভয়ে কৌলিক রক্ষা কল্লে, মা, কোন্ সুবোধ ছেলে;
জাঁকজমক দেখালে কেবা ঝাড় লণ্ঠনে বাতি জ্বেলে?
কার পূজা বা নব্য মতে, কার পূজা নেহাৎ সেকেলে;
এ দারুণ দুর্দিনে হ'লি অন্নপূর্ণা কার হেঁসেলে?
কে দিলে মা বেলির কাপড়, দিশি তাঁতের বস্ত্র ফেলে,
কোন্ পুরুত তিন বাড়ির পূজা ক'রে বেড়ায় অবহেলে?
কোন্ পূজকের মুখে মন্ত্র, মন রয়েছে লুচির থালে,
আর কিছু বলুক না বলুক, 'ভো নম'টা বলেই বলে।
কান্ত বলে শোন্ মা, তারা আসছে বছর আবার এলে,
নাও যদি মারিস্ প্রাণে, এই অসুখগুলো পুষিস্ জেলে।

প্রাসাদী—সুর

মনোবেদনা

কোন্ অজানা দেশে আছ কোন ঠিকানায়,
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাস যে আমায়;
গোপনে যাওয়া আসা, ভালবাসা, চোখের আড়াল সব,
লোকদেখান নয় হে তোমার করুণা নীরব,
নয়নের সামনে থাক, দেখা নাহি যায়।

ভংলো—জলদ একতালা

অভ্যর্থনা

কোন্ সুন্দর নব প্রভাতে,
তুমি উদিলে ধরা জাগিল হে।
স্নিগ্ধমলয় বহিল মন্দ,
বনকুসুম—
তব বদনচুম্ব মাগিল হে!
দুখ নিমগনে, ধরাবাসিজনে,
আনন্দকিরণে ভাসিল—
মোহ-জলদ সরিল,—সবারি হৃদয়-
আঁধার টুটিল হে;
'জয়মঙ্গলরূপী নবরবি' রবে
সবে বন্দন গাহিল হে!
আবার—সান্ধ্যগগনে স্তিমিতকিরণে
চলিলে, নিভিল উজল ভাতি হে,
অস্ত, নিখিল ব্যস্ত, দিয়ে গেলে
দুখরাতি হে,
সবে ডুবিল ঘোর অন্ধতিমিরে
নিরাশায় চিত ভরিল হে!
আর কি কভু এ ভাগ্যগগনে
উদিবে করুণা করিয়া,
দাঁড়াও! সৌম্য মূরতি হেরি, এ
তৃষিত নয়ন ভরিয়া;
তব মিলনের ভয়ে বিরহ ভীতি
হৃদয় আকুল করিল হে।

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কোন প্রথিতনামা সাহিত্যসেবীর পরলোকগমন উপলক্ষে*

নিষ্প্রভ কেন চন্দ্র তপন,
স্তম্ভিত মৃদু গন্ধবহন,
ধীর তটিনী মন্দ গমন,
স্তব্ধ সকল পাখি।

* রাজসাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় গীত উদ্বোধন সংগীত। (দ্র. কান্তকবি রজনীকান্ত —নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ. ৫৪)

সজল করুণ যত নয়ান,
শুষ্ক মলিন নত বয়ান,
লক্ষ শোক নিহিত বক্ষে,
দুঃখ উঠিছে জাগি ॥
ত্যক্ত সকল সুখ-বিলাস,
উষ্ণ বিকল দুখ-নিশাস,
"হা বান্ধব" উঠিছে ভাষ,
অন্তর তল থাকি।
বৃদ্ধ যুবক অর্থী নিঃস্ব,
হা হা রবে পূরিল বিশ্ব,
শোক-মুগ্ধ নিখিল বঙ্গ,
সৌম্য হে তব লাগি।।

ঝিঁঝিট—একতালা

শেষ আশ্রয়

আর কি ভরসা আছে তোমারি চরণ বিনে,
আর কোথা যাব তুমি না রাখিলে দীনহীনে?
নিতান্ত কলুষিত ভ্রান্ত বিষয়মদে,
কৃতান্ত ভয়ভীত শ্রান্ত জীবনপথে,
ঘোর বিভীষিকা মাঝে, তারিণি কি তারিবি নে?
কি মোহ-মদিরা পানে বৃথা এ জনম গেল,
নয়ন মেলিয়ে দেখি শমন নিকটে এল,
কোলে নে, করুণাময়ি, অকিঞ্চন এ মলিনে।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

সদ্ভাব কুসুম

চন্দ্র ও সূর্য

পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চাঁদ উঠে পূবে,
পশ্চিমের আকাশেতে সূর্য যায় ডুবে।
উঁকি মেরে চাঁদ কয় সূর্য পানে চেয়ে,
"ওগো সূয্যি মামা! কোথা চলিয়াছ ধেয়ে?

এতক্ষণ জীবগণে পোড়াইয়া ধীরে,
শরীরের জ্বালা বুঝি নিভাইতে নীরে
সাগরে ডুবিছ? ভাল, উঠিও না আর,
আমি আসিতেছি, তাপ জুড়াতে ধরার।

আমার শীতল জ্যোৎস্না পেয়ে জীবগণ,
হয়ে থাকে অবিরল আনন্দে মগন।
অবোধ সরল শিশু মা'র কোলে থেকে,
'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ' বলে মোরে ডেকে।

সহসা চকোর উড়ে মোর দেখা পেয়ে,
কি আনন্দ পায় তারা মোর সুধা খেয়ে!
'সুধাকর' নাম মোর, করি সুধা দান;
'তপন' তোমার নাম, দগ্ধ কর প্রাণ।

'শশধর' নাম মোর কেমন সুন্দর;
'মার্তণ্ড' তোমার নাম অতি ভয়ঙ্কর!
তোমারে দেখিলে কেহ, চক্ষু হয় অন্ধ;
আমার শীতল মূর্তি, দর্শনে আনন্দ।

তোমার কিরণ-স্পর্শে অবিরত ঘর্ম,
পিপাসায় প্রাণ যায়, দগ্ধ হয় চর্ম।
তোমারে দেখিয়া সবে গৃহেতে লুকায়,
ভাবে, কতক্ষণে এটা অস্ত যাবে, হায়!

যাইতেছ ডুবে যদি, যাও, নমস্কার;—
একেবারে যাও, মামা, জ্বালায়ো না আর।"
সূর্য কহে ধীরে ধীরে রাঙ্গা মুখে হেসে,
"এমন পণ্ডিত আর আছে কোন্ দেশে?

আমি আছি, তাই বাঁচে জীবের জীবন,
হাতে হাতে প্রাণ দেয় আমার কিরণ।
পৌষমাসে যৎসামান্য দক্ষিণেতে সরি,
শীতে মৃতপ্রায় জীব, —কম্প থরথরি।

আমার কিরণ পেয়ে বাঁচে যত তরু,
নতুবা এ ধরা হ'ত অনুর্বর মরু।
ফল, ফুল, লতা, গুল্ম, শস্য অগণন,
করি অঙ্কুরিত, করি বর্ধন, পালন।

তাই খেয়ে, তাই পেয়ে, জীবের বড়াই,
আমিই মেঘের জল ধরায় ছড়াই।
গিরি-শিরে অবিরত গলাই তুষার,
তাই প্রাণিগণ পায় শীত জলধার।

আমি না উদিলে, আর নাহি চলে বায়ু,
মুহূর্তে জীবের শেষ হ'য়ে যায় আয়ু।
আরে মূর্খ! কোন্ মুখে মোরে 'মামা' কহ?
নাহি জান, আমি যে তোমার পিতামহ?

সে দিনের শিশু তুমি, বয়স বা কত,
এর মধ্যে ধরিয়াছ গুরুনিন্দা-ব্রত?
নাম নিয়ে কেন কর এত কথা ব্যয়?
নামের গৌরব বাড়ে গুণ যদি রয়।

শান্ত ছেলেটিকে যদি 'দুষ্ট' ব'লে ডাকি,
ডাকিতে ডাকিতে ছেলে মন্দ হয় না কি?
পণ্ডিতের নাম যদি রাখি 'বোকারাম',
মূর্খ হয়ে যায় নাকি? পায় না প্রণাম?

বালকের নাম যদি রাখি 'বৃদ্ধ রায়',
শৈশবেই চুল তার সাদা হয়ে যায়?
অন্ধপুত্রে যদি ডাকি 'পদ্মনেত্র' ব'লে,
দৃষ্টিশক্তি পায় সে কি শুধু তারি ফলে?

গায়ের কলঙ্ক বুঝি দেখিতে না চাও?
তাই নিষ্কলঙ্কে নিন্দা ক'রে সুখ পাও?

তুমি না থাকিলে চাঁদ কি বিশেষ ক্ষতি?
আমা ভিন্ন এ ধরার কি হইত গতি?

যে আলোর তুমি এত কর অহঙ্কার,
সে আলো তো মোর কাছে করিয়াছ ধার।
যার ধনে ধনী তুমি, তারি নিন্দা কর?
উদিত হ'য়ো না, শিশু, জলে ডুবে মর।"

অশ্ব ও গাভী

হরিদত্ত নামে ধনী, নবগ্রামবাসী,
গোশালা ও অশ্বশালা গড়ে পাশাপাশি।
প্রত্যহ সায়াহ্নে সেই ধনীর নন্দন,
অশ্বশালে অশ্ব আনি' করিত বন্ধন।

গোশালায় গাভী ছিল পরম যতনে,
বসিয়া থাকিত সাঁঝে, রত রোমন্থনে।
এক নিশা দ্বিপ্রহরে অশ্ববর ধীরে,
দুঃখের নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিছে গাভীরে—

"শুন, গাভী, মম সম দুঃখী কেহ নাই,
কোন্ পাপে অশ্ব হয়ে জন্ম, ভাবি তাই।
শতবার দেই আমি অদৃষ্টে ধিক্কার,
লক্ষবার নিন্দি মানবের অবিচার।

ভোরে মোরে জুড়ে দেয়, ভারী গাড়িখানা,
সন্ধ্যায় বিরাম মোর হয় গাড়ি-টানা।
মাঝে মাঝে রাত্রিতেও পাইনে নিস্তার,
অবিরত কশাঘাত শ্রম-পুরস্কার।

শ্রান্তিবশে একটুকু থামি যদি কভু,
কঠিন প্রহার করে নিরদয় প্রভু।
পিঠ ফেটে রক্ত ব'য়ে যায় কতবার,
তবু কশাঘাত করে, কে করে বিচার?

বদনেতে রশ্মি দিয়া টানে এত জোরে,
জিহ্বা কেটে যায়, তবু টানে তাই ধ'রে।

তথাপি উদর পূরে খাইতে না পাই,
পেটে খেলে পিঠে সয়, তাও মোর নাই।

আমার সহিস-প্রভু, মোর ছোলা থেকে,
অর্দ্ধেক সরান, প্রাণ ফেটে যায় দেখে।
আমাদের কথা যদি বুঝিত মানব,
হ'তে পারিত না এত নিঠুর দানব।

মাঝে মাঝে কণ্ঠাগত হয়ে আসে প্রাণ,
ভাবি, বাঁচি অশ্বলীলা হ'লে অবসান।
তুমি, গাভী, কত সুখে জীবন কাটাও,
বিনাশ্রমে, মহাযত্নে ব'সে ব'সে খাও।

প্রহারের পরিবর্তে পাও মহাদর,
তোমারে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে নর।
কত ভক্তিভরে প্রভু করে তব সেবা,
পশুমধ্যে তব সম সুখী আছে কেবা?''

শুনি' দুঃখে হাসি', গাভী করিছে উত্তর,
''আমার বেদনা শুধু জানেন ঈশ্বর।
তুমি কাঁদিতেছ, অশ্ব, প্রহার-ব্যথায়,
চিত্তে যদি সুখ থাকে, মার সহা যায়!

অনাহার, প্রহার বা অতি পরিশ্রম,
এ হ'তে আমার দুঃখ দারুণ বিষম!
ঐ দেখ, অশ্ববর, আমারি কুটীরে,
বাঁধিয়া রেখেছে মোর শিশু বৎসটিরে।

আমি আছি তিন হাত মাত্র দূরে বাঁধা,
দিবস-যামিনী মোর সার শুধু কাঁদা।
ক্ষুধায় আকুল বাছা, জিজ্ঞাসে না কেহ,
বাঁট-ভরা দুধ মোর, বুক-ভরা স্নেহ!

সারা রাত্রি বাছা মোর 'মা, মা' ব'লে ডাকে,
ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে ভূমে প'ড়ে থাকে।
দু'জনায় দু'জনার মুখ পানে চাই,
বিফল রোদনে, অশ্ব, যামিনী পোহাই।

প্রত্যহ প্রভাতে পাই প্রভুর দর্শন,
সে দৃষ্টি এ প্রাণে করে গরল বর্ষণ।
দক্ষিণে দোহন-পাত্র, বাম হাতে কেঁড়ে,
আসিয়া বাছারে দেয় একবার ছেড়ে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৎস পাগল হইয়া.
দুধ খেতে আসে মোর বাঁটে মুখ দিয়া।
দু'টি মাত্র টান দিতে সে পাষাণ প্রাণে
নাহি সহে, বাছার বদন ধ'রে টানে।

তখনি সরায়ে নিয়া ধ'রে রাখে কাছে,
তা' দেখে কি অভাগিনী মা'র প্রাণ বাঁচে?
সব দুধটুকু মোর টানিয়া দোহায়,
ভাবি, হায়, কেন কাল-যামিনী পোহায়?

কাছে দাঁড়াইয়া বাছা 'হায়, হায়' করে,
'মা, মা' ব'লে ডাকে, আর আঁখিজল ঝরে।
নিঠুর যখন দেখে দুধ নাই বাঁটে,
ছেড়ে দেয় তারে, বাছা শুষ্ক বাঁট চাটে।

সবে চলে যায়, মোরা দুইজনে কাঁদি,
নীরবে সকলি সহি, বিধি প্রতিবাদী।
পূর্বজন্মে কার মা'কে দিয়েছিনু ক্লেশ,
তারি এ কঠোর শাস্তি, জেনেছি বিশেষ।"

রাজপুত্র ও ঋষিপুত্র

পুরাকালে ছিল এক রাজার নন্দন,
মহিষীর একমাত্র আনন্দ-বর্ধন।

অতি আদরের ছেলে, শিশুকাল হ'তে,
অঙ্গ ঢেলে দিয়েছিল বিলাসের স্রোতে।
কখনো ছিল না কোন সুখের অভাব,
যেমন ঐশ্বর্য তার, তেমনি প্রতাপ।

একদা প্রত্যূষে, পরি' মৃগয়ার সাজ,
সৈন্য ল'য়ে মৃগয়ায় যান যুবরাজ।

গহনে মৃগের পিছু ছুটি' অনিবার,
পথ হারাইল সাঁঝে, রাজার কুমার।

পরিশ্রান্ত অতিশয়, তৃষ্ণায় কাতর,
অন্ধকার হয়ে আসে ক্রমে গাঢ়তর।
বিষণ্ণ বিহ্বল-চিত্ত নৃপের নন্দন,
দ্রুতপদে করে এক তরু আরোহণ।

অনিদ্রায় অনাহারে পোহাইল রাতি,
প্রভাতে বনের পাখি গাহিল প্রভাতী।
অবরোহি' তরু হ'তে, পথ-অন্বেষণে,
ভ্রমিতে লাগিল বনে চঞ্চল চরণে।

হেনকালে দেখা এক ঋষিপুত্র সাথে,
সে যায় তুলিতে ফুল, ফুলসাজি হাতে।
রাজপুত্র কহে ডাকি, "কে? কোথায় যাও?
প্রাণ যায়, এক বিন্দু জল মোরে দাও।"

ঋষিপুত্র যত্নে ল'য়ে যায় যুবরাজে,
সুপবিত্র, শান্তিময় তপোবন-মাঝে।
জল দিয়া যুবরাজে আদরে বসায়,
জিজ্ঞাসে, "কি নাম ধর, বসতি কোথায়?"

রাজপুত্র নাহি দেয় কথার উত্তর,
ঋষিদের দশা দেখে ব্যথিত অন্তর।
অবশেষে কহে, ঋষিপুত্রেরে সম্ভাষি,—
"আজ্ঞা পেলে, দু'টি কথা তোমারে জিজ্ঞাসি।

কি হেতু কঠোর শাস্তি হ'য়েছে তোমার?
আলো ভাল নয়? ভাল বনের আঁধার?
গাছের পাতায় ঢাকা একখানি কুঁড়ে,
ঝড়ে উড়ে যেতে পারে, যেতে পারে পুড়ে।

সুখের নাহিক চিহ্ন, আছ কোন্ সুখে?
পায়স মিষ্টান্ন বুঝি নাহি যায় মুখে?
কটু তিক্ত ফল খেয়ে ক্ষুধা হয় দূর?
ওটা কি? হায় রে দশা! কুশের মাদুর?

ওই শয্যা? পরিধান করেছ বাকল?
বস্ত্র নাহি জুটে? কিম্বা হ'য়েছ পাগল?
শত-ছিদ্র এ কুটীর; ঘোর বরষায়
পড়ে না বৃষ্টির ধারা? শুয়ে থাকা যায়?

প্রজ্বলিত অগ্নি মাত্র শীতের সম্বল?
অন্য থাক্, একখানা জোটে না কম্বল?
এত ক্লেশ ক'রে যার কর আরাধনা,
তাব কাছে কিছুই কি চাহিতে পার না?

আরো ভেবে দেখ, যদি মরণের পরে
পরকাল নাহি থাকে? পণ্ডশ্রম ক'রে
মিথ্যা আশা বুকে ল'য়ে সাধিতেছ কত
ভয়ানক ক্লেশকর, সুকঠোর ব্রত;

না খেলে মধুর খাদ্য রসনা-তোষণ,
না পেলে বিলাস-দ্রব্য, বসন-ভূষণ।
গীত, বাদ্য, রসালাপ লেখেনি ললাটে,
মানুষের জীবন কি এই ভাবে কাটে?

পরকাল না থাকিলে দুঃখ মাত্র সার,
নিষ্ফল জীবনে তব, সহস্র ধিক্কার।
কে দেখেছে পরকাল, আছে কি বিশ্বাস?
ঘোর অন্ধকার সব ফুরালে নিঃশ্বাস।"

ধীরভাবে ঋষিপুত্র শ্লেষবাক্য শুনে
বলে শেষে, "রাজা তুমি কহ কোন্ গুণে?
যৌবনেই যার হেন বুদ্ধি-বিপর্যয়,
সুশাসন তার ভাগ্যে নাহিক নিশ্চয়।

যে সব বিলাস-দ্রব্য কভু নাহি চাই,
তাহার অপ্রাপ্তি-হেতু দুঃখ কিছু নাই।
মানবের সুখ দুঃখ জনমে অন্তরে,
সেই দুঃখী, সদা যে অভাব বোধ করে।

বসন, ভূষণ কিম্বা খাদ্য সুরসাল,
যে না চাহে, তার বল কিসের জঞ্জাল?

আমি যদি সুখী হই বনফল খেয়ে,
কি ফল, এ কানে মিষ্টান্নের গুণ গেয়ে?

পরকাল আছে কি না দেখে নাই কেহ,
যদি বল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ;
না-ই যদি থাকে, তাতে মোর দুঃখ নাই,
যদি থাকে, তোমার কি গতি হবে, ভাই?

প্রজার বুকের রক্ত করিয়া শোষণ,
শত শত দরিদ্রেরে কবায়ে রোদন,
শত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শত অবিচারে,
যে অর্থ তুলিছ তুমি রাজ-ধনাগারে,—

তাই দিয়া কিনিয়াছ এ ক্ষণিক সুখ,
বৃথা অহঙ্কারে ফুলে উঠিয়াছে বুক।
যে দিয়াছে এই সুখ, বিলাস, সম্পদ্,
ভ্রমে চিন্তা নাহি কর তাঁহার শ্রীপদ।

পরকাল যদি থাকে তবে কোথা যাবে?
সমস্ত পাপের শাস্তি একে একে পাবে।
তাই বলি, নৃপসুত, তুমিই নির্বোধ,
কোথায় তোমার শান্তি, কোথায় প্রবোধ?

পাপে ডুবে যেই নিজে সুখী মনে করে,
ক্ষণিক বিলাসে ম'জে না ডাকে ঈশ্বরে,
তারে কভু বুদ্ধিমান বলা নাহি যায়,
ভাব গিয়া, কি প্রভেদ তোমায় আমায়!"

গুরু ও শিষ্য

গুরুগৃহে করি' শাস্ত্রপাঠ-সমাপন,
বন্দিয়া বণিক-পুত্র গুরুর চরণ,

ধীরে ধীরে, সবিনয়ে কহে মৃদুভাষে,
"অনুমতি হয় যদি, যাই নিজ বাসে,
কিন্তু এক ভিক্ষা আছে, চরণের দাস
সামান্য দক্ষিণা দিতে করে অভিলাষ।

গুরু হাসি কহে, "বৎস, দক্ষিণা কি হবে?
আমার অভাব কিছু নাহি এই ভবে।"
শিষ্য বলে, "কান্তি তব কাঞ্চন-সন্নিভ,
দু'গাছি সোনার বালা পরাইয়া দিব।

সোনাব শরীরে সোনা মানাইবে ভাল,
রূপের ছটায় হবে তপোবন আলো।"
গুরুদেব বলে, "বৎস, তাই যদি সাধ,
দিয়ে যেয়ো, বাসনায় না সাধিব বাদ।"

কিছুদিন পরে সেই বণিক-নন্দন,
স্বর্ণবালা ল'য়ে করে চবণ-বন্দন;
স্বহস্তে গুরুর হাতে দিল পরাইয়া,
হেরিল দেহের শোভা নয়ন ভরিয়া।

শেষে কহে, "গুরুদেব, দু'গাছি বলয়,
হারাইয়া ফেল যদি, এই মম ভয়!"
গুরু কহে, "বৎস, আমি প্রতিজ্ঞা না করি,
হারাইতে পারে, কেহ নিতে পারে হরি';

তুমি তো সকলি জান, আমি উদাসীন,
সর্ববিধ ধনরত্নে বাসনা-বিহীন!
তথাপি শিষ্যের দান গুরুর নিকটে,
যথাযোগ্য যত্ন, আর আদরের বটে।

সাধ্যমত যত্ন করি রাখিব বলয়,
তথাপি জানিও, দৈব কারো বশে নয়।"
আনন্দে বণিক-পুত্র প্রণমিয়া পদে,
ফিরি' গেল নিজ গৃহে, কাননের পথে।

কিছুদিন পরে, পুনঃ গুরু-সন্দর্শন-
অভিলাষে, বনে আসে বণিক-নন্দন।
চরণে প্রণমি' দেখে দাঁড়াইয়া কাছে,
এক হাতে বালা নাই, এক হাতে আছে;

বিষাদে কহিল, "প্রভু, বালা কি করিলে?"
গুরু কহে, "প'ড়ে গেছে সরসী-সলিলে।

স্নান-হেতু নেমেছিনু সরোবর-জলে,
অকস্মাৎ বালাগাছি প'ড়ে গেল তলে।"

বণিক-নন্দন কহে জোড় করি' কর,
"সুন্দর বলয় সে যে, মূল্যও বিস্তর।
কোন্ স্থানে পড়িয়াছে দেহ দেখাইয়া,
খুঁজে দেখি একবার জেলে নামাইয়া।"

অনুরোধে যান গুরু অনিচ্ছায় ধীরে,
উভয়ে দাঁড়ান গিয়া সরোবর-তীরে।
শিষ্য কহে, "কোন্ স্থানে পড়েছে বলয়?'
অবশিষ্ট বালাগাছি গুরু খুলে লয়,—

"ওই স্থানে পড়িয়াছে" ধীরে গুরু ব'লে,
সে গাছিও ছুঁড়ে ফেলে সরোবর-জলে।
দু'গাছি বালা-ই গেল, ভাবে শিষ্য দুখে,
দু'গাছি বালাই গেল, ভাবে গুরু সুখে।

কৃষ্ণদাস ও দেবদূত

পরম বৈষ্ণব এক কৃষ্ণদাস নামে,
বসতি করিত নবকৃষ্ণপুর গ্রামে।

প্রতিদিন ন্যূন-কল্পে একটি অতিথি
ভোজন করা'ত, তার ছিল চিররীতি।
অভুক্ত রহিত নিজে অতিথি না পেলে,
নিজে খে'ত, অতিথি আহার ক'রে গেলে।

এই ব্যবহার তার ছিল আজীবন,
ভ্রমেও হ'ত না কভু নিয়ম-লঙ্ঘন।
বিধাতার ইচ্ছা কিবা বলা নাহি যায়,
একদিন কৃষ্ণদাস অতিথি না পায়।

যারে পথে দেখে, তারে কহে কর-জোড়ে,
"একবার মম বাসে এস দয়া ক'রে;
দরিদ্রের দু'টি অন্ন মুখে দিয়া যাও,
অনাহারে আছি আমি, জীবন বাঁচাও।"

এরূপে সমস্ত দিন যাচি প্রতিজনে,
সন্ধ্যায় একাকী গৃহে ফিরে ক্ষুণ্ণমনে।
কেহ বলে, "কাজ আছে, বড় তাড়াতাড়ি,"
কেহ বলে, "নাহি খাই বৈষ্ণবের বাড়ি;"

কেহ বলে, "এখনি এলাম ভাত খেয়ে,"
কেহ নিরুত্তর, ব্যস্ত, চলিয়াছে ধেয়ে।
সম্মুখে প্রস্তুত অন্ন, ভাবে কৃষ্ণদাস,
"প্রভু আজ দিয়াছেন মোরে উপবাস।"

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যবে নীরব অবনী,
দুয়ারে শুনিল স্পষ্ট করাঘাত-ধ্বনি।
ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণদাস খুলে দেয় দ্বার,
ক্ষুধার্ত অতিথি এক মাগিছে আহার।

ভাবে, "প্রভু এতক্ষণে ক'রেছেন কৃপা,
জুড়ায়ে গিয়াছে অন্ন, খাওয়াইব কিবা!"
সমাদরে অতিথিরে বসায়ে আসনে,
অন্ন আনি' দিল তারে পরম যতনে।

সম্মুখে যেমন অন্ন রাখে কৃষ্ণদাস,
অতিথি বদনে দেয় বড় বড় গ্রাস।
ইষ্টদেবে নিবেদন করিল না দেখে',
কৃষ্ণদাস একেবারে অগ্নিশর্মা রেগে;

বলে, "তুই কোথা হ'তে আইলি? আ-মর্!
দেখি নাই তোর মত পাষণ্ড পামর।
তোর মত ধর্মহীন, পাতকী, পাগল
খাওয়াইলে, কিছুমাত্র নাহি হবে ফল।

যাঁর করুণায় এই ক্ষুধার সময়
পাইলি আহার, তাঁরে মনে নাহি হয়?
ওঠ্ তুই, তোর আর খেয়ে কাজ নাই,
অভুক্ত রহিব আমি, অতিথি না চাই।"

এত কহি', এক চড় মারে তার গালে,
উঠিল অতিথি, ভাত প'ড়ে র'ল থালে।

অভিমানে চ'লে গেল, ফিরিল না আর,
কৃষ্ণদাস ক্রোধ-ভরে রুদ্ধ করে দ্বার।

এমন সময়ে, এক দেবদূত এসে,
দাঁড়াল সম্মুখে, সাধু-উদাসীন-বেশে।
দূত কহে, ''কৃষ্ণদাস, কি করিলে হায়!
ক্ষুধার্ত্তের অন্ন নাকি কেড়ে নে'য়া যায়?

পাঠাইল প্রভু মোরে তোমার সকাশে,
ব'লে দিল, 'সাবধান কর কৃষ্ণদাসে;
পূর্ব্বকৃত সুবিমল পুণ্য করি' নাশ,
গভীর পাপের পঙ্কে ডুবে কৃষ্ণদাস।'

যে প্রভুর অন্ন, পাপী কবিছে ভোজন,
কোনদিন করে নাই তাঁরে নিবেদন,
তথাপি দয়াল তার আহার যোগান,
দয়া ক'রে চিরকাল ক্ষমা ক'রে যান।

কেন বিপরীত বুদ্ধি হইল তোমার?
এ অন্নে তোমার, বল, কোন্ অধিকার?
তুমি প্রতিনিধি মাত্র দয়াল প্রভুর,
তুমি তাড়াইলে কেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর?

দয়ালের অন্ন এ যে, তোমার তো নয়;
তাঁর চিরকাল সহে, তোমার না সয়?
চিরকাল ক্ষমা তিনি করিছেন এ'রে;
তুমি দিলে তাড়াইয়া, গালে চড় মেরে?

তবু তুমি ভৃত্য মাত্র,—মালিক তো নহ;
একদিন মাত্র, তাই তোমার দুঃসহ?
শীঘ্র যাও, ক্ষুধিতেরে আন ফিরাইয়া,
আহার করাও তারে আদর করিয়া।

অসীম দয়াল প্রভু, ক্ষমার নিবাস,
হেরি', ক্ষমা শিক্ষা কর, ভ্রান্ত কৃষ্ণদাস!''
লজ্জা পেয়ে, অনুতাপে, কৃষ্ণদাস ধায়,
অতিথি ফিরায়ে এনে আহার করায়।

পিতা ও পুত্র

রামদাস প্রতিদিন গিয়া পাঠশালে,
পড়া হইত না ব'লে, চড় খে'ত গালে।
বিশেষতঃ ঠেকে যে'ত কড়ায় গণ্ডায়,
প্রমাদে পড়িত বড়, অঙ্কের ঘণ্টায়।

নিত্য হারাইত তার অঙ্ক-কষা খাতা;
অঙ্কের সময়, নিত্য ধরে তার মাথা।
শিক্ষকেরে মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা ক'য়ে,
ছুটি নিয়ে যে'ত রাম, প্রহারের ভয়ে।

আজ তার পেট-ব্যথা, কাল মাথা-ধরা;
ছুতো ধ'রে, কোন মতে চাই স'রে পড়া।
স্কুলে যেতে পথে যদি কভু বৃষ্টি হয়,
ভিজাইয়া নিত গাত্র-বস্ত্র সমুদয়।

ভিজে বস্ত্র দেখি' দিত শিক্ষকেরা ছুটি,
বাহিরে আসিয়া রাম হেসে কুটি-কুটি।
কভু বা বলিত, ''আজ মা'র বড় জ্বর,
বলেছেন ছুটি নিয়ে যাইতে সত্বর।''

পিতার অসুখ ব'লে কভু ছুটি নিত;
বাড়িতে না ফিরি', পথে খেলে বেড়াইত।
কোন দিন, ''ভাত খেয়ে আসি নাই'' ব'লে,
ছুটি নিয়ে রামদাস বাড়ি যেত চ'লে।

এইরূপে বেড়ে গেল ছুটি-নেয়া রোগ;
কিন্তু কয় দিন রয় হেন শুভ-যোগ?
একদিন রামদাস শুষ্ক, নত-মুখ,
শিক্ষকেরে কহে, ''আজ বাবার অসুখ;

হ'য়েছেন শয্যাগত ভয়ঙ্কর জ্বরে,
যেতে হবে বৈদ্য-বাটী ঔষধের তরে।''
এমন সময় কোন গুরুতর কাজে,
পিতা তার উপনীত পাঠশালা-মাঝে।

হেরি, ক্রোধভরে কাঁপে গুরুমহাশয়,
রামের গুণের কথা কহে সমুদয়।

গুণধর পুত্রে, পিতা ডেকে লন কাছে;
রাম ভাবে, "হায়, আজ অদৃষ্টে কি আছে!"

বেত্রগাছি দিয়া পিতা শিক্ষকের হাতে,
বলেন, "মারুন ওরে, আমার সাক্ষাতে।"
পৃষ্ঠে বেত পড়ে, রাম কাঁদে 'ভেউ ভেউ'
চীৎকার করিছে, 'আহা' বলে না'তো কেউ।

সমপাঠিগণ 'মিথ্যাবাদী' ব'লে হাসে,
কান ধ'রে উঠায় বসায় রামদাসে।
অবশেষে মাথায় গাধার টুপি দিয়া,
পাঠশালে প্রতি ঘরে আনে ঘুরাইয়া।

আধমরা রামদাস লাজে, অপমানে,
বদন তুলিয়া নাহি চাহে কারো পানে।
পিতা বলে কাছে এনে, কান ধ'রে নিজে,
"বল্, 'আর এ জীবনে কহিব না মিছে'।"

রামদাস বলে কেঁদে, "করহ মার্জনা,
এ জীবনে আর কভু মিথ্যা কহিব না।"
সেই দিন হ'তে রাম পাঠে দিল মন,
মিথ্যা কহিত না আর ভ্রমেও কখন।

ঠাকুরদাদা ও নাতি

প্রবল-প্রতাপ রাজা ছত্রধর রায়,
ছিল না দয়ার লেশ,
কৃপণের একশেষ,
কেঁদে মরে দুঃখী প্রজা, বিচার না পায়।

গিরি-উচ্চ অট্টালিকা, শত পুষ্পোদ্যান;
সুনির্মল সরোবর,
শোভিতেছে মনোহর,
চতুর্দিকে স্তরে স্তরে প্রস্তর সোপান।

নৃপতির বৃদ্ধ পিতা হতভাগ্য অতি;
রাজার প্রাসাদে তার
নাহি ছিল অধিকার,
কুটীরে সরসী-তীরে, করিত বসতি।

রাজ্য পেয়ে, রাজা তারে করে নির্বাসিত।
একটি প্রস্তর পাত্র
তারে দিয়াছিল মাত্র,
সেই এক বাটি চা'ল রোজ তারে দিত।

পেট না ভরিত, বৃদ্ধ কাঁদিত প্রত্যহ;
নীরবে, নির্জনে, একা,
ভাবিত, বিধির লেখা,
কহিত না কারো কাছে যাতনা দুঃসহ।

রাজার কুমার ছিল নবম-বর্ষীয়,
মাঝে মাঝে সে কুটীরে
আসিয়া বসিত ধীরে,
সুন্দর, তেজস্বী শিশু, পিতামহ-প্রিয়।

বসিয়া বৃদ্ধের কোলে, একদা কুমার
জিজ্ঞাসিল-সকৌতুকে,
"বল দাদা, কোন্ দুখে
কুঁড়েঘরে থাক? কেন এ দশা তোমার?

তুমি তো পিতার পিতা, শুনি সবে কয়;
সুন্দর দালানে, খাটে,
আমাদের রাত কাটে,
তোমার ও ছেঁড়া কাঁথা শুয়ে ঘুম হয়?

দ'ই, দুধ, ক্ষীর, ছানা, মিষ্টান্ন, মিঠাই,
মোরা খাই পেট ভ'রে,
কি হেতু তোমার তরে
আসে না সে সব? দাদা, কহ মোর ঠাঁই!"

বৃদ্ধের নয়ন-জল নাহি মানে বাঁধ,
বালকেরে ধরি' বুকে,
চুমো খায় কচি মুখে,
বলে, "রে দয়াল শিশু! করি আশীর্বাদ।

আমার দুঃখের কথা শুধায়ো না, ভাই,
নিরদয় পিতা তোর,
এ দশা ক'রেছে মোর,
একদিন পেট ভ'রে খাইতে না পাই।

এই পাথরের বাটি দিয়েছে আমায়,
রোজ এই বাটি ভ'রে,
মেপে আধ পোয়া ক'রে,
চা'ল দেয়, তাতে কি পেটের ক্ষুধা যায়?

কত পাপ করেছিনু, তারি শাস্তি পাই,
হইয়া রাজার বাপ,
হায়! এত মনস্তাপ,
ভাবি, এত লোক মরে, মোর মৃত্যু নাই?"

শুনিয়া বালক-চিত্ত গলিল দয়ায়;
বৃদ্ধেরে ধরিযা গলে,
ভাসে নয়নের জলে,
বলে, "দাদা, তোর দুঃখ দেখা নাহি যায়।

আমি ঘুচাইব তোর সকল বেদনা;
কুঁড়ে তোর ঘুচে যাবে,
পেট ভ'রে ভাত পাবে,
কথা রাখ, দাদা, আর কখনো কেঁদ না।

আমি আর পিতা, আজ সন্ধ্যার সময়,
এই পুকুরের তীরে,
বেড়াইব ধীরে ধীরে,
বাঁধা ঘাটে তোর সনে যেন দেখা হয়।

পাথরের বাটি হাতে, ব'সে থেকো তথা,
হঠাৎ মোদের দেখে,
ফেল দিও হাত থেকে,
বাটি যেন ভেঙ্গে যায়, রেখো মোর কথা।"

বৃদ্ধ বলে, "শিশুবুদ্ধি কত হবে আর!
আমি যদি ভাঙ্গি বাটি,
নিশ্চয় এ মুণ্ড কাটি'
ফেলিবে পুকুরে, তোর পিতা দুরাচার।"

শিশু কহে, "না, না, দাদা, কিছু ভয় নাই,
কিছু না বলিবে কেহ,
হও তুমি নিঃসন্দেহ,
পায়ে ধরি, বালকের কথা রাখ, ভাই!"—

বলিয়া বালক ত্বরা প্রবেশে প্রাসাদে
বৃদ্ধ ভাবে, "এ কি দায়,
শিশুর বুদ্ধিতে, হায়,
না জানি, পড়িব কোন্ দারুণ প্রমাদে।"

বহু চিন্তা করি', শেষে স্থির করে মন,
সন্ধ্যায় সোপানোপরি,
বসে ইষ্টদেবে স্মরি',
হাতে পাথরের বাটি, মনে দৃঢ় পণ।

ভ্রমিতেছে পিতা পুত্র, আনন্দ অপার!
যেমন এসেছে কাছে,
আর কি বিলম্ব আছে?
ফেলে দিল বাটি, ভেঙ্গে হ'ল চুরমার।

হেরি' ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'ল ছত্রধর;
বলে, "জুড়ে দে রে বাটি,
নতুবা মারিব লাঠি,
পাজি, হতভাগা,—নাই মরণের ডর?

ভেবেছিস্ ওই বাটি ভাঙ্গা যদি যায়,
বড় বাটি জুটে যাবে,
পেট ভ'রে ভাত খাবে?
ভাল চা'স্, ভাঙ্গা বাটি জুড়ে নিয়ে আয়।"

হা নিষ্ঠুর কর্মফল! হায় রে কপাল!
শুনি' যার অনুরোধ,
ছিল না কর্তব্য-বোধ,
সে শিশুও মারিবারে ধায়, পাড়ে গাল!

রোষে শিশু কহে, "বুড়ো, বাটি জুড়ে আন্;
কাঁদিলে কি হবে আর?
জানিস্ ও বাটি কার?
নিমক্‌হারাম, পাজি, ধূর্ত, শয়তান!

বুঝিস্‌নি ক'রেছিস্ কত বড় ক্ষতি;
বৃদ্ধ হ'লে মোর বাপ,
কি দিয়ে হইবে মাপ
তার আহারের চা'ল? পাষণ্ড, দুর্মতি।

তোর মত তারেও তো রাখিব কুটীরে,
ঐ বাটি-মাপা চা'ল,
সেও পাবে চিরকাল,
তুই কেন ভেঙ্গে দিলি সেই বাটিটিরে?''

শুনি' শিহরিল দেহ, পাষণ্ড রাজার;—
'বালক বুঝেছে তথ্য,
নির্ভীক, বলেছে সত্য,
বার্ধক্যে আমিও পাব এই ব্যবহার।'

সেই দিন হ'তে রাজ-অট্টালিকা 'পরে
হইল বৃদ্ধের স্থান,
কত সমাদর, মান,
শিশু কোলে ল'য়ে, বৃদ্ধ ডাকেন ঈশ্বরে;
বিমল আনন্দ-অশ্রু ঝর ঝর ঝরে!

রাম ও ভূতো

মিথ্যাবাদী ভূতনাথ, সত্যবাদী রাম,
দুই ভাই বসতি করিত বেদগ্রাম।
দু'জনা প্রবেশি' এক মালীর বাগানে,
রাত্রিকালে পাকা আম চুরি ক'রে আনে।

প্রাতে টের পেয়ে পিতা, ডাকি' দু'জনায়,
জিজ্ঞাসেন, "পাকা আম, পাইলি কোথায়?"
ভূতো বলে, "কোথা হ'তে আনিয়াছে রাম,
আমি নাহি জানি, প্রাতে দেখিতেছি আম।"

রাম বলে, "দু'জনা মালীর গাছে চ'ড়ে,
চুপে চুপে রাত্রিতে এনেছি চুরি ক'রে।"
পিতা ক'ন, "রাম, তুমি করেছ স্বীকার;
সাবধান, হেন কাজ করিও না আর!

চুরির মতন আর নীচ কর্ম নাই;
আর যেন হেন কথা শুনিতে নাই পাই!"
ভূতোরে বলেন রেগে, "অতি দুষ্ট তুই,
'চুরি' আর 'মিথ্যে',—তোর অপরাধ দুই।

প্রহারটা রামের উপর দিয়া যাক্,
এই ভেবে, সত্য কথা বলা দূরে থাক্,

নিজে বাঁচিবার তরে, রামে অপরাধী
করেছিস্ হতভাগা, চোর, মিথ্যাবাদী!''—

বলিয়া ভূতোকে ধরি' করেন প্রহার,
'ভেউ ভেউ' কাঁদে ভূতো, বহে অশ্রুধার।
অবশেষে আমগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া,
ভূতোর মাথায় তুলি', দেন পাঠাইয়া।

আম পেয়ে মালী বলে, ''ভদ্রের সন্তান,
তোমরা করিলে চুরি থাকে কি সম্মান?''

পুরন্দর ও বেচারাম

আহম্মদগঞ্জ এক প্রশস্ত বন্দর,
তথায় দোকান করে সাহা পুরন্দর।

কিছুমাত্র মূলধন ছিল না তাহার;
কেবল সততা মাত্র সম্বল সাহার।
ছিল সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ,
ধারে তারে টাকা দিত, যত মহাজন।

বাকী ক'রে ধান চা'ল কিনিয়া বেচিত,
চৈত্র মাসে সব টাকা শোধ ক'রে দিত।
কলিকাতা নগরীতে ব্যবসায়িগণ,
পুরন্দরে অবিশ্বাস করে না কখন।

সুখে ও সম্মানে দিন কাটে পুরন্দর,
ব্যবসায়ে লাভ তার হইত বিস্তর।
বেচারাম নামে ছিল গঞ্জের দালাল,
মিষ্ট মুখ, প্রাণে বিষ, সুন্দর মাকাল।

দালালী করিয়া দুষ্ট হ'য়েছিল ধনী;
ঘোর প্রবঞ্চক সেই শঠ-শিরোমণি।
একদিন বেচারাম কহে পুরন্দরে,
''তোমার সমান মূর্খ নাহি এ বন্দরে।

তুমি চ'লে যেতে চাও সততার বলে,
সত্য মিথ্যা না হ'লে কি কারবার চলে?
বিশেষতঃ তোমার নাহিক মূলধন,
ধার ক'রে চালাইবে সমস্ত জীবন?

মূলধন বিনা কভু হয় না উন্নতি;
কি করিবে, একবার হয় যদি ক্ষতি?
কি দিয়ে করিবে শোধ বাজারের ঋণ?—
একথা কি ভাবিয়াছ ভ্রমে কোন দিন?

সুখে সুখী সবে, দুখে বলে নাক' 'আহা';
আমার বচন শুন, পুরন্দর সাহা!
এইবার চৈত্রে সব হিসাব মিটায়ে,
বর্ত্তমান কারবার দাও হে উঠায়ে।

বৈশাখের মাঝে গিয়া কলিকাতাধাম,
বাকী ক'রে তুলো আন, লক্ষ টাকা দাম।
তুলোর ব্যাপারী মাড়োয়ারী চাঁদমল,
তোমার উপরে তার বিশ্বাস অটল।

বাকীতে তোমারে তুলো দিবে সে নিশ্চয়;
এখানে গুদামে আনি' করহ বিক্রয়।
আশী হাজারের তুলো বেচা হয়ে গেলে,
রাত্রিযোগে গুদামে আগুন দাও জ্বেলে।

কুড়ি হাজারের তুলো যাইবে পুড়িয়া;
বেশ ক'রে ব'সে থাক, পাগল সাজিয়া।
যে যাহা জিজ্ঞাসা করে যখন তোমারে,
কেঁদে হাত নেড়ে, শুধু 'ভুঃ' বলিবে তারে।

সম্বাদ পাইয়া, ব্যস্ত হয়ে মাড়োয়ারী,
কলিকাতা হইতে আসিবে তাড়াতাড়ি।
জিজ্ঞাসিবে, 'কি হয়েছে? কেমনে হইল?
তুলোর গুদামে কবে, কে, আগুন দিল?'

এইরূপে চাঁদমল যত প্রশ্ন করে,
হাত নেড়ে 'ভুঃ' বলিবে ক্রন্দনের স্বরে।
সকল প্রশ্নের ওই একই উত্তর,
পাগলের মত ভঙ্গী, পাগলের স্বর।

উন্মাদ হ'য়েছ দেখে, হতাশ হইয়া,
মনোদুঃখে চাঁদমল যাইবে ফিরিয়া।
তারপর কর কিছু তৈল ব্যবহার,
রোগ শান্তি হবে, মাথা হবে পরিষ্কার।

আমি এসে দেখা দিব রাত্রিতে, গোপনে,
নির্জনে বসিয়া যুক্তি করিব দু'জনে।
তুলো বিক্রয়ের টাকা, সে আশী হাজার,
আধেক লইও তুমি, আধেক আমার।

এইরূপে প্রচুর হইবে মূলধন,
স্বাধীন হইয়া দাও ব্যবসায়ে মন।
বান্ধবের হিত-বাক্য ঠেল যদি পায়,
এ জনমে ঘুচিবে না কভু ঋণ-দায়।"

পাপ প্রলোভনে পড়ি' সাধু পুরন্দর,
অতিশয় বিচলিত হইল অন্তর।
বহু চিন্তা করি' শেষে কহে, "বেচারাম!
চিরদিন-তরে, ভাই, হারাব সুনাম।

তিলার্ধ বিশ্বাস আর কেহ না করিবে,"
বেচারাম কহে, "লোকে কেমনে ধরিবে?
সব তুলো পুড়ে নাই, বুঝিবে কেমনে?
অথচ বিস্তর লাভ হইবে গোপনে।"

উত্তরিল পুরন্দর চিন্তি' বহুক্ষণ,
"আজ বড় অস্থির হ'য়েছে মোর মন।
কাল তুমি এস, দিব ইহার উত্তর;"
"বেশ" ব'লে বেচারাম উঠিল সত্বর।

পুরন্দর সারা রাত্রি কাটে অনিদ্রায়;
কি করিলে ভাল হয়, বুঝে উঠা দায়।
পাপ-অর্থলোভ, আর বিবেক প্রখর,
মনোমধ্যে আরম্ভিল বিষম সমর।

পরিশেষে পুরন্দর দৃঢ় করে মন,
পরদিন বেচারাম দিল দরশন।
পুরন্দর কহে, "ভাই, পারিব না আমি।
টাকা হ'তে যশ মোর ঢের বেশি দামী।"

প্রবঞ্চক পুনঃ পুনঃ ফেলে পাপ-জাল;
এইরূপে কেটে গেল দুই মাস কাল।
দুর্জনে প্রলোভন অতি ভয়ঙ্কর!
বিলম্বে পড়িল জালে সাধু পুরন্দর।

প্রস্তাব করিবা মাত্র, চাঁদমল তারে,
লক্ষ টাকা মূল্য লিখি', তুলো দিল ধারে।
বিধিমতে পালিল শঠের উপদেশ;
না রহিল দ্বিধা, কিম্বা অনুতাপ লেশ।

অবশেষে পাগল সাজিল পুরন্দর,
সকল প্রশ্নের এক 'ভুঃ' মাত্র উত্তর।
অগ্নি-নির্বাণের ছলে শূন্যে দেয় ফুঁ;
যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, শুধু কয় 'ভুঃ'।

কহিতে লাগিল সবে, "হায় কর্মফল!
এমন সজ্জন সাধু হইল পাগল!"
চাঁদমল পায় যবে দারুণ সংবাদ,
হইল তাহার শিরে অশনি-সম্পাত।

আহম্মদগঞ্জে আসি' নামে তাড়াতাড়ি;
পুরন্দর-বাসে উপনীত মাড়োয়ারী।
বলে, "ভাই পুরন্দর, কেমনে কি হ'ল?
সব তুলো পুড়ে গেছে? শীঘ্র খুলে বল।"

অর্ধ-ক্রন্দনের স্বরে, পাগলের মত,
পুরন্দর হাত মুখ নেড়ে অবিরত,
শুধু বলে 'ভুঃ' সব কথার উত্তর;
ফিরে গেল চাঁদমল শিরে 'হানি' কর।

একদিন রাত্রিযোগে বেচারাম এসে,
"চল্লিশ হাজার মোর দাও," বলে হেসে,
"আর কোন ভয় নাই, হয়ে গেছ ধনী,
আমার টাকাটি ভাই, দাও মোরে গণি'।"

হেসে পুরন্দর হ'ল পাগলের মত,
শঠের সম্মুখে হাত নাড়ে অবিরত,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া শুধু 'ভু' 'ভু' করে;
দালাল ব্যাকুল হয়ে ধরে পুরন্দরে;

বলে, "ভাই, সে কি কথা? আমাকেও 'ভুঃ'?'
হেসে পুরন্দর সাহা শুধু কয়, 'হুঁ'।

শেষ দান

দয়ার বিচার

আমায়,　　সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে—
　　　　গর্ব করিতে চূর,
　　　　যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
　　　　সকলি করেছে দূর।
　　　　ওইগুলো সব মায়াময় রূপে
　　　　ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
　　　　তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
　　　　করেছে দীন আতুর;
আমায়,　　সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
　　　　গর্ব করিছে চূর।

　　　　যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
　　　　এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই,　　দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
　　　　হ'য়ে আছি ভরপূর;
তাই,　　সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
　　　　গর্ব করিছে চূর।

　　　　ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
　　　　আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই,　　বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
　　　　বেদনা [illegible] প্রচুর;
আমায়,　　কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
　　　　গর্ব করিতে চূর!

হাসপাতাল

প্রাণের ডাক

তুমি কেমন দয়াল জানা যাবে,
　　তুমি কি আসবে না?
কাঙ্গাল ব'লে হেলা ক'রে
　　হৃদি-মাঝে এসে হাসবে না?
যে নিয়েছে তোমার শরণ
তারে দিলে অভয়-চরণ;
আমি ডাকিতে জানিনে ব'লে
　　আমায় কি ভাল বাসবে না?
　　　　তুমি কি আসবে না?

রুদ্ধ দুয়ার

আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?
"ওগে, খুলে দাও," ব'লে আর কত পায়ে ধরিব?

আমি লুটিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া অধীর,
হায় কি নিদয়, হায় কি বধির!
বুঝি, দেখিতে চায় গো, দুয়ার-বাহিরে,
মাথা খুঁড়ে আমি মরিব!
হায়, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?

ঐ কণ্টকযুত বন্ধুর পথে,
ছিন্ন রুধির-আপ্লুত পদে,—
আহা, বড় আশা ক'রে এসেছি, আমার
দেবতারে প্রাণে বরিব!
"ওগো, খুলে দাও," ব'লে কত আর পায়ে ধরিব?

ঐ, ওপারে আলোক ঝিকিমিকি করে,
কি মধু-সঙ্গীত আসে বায়ু-ভরে,
আমি, এ পারে বসিয়া বিফল রোদনে,
আর কত কাল হরিব?
আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?

হাসপাতাল
১লা জুলাই ১৯১০

দম্ভ

'মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
ঊর্ধ্বে ধরিবে কে?

রক্ত বহিবে মর্ম ফাটিয়া,
তীক্ষ্ণ অসিতে বিঘ্ন কাটিয়া,
ধর্ম-পক্ষে শর্ম-লক্ষ্যে,
মৃত্যু বরিবে কে?
অক্ষয় নব কীর্তি-কিরীট
মাথায় পরিবে কে?'

—বলিয়া সে দিন হুঙ্কার ছাড়ি
ছিন্ন করিনু পাশ,
(হায়) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করিনু সর্ব্বনাশ!

চেয়ে দেখি, কেহ নাহি অনুচর,
মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর,
আমার ধ্বনির উত্তরে শুধু
মানবের পরিহাস;
(আমি) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করেছি সর্ব্বনাশ!

এই অন্ধ, মত্ত উদ্যমে আমি
বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধিদাতারে গণ্ডি-বাহিরে
করিনু আসন দান;
তাই বিধাতার হইল বিরাগ,—
ভেঙে দিল মোর শিবহীন যাগ,

সকল দম্ভ ধূলোয় ফেলিয়া
আজ ডাকি, ভগবান্!
হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ
কর তোমাগত প্রাণ।

হাসপাতাল

ভৈরবী মিশ্র—জলদ একতালা

চিরানন্দ

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময়;
সদানন্দে থাকেন যথা,
সে যে সদানন্দালয়।

সেথা, আনন্দ শিশির-পানে,
আনন্দ রবির করে,
আনন্দ-কুসুম ফুটি
আনন্দ-গন্ধ বিতরে।

আনন্দ-সমীর লুঠি
আনন্দ-সুগন্ধরাশি,
বহে মন্দ, কি আনন্দ পায়
আনন্দ-পুরবাসী।

সন্তান আনন্দ-চিতে,
বিমুগ্ধ আনন্দ-গীতে,
আনন্দে অবশ হ'য়ে,
পদ-যুগ্মে প'ড়ে রয়;
সে যে সদানন্দালয়।

আনন্দে আনন্দময়ী
শুনি সে আনন্দ-গান,
সন্তানে আনন্দ-সুধা
আনন্দে করান পান।

ধরণীর ধূলো-মাটি
পাপ-তাপ, রোগ-শোক,
সেখানে জানে না কেহ
সে যে চিরানন্দ লোক।

লইতে আনন্দ-কোলে,
মা ডাকে, "আয় বাছা" ব'লে,
তাই, আনন্দে চ'লেছি, ভাই রে,
কিসের মরণ-ভয়?
ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময়।

হাসপাতাল
৬ই আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি

হিসাব-নিকাশ

(ওরে) ওয়াশীল কিছু দেখিনে জীবনে,
শুধু ভূরি ভূরি বাকি রে;
সত্য সাধুতা সরলতা নাই,
যা আছে কেবলি ফাঁকি রে!

তোর অগোচর পাপ নাই, মন,
যুক্তি ক'রে তা ক'রেছি দু'জন;
মনে কর্ দেখি? আমাদের মাঝে
কেন মিছে ঢাকাঢাকি রে?

কত যে মিথ্যা, কত অসঙ্গত
স্বার্থের তরে বলেছি নিয়ত:
(আজ) পরম পিতার দেখিয়া বিচার
অবাক্ হইয়া থাকি রে!

রুদ্ধ ক'রেছে আগে গল-নালী,
তীব্র বেদনা দেছে তাহে ঢালি,
করি কণ্ঠরোধ, বাক্যজ পাতক
হ'রেছে,—খোল্ না আঁখি রে!

এমনি মনোজ, কায়জ পাতক
ক্রমে লবে হরি' পাপ-বিঘাতক;
নির্মল করিয়া, 'আয়' ব'লে লবে
সুশীতল কোলে ডাকি রে!

হাসপাতাল

ন্যায়ের ভবন

এই দেহটা তো নই রে আমি,
নইলে, 'আমার দেহ' বলি কেমনে!
তবে দেহ ছাড়া কিছু তো আছে,
ও-যা যায় না পুড়ে, দেহ-নিধনে।

আমার আমিত্বটুকু, এই দেহের সনে ভাই,
চিরকালের মত যদি পুড়ে হ'তো ছাই,
(তবে) এত আকুল অসীম আশা,
এ অনন্ত প্রেম-পিপাসা,
সবি বিফল; এ অবিচার কেনই হবে
ন্যায়ের ভবনে!

দেখতে পাচ্ছি আপন চোখে,
প্রমাণ চাইনে তার,
হেথা হয় না সকল পাপের শাস্তি,
পুণ্যের পুরস্কার;

না হয় যদি এ জীবনে,
আর হবে না, ভাব্‌ছ মনে?
হবেই হবে, হ'তেই হবে, ফাঁকিজুকি
চলে না তার সনে।

বেলাশেষে

সে ব'স্‌ল কি না ব'স্‌ল তোমার শিয়রে,-
তুমি মাঝে মাঝে মাথা তুলে,
সেই খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে ব'স্‌ল কি না)

সে তো তোমার সাথেই ছিল,
কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিল
তোমার ন্যায্য পাওনা,
বাকি নাই একটিও রে;
একটু পায়ের ধূলো বাকি আছে,
একবার মাথায় দিয়ো রে।
(এই যাবার বেলায়)

চাওনি তারে একটি দিন,
আজ হ'য়েছ দীন-হীন!
সে ছাড়া, আর সবাই ছিল প্রিয় রে;
আর খাস্‌নে রে বিষ, পায়ে ধরি,
(তার) প্রেম-সুধা পিও রে।
(দিন ফুরাল)

হাসপাতাল

অবোধ

ও মন, এ দিন আগে কেমন যেত?
এখন কেমন যায় রে?

গদির উপর গভীর নিদ্রা,
টানা-পাখার হাওয়ায় রে!
আর ভোরে উঠেই নূতন টাকা,
আর তোরে কে পায় রে!

আমার সাধের ছেলে-মেয়ে
        হেসে চুমো খায় রে!
আজ কেন লাগছে না ভাল?—
        ভাব্‌ছ এ কি দায় রে!

মনের সুখে পাখির মত
        গাইতে যখন, হায় রে,
তখন "হরি হরি" ব'লতে বটে,—
        (কিন্তু) পোষা পাখির প্রায় রে!

সুখের দিন ত ফুরিয়ে গেছে,
        —তবু মন কি চায় রে!
হাঁ রে নিলাজ, চক্ষু মুদে,
        দেখ্‌ আপন হিয়ায় রে!

তুই ক'রেছিস্‌ তারে হেলা,
        সে তোর পাছে ধায় রে;
আর ভুলিসনে, পায়ে ধরি,
        মজাস্‌নে আমায় রে!

হাসপাতাল

দয়াল আমার

যেখানে সে দয়াল আমার
        ব'সে আছে সিংহাসনে,
সেখানে ত হয় না যাওয়া
        পাপ-কণিকা নিয়ে মনে।

আছে ভাল-মন্দ ছেলে,
কারুকে সে দেয় না ফেলে;
শুধু প্রেমের আগুন জ্বেলে,
        পুড়িয়ে নেয় সে আপন জনে।

আগুন জ্বেলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে,
ঝেড়ে ময়লা-মাটি, ক'রে খাঁটি,
        স্থান দেয় অভয়-শ্রীচরণে।

সেই আনন্দ-মন্দির-মাঝে,
আনন্দ-সঙ্গীত বাজে,
নাহি ব্যথা, অশ্রু, বিষাদ
(সে) সদানন্দ নিকেতনে।

দেখ্ কেমন তার ভালবাসা,
মিটায় আনন্দ-পিপাসা,
আগে. না পোড়ালে খাদ র'য়ে যায়,—
সে আনন্দ পাবে কেমন?

হাসপাতাল
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

মিশ্র ঝিঁঝিট—জলদ একতালা

অন্তিমে

(মোরে) এ উৎকট ব্যাধি দিয়ে,
কি শঙ্কটে ফেলে নিয়ে,
বুঝাইয়া দিলে যবে
সকল চিকিৎসাতীত,

না হইলে নিরুপায়,
নিলাজ ফেরে না হায়;
তাই শরণ লইতে হ'লো
তোমারি চরণে পিতঃ।

যার যেটা এ সংসারে
তীব্রতম আকর্ষণ,
তাই আগে ছিন্ন করি'
ফিরাইয়া লহ মন;

নতুবা সংসারে মজি'
তোমারে ভুলিয়া থাকি,
ধূলো নিয়ে খেলা করি—
তোমারে ত নাহি ডাকি!

মধুরে ডেকেছ তবু
চেতনা হয়নি প্রভু
অবিশ্রান্ত কশাঘাত
না হ'লে কি জাগে চিত?

দীর্ঘ দিবা রাত্রি পেয়ে
বেত্রাঘাত অনিবার,
বুঝিলাম যবে পিতঃ
এ শুধু স্নেহের মার;—

এ টুকু সহিতে হবে,
নতুবা কি হতে পারি
অনশ্বর সে অনন্ত
আনন্দের অধিকারী?

তিক্ত ভেষজের মত
রোগের যন্ত্রণা যত,
ব্যাধিমুক্ত ক'রে, সখা
খেতে দিবে প্রেমামৃত।

হাসপাতাল
মিশ্র ভৈরবী-- কাওয়ালী

শরণাগত

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ, হরি, মোর কুটীরে নিয়ত।

মোর দশা হেরি তারা
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা;
(তারা) যত মোরে বড় করে, আমি তত হই নত।

(তারা) একান্ত তোমার পায়,
এজীবন ভিক্ষা চায়,
(বলে) "প্রভু, ভাল ক'রে দাও তীব্র গলক্ষত।"

শুনিয়া আমার, হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি,
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত।

এই অধমের প্রাণ
কেন তারা চাহে দান?
পাতকী নারকী আর কে আছে আমার মত?

তুমি জান, অন্তর্যামী
কত যে মলিন আমি,
রাখ ভাল, মার ভাল, চরণে শরণাগত।

হাসপাতাল
১৬ই আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি

করুণার দান

তীব্র বেদনা যবে
ঢেলে দিলে মোর গলে,
কত যে দিয়েছি গালি,
নির্মম নিদয় ব'লে।

তখন বুঝিনি আমি,
দয়াল হৃদয়স্বামী
পাঠায়াছে শুভাশিস্
দারুণ বেদনা-ছলে।

অভ্রান্ত বিচারপতি
দিবে না যে অব্যাহতি,
বুঝিয়া, বুঝানু মনে,
আর যেন নাহি টলে।

কিছু দিন পরে, হরি,
বুঝিনু অতীতে স্মরি',
জ্ঞানকৃত পাপরাশি
যায় কি শাস্তি না হ'লে?

অনৃত অসরলতা
যায় কি—না পেলে ব্যথা?
হয় কি সরল ফণী,
যষ্টি-আঘাতে না ম'লে?

তার পরে ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম! এ কি!
শাস্তি কোথা?—শুধু দয়া,
শুধু প্রেম—প্রতিপলে!

হাসপাতাল

পদাশ্রয়

আজি বিশ্বশরণ, রাখ পায় হে!
ঐ ভৈরবে গরজে প্রভঞ্জন বায় হে!

আমি ক্লিষ্ট ভীত নিরুপায় হে—
এই জীর্ণ তরণী ডুবে যায় হে—
        মরণ-সিন্ধু-তরঙ্গমালায় হে;
চমকি' চাহি দীননাথ হে
তপ্ত বিষয়-মরুভূমি-মাঝে
        তব করুণা-বারি পাত হে!

যবে মোহ্-জলদ করি ভেদ
বিমল জ্ঞান-সুধাকর তব
        দূর করে অবসাদ হে,
নিঠুর দৈব অভিশাপ-মাঝে
        হেরি মুক্ত কুশল আশীর্বাদ হে!

জীবন-তরণী

আরে মনোয়া রে, করলে আভি
        দরিয়া-বিচ্‌মে নঙ্গর;
দিন্‌রাত-ভর কিস্তি চলায়া,
        মিলানে কোই বন্দর।

আরে জ্ঞান্-ভক্তি দোনো ধারা
        বহে, কহে বেদ-তন্তর্,
তোম্‌কো নয়া রাস্তা কোন্ বতায়া,
        কোন্ দিয়া তুম্নে মন্তর?

কিস্তি ভরকে লয়া কেত্‌না
        লাখ্ রুপেয়া হন্দর;
সব গামাকে বহুৎ ভুখাহো,
        আজি জ্বল্‌তা অন্দর্।

আরে খেয়াল করলে দাঁড় হাল সব্
        খরাব হুয়া যন্তর,
তিন বর্‌খা পার হুয়া, আউর
        ফুটা হুয়া অন্তর।

আরে ডুব্‌নে লাগা কিস্তি
পানিমে হৈ হাঙ্গর;
আরে কেত্‌না ফুটা বন্দ্‌ করোগে,
মুখে বোলো শিও-শঙ্কর্‌।

২

উত্তিষ্ঠত

তবু ভাঙ্গে না ঘুমের ঘোর,
দ্যাখ্ হয়েছে যামিনী ভোর!
ওই নবীন তপন মহা জাগরণ
আনে না নয়নে তোর!

শিয়রে গগন-চুম্বি-শির
(ও সে) অচল সৌম্য ধীর—
কোটি নিঝর ঝর ঝর ঝরে—
কোটি নয়ন লোর;
দেখায় নীরবে ইন্দ্রপ্রস্থ পানিপথ চিতোর।

ওই নীল-সিন্ধু-জল,
চির-গর্বিত-চঞ্চল—
তীব্র আবেগে করিছে প্রহত
বধির দুয়ার তোর;
বলে 'জাগ জাগ', নতুবা ডুবে যা
অতল গর্ভে মোর।

উদ্বোধন

ক'টা যোগী বাস করে আর
তোদের সাধের হিমালয়ে?
ক'জন করে ব্রহ্মচিন্তা
গুহায় সমাধিস্থ হ'য়ে?

ক'জন বোঝে মিথ্যে কায়া?
ক'জন কাটে ভবের মায়া?
হরি বলতে ক'টা চক্ষে
যায় গো প্রেমের ধারা ব'য়ে?

ক'জন শোনে শাস্ত্র কথা?
ক'জন বোঝে পরের ব্যথা?
দেশের চিন্তা ক'জন করে—
স্বার্থত্যাগের মন্ত্র ল'য়ে?

শুনেছিস্ গাণ্ডীবের কথা,
আর সেই ভীমের ভীষণ গদা,
শক্তিশেল আর আগ্নেয়াস্ত্র
থাকতো কাদের অস্ত্রালয়ে?

ক'খানা বাণিজ্য-তরী
গৃহজাত পণ্য ভরি',
ভারত-জলধি-জলে
ভাসে গো অকুতোভয়ে?

ধনী ছিলি যে সব ধনে,
স্বপ্ন ব'লে হয় রে মনে;—
তোরা কি সেই পূজ্য জাতি?
জন্ম তোদের সে অন্বয়ে?

পিলু—ঝাঁপতাল

সোনার ভারত

কোন্ দেশের উত্তরের সীমায়
ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি?
কোন্ দেশের আর তিন পাশেতে
রয়েছে সমুদ্র ঘিরি?

কোথায় শ্যামল মাঠে ফলে
থোকা থোকা সোনার ধান?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোন্ দেশে যমুনা গঙ্গা
সিন্ধু গোদাবরী বয়?
কোন্ দেশের সুগন্ধি ফুলে
মিষ্ট ফলে জগৎ-জয়?

কোথায় বনে বনে দোয়েল
পিক পাপিয়া করে গান?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোথায় জন্মে ছিল রাজা
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির?

ধনঞ্জয় আর ভীষ্ম দ্রোণ
জন্ম কোথায় শিবাজীর?

কোন্ দেশের অব্যর্থ লক্ষ্য—
ভয়শূন্য বীরের বাণ?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোন্ দেশেতে আছে চিতোর
পানিপথ আর হল্‌দিঘাট?
কোন্ দেশেতে বনে বনে
ক'রত ঋষি বেদপাঠ?

কোথায় স্বামীর সনে সতী
চিতায় উঠে স্বর্গে যান?
—সে আমাদের সোনার ভারত.
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

সুপ্রভাত

জাগো, জাগো, ঘুমায়ো না আর।
নব রবি জাগে,
নব অনুরাগে,
ল'য়ে [illegible] সমাচার।

সুরভি-দিগ্ধ গন্ধ-বহন
হরষ অলস মন্দ গমন
সুপ্ত চক্ষে আনি জাগরণ,
(কহে) ''ত্যজ আলস্য-ভার।'

মৌন বিহগ প্রভাত-সঙ্গে
জাগি, বিলাইছে সুর-তরঙ্গে,
নব মঙ্গল শুভ্র বারতা—
আশিস্ দেবতার।

এস ছুটে এস কর্মক্ষেত্রে,
চেয়ো না মুগ্ধ অলস নেত্রে,
এত দিন পরে, শুষ্ক অধরে
হেসেছেন মা আমার।

ফুল্ল-কুশল-কমলাসনা,
শুভ্র-পুণ্য-ক্ষৌম-বসনা,
এসেছেন ফিরে, এস নতশিরে
চরণ-যুগলে নমি তাঁর!

গৌরী—একতালা

সফলতা

আজকে তোদের আশার গাছে
ফল ধ'রেছে, ভাই!
ভেবেছিলি এক মুঠির জন্যে
কার বা দ্বারে যাই।

আর কি তোদের দুঃখ আছে,
ফল্ল সোনা তুঁতে গাছে,
কোমর বেঁধে উঠেপ'ড়ে
লাগ্ দেখি সবাই।

পুথি নে' কেউ পড়্না ক'সে
তাঁত নিয়ে কেউ যা' না ব'সে,
সোনার সূত্র ওই উঠেছে,
ভাবনা কিছুই নাই।

অন্নপূর্ণা এলেন ঘরে,
সোনার মালা হাতে ক'রে,
হাসিমুখে জয়-মালিকা
আয় গলে দোলাই!

ভৈরবী—কাশ্মীরী খেম্‌টা

অন্ধ

সেই চন্দ্র সেই তপন সেই উজল তারা।
সেই হিমাদ্রি সেই গঙ্গা সেই সিন্ধু-ধারা।।

সেই ভীম অতল জলধি—নাহি যার কূল-কিনারা।
সেই কুঞ্জ কুসুমপুঞ্জ অলিকুল-মাতোয়ারা।।

সেই হল্‌দিঘাট যার—মোছেনি রক্তধারা।
সেই পানিপথ চিতোর করিছে সবে ইসারা।।

পরপদতল-লেহনপটু স্বজন বন্ধু যারা।
দৈন্য-দুঃখ আনিল গেহে—এমনি লক্ষ্মীছাড়া।।

জাগ জাগ!

মোহ-রজনী ভোর হইল, জাগ নগরবাসী,
পূর্ব গগনে সূর্যকিরণ, দুঃখ-তিমির-নাশী।
আর্যকীর্তি—মধুর গান,
বিহগ ঢালিছে অমিয়-প্রাণ,
যশ-পরিমল-পূর্ণ-পবনে কুসুম উঠিছে হাসি।

পাশরি সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব,
প্রাণে প্রাণে মিলনানন্দ,
জাগ জাগ, হের জগৎ উৎসব অভিলাষী।
কত মরকত কাঞ্চন মণি,
জ্ঞান ধরম নীতির খনি,
কুণ্ঠিত নহ লুণ্ঠিত হেরি অতুল বিভব-রাশি।

অলসে ঘুমায়ে রহিও না আর,
উৎসবে ঢাল প্রাণ তোমার,
হাসিছে বিশ্ব হেরি তোমারে ক্ষণিক সুখ-বিলাসী!

উদ্দীপনা

জেগে ওঠ দেখি মা সকল!
হের নব প্রভাতের নব তপন উজল,
শুন জন-কোলাহল ভরা আজি ধরাতল।

এত কলরবে যদি না ভাঙ্গিবে ঘুম,
(যদি) এ উষায় না ফুটিবে শকতি-কুসুম,
তবে জননি গো বল্, (আর) কোথা পাব বল?

সীতা, সতী, চিন্তা, দময়ন্তী, লীলা, খনা,
সাবিত্রী, অহল্যাবাঈ, দ্রৌপদী, জনা,
মা গো, কোন্ দেশে আছে বল্ হেন মণি নিরমল?

কেশ কেটে দিস্নি কি ধনুকের ছিলা ক'রে?
'মেরা ঝান্সি নেহি দেগা'—মনে কি পড়ে?
মা গো, কোন্ দেশে বল্ সতী প্রবেশে অনল?

শক্তিরূপিণী তোরা আত্ম-বিস্মৃতা হায়,
এই নব ব্রত ধর, বর মাগো দেব-পায়;
ঐ শকতি-সম্বল লʼয়ে হইব সফল।

কিসের সাড়া?

নিরানন্দ-ভরা ভারতে আজি কেন এ হরষ-চিহ্ন?
এলো কি রে, সে দিন ফিরে, যে দিন ধর্মকথা ভিন্ন
আর ছিল না আলোচনা, পাপ অনাচার ছিল ঘৃণ্য!

(যে দিন) হʼত বেদের জয়ধ্বনি, সত্য ছিল মাথার মণি,
এ সংসার অনিত্য গণি' মায়া-বন্ধন কʼরে ছিন্ন,
ভোগবিলাসী বনে আসি অনশনে হʼয়ে শীর্ণ,
কাতর প্রাণে ভগবানে ডেকে ডেকেই হʼত ধন্য!

মুক্তি ছিল জীবের লক্ষ্য, সর্বভূতে সম সখ্য,
(সদা) জয়যুক্ত ধর্মপক্ষ, ছিল না পাপের মালিন্য;
ধান্যে ভরা বসুন্ধরা, নাহি ছিল দেশে দৈন্য;
ভক্তের পাশে দেবতা এসে হতেন নিজে অবতীর্ণ!

আশা

কবে অবশ এ হৃদয় জাগিবে—
প্রাণে সুমতি-সমীরণ বহিবে?
ত্যজিয়ে আত্মকলহ, মিলেমিশে অহরহ,
প্রাণ শুধু আনন্দে ভাসিবে!

কবে হব ধর্মভীত, নীতিপথের অধীন,
প্রাণ-শশি-উপদেশে হইব কলুষহীন,
পরমেশ পদে মতি হবে?
আজি ঊষা-আগমনে আশা জাগিয়াছে মনে,
বুঝি অন্ধ জনে নয়ন পাইবে!

শুভ যাত্রা

অনন্ত কল্লোলাকুল কাল-সিন্ধু-কূলে
উত্তরিল স্বর্ণতরী, অব্যাহত গতি,—
অভ্রান্ত অচল লক্ষ্য। হের ফুল্ল ফুলে
তরুণ প্রভাত করে মঙ্গল-আরতি—

মধুপ-গুঞ্জনে, বন-বিহঙ্গের গানে,
আরক্ত অরুণ-দীপে। অজ্ঞাত নগর
হ'তে দিল সাজাইয়া, কেবা সাবধানে,
বিচিত্র বিপুল পণ্য? তারকা-নিকর
দিয়া বিধি লিখি দিল ধীরে উড়াইয়া
অপূর্ব পতাকা ওই তরণীর গায়!

সৌম্য ধীর কর্ণধার কহিছে ডাকিয়া,
'সাগর-তীর্থের যাত্রি, যাবি যদি আয়
নবীন উৎসাহ ল'য়ে, বুকে বাঁধি বল,
ভাসাব সোনার তরী, চল্ তোরা চল্।'

নবীন উদ্যম

অন্তহীন জ্ঞান-গগনে নবীন তপন-ভাতি রে।
এস এস সব বন্ধু মিলিয়া নবীন পুলকে মাতি রে।।
কর্ম অসীম, বিপুল বিশ্ব,
আমরা মলিন ক্ষুদ্র নিঃস্ব,
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু
কেবল সাথি রে।

দ্বেষ-হিংসা-দূষিত চিত্ত
পদে পদে বাধা ছড়াবে নিত্য,
স্থিরলক্ষ্যে যাইব চলিয়া
চরণে দলি অরাতি রে।

সকলেরি যিনি পরম সহায়
জীবনে কখন ভুলিব না তাঁয়;
মঙ্গলময় স্নেহ-আশিস্
লব নত শির পাতি রে!

শারদ সন্ধ্যা

আজি এ শারদ সাঁঝে,
ঐ শোন দূরে পল্লীমুখর কাঁসরঘণ্টা বাজে!

দিনমণি যায়—"বিদায় বিদায়"
বিহগ-কণ্ঠে দিশি দিশি ধায়,

উদ্দাম বেগে মরম আবেগে
মত্ত তটিনী চলিছে;

ধীরে ধীরে তীরে তীরে, শ্লথ মন্থর বীচিমালা ফিরে
গাহিয়া সবারি কাছে।

পবনে গগনে জনে জনে বনে
ঐ কল্লোলময়ী গীতি—
নিখিল বিশ্বে একই রাগিণী
ধ্বনিতেছে নিতি নিতি;
একই মন্ত্রে একই সাধনা একই আরতি রাজে,
মনোমন্দির মাঝে!

ইমন কল্যাণ—একতাল

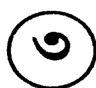
মিলনোৎসব

সন্ধ্যা-সমীরে, ধীরে ধীরে,
একটি দিবস পলায় রে।
অতীত তিমিরে, সিন্ধু-গভীরে
একটি জীবন মিশায় রে।

নব নব আশা, নূতন ভরসা
জাগিছে হৃদয়ে রে।
নব শকতি-বলে সঁপিব সকলে
(জীবন) স্বদেশ-সেবায় রে।

আজি শুভ দিনে, শুভ সম্মিলনে
কত সুখ কত প্রীতি রে।
ভাই ভাই মিলি, (দেহ) প্রীতি-কোলাকুলি,
ভুলি সব অন্তর রে।

সঁপি সব আশা, দুঃখ-পিয়াসা,
দেব পরম চরণে রে।
আজি যেই ভাবে, মিলেছিনু সবে.
বিধি যেন এমনি মিলায় রে!



জমিদার

আমরা ভূম্যধিকারী বঙ্গে,
সদা এয়ার-বন্ধু-সঙ্গে
কত ফুর্তিতে করি সময়-হত্যা,
তাস, পাশা, চতুরঙ্গে।

মোদের highly furnished room,
তাতে দিন-রাত 'দেরে তুম্'
ঐ তব্‌লার চাঁটি, 'বাহবা'র চোটে
নাই পড়শীর ঘুম।

চল্‌ছে সুন্দর টানাপাখা,
তার ঝালরে আতর-মাখা,
আর হরদম পান-তামাক চলছে,
গল্প চলছে ফাঁকা।

আছে ডজন চারেক চাকর,
ব'সে, মাচ্ছে মাছি ও মাকড়,
(দেখ) তাদেরো মাথায় আলবার্ট টেরী
(ভুড়িটিও বেশ ডাগর)
তারাও রসিক নাগর।

মোদের আছে পেয়ারের ভৃত্য,
তারা যোগায় মেজাজ নিত্য;
আর উদর পুরিয়া প্রসাদ পাইয়া
'বা! খুশি' তাদের চিত্ত।

বাইরে সমাজের ধারো ধারি,
বাড়িতে পুজোর জমক ভারি;
আবার half a score বাবুর্চি আছে,
রেঁধে দেয় চপ, কারি।

রোজ ছানা ও মাখন চলে,
আমরা রোদে গেলে যাই গ'লে,
ওই কস্তুরী দিয়ে দাঁত মাজি, আর
আঁচাই গোলাপ জলে।

দেশে কত দুখী ভাতে মরে,
তাদের দেইনে পয়সাটি হাতে ক'রে;

তারা গেট থেকে পেয়ে অর্ধচন্দ্র
রাস্তায় প'ড়ে মরে।

কিন্তু D. M., D. S., D. J.
এলে, ভয়ে ঘেমে উঠি ভিজে,
তাদের খানা দেই আর বুট চাটি,
(আহা) নতুবা জনম মিছে।

খেয়ে, স্কুলে severe beating,
ওই First Book of Reading,
হাঁ, প'ড়েছিনু বটে, এখনো ভুলিনি—
"The blind man is bleating.

যত সাহেব-সুবোর সনে
বলি ইংরেজি প্রাণপণে
ওই First Book-এর বিদ্যের চোটে,
তারাও প্রমাদ গণে।

Brain-এ সয় নাক' গুরু চাপ্‌টা
আর প'ড়েই বা কোন্ লাভটা?
'Yes,' 'no' আর 'very good' দিয়ে
বুঝালেই হ'লো ভাবটা।

আমরা এত যে আরামে থাকি,
তবু কোন রোগ নাই বাকী—
Dyspepsia, Debility, আর
কিছু কিছু ঢেকে রাখি।

ক'রে প্রজার রক্ত শোষণ,
করি মোসাহেব-দল-পোষণ;
আর প্রজার বিচার আম্‌লারা করে,
কোথায় আপীল মোসন?

করি হাতীতে চড়িয়া ভিক্ষে,
কেহ না দিলে পায় সে শিক্ষে,
তারা ভিক্ষে-খরচা দিতে, জমি ছেড়ে
উঠেছে অন্তরীক্ষে।

তবু ঘোচে না ঋণের দায়;
ওই খেয়ালেই তো মাথা খায়!

দেখ, সুবিধা ঘটিলে, দু'চার হাজার
এক রেতে উড়ে যায়।

ঋণ-শোধের উপায় কুত্র?
শুধু অধঃপাতের সূত্র।
বাবা করেছিল, আমি উড়ালাম,
বাবার যোগ্য পুত্র!

ঠিক বলেছিল Darwin,
We are very sanguine,
মোদের জীবনটা এক চিরবাঁদ্‌রামি,
সম্মুখে শুধু ruin!

এই ছোট Autobiography
প'ড়ে, কে কি ভাবে তাই ভাবি—
কমলা গো! তুমি কার হাতে দিলে
তোমার ঝাঁপির চাবি?

সৃষ্টির কৌশল

ওরে মন, তোর জ্যোতিষে, হারায় দিশে
অবাক্ চেয়ে আকাশ-পানে,
ওরে ঐ কোটি বছর, রবির ভিতর
পুড়ছে কি তা মালিক জানে!

এত কাঠ কোথায় থাকে, কে দেয় তাকে,
কোথা থেকে যুগিয়ে আনে?
চিরদিন সমান জ্বলে, বিনা তেলে,
যায় না নিবে কোন্ বিধানে?

জ্বালাময় কিরণ রেখা, এমনি চোখা,
যায় না দেখা স্থির নয়নে,
সেই আলো চাঁদে প'ড়ে, বল্ কি ক'রে
ঠাণ্ডা হ'য়ে ধরায় নামে?

ঢেলে দেয় সুধার ধারা, এমনি ধারা
কোটি তারা রয় বিমানে;
এমনি ঠাণ্ডা গরম, শক্ত নরম
কত রকম কত স্থানে!

ভেবে দেখ সত্যাসত্য এদের তত্ত্ব
নাই বিজ্ঞানে, বেদ-কোরানে।
মাথা তো একটুখানি, কতই জানি
ব'লে মরি অভিমানে।—
কান্ত কয়, জ্ঞানের মালিক জ্ঞান না দিলে
জ্ঞান আসে কি ভেসে বানে?

বিশ্ব-যন্ত্র

এমনি ক'রে চাবি দিয়ে
দিয়েছে এই বিশ্ব-যন্ত্র ঘুরিয়ে,
কোটি কোটি বছর যাচ্ছে,
তবু চাবির দম যায় নাক' ফুরিয়ে!

বলিহারী, বাহবা, ওস্তাদের কেরামৎ!
(আর) অয়েল কত্তে হয় না, কত্তে হয় না মেরামৎ
হোক না অন্ধ, কি কাণা,
সে পথের এমনি ঠিকানা;
বাঁকা সোজা রাস্তায় ওস্তাদ
কেমন ক'রে দিলে শূন্যে উড়িয়ে!

কোটি যোজন লম্বা ওই ধূমকেতুর পুচ্ছটি;
(আবার) কত লক্ষ পৃথিবীর সমান ওই সূর্যটি;
(ওটা) কি দিয়ে ভাই জ্বেলেছে?
(আর) কতই আগুন ঢেলেছে?
(কত) কোটি বছর, সমান জ্বলছে,
তাপ কমে না, যায় নাক' ভাই জুড়িয়ে!

(দেখ) কত তাহার ধ্বংস হ'চ্ছে প্রতি মুহূর্তে
(আবার) কত তৈরি হ'চ্ছে, নীচে মধ্যে আর উর্ধ্বে;
নাইক' আদি কি অন্ত,
জড় কোথা?—সব জীয়ন্ত!
কোথা থেকে কল টিপেছে,
কারিগরের কেমন লুকোচুরি এ!

হাসপাতাল
১৫ আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি

মধুমাস

নীল নভঃতলে চন্দ্র তারা জ্বলে,
হাসিছে ফুলরানী ফুলবনে।
হরষ-চঞ্চল সমীর সুশীতল
কহিছে শুভ কথা জনে জনে।

মধুর মধুমাসে আকুল অভিলাষে
ধরণী-নিশাকাশে প্রকৃতি মৃদু হাসে,
কূজিছে পিক-বধূ ছড়ায়ে প্রাণমধু
আজি কি রবে বসি নিরজনে?

বক্ষে বাঁধি আশা, হরষ লয়ে প্রাণে
লক্ষ্যে রাখি আঁখি, চলিবে সাবধানে;
হের এ উৎসব যাঁহার করুণায়—
তিনি ত উৎসাহ-প্রদান-বাসনায়
মোদের সনে সুখে মিলিত হাসিমুখে
জ্ঞানের মধু-ফল-বিতরণে!

হারা-নিধি

জনম-জনম-ভরি গিরি নদী কানন,
ঢুঁড়ই জীবন-নিধিয়া হারে!
যব হাম ধরণী-পর, নীল গগন-তল
চলত মরীচিত বঁধুয়া হারে!

গেহ তেয়াগনু, দিবস গোঁয়ায়নু
অনশনে বহুত পিয়াসে হারে!
আজু মিলল সখি, হৃদয়কী রাজা,
আর নাহি ছোড়ব জিয়াসে হারে!

বিরহ

কি মধু-কাকলি ওরে পাখি,
তোরে হৃদয়-মাঝারে ধ'রে রাখি।
আমি যে উদাসী, চির-পরবাসী,
সেই মুখ-চেয়ে ব'সে থাকি!

(তোর) মধুমাখা গানে, (তারে) যেন কাছে আনে,
বসায়ে তাহারে প্রাণে;
(আমি) পুলকে যেন রে মরে থাকি!

রে বিহগ-সখা, আমি যে অভাগা,
মোর তরে (তোর) প্রাণ কাঁদে না কি?

অভিসারিকা

নয়ন-মনোহারিকে! গহন-বনচারিকে!
নব-বকুল-মাল-উরে, প্রেম-অভিসারিকে!
নূপুর পদ-চঞ্চলে, চপলা খেলে অঞ্চলে,
হরি-মিলন-ত্রস্ত-হৃদি—প্যারী-অনুকারিকে!

কুঙ্কুম-সুদিগ্ধ তনু চর্চিত সুচন্দনে,
মালতী সুগন্ধ লুটে পীনকুচ-বন্ধনে;
দলিত পদে বল্লরী, চ্যুত কুসুম-মঞ্জরী,
মধুর-মৃদু-গীত চির-মূক শুক-শারীকে!

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল

প্রেমের ডাক

ঐ শোন কারে ডাকে?
ওগো কে সে? ওগো কেন ডাকে ?
ওগো কোথা হ'তে ডাকে, কোথা থাকে?

কোথা শুনেছি যেন সে গান!
চির-বিদায়ের সুর বাঁধা যেন
পথহারা মধুতান;—
কি যেন কি সব—মনে পড়ে না তো!—
গান শুনে (এই) প্রাণে জাগে!

সে যে হাত দুটি দিল বাড়ায়ে,
কারে টেনে নিতে হিয়া-মাঝে—
গেল আঁখির পলকে হারায়ে!
গেল! সে যে গেল!—ধর গো, তোমরা ধর গো,
ওগো ধর তাকে!
ওগো যেও না, ফেলে যেও না,
আমি একাকিনী (বনে) ভয় পাব—

শেষ দান

তুমি অমন করিয়া চেও না,
ফেলে যেও না, তোমার পায়ে ধরি,
ওগো, কাঁদাতে কি (বড়) ভাল লাগে?

আহা পেয়ে যেন তবু পাইনে,
কি যেন পেলে সব পাওয়া হয়,—
আর যেন কিছু চাইনে!
(আমি) বনে বনে ঘুরি, ছুটে ছুটে মরি,
তুমি কাছে থাক তবু ফাঁকে ফাঁকে!
ঐ শোন কারে ডাকে?

আশাহত

চল ফিরে চল, তারে পাওয়া যাবে না!
(এই) আঁকা-বাঁকা ঘুরো পথ যে আর ফুরাবে না!

তারে নিয়ে গেছে পরীর দেশে,
ধরার সনে আর কি মেশে!
ধরার আঁখি নিয়ে তারে
দেখতে পাবে না!

আমার যে আর পা চলে না—
(তবু) 'আহা', 'বাছা' কেউ বলে না;
সে ছাড়া আর নয়ন-বারি
কেউ মোছাবে না!

কত দূরে কিসের মত,
আলো-আঁধার ছুটছে কত!
রইল ছায়া, গেল কায়া
ফিরে আসবে না!

বেহাগ—একতালা

পরিণয়-মঙ্গল

মা, তোর স্নেহ-গগনে উদিল
আজি ফুল্ল যুগল চাঁদ গো;
অবিরল ধারে বহিছে সুধা
নাহি মানে কোন বাঁধ গো।

আজি এ মধুর রাতি,
সবে উঠিছে পুলকে মাতি;
কত দিন পরে পূরিল, জননি,
তোমার প্রাণের সাধ গো;
আজি ভুলে যাও যত দুঃখ যাতনা
দুর্ভাবনা বিষাদ গো।

ফুল্ল যুগল রতনে
আজি বরিয়া লও গো যতনে।
দেহ মাথে তুলি বাম পদধূলি
কুশল আশীর্বাদ গো,
এ শুভ মিলন অক্ষয় হোক
এই কর দীননাথ গো!

অভিনন্দন

এস, কর্মজীবন-দীপ্ত, প্রতিভা-কিরণ-
মণ্ডিত, লোক-বন্দন!
এস, যশোনিধি, কীর্তিবারিধি,
হৃদয়-নন্দন হে!

এনেছি মঙ্গল-হরষ-পূরিত
শুভ্র এ মরম-বরণ-ডালা,
সৌম্য! ধীর! প্রশান্ত-মুরতি
প'রেছ উজ্জ্বল বিজয়-মালা?

লহ. মুক্ত হৃদয়ের ভক্তি-জল, লহ
প্রীতি-ফুল-সুখ-চন্দন;
লহ, দীন-সম্বল, প্রেম-বিরচিত
এ অভিনন্দন হে!

বন্দনা

(বল) কি দিয়ে পূজিব ও-চরণ!
দীন অকিঞ্চন মলিন হৃদয় ল'য়ে
কেমনে করিব, দেব, তব আবাহন!

সৌম্য মধুর তব শান্তোজ্জ্বল দেহ,
বদনে নীতি-কথা, নয়নে প্রীতি-স্নেহ,
বিপুল শাস্ত্ররাশি, মোহধ্বান্ত নাশি,
বিতরিছ দিশি দিশি পুণ্য-কিরণ।

বরষে বরষে, গুরো, কত না আদর করি'
ধর্মনীতি দিয়ে দাও এ দীন হৃদয় ভরি';
হিয়া কি পাষাণ হায়, রেখা নাহি পড়ে তায়!
কি হবে উপায়? দেব, কর নিরূপণ।

বিদায়

(আজি) দীন নয়ন সজল করুণ, কেন রে পরাণ কাঁদে—
লুটাইয়া অবসাদে?
সোনার স্বপন ভাঙ্গিল নিয়তি
নিঠুর চরণাঘাতে!

মরমের কোণে লুকাইল আশ,
কোরকে ঝরিল কুসুম সুবাস,
তপ্ত বেদনা বহিয়া বাতাস
মূরছি পড়ে বিষাদে!

অন্ধ তিমির উজলি কিরণে
আনি' জাগরণ সুপ্ত নয়নে,
উদিল অরুণ পূর্ব গগনে,—
ডুবে গেল পরভাতে!

দেখ রে জ্ঞান-সাগর-যাত্রী,
উষায় তোদের আসিল রাত্রি;
কে আর অকূলে লয়ে যাবে তরী—
কে আর যাইবে সাথে?

* * * *

আজি শারদ মিলনে কেন রে
এত বাজিছে বেদনা পরাণে,
কেন ঝরিছে কুসুম অধীরে
কেন মুদিত তারকা গগনে?

ব্যাকুল বেদনে ফিরিছে রোদন
আজি রে নয়নে নয়নে;
কি যেন ছিল রে হিয়ার মাঝারে,
কে যেন মিশাল' পবনে!

কৃপণের ধনে কে লইল কাড়ি,
কেন হেন অকারণে;
স্নেহমাখা তার শিববাণী আর
শুনিব না কভু কানে।

সেবকে কে আর তুষিবে সাদরে
অমৃত মদিরা-দানে,—
হাসিমুখে সদা কে ডাকিবে আর
আজ নিশি-অবসানে!

* * * *

হৃদয়-কুসুমাঞ্জলি লহ, দেব, উপহার!
কি দিব তোমার মত, বল কিবা আছে আর!
তুমি যে যাইবে প্রভু, স্বপনে জানিনে কভু,
তোমার বিদায়-কথা,—শোক-শেল দুর্নিবার।

জ্ঞান-মঞ্চে বসি' উচ্চে, হেলা করনিক' তুচ্ছে,
দীনধনি-নির্বিশেষে সবে সম ব্যবহার।
সঙ্কল্প-পালনে রত, ধর্মবীর সত্যব্রত,
নিষ্কলঙ্ক সমুজ্জ্বল কি দৃষ্টান্ত চমৎকার!

অসহায় প্রাণ কাঁদে, হৃদে না ধৈরয বাঁধে,
না পারি গাহিতে গান, ছিঁড়িছে মরম-তার।
শত অপরাধ ভুলি', দাও ও-চরণ-ধূলি,
যেথা থাক লভ চির-আশীর্বাদ দেবতার।

গৌরী—ঝাঁপতাল

উপদেশ

গুরুবাক্য শিরে ধর,
সজ্জনের সঙ্গ কর,
সদালাপে কাল হর,
অবশ্য কুশল হবে।

নিজ ধর্ম্মে মতি রেখ,
সাধুর জীবন দেখ,
সে জীবনী পড়, শেখ,—
তোমারেও সাধু ক'বে।

বিষধর সর্পসম
কুসঙ্গ বর্জন করি',
পাপ-রিপু, প্রবঞ্চনা,
পরপীড়া পরিহরি',
বিধাতার প্রেম-বলে
বিশ্বপ্রেমে যাও গ'লে,
বাধা-বিঘ্ন পদে দ'লে
"জয় জগদীশ" রবে।

অচলা ভকতি রেখ
জনক-জননী-পদে,
পিতামাতা ধ্রুবতারা
কুটিল জীবন-পথে;—

ভাই-বোনে ভালবেসো,
দুখে কেঁদো, সুখে হেসো,
ভুল' না বিভুর পদ
ধরণীর কলরবে।

ছিন্ন মুকুল

ফুল যে ঝরিয়া পড়ে, কথা নাহি মুখে।
তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ, বিনাশ,—
তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস
র'য়ে গেল কিনা এই মর মর্ত্ত্য-বুকে,—
সে কি তা দেখিতে আসে? হেসে ঝ'রে যায়।

বনদেবী তার তরে নীরব সন্ধ্যায়,
প্রশান্ত প্রভাতে, বসি' একান্তে নির্জ্জনে,
নির্ম্মল স্মৃতির উৎস নয়নের নীর—
ফেলে যায় প্রতিদিন—পবিত্র শিশির,

অতি জীর্ণ পত্রাবৃত সমাধি-শিয়রে।
ভ্রমর ফিরিয়া যায় নিরাশ হইয়া।
শেষ মধুগন্ধটুকু কুড়ায়ে যতনে
ব্যথিত সমীর ফিরে আকুল ক্রন্দনে
লুপ্তপ্রায় জনশ্রুতি সমাধির পাশে।

কভু যদি কোন পান্থ পথ ভুলে আসে,
কহে তারে কানে কানে বিষাদ-স্পন্দনে,
"তোমরা এলে না আগে, দেখিলে না তারে,
ছোট ফুল, ঝ'রে গেল সৌরভের ভারে!"

* * * *

অফুটন্ত মন্দার-মুকুল;
সে কেন ফুটিবে হেথা?—বিধাতার ভুল!
কোন্ অভিশাপ-ভরে, ধরায় পড়িল ঝ'রে,
শচীর কুন্তল-রূপী বিলাসের ফুল?

দেবতার উপভোগ্য এ ধরা কি তার যোগ্য?
শুকাল',—দু'দিন দিয়ে সুরভি অতুল।
হায় হায়, কেন এলে? কেন গো চলিয়া গেলে,
আত্মীয়-বান্ধব-হৃদে হানি' শোক-শূল?

কিছু তো জানিনে সখা, আর যে হবে না দেখা,
উৎসাহের আশা আজ(ই) হইবে নির্মূল।
সাহিত্য-গগন-তীরে নব রবিরূপে, ধীরে
উঠেছিলে বিস্তারিয়া আলোক বিপুল।

কি করাল কাল-মেঘে ফেলিল তোমারে ঢেকে,
ডুবিলে;—ডুবালে চির আঁধারে অকূল!
তবে যাও দেবাকাশে, হৃদিভরা অভিলাষে,
হইয়ে উদয়. তুষ্ট কর দেবকুল।

যেখানে গিয়াছ ভাই, মরণের মেঘ নাই,
নাহি দুঃখ, নাহি অশ্রু বিচ্ছেদ-আকুল,
স্বরগের জল-বায়ু দিবে শুভ্র চির আয়ু,
সকল দেবতা, সখা, হবে অনুকূল।

তোমরা ও আমরা*

আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও;
আমরা দু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও।
আজ এ-বিপদ্, কাল ও-বিপদ্ করি গো,
হাতের দু'খানা গহনা ও টাকাকড়ি গো,
"না দিলে পরম প্রমাদে, প্রেয়সি, পড়ি গো!"
বলি', ল'য়ে চম্পট দাও।

স্বাধীনচিত্ত নিত্য রাত্রে ঘুরিবে.
কত পায়ে ধরি, শুনিবে না;
মদিরে অচিরে সাঙ্গ পাইবে, বলিবে, —
"সবি তোমাদেরি তরে দেনা!"

সুদিনে ঘেঁষিয়া গায়েতে পড়িয়া ঢলি' গো,
"চন্দ্রবদনি, আর কি!" সোহাগে গলি' গো,
"জীবিতেশ্বরী," "প্রিয়তমে," "সখি," বলি' গো,
স্বর্গে তুলিয়া দাও।

যখন যা আসে শ্রীমুখে বলিয়া যাও গো,
শুনে আমরা স্তব্ধ রই;
রক্ত-বর্ণ এমনি চাহনি চাও গো,
দেখে ভয়ে জড়সড় হই।
কথায় কথায় ধরণী ফাটাও রাগি' গো,
আমরাই যেন সব নিমিত্তের ভাগী গো,
পায়ে ধরি' সাধি অপরাধ-ক্ষমা-লাগি গো,
তবু লাথি মেরে চলে যাও।

---

* কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমরা ও তোমরা' নামক রহস্যাত্মক কবিতাটির প্রত্যুত্তরে রচিত।

[দ্বিজেন্দ্রলালের 'আঁমরা ও তোমরা' ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, রজনীকান্তের 'তোমরা ও আমরা' প্রকাশিত হয় 'উৎসাহ' পত্রিকার আশ্বিন ১৩০৪ সংখ্যায়।]

আমরা মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো,
আর তোমাদের চাই গদি;
আমাদের শাক-পাতাটা হ'লেই চলে গো,
আর তোমরা পোলাও দধি!
তথাপি যদি বা কোন কাজে পাও ত্রুটি গো,—
স্বাস্থ্যে হালুয়া-লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো
না হ'লে—আ মরি! কর কি সুভ্রূকুটি গো,
কিংবা চড়্‌চাপড়্‌টা দাও।

আমরা একটি চুলের বোঝার ভারে গো
সদা জ্বালাতন হ'য়ে মরি,
তোমরা, সে জ্বালা সহিতে হয় না, থাক গো
সদা এলবার্ট টেরি করি'।
আমরা দু'খানা শাঁখা ও লোহার খাড়ু গো
পেলেই তুষ্ট, কষ্ট হয় না কারু গো,
তোমাদের চটি, চুরুট ও চেন চারু গো,—
তবু খুঁতখুঁতি মেটে নাও!


8

প্রভাতে

প্রভাতে যখন পাখি গাহিল প্রভাতী—
আলোকে বসুধা ভরপুর;
পূর্বাকাশে পরকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ, ধীর, সমীর মধুর।

মঙ্গল-আরতি শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে
অবিরত তব স্তুতি-গান;
কোথায় লুকালে, প্রভু! মুক্ত চরাচরে?
ব'লে দাও তোমার সন্ধান!

অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার,
মুদিয়া আসিল দু'নয়ন;
দেবতা কহিল ডাকি', 'মানসে তোমার
আন পূজা, করিব গ্রহণ।'

হাসপাতাল

সন্ধ্যায়

সন্ধ্যায় উদার মুক্ত মহা ব্যোম-তলে
সুগম্ভীর নীরবতা-মাঝে,
ফুল্ল শশী কোটি কোটি দীপ্ত গ্রহ-দলে
আলোকের অর্ঘ্য ল'য়ে সাজে।

তোমারি কৃপার দান দিবে তব পদে,—
চন্দ্র তারা সবারি বাসনা;
কিন্তু সে চরণ কোথা? গেলে কোন্ পথে
সিদ্ধ হবে দীন উপাসনা?

কোটি কোটি গ্রহলোকে পায়নি খুঁজিয়া,
আরাধনা হ'য়েছে বিফল;
বিক্ষিপ্ত হৃদয় ল'য়ে নয়ন মুদিয়া
ব'সে থাকা, মন রে, কি ফল?

হাসপাতাল

নিশীথে

নিশীথে গগন স্তব্ধ, ধরা সুপ্তি-কোলে,
গম্ভীর, সুধীর সমীরণ;
জলেস্থলে মধুগন্ধি কত ফুল দোলে,
ডুবে যায় চাঁদের কিরণ।

আমি যুক্ত করে—"এসে, পূজা লও প্রভু!"
ব'লে কত ডাকিনু কাতরে,
মায়াময়! লুকাইয়া রহিলে যে তবু?
খুঁজে কি পাব না চরাচরে?

দুর্বল এ ক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে
কাঁদে নাথ! এ বেদনাতুর;
দেখা দিয়ে, পূজা নিয়ে, রাখ পদতলে
চাও নাথ! বিরহ-বিধুর।

হাসপাতাল

রত্নাকর

বিমল আনন্দ ল'য়ে গিরি হ'তে নেমে আসে
কল্যাণ-রূপিণী নদী; এ ধরা আনন্দে ভাসে।
যে নগরী পাদমূলে, বারি ঢালে তার কূলে,—
ফুটে উঠে নব শোভা, নব প্রাণ পেয়ে হাসে।

বিলায় মঙ্গল-রাশি, পিয়াসীর তৃষ্ণা নাশি'
অশান্ত আবেগে ছুটে চলে সাগরের পাশে;
তরঙ্গিণী ক্ষুদ্র, তাই সাগরে এসেছে ভাই!
অগাধ আনন্দ-মাঝে মিশিবার মহোল্লাসে।

যার যা অভাব আছে, প্রাণ আন তার কাছে,
আসিয়াছে রত্নাকর, রত্ন পাবে অনায়াসে;
হৃদয়ের পুণ্য-তীর্থ! কি গভীর! কি পবিত্র!
সাগর-সঙ্গম-যাত্রী, এস মোক্ষ-অভিলাষে।

যোগী

বিশাল-বিমুক্ত-শূন্য-চন্দ্রাতপ-তলে,
চপলা প্রকৃতি-মাঝে, অচঞ্চল, ধীর,
মৌনী, নিমিলিত-নেত্র, জ্ঞান-যোগ-বলে,
(বীরাসনে উপবিষ্ট) বিশ্বজয়ী বীর!

ভীষণ পিঙ্গল জটা; জীর্ণ, রুক্ষ দেহ,
ভীম অনলের কুণ্ড যোগায় বিভূতি;
ক্ষুধা, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ,
বিলাস, সম্পদ্—কুণ্ডে দিয়াছে আহুতি।

ধ্বংসশীল জগতের শত আবর্ত্তন
সমাধি-আসন-তলে সভয়ে লুটায়;
সুখের সামগ্রী নহে আনন্দ-বর্দ্ধন,
নাহি হেন দুঃখ, যা'তে সমাধি টুটায়।

স্পন্দহীন, শীতাতপসিদ্ধ, নির্ব্বিকার,
ভেদজ্ঞান-বিবর্জ্জিত, নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয়;
বৃত্তি নাই, চেষ্টা নাই, দীর্ঘ নিরাহার,
অপ্রিয় নাহিক কিছু, নাহি কিছু প্রিয়।

সুপ্ত কি জাগ্রৎ? রুদ্ধ, নিভৃত গহ্বরে
ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি, স্মৃতি, অহমিকা
চিরলুক্কায়িত, কিংবা লুপ্ত চিরতরে,—
জানি না, বুঝি না এই গূঢ় প্রহেলিকা।

কি পেয়েছে, কি দেখেছে—কিছু নাহি বলে,
প্রশ্ন ল'য়ে উৎকণ্ঠিত জীব, পদতলে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

উত্তুঙ্গ শিখর শ্রেণী প্রসারি' গগনে,
সুবিশাল গিরি ওই অটল গম্ভীর,
ফল-পুষ্প-তরুলতা-তুষার-কাননে,
প্রকৃতির চিরশান্ত পবিত্র মন্দির।

লীলাময়ী নির্ঝরিণী ঝর ঝর ঝরে,
বিহগের কলকণ্ঠে মিলায়ে সঙ্গীত,
গৈরিকের রক্তরাগ মুকুতা অধরে,
নেমে আসে মাতৃরূপে জগতের হিত।

সমতলে দয়াময়ী রাখি' শ্রীচরণ,
কল্যাণ-তরঙ্গ তুলি' আনন্দে নাচিয়া,
দুই কূলে ফুটাইয়া মন্দার-কানন,
চ'লে যায় স্নেহ-নীর-ক্ষীর পিয়াইয়া।

অকূলে অর্ণব-কোলে কালের বিধানে,
মিশাইয়া প্রাণময়ী সুধা-নীর-ধারা,
আবার বাষ্পীয় রথে আরোহি' বিমানে
পিতৃকুলে কন্যারূপে হয় আত্মহারা।

চিন্তাশীল নর! ইথে নাহি মনে হয়,
ব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়?

মহাকাল

প্রহেলিকাময় চিরন্তন!
নিত্যবুদ্ধ—চিরসুপ্ত,
স্বপ্রকাশ, চিরলুপ্ত;
অবিজ্ঞেয়, অনুভূত, ভীম নিরঞ্জন!
তোমারি প্রবাহ ধরি'
নিখিল বৈচিত্র্য-তরী
ভেসে যায়, কোথা যায় নাহি নিরূপণ।
জীবন, মরণ, স্থিতি,
হর্ষ, প্রীতি, দুঃখ, ভীতি,
আনন্দ, উৎসব-গীতি, শোকের ক্রন্দন,
হে অনন্ত গরীয়ান্!
হে অখণ্ড, হে মহান্!
সকলি ও-নির্বিকার বক্ষের স্পন্দন!
প্রহেলিকাময় চিরন্তন!

জ্ঞানময় ওহে চিবন্তন!
অগণ্য গ্রহের মেলা
কবে কি করিবে খেলা,

কোন্ পলে কোন্ পথে করিবে ভ্রমণ;
কে কোথা পড়িবে বাঁধা,
কে কোথা পাইবে বাধা,
কোন্ কোন্ গ্রহে কোথা হবে সংঘর্ষণ;
কারণে হইবে কার্য,
বিধিলিপি অনিবার্য,
উর্বরতা, অনাবৃষ্টি, ভূকম্প, প্লাবন;
চেয়ে আছ স্থিরলক্ষ্যে!
সকলি ও-মুক্ত চক্ষে
প্রতিভাত; যেন শুভ্র নখর-দর্পণ!
জ্ঞানময় তুমি চিরন্তন!

প্রাণময় ওহে চিরন্তন!
বিশ্ব-সঞ্জীবতা মাগি'
যে দিন উঠিলে জাগি'
অনন্তের প্রান্তে, ল'য়ে অনন্ত জীবন;
সে হ'তে নিখিল ভবে,
অবিশ্রান্ত কলরবে,
অঙ্কুরি' উঠিছে প্রাণ মুহূর্তে নূতন;
উজ্জ্বল সুষমা-ভরা,
চির-প্রাণময়ী ধরা
মধুরাস্যে, মধুহাস্যে ভাসায় ভুবন;
আনন্দ, উৎসাহ, বল,
আশা, প্রীতি, কোলাহল
ল'য়ে নিরন্তর করে চরণ-বন্দন!
প্রাণময় তুমি চিরন্তন!

মৃত্যুময় তুমি চিরন্তন!
ভবিষ্য মুহূর্তগুলি
উৎকণ্ঠিত নেত্র তুলি'
বর্তমানে হয় লীন; কে করে বারণ?
আঁখির পলকে হায়,
বর্তমান হ'য়ে যায়
অতীতে অপুনর্লভ্য, চির অদর্শন!
কর্মের সমীর-ভরে,
মহাসিন্ধু-বক্ষ 'পরে
জীবন-বুদ্বুদ-শ্রেণী উঠে অগণন;

মুহূর্তে অকূলে ভাসি'
মিলায় সে বিম্বরাশি
তব বক্ষে, সর্বগ্রাসী ওহে বিভীষণ!
মৃত্যুময় তুমি চিরন্তন!

ক্ষণিক এ সুখদুঃখ

পরিত্রাণ যদি মোর, ভগবান্, নাহি কর তুমি,
দুঃখ নাই; গরলে কি ভীত হয় গরলের ক্রিমি?
দীনবন্ধু, দুঃখ এই, পরিত্রাতা বলে তোমা সবে,—
সেই চিরনিষ্কলঙ্ক যশোরাশি মলিন যে হবে!

তোমার পৃথিবী, নাথ, করিয়াছ সুখ-রঙ্গালয়;
দেখেছি দাঁড়ায়ে দূরে, করি নাই কভু অভিনয়;
পলে পলে পটক্ষেপ, আশঙ্কায়—আকাঙ্ক্ষায় দুখ,
পদে পদে পদচ্যুতি, তবু প্রেম দাও—এই সুখ!

আজীবন সুখদুঃখ এ ভীষণ তরঙ্গ-মাঝারে,
এ দীনের ক্ষীণ প্রাণ আকুলিত অকূল পাথারে;
ক্ষণিক এ সুখদুঃখ লহ, প্রভু, চাহি না যে আর,
চিরানন্দ ক'রে দাও এ হৃদয় তন্ময় আমার!

বিদায়-লিপি

এক্স্টেম্পোর পত্র পেয়ে
হয়েছি অবাক্।
হাজার হ'লেও, দাদা,
মরা হাতী লাখ।
তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা
হ'ল না সফল,—
জীবন ফুরায়ে গেল,
ভেঙ্গে যায় কল।
আর তো হ'ল না দেখা;
কর আশীর্বাদ—
এড়িবে সমস্ত দুঃখ
বেদনা, বিষাদ।

বড় যে বাসিতে ভাল
শিখাইতে কত,
ছাপা'ল কবিতা তাই,
''নব্যভারত''।
বিদায় বিদায়, ভাই,
চিরদিন তরে,
মুমূর্ষুর হিতাকাঙ্ক্ষা
রেখ মনে ক'রে।

একান্ত নির্ভর আমি
করেছি দয়ালে,
মারে সেই রাখে সেই—
যা থাকে কপালে!

প্রীতি দিও তথাকার
প্রিয় বন্ধুগণে,
ভক্তি দিও তথাকার
নমস্য সুজনে।*

হাসপাতাল

শেষ দান

দাও, ভেসে যেতে দাও তারে।
ঐ প্রেমময় পরমেশ-পাদোদক!
তাহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুরূপে,
তারে দিও না গো বাধা।

যেতে দাও!
আমার মরাল-মন ঐ চ'লে যায় কার গান গেয়ে,
শোন। ঐ স্রোতোবেগে, মধুর তরঙ্গ তুলি'
যেতে দাও!

মুছিও না, ওটিও চলিয়া যাক্
আসিয়াছে যেথা হ'তে,—
সে চরণে ফিরে চ'লে যাক্।

---

* মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে কবিবরের পরমবন্ধু প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত কবিতায় লিখিত পত্রের উত্তরে রচিত।

দিয়ে যাক্ এ তৃষায় কাতর
পৃথিবীরে সুশীতল সুমধুর ধারা,—
অমর করিয়া যাক্ বহি।
ঐ অশ্রুটুকু এ জীবন-মরালের পাথেয় মধুর,
সেটুকু নিও না কেড়ে;
দিতে চাই তারি পদতলে—
যে দিয়েছিল অশ্রুভিক্ষা।

আমার দয়াল অই—
ব'সে আছে নিরজনে!
আমারে দিও না বাধা,—
*ভেসে যাই একমনে!**

হাসপাতাল

---

* এই কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যে কবিবরের শেষ দান; কয়েক দিন পরেই তাঁহার লেখনী চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছিল।

হাসপাতালে কান্তকবির ডায়েরি

হাসপাতালে কান্তকবির ডায়েরি



হাসপাতালে সাহিত্য-সাধনায় রজনীকান্ত

কান্তকবি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে সাতমাসকাল (২৮ মাঘ ১৩১৬-২৮ ভাদ্র ১৩১৭) যাবত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অবস্থান করেছেন। তাঁর গলায় অস্ত্রোপচার করার পর তিনি এই সাতমাসকাল দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও পেনসিল দিয়ে খাতায় তাঁর বক্তব্য লিখে সকলকে জানাতেন। সব খাতা না পাওয়ায় এবং যেগুলি উদ্ধার করা গেছে তার মধ্যে পেনসিলের লেখা কিছু কিছু বক্তব্যের পাঠোদ্ধার করতে না পারায় সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি—এ কথা কবির জীবনীকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধার শ্রদ্ধেয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁর 'কান্তকবি রজনীকান্ত' (১৩২৮) গ্রন্থে জানিয়েছেন। মূলত নলিনীরঞ্জনের এই গ্রন্থে প্রকাশিত 'রোজনামচা' অংশটি এখানে গৃহীত হলেও বর্তমান গ্রন্থে এর বিন্যাস ভিন্নতর এবং এই ডায়েরির পাদটীকায় উল্লেখিত পরিচয় বা বিবরণ 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থ ছাড়াও নানা গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে বহু কষ্টে যথাসাধ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। সে-সব গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকার নামোল্লেখ যথাস্থানে করেছি।

এখানে উল্লেখ্য, এই 'ডায়েরি' ঠিক ডায়েরির মতো করে অর্থাৎ পরপর তারিখ উল্লেখ করে কবি লেখেননি। এর মধ্যে কিছু কবিতাও লেখা হয়েছে, যার অনেকগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বা কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

—সম্পাদক

বাবার মত ছেলে হয় না। Of course there are exceptions। একজন বল্‌লে যে, তোর বাপ মুখে মুখে কবিতা ক'রে কত পয়সা উপায় করে গে'ছে, আর তুই কি করিস? ছেলেটা বল্‌লে,—ঐ বাবা যা করতো, আমি তাই করি; তবে কথা কি জানেন,—

আমার যে কবিতে করা
সাপের যেমন ছুঁচো ধরা,
নিতান্ত পৈতৃক ধারা
না রাখিলে রয় না।
আমার যে কবিতে ভাবা
সে কেবল মিছে ভাবা
যেমন করেছেন বাবা
তেমন আর হয় না।

* * *

Allopathরা ছাঁদা ক'র্‌বার পর আমার গলার দড়ি খুলে দিয়ে বলেছে,—এখন দুনিয়ার মাঠে চ'রে খাও গে।[১]

* * *

না খেয়ে একদিন রাগ ক'রেছিলাম,—কেউ আর খেতে বলে না। সন্ধ্যার সময় নিজেই চেয়ে খেলাম। সেই দিন থেকে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যে, যদি রাগ কর্‌তে হয় তবে বেশ ক'রে খেয়ে নিয়ে রাগ কর্‌ব। আর মুস্কিল কিছু নাই।

* * *

আমাকে দেখ্‌তে আজ যে মহাপুরুষ[২] এসেছেন, আমি তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা কর্‌ছি, পথে যেন আমার আর বিঘ্ন না হয়।

* * *

যা ভগবান্ করান, আমি তাতেই গা ঢেলে ব'সে আছি। আর বিচার করি নে। যা হয় হোক্। এক মৃত্যু—তার জন্য ভগবানের পায়ে প'ড়ে আছি।

* * *

এই ঘটনা মঙ্গলময় ক'রেছেন, তাঁর বিধান মান, তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে চিত্ত স্থির কর। আমি যে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।

* * *

ভগবান্‌ই তো আমার ভরসা, মানুষ তো আমার সবই কর্‌লে, তা তো দেখ্‌লেই। সবাই ব'ল্‌লে—আর চিকিৎসা নাই। কাজেই ভগবান্ ভিন্ন আমার আর আশা নাই।

---

১. ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৮ মাঘ (১০ ফেব্রুআরি ১৯১০) বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় রেসিডেন্ট সার্জন ক্যাপটেন Denham White কবির কণ্ঠদেশে অস্ত্রোপচার করেন। ৩০ মাঘ কবিকে মেডিক্যাল কলেজের 'কটেজে' নিয়ে যাওয়া হয়।

২. মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯৩০)।

* * *

কি কর্‌বি আর, ভাঙ্গা কুলো ফেলে রেখে যা রে। আমি এখুনি ভগবৎ-কৃপায় বাঁচব, না হয় ম'রব। কেউ খণ্ডাবে না রে।

* * *

ভাই রে তোমার দোষ কি? তুমি চেষ্টা ত কম কর নি। হ'ল না—বিধাতার মার, তোমার তো দোষ নাই।

* * *

বিশ্বাস হারালে তো একেবারেই সংসার শূন্য হয়, কোনও আশ্রয়, কোনও অবলম্বন থাকে না। যা আভাস পাওয়া গিয়েছে, তা যদি ভগবৎ-প্রেরিত পূর্বাভাস হয়, তবে আমাকে কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না।

* * *

বিধাতার দয়ার যে দিন অভাব হয়, সেই দিনই কোন্‌খান থেকে কেমন mysterious way-তে এসে জুটে।

* * *

ভাই কুমার[৩], আমি যদি মরি,—আর কাছে থাক, ভাই, আমার কানে হরিনাম দিও।

* * *

একজন এক কবিতার বই ছাপতে দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল—

"পড়ে বজ্র,. হানে পিচ, বহে প্রভঞ্জন।"

Press-এর proprietor ব'ল্‌লে, আর সব তো বুঝলাম, 'হানে পিচ'-টা কি মশাই? Author বল্‌লে, অমরকোষ পড়েন নি? ওটা বিদ্যুতের নাম। পিচ—বিদ্যুৎ। Proprietor ব'ল্‌লে, অমরকোষের কোথায় আছে 'পিচ' মানে বিদ্যুৎ? Author ব'ল্‌লে—

"তড়িৎ সৌদামিনী বিদ্যুৎ চঞ্চলা চপলাপিচ।"

এই রকম গল্প আমি এক মাস শোনাতে পার্‌তাম।—এত সংগ্রহ ক'রেছিলাম।

* * *

ভয় কি হিরণ![৪] মার কাছে যাই, সকলে গেছে। দেখি সে কেমন দেশ। মার কোল কেমন নির্মল, কেমন শীতল দেখে নি।

* * *

আমার দিন ঘুনিয়ে এসেছে, তোরা সব বস্‌—আমার কাছে, মা রে!

* * *

হীরা,[৫] বড় কষ্ট দিয়েছি, মাপ কর। আমার যাবার সময় সত্যি আমাকে মাপ কর।

* * *

এই শেষ দেখা মনে ক'রে আশীর্বাদ ক'রে যান—"শিবা মে পন্থানঃ সন্তু" ব'লে। পথে যেন কোনও বিপদ না হয়। যেন সোজা নির্বিঘ্নে চ'লে যেতে পারি। মন

---

৩. দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। তিনি কবিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন।
৪. কান্তকবির স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী।
৫. তদেব।

স্থির ক'র্‌ব না তো কি? হিন্দুর ছেলে গীতার শ্লোক মনে আছে ত? 'বাসাংসি জীর্ণানি' etc. অমন ত কতবার ম'রেছি। মর্‌তে মর্‌তে অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

*　　　*　　　*

মা আজ আমাকে এখনও আগুনে না দিয়ে কেবল শীতল কোলে স্থান দিয়েছেন। আমি আবার মার দয়া সহস্র ধারায় দেখছি তোরা দেখ্। 'মা জগদম্বা!' 'মা জগজ্জননি' ব'লে একবার সমস্বরে ডাক্ রে। ছেলে যেমন হোক্, মা তো তেমন মন্দ হয় না। মন্দ যে মা হ'তেই পারে না।

*　　　*　　　*

আমার প্রাণের হরি রে। হরি রে—কোলে তুলে নাও, হরি রে! আমি নিতান্ত তোমার চরণে শরণাগত হ'য়েছি। আর ফেল না।

*　　　*　　　*

বিচলতি হই নি, হ'বও না। মা এসে ব'সে আছে। বিচলিত হব কেন? মা-ই কোলে নেবে। দেখ্, এইবার তোর দাদার মাথা কেমন ঠিক আছে। মার কাছে ব'সে আছে কি না, তাই আর স্বপন দেখে না।[৬]

*　　　*　　　*

হে দয়াল, প্রাণবন্ধু, হৃদয়নিধি, এত কাল পরে কি আমার কথা মনে প'ড়ছে করুণাসাগর। আমি ধূলিময়, পাপী, শাস্তিতে তো সব শোধ যায় না, তবে এত দয়া কেন হ'ল?

*　　　*　　　*

আনন্দময়ি, আমার আরাধনার মা! আমার ভালবাসার মা! আমার বড় স্নেহের মা! আমার ক্ষমার ছবি মা! আয় কোলে নে। আমি পরিশ্রান্ত, বড় ক্লান্ত!

*　　　*　　　*

কেন ভুলাও মা! কেন একেবারে একান্ত তোমার পাদপদ্ম বড় কর না মা! সব ভুলাও মা রে! তোমার চরণ-পদ্মের অমৃত পাওয়ার আশায় ব'সে আছি মা রে।

*　　　*　　　*

আর কিছু চাইনে। পৃথিবীর সব দেখেছি, আর দেখ্‌তে চাইনে। আর দেখাস্‌নে। এতে একবিন্দু কায়িক সুখ, আর কিছু নাই। মা, আনন্দময়ি রে! রজনীকান্তের মা কোথা রে? কোল পেতে আয় মা! সোনার সিংহাসনে বস্ মা। বল, আমার ছেলে কৈ? আমাকে মা ব'লে কাঁদ্‌তো সে ছেলেটা আমার কৈ? মা ব'ল্‌লেই শেষ জীবনে চ'খে জল আস্‌তো, মা ব'লে বড় কাতর হতো,—সে অধম ছেলেটা কৈ? মা রে, 'আনন্দময়ী'[৭] লিখেছি শোন্ মা। একবার ডেকে কোলে নে তো মা। আর আমি খেল্‌নায় ভুল্‌ব না। শ্রীচরণে স্থান দেবে, তবে এখান থেকে উঠ্‌ব।

৬. ছোট বোন ক্ষীরোদবাসিনীকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

৭. কবির 'আনন্দময়ী' আগমনী ও বিজয়া সংগীত-মূলক কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : ১৯১০ খ্রী.।

* * *

দয়াল, আর একদিন কণ্ঠ দে, দেবতাকে দেবতার নাম শোনাই। একদিন কণ্ঠ দে, দয়াল! খালি ওঁকেই শোনাব, তারপর কণ্ঠ বন্ধ করে দিস্।[৮]

* * *

যখন Operation table-এ শুইয়ে আমার গলায় ছেঁদা করে দেওয়া হল ও নিঃশ্বাস ঝড়ের মত গলা দিয়ে বেরুল, তখন মনে হল যে, দয়াময় বুঝি নিজ হাতে নিঃশ্বাসের কষ্ট ভাল করে দিলেন।[৯]

* * *

আমায় পাগলা বাবাকে এনে দিন, একবার দেখি। আমি ভিক্ষা করে খরচ দেবো।[১০]

* * *

আজ সকালে tube-এর মধ্যে blood clot আটকে প্রাণ যাবার মত হয়েছিল। আমার wife সাহস করে tube খুলে নূতন tube পরিয়ে দিলে তবে বাঁচি। সে blood clot যদি দেখ তবে অবাক্ হবে। একেবারে tube-এর মুখ lock ক'রে দিয়ে বসে থাকে।

* * *

একটা বড় clot এসে বেধে গেল, তা নল দিয়ে কি গলার ছিদ্র দিয়ে বাহির হওয়া অসম্ভব; কাশতে কাশতে হয়রান হয়ে গেলাম। হেমেন্দ্র এসে forcep দিয়ে টেনে বের করলে তবে বাঁচি।

* * *

আমার মনে হয় যে, ভগবান্ কষ্ট দিয়ে দিয়ে বাঁচাবেন। এত লোক দু'হাত তুলে আশীর্বাদ কর্‌ছে, এ কি সব ব্যর্থ হ'বে? আর এই বুড়ো অথর্ব মা?

* * *

এ সুখের হাট ভেঙ্গে বড় অসময়ে নিয়ে যায়।

* * *

ভয় পাই নাই। যাব ব'লে ভয় করি নে। এ আনন্দ-বাজার ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে,—ভয় হয় না।

* * *

সেবার তো বাঁচিয়ে দিয়েছিলে, এবার প্রার্থনা কর ভগবানের কাছে—যে বাঁচি; নইলে যে আনন্দ-বাজার ভেঙ্গে যায়।

---

৮. কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী রজনীকান্তের কণ্ঠে স্বরচিত তত্ত্বসংগীত শুনতে চেয়েছিলেন। এজন্যে ব্যাকুলভাবে রজনীকান্ত একথা লিখেছিলেন।

৯. রজনীকান্তের গলায় দুরারোগ্য ক্যান্সারে ক্ষত হয়েছিল। অনেক রকম চেষ্টার পর অবশেষে কবির কণ্ঠদেশে অস্ত্রোপচার করতে হয়। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক Major Bird সাহেবের অধীনে ছিলেন। অস্ত্রোপচার করেন Capt. Denham White (২৮ মাঘ ১৩১৬)।

১০. কাঁচড়াপাড়ার সিদ্ধ সন্ন্যাসী পাগলাবাবা। কবি শুনেছিলেন পাগলাবাবার ওষুধ খেলে রোগ সেরে যায়। ওষুধও আনানো হয়েছিল কাঁচড়াপাড়া থেকে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

* * *

আর হ'ল না, অনেক চেষ্টা করলেম। আমার এই আনন্দ-বাজার রইল, দেখিস্।

* * *

My idea all along is, that we ought not to sacrifice an innocent animal at the altar of the Goddess, whose grace we are going to invoke. My father was of the same opinion. Specially we are going to celebrate a ceremony– ধর্মের নামে অধর্ম ক'র্তে চাই না। For a long time their family is offering sacrifices to the Goddess. But of what earthly benefit has that been upto date?

* * *

তুমি লক্ষ্মী[১১], ঘরে এয়েছ,—তোমার পুণ্যে যদি বাঁচি। যত সুন্দরী বউ দেখি—তোমার মত ঠাণ্ডা, তোমার যত লজ্জাশীলা, তোমার মত বাধ্য কেউ না। সাদা চামড়ায় সুন্দর করে না—স্বভাবে সুন্দর করে। যে তোমাকে দেখে, সেই তোমার প্রশংসা করে। এমনি প্রশংসা যেন চিরদিন থাকে। ভাল ক'রে তোল; ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর সেরে উঠি।

* * *

দিদি, যাবেন না; আমার রাত আজ আর যেতে চায় না। আপনার পায়ে পড়ি, দিদি।

* * *

দেখ, হিরণ[১২]! আমার শ্রাদ্ধে বেশি খরচ কর না। কিন্তু যেমন পিপাসা তেমনি খুব জল দিও। আম উৎসর্গ করিও। জল দিতে কৃপণতা ক'র না। বড় পিপাসায় ম'লাম, জল দিও। বুদ্ধি যে দেহাত্মিকা তা ঠিক বুঝলাম না। কি জানি যদি আমায় দয়াল বলে যে হ্যাঁ, এ অধম সেটা বুঝে ছিল, তবুও জল দিও। তিনি যদি আমাকে জল দেন—জল খাব। নইলে আর নয়। আর দেখ, শ্রাদ্ধের পূর্বেই সব রাজাদের কাছে লিখো যে, দশ দিনে শ্রাদ্ধ হবে—এক্ষণে কিছু বেশি টাকা নেওয়া উচিত নয়। কারণ রাজারা বল্‌বে,—আবার এই অনাথ পরিবারকে এখনি সাহায্য কর্‌তে হবে? যা হয়; সুরেশ[১৩] প্রভৃতি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখো।

* * *

হিরু রে, আমরা খেতে যে পাচ্ছি এ ত পরম সৌভাগ্য। তখন কেঁদেছিলি রে, আমার মনে আছে।

---

১১. বড় পুত্রবধূ গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

১২. রজনীকান্তের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার বেউথা গ্রাম-নিবাসী স্কুল বিভাগের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর তারকনাথ সেনের তৃতীয়া কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে রজনীকান্তের বিবাহ হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দের ৪জ্যৈষ্ঠ। আদর করে তিনি স্ত্রীকে ডাকতেন হিরণ, হিরু, হীরা ইত্যাদি নামে।

১৩. কবির শ্যালিকাপুত্র সুরেশচন্দ্র।

* * *

হিরণ, আমার প্রাণ বড় অস্থির হলে তুমি নিজে বলো, "হরিবোল"—হরিনাম আমার কানে যত দিতে পার। আমার মুখ বন্ধ হ'য়েছে—কান বন্ধ হয় নি।

* * *

আমাকে বিপদবর্জিত স্থানে নিয়ে যাও হরি! নিয়ে যা মা! আমাকে আর এই বিপদের স্থানে রাখিস্ না মা, এই বাহ্য বস্তুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তুলে নাও। মাগো, করুণাময়ি, কোলে নে মা!

* * *

বড় কষ্ট রে হীরা, বড় কষ্ট। হরি হে দয়াল, সোজা হ'য়েছি আর মের' না। এখনও নাও। আর কিছু ক'র্‌বো না, হরি! এখন তোমার কাছে টেনে নাও। আমার যে দোষটুকু আছে, তা তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিলেই সব চ'লে যাবে। হরি, আমি ডাকি নি, এখন ডাকাও। আমি তোমায় ভালবাসি নি, আজ বাসাও। তুমি না হ'লে আমার বল কোথায় হরি? তোমার কাছে টেনে নাও, শীঘ্র টেনে নাও। দয়াল, আর কষ্ট দিয়ো না। খুব মেরেছ, আর মেরো না।

* * *

এক পেয়াদা কৈফিয়ৎ দিচ্ছে—সমনজারির, "একান্নবর্তী পরিবার কাহাকেও না পাইয়া—লট্‌কাইয়া জারি করিলাম।" কিন্তু একান্নবর্তীটা লিখ্‌ছে— "৫১বর্ত্তি।"

* * *

সাহাজাদপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এক ছেলে সাহিত্যের উত্তরের কাগজে লিখেছিল,—

"এমন সহজ প্রশ্ন কভু দেখি নাই।
কিন্তু আমি হতভাগা কিছু লিখি নাই।।"

আমি যে কত রকম দেখেছি, তা বল্‌লে শেষ হয় না।

* * *

X-Ray কেন জান? X is an unknown quantity.

* * *

শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী যখন ম'রে গেল, তখন তার এক মুসলমান-বন্ধু শ্রীশবাবুর ছেলেকে লিখ্‌লে যে, "বন্ধু "শ"চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুতে বড় ব্যথিত হ'য়েছি।"

* * *

চন্দ্র[১৪] দাদারে ভাই! মনে রেখো, আর বুঝি পাড়ি দিতে পার্‌লাম না। আজকার রাত্রি একটু আশঙ্কা লাগ্‌ছে। আমাকে নেবে নেবে লাগে। এই সুখের হাট ভেঙ্গে দিলাম রে ভাই। দুখিনী রমণী ব'ল, তারে তুমি দেখ' রে। ওরা যে কিছু কর্‌ছে—জানে না ব'লে কত গাল দিয়েছি। ভাই রে. না খেয়ে যেন মরে না। আমার বউ যে না খেয়ে ম'রে গেলেও জানাবে না যে, চাল নাই। উপবাস কর্‌বে—ঐ গুলো দেখো।

১৪. কুষ্টিয়ার প্রখ্যাত উকিল চন্দ্রময় সান্যাল রজনীকান্তের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

*　　　*　　　*

সব প্রার্থনা কি মঞ্জুর হয়?

ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য হয় না সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তার।

—বাউল হরিনাথ।

*　　　*　　　*

ভগবান্ সকলেরই হৃদয়ে আছেন। গঙ্গা, কাশী প্রভৃতি সব মনেই—

ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্ম-তীর্থং ন জানন্তি কথং শান্তি বরাননে।।

*　　　*　　　*

আমার চোখের জল নয়,—মা আমাকে বড় মলিন দেখে আমার চোখের মধ্য দিয়ে চোখের জল ফেল্‌ছে।

*　　　*　　　*

দেখুন, আমাকে এ কদিন যেমন দেখেছেন, তার চেয়ে একটু ভাল দেখ্‌ছেন না? শান্তি, স্বস্ত্যয়নে নিশ্চয় গ্রহ প্রসন্ন হয়েছে বল্‌তে হবে।

*　　　*　　　*

আমার দয়াল তারকেশ্বর যদি রক্ষা করেন, তবে ওরা চুপ করুক, নইলে অন্য emergency watch কর।

*　　　*　　　*

ভগবৎ-শক্তি ভিন্ন আমার ঔষধ নাই।

*　　　*　　　*

তবু আজ ভগবান্ আমাকে নিজের পায়ের তলে একট স্থান দিয়েছেন। আমাকে ভগবান্ দয়া ক'রেছেন।

*　　　*　　　*

হেমেন্দ্র[১৫] সেই শুরু থেকে আছে। আমার জন্য বুক দিয়ে পড়ে আছে—বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার কাছে বসে আছে, যেন 'নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।' হেম, তোমার মত মন্দনিদ্র কে হবে? বসে আছে, না ঠায় বসে আছে—ব্যাসদেবের ন্যায়।

*　　　*　　　*

আমি মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রছি। আমার ব্যারাম যে অসাধ্য। বেদ-বাক্য বল্‌ছি না, তবে যা খুব সম্ভব তাই মানুষ বলে, আমিও তাই ব'ল্‌ছি। তবে তৈরি হ'য়ে থাকা ভাল। খুব ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, নৌকা ডুবে যাওয়াই ত বেশি সম্ভব, সেই ভেবেই লোকে হরিনাম করে। আমাকে আর আশা না দেওয়াই ভাল। কারণ আশা হ'লে, এই শরীরেও সংসারে জড়িয়ে পড়ি,—চিত্ত ভগবানের দিকে যায় না। বাঁচব না মনে হ'লেই আমার এখন বেশি উপকার। কারণ সুস্থ থাক্‌লে কেউ বড় দয়ালের নাম নেয় না।

---

১৫. হেমেন্দ্রনাথ বক্সী। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র।

* * *

এ কি বিকাশ! একি মূর্তি প্রেমের! সখা, প্রাণবন্ধু, প্রাণের বেদনা কি বুঝেছ? এই যে তোমার নামে আমার বুড়ো দুখিনী মা প'ড়ে আছে। ৮০ বৎসর বয়স হ'ল। তুমিই বল, তুমিই ভরসা। তুমিই দয়াময়—বাঁচাও। আমি সব দেখেছি। আমাকে যে ক্ষমা ক'রে কোলে নেবে, সেও তুমি।

* * *

সকলই অন্ধকার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ফেলিয়া কোথায় যাইতেছি, বুঝি না!

* * *

আমার দয়াল রে! আর কেউ নাই রে দয়াল! স্থান দাও চরণে। শীঘ্র দাও, আর যাতনা-বিচ্যুত কর। এই ক্ষুধা-পিপাসা তোমার পায়ে দিলাম। তোমার নাম ক'র্‌লে কষ্ট কত কমে, কত আয়েস পাই।

* * *

আমার দয়াল জগদ্বন্ধু ডাকে, আমার মা ডাকে, আমার জগতের জননী ডাকে। না, ভাই রে জ্বলে পুড়ে ম'লাম। আগুনে ফেলে দিয়েছে। আর ভাল-মন্দ নেই।

* * *

মার কোলে যাবার জন্য কি আনন্দ হয়েছে! সত্য আনন্দ!

* * *

আগে ভাব্‌তুম বই দু'খানা[১৬] যদি পারি, তবে দেখে যাই। সে সব ভগবানের চরণে সমর্পণ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। তা আর ভাবি নে। মরি—বেশ, বাঁচি—বেশ। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হোক্‌। ভাব্‌ব কেন?

* * *

আমি যে বিচার দেখ্‌ছি—splendid; এমন আর হয় না। Sub-judge মুন্সেফের সাধ্য নেই এমন বিচার করে। আমার সম্বন্ধে যে বিচার হচ্ছে, আমার কথাটি ব'লবার যোটি রাখেনি যে, punishment is untimely or too severe; এ বড় জবর Penal Code, অভ্রান্ত—নির্দোষ। আমার কথা শুনুন, আমাকে নিরুত্তর করে বেত মার্‌ছে।

* * *

ভগবান্‌, আমার ত শারীরিক কষ্ট। আমার আত্মা ত কষ্ট-মুক্ত। দেহ মুক্ত হ'লেই আত্মা কষ্ট-মুক্ত হবে। তবে আত্মাকে দেহ-মুক্ত কর। দয়াল, আর দেহ চাই না। দেহ আমাকে যত কষ্ট দিচ্ছে। আমার আত্মাকে তোমার পদতলে নিয়ে যাও।

* * *

খালি হরি বল্‌, বল্‌ হরি বল্‌, বল্‌ হরি বল্‌, খালি হরি বল্‌, আর কিছু নাই শুধু হরি বল্‌; আর চাইনে কিছু—শুধু হরি বল্‌, হরি বল্‌। এই রসনা জড়ায়ে আসে, বল্‌ হরি বল্‌।

---

১৬. 'বাণী' (প্রথম প্রকাশ: ১৩০৯ ব.) ও 'কল্যাণী' (প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩১২) কাব্য গ্রন্থ দুখানির উল্লেখ করেছেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'বাণী'র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

* * *

আমার দয়াল ভগবান্! আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা ক'রে আমাকে তোমার করুণা-চরণে স্থান দাও, ভগবান্।

* * *

ভগবানের কাছে ছোট বড় কিছু নেই।

* * *

অবিশ্যি সকলের উপর ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর যে কি অভিপ্রায় তা তো আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তবে আমাদের বিবেচনায় যেটা সব চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত সেইটেই আমরা ক'রে থাকি; বিধাতার ইচ্ছা তেমন না হ'লে সমস্ত উল্‌টে পাল্‌টে যায়। এ তো রোজই দেখ্‌ছি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যেমনই হউক, যা হবার হবে ব'লে ব'সে থাকা কি তাঁর অভিপ্রায় হ'তে পারে? তোমার বুদ্ধিতে যেমন হয় তেমনি ক'র্‌তে থাকো, তারপর তিনি আছেন।

* * *

এরা[১৭] বলে যে একদিন bleeding হয়ে বাসা ভেসে যাবে। সেই দিন ভয় ক'রো না; blood stop ক'রো না; দুই তিন দিন ধ'রে এই রকম bleeding হবে সমানে।[১৮]

* * *

দেখুন ব্রজেনবাবু[১৯] এ কষ্ট আর কষ্ট ব'লে মনে করি না। আমাকে আগুনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে, খাদ উড়িয়ে দিয়ে খাঁটি ক'রে কোলে নেবে; নইলে ময়লা নিয়ে তো তার কাছে যাওয়া যায় না। এ তো মার নয়, এ তো কষ্ট নয়,—এ প্রেম, আর দয়া। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমাকে পরিষ্কার ক'রে নেবে। গায়ের ময়লা মাটি ঝ'রে প'ড়বে কেমন ক'রে—বেতের আঘাত না দিলে? আর এই মার যদি মরণের পর মার্‌তো, আমার কষ্ট হতো, কারণ সেখানে আর শুশ্রূষা ক'র্‌বার কেউ নেই। সেই জন্য স্ত্রী-পুত্রের সাম্‌নে মার্‌ছে যে, কাজও হয়, কষ্টও একটু লঘু হয়। ভাইরে এ তো মার নয়, এ যে রোজকার প্রত্যক্ষের মত অনুভব। রোজ মারে আমি কি দেখি না? আমি মার খাই প'ড়ে, দেখ্‌বার চোখ আমার নাই। মতি ভগবদভিমুখী ক'রবার জন্য এই দারুণ রোগ, আর দারুণ ব্যথা, আর কষ্ট।

* * *

তখন আমাকে যা লিখিয়েছিল তাই লিখেছিলাম, এখন যা ভাবাচ্ছে তাই ভাব্‌ছি। রাত্রিতে ঘুম আসে না, রোগী মনে ক'রে,—রাত আসে, না যম আসে; আমার মনে হয় রাত এলেই বেশ নীরব নিস্তব্ধ হয়; তখন মার খাই বেশি, আর প্রেমের পরীক্ষায় প'ড়ে কত সান্ত্বনা পাই। কষ্ট মনে হয় না, বেশ থাকি।

১৭. ডাক্তাররা।

১৮. একদিন রজনীকান্তের গলার ছিদ্র থেকে প্রচুর রক্তপাত হওয়ায় কবির জননী ও পুত্রকন্যাগণ শঙ্কিত হয়ে পড়লে কবি একথা লেখেন।

১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বক্সী।

*   *   *

ক্ষীরো, তুই ত চল্লি, কিন্তু আমাকে চিতার আগুনে তুলে রেখে গেলি! রোহিণীর শোক আমার মরবার দিন অনেকটা আগিয়ে এনেছে। ভগবান শীঘ্রই তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবেন।[২০]

*   *   *

মোমবাতি কি purgative? মোমবাতি নইলে বাহ্যে হয় না।

*   *   *

আমি আমার রাজসাহীর অট্টালিকা ছেড়ে যখন কুঁড়ে ঘরে এসেছি তখন শরীর তো ভাল থাকার কথাই নয়। এটা cottage কিনা?[২১]

*   *   *

আমি অত দুর্বল হই নি যে, দুই পা হাঁটতে heart বেশি quickly beat করবে। সে নবীন যুবকদের, আর যা'দের বে' হয় নি। আমাদের spirit stagnant হ'য়েছে। Excitement নাই। তোমাদের যদি কেউ liar বলে, তার মুণ্ড ছিঁড়ে রক্ত পান কর; আমাদের বল্‌লে, আমরা বলি—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।" ঠিক তাই। সেইজন্য বলি, তোমাদের exciting cells খুব sensitive।

*   *   *

ওরা যখন গা ফুড়ে, কি অস্ত্র করে, তখন মনে করে আমরা বুঝি জড়-পদার্থ। কিন্তু যখন visit নেয় তখন আমরা প্রাণী।

*   *   *

একখানি পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের লেখকদিগের মাসিক পত্রিকা[২২] বেরুচ্ছে, শুনেছেন? তাতে আপনারা কল্‌কে পাবেন না। তাহা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া পূর্ব, উত্তর, ঈশান, নৈঋত সমস্ত বঙ্গের লেখকেরা লিখবেন। বাদ এই—পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ। অর্থাৎ বাঙ্গালরা ভারি চ'টে গেছে আপনাদের উপর। কোন্ বইতে ভাষার বিভ্রাটে দু'একটা বাঙ্গালে কথা বেরিয়েছিল, এরূপ প্রবাদ; তারি সমালোচনায় বাঙ্গাল ব'লে ঠাট্টা করাতেই এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হচ্ছে। আর তোমাগো পত্রিকায় লিখুম না।

---

২০. কবির ভগিনীপতি রোহিণীকান্ত দাশগুপ্তের (সহোদরা ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী) মৃত্যুতে বিধবা ভগ্নীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। দেশে ফিরে যাবার সময়ে ক্ষীরোদবাসিনী হাসপাতালে কবিকে প্রণাম করতে এসেছিলেন।

২১. মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কটেজ নং ১২-তে অসুস্থ রজনীকান্তের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৩০ মাঘ (১২ ফেব্রুআরি ১৯১০) শনিবার তিনি কটেজ ওয়ার্ডে আসেন। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে (১৩১৬, ২৮ মাঘ) প্রথমে তিনি কাউনসিল ওয়ার্ড ও জেনারেল ওয়ার্ড-এ থাকার দু'দিন পর সপরিবারে থাকার জন্য ঐ কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হেমেন্দ্রনাথ বক্সী এই কটেজ-ওয়ার্ডে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

২২. ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'প্রতিভা' (সচিত্র)। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ. পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন। প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩১৮। 'প্রতি সংখ্যার মূল্য ডাকমাসুলসহ চার আনা। বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুলসহ দু'টাকা ছয় আনা', 'প্রতিভা'র ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮) অসমাপ্ত 'রজনীকান্তের আত্মজীবনী' প্রকাশিত হয়। দ্র. এই গ্রন্থের ৩৮৮ পৃ.

কি ব'ল্‌ব পত্রিকা বেরোবার আগেই ম'লাম। নইলে বাঙ্গালের চোট দেখিয়ে দিতাম। তা কি ক'রব, ভবতারণ ডেকে নিলেন, যে রকম হল্‌দে হ'য়ে উঠ্‌ছি।

* * *

বড় পিপাসা, জ্ঞান[২৩] রে বাবা, এই ত দেহের পরিণাম। বাবা আমার, কাছে এসে ব'স।

* * *

এবার বাবা তারকেশ্বর তোমার মুখ রাখ্‌লেন। বাবার দয়ায় তোমার মুখ থাক্‌ল। এবেলা ভালই বোধ হচ্ছে। তোমার চরণের ধূলোয় ভাল লাগছে।[২৪]

* * *

ঐ একখানা সম্পত্তি ক'রে থুয়ে গেলাম।—বাজারের পয়সা নাই—দু'খান বেচে বার আনা দিয়ে বাজার কর। এই 'অমৃত' আর 'আনন্দময়ী' তোমার বাজারের পয়সা হীরা রে![২৫]

* * *

আমার কাছ ছাড়া হ'য়ে থেক না। তোমাকে মিনতি কর্‌ছি, আমি যে ব'সে থাক্‌তে পারি না।

* * *

আজ কত পিপাসা যে সংবরণ করেছি হিরণ, তবু কেউ জল দেয় নি। পিপাসার আর শেষ নেই। যে কষ্ট রাত্রিতে গিয়েছে, তা আর লিখে কি কর্‌ব? তারপর তোমার দীর্ঘ অদর্শন। না দেখ্‌লে প্রাণটা আমার অস্থির করে, ফাঁপর করে। মনে হয় ম'লাম বুঝি।

* * *

আর তো হ'ল না হিরণ! আমাকে ছেড়ে থেকো না। অন্ধকার হ'য়ে আসে। মাছ-টাছ সব রেখে এস। আর কিছু চাই না।

* * *

কষ্ট চক্ষে দেখ্‌লে? আমার পাপের শাস্তি ভোগ কর্‌ছি। তা না হ'লে কি এমন শাস্তি হয়? ভগবান্ কি অবিচার করেন? জীব নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে।

* * *

দেখুন, শাস্তি না হ'লে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কত জন্মজন্মান্তরের পাপ পুঞ্জ হয়ে আছে; ভগবান্ তো উচিত বিচার কর্‌বেনই; তার শাস্তি দেবেন না? এই শাস্তি ভোগ করছি; এতে দেহমনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। যেমন তেতো অষুধ খেয়ে কষ্ট কিন্তু বড় উপকারী, এ শাস্তিও আমার তেম্‌নি। এতে বড় উপকার হয়। চিত্ত একেবারে পৃথিবীতে

২৩. কবির মধ্যমপুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

২৪. পুত্রের আরোগ্যকামনায় তারকেশ্বরে মা মনোমোহিনীর ধর্না দেবার কথা বলা হয়েছে।

২৫. 'অমৃত' (নীতি কবিতা) গ্রন্থের প্রকাশ ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে, 'আনন্দময়ী' (আগমনী ও বিজয়া-সংগীত) গ্রন্থের প্রকাশ ৫.১০.১৯১০ খ্রী.। পাঠক-সমাদৃত গ্রন্থ দুটির চাহিদা ছিল তখন অত্যন্ত বেশি।

শান্তি না পেয়ে ভগবানের দিকে ছোটে। তাই বলি যে, এ বড় মঙ্গলজনক কষ্ট পাচ্ছি। তাই সহ্য ক'রতে পার্‌ছি। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছা হলে বাঁচ্‌তেও পারি।

* * *

এই দেহাত্মিকা বুদ্ধি হ'য়েই যত কষ্ট নইলে শরীরের পীড়ায় কেন কষ্ট হবে। শরীরটা তো খাঁচা, ভেঙ্গে গেলে পাখিটার কষ্ট, কি? ওটা তো দেহের বেদনা। ওতে কষ্টজ্ঞান না কর্‌লেই হয়।

* * *

বাস্তবিক মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখ্‌লেই আনন্দ হয়. লোকে তাকে আদর্শ করে।

* * *

আমি এখন ভগবানের নামে আছি। আমার ব্যথা না কম্‌লে আর প্রাণী হত্যা কর্‌বো না।

* * *

বড় মায়ায় জড়িত হ'য়েছি। এই সুখের হাটে দুঃখও অনেক আছে, তবু সুখগুলো তো মিষ্টি,—দুঃখগুলোও মিষ্টি লাগ্‌ত। সেই হাট ভেঙ্গে চলে যেতে ক্লেশ হয়। কিন্তু তা শুনে কে?

* * *

সে জগৎ ভালবাসে, আমাকে ভালবাসে না? তাকে ভুলেছিলাম, তা সে ছেলেকে ছাড়বে কেন? যেমন ক'রে বাপের কথা মনে হয় তেম্‌নি ক'রেই মার্‌বে। আর বাপ তো যেমন তেমন বাপ নয়, যে বাপ সব দিয়েছে!

* * *

যার দেহাত্মিকা বুদ্ধি তার কষ্ট। দেহ যে কিছুই নয়, তা বুঝতে পার্‌লে গলার বেদনায় আমায় কি ক'র্‌তে পারে?

* * *

সেদিন আপনি ত আমার মায়ের কাজ করেছিলেন। আপনি না থাকলে, আমি তখনই ঐ বাড়িতে মরতাম। আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি,—সে কেবল আপনার কৃপায়। আপনি উৎসাহ দিলেন, কোন ভয় নাই জানালেন, তাই আমি মেডিকেল কলেজে আসতে পেরেছিলাম।[২৬]

২৬. চিকিৎসার জন্য রজনীকান্ত সপরিবারে কলকাতায় এসে সার্পেন্টাইন লেনের বাসায় উঠেছিলেন। রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রসিদ্ধ ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ডাক্তার বার্ড সাহেবকে নিয়ে কবিকে দেখাতে এনেছিলেন। কবির গলায় অস্ত্রোপচার ভিন্ন উপায় নেই দেখে ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন মেডিক্যাল কলেজে কবিকে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। অস্ত্রোপচারের পরে যতীন্দ্রমোহন কবিকে দেখতে এলে কবি একথা লিখে জানিয়েছিলেন।

*　　*　　*

সত্য সত্যই শরৎকুমার, অশ্বিনী দত্ত, পি. সি. রায়, নাটোরের মহারাজা, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী[২৭] প্রভৃতি আমাকে যে ভাবে সাহায্য কর্‌ছেন ও যে ভাবে আশা দিয়ে পত্র লিখ্‌ছেন, আমি শুধু উকিল হ'লে, আমাকে এতখানি অযাচিত সম্মান কর্‌তেন কি না সন্দেহ।

*　　*　　*

আর দেখ্‌বেন কি? আমার স্ত্রীর যেন বৈধব্যের সম্ভাবনা হ'য়েছে,—অশ্বিনী দত্ত, পি. সি. রায়, কাশিমবাজার, দীঘাপতিয়া—এঁদের তো সে রকম দুঃখ হ'বার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবু তাঁরা আমার জন্য কাঁদেন। ধন্য বঙ্গদেশ! ধন্য সাহিত্যসেবার গুণগ্রাহিতা!

*　　*　　*

আমার মনে হয়, আমাকে এই বিদ্বন্মণ্ডলী, সাহিত্যানুরাগী বঙ্গসমাজ যেমনটা দেখালে তা unique in the history of Bengali Literature. তোমরা তো সব খবর জান না। তাঁরা এই দুঃসময়ে আমাকে শুধু মুখের ভালবাসা দেন নি—substantial help দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।[২৮]

*　　*　　*

Education Department-এর লোক দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, ওঁরা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমরা যেমন quibble in law নিয়ে বিচারকের চোখে ধূলো দিতে চাই, তেমনি অন্যান্য ব্যবসাতেও dishonesty আছে। ওঁদের কাজে dishonestyও নেই, মেকিও চল্‌বার উপায় নেই।

*　　*　　*

দেবতা, আশীর্বাদ ক'রে দিয়ে যাও। সমস্ত সারল্য আশীর্বাদরূপে আমার মাথায় ঢেলে পড়ুক। দেবতা, কতদিনের বাসনা যে পূর্ণ হ'ল. পথে দেবদর্শন হ'ল, গিয়ে ব'লব।

*　　*　　*

আশীর্বাদ করুন, যেন মতি ভগবন্মুখিনী হয়। তাঁর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি অচলা হয়, আর সংসারে আমার কে আছে? আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। তিল তিল করে যাচ্ছি।

*　　*　　*

ভাই, ভজন-সাধন কিছুই জানি না! আমার দয়াল ভগবান্ দয়া ক'রে যদি চরণে স্থান দেয়, ভাই রে!

---

২৭. কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী নিজের খরচে কবির 'অভয়া' কাব্যগ্রন্থ দু'হাজার কপি ছাপিয়ে দেন। তিনি বহুকাল যাবত কবির বিপন্ন পরিবারকে নিয়মিত মাসিক অর্থসাহায্য করেন। রজনীকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় বন্ধকী সম্পত্তি তের হাজার টাকা ধার দিয়ে উত্তমর্ণদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে দেন দানবীর মহারাজ।

২৮. বাংলার জনসাধারণ, স্ত্রীপুরুষ, ধনী-নির্ধন অনেকেই রজনীকান্তকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করেছেন। কবির রোগদগ্ধ দেহে শান্তির প্রলেপ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কবিকে পত্র লিখে, গ্রন্থ ক্রয় করে, নানা দ্রব্য উপহার দিয়ে, আর্থিক সাহায্য করে কবিকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন।

আমার এই ক্ষুদ্র নিষ্প্রভ প্রতিভাটুকুর যে আদর আপনারা কর্‌লেন, আমি তার উপযুক্ত নই।

* * *

বঙ্গদেশ আমাকে ছেলের মত কোলে ক'রে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ ক'রেছে, সেইজন্য আমি ধন্য মনে করে ম'লাম।

* * *

আমি একটু বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেছিলাম ব'লে বাঙ্গালা দেশ আমার যা কর্‌লে তা unique in the annals of Bengali Literature. এই সাহিত্য-প্রিয় বাঙ্গালা দেশ, মানে—Literature loving section of Bengalis bearing the major portion of my expenses. Is it not unprecedented in a poor country like mine? তা নইলে আমার সাধ্য কি নীরোদ, যে আমি এই দীর্ঘকাল এই heavy expense bear করি? One and all—names are secret. They do not wish to add force to favour and are averse to advertisements.

* * *

বরিশাল থেকে যে যা যেখানে পাচ্ছে আমাকে পাঠাচ্ছে। ধন্য বরিশাল। দু'টাকা পাঁচ টাকা—যার যেমন ক্ষমতা সেই দিচ্ছে।[২৯]

* * *

লোকে কি সম্মান, কি সাহায্য আমায় কর্‌ছে। আমি প'ড়ে থেকেও কেবল লেখাপড়ার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে না। মূর্খ হ'লে কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তো? এই পরিবার এই বৎসরাবধি প্রতিপালন হচ্ছে কেবল লেখাপড়ার জোরে। ভদ্রলোকের মধ্যে বসা যাক্ বা না যাক্ প'ড়ে থেকেও খালি লেখাপড়ার জোরে এই বৃহৎ পরিবারের মুখে গ্রাস উঠ্‌ছে।

মানুষে আমার জন্য এত কর্‌ছে। তাঁরি মানুষ, সুতরাং তাঁরি প্রেরণায়।

* * *

দেখুন, আমাদের দেশের বিদ্যোৎসাহীরা আমাকে কি চক্ষে দেখেন। এমন নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাবর্জিত যশঃ বাঙ্গালার কোন্ কবি পেয়েছে?

* * *

কোন্ দেশের একটা বাঙ্গাল কবি, তাও এখন কাঙ্গাল হয়েছে? আপনার গৌরব বাড়ুক না বাড়ুক আমার বাড়্‌বে।

* * *

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর জন্য কি চেষ্টা যে বাঙ্গালা দেশ কর্‌ছে তা আর ব'লে শেষ করা যায় না। বিলাত থেকে আমার জন্য রেডিয়াম্ নিয়ে এসে চিকিৎসার

২৯. বরিশাল থেকে অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), বরিশালের জজ কোর্টের উকিল দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তি অসুস্থ কবিকে আর্থিক সাহায্য করতেন। বরিশালের উকিলমহল চাঁদা তুলে কবিকে পাঠান। সাধারণ লোকের দানও কম ছিল না।

চেষ্টা হচ্ছে। তাতে ঢের টাকা লাগবে। তবু চাঁদা ক'রে তুলে রেডিয়াম্ এনে আমাকে বাঁচাবে—সে তিন চারি হাজার টাকার কাজ।

* * *

বঙ্গে একটা নূতন প্রাণ এসেছে। বিশ্বাস যদি না হয় তবে একটু পীড়িতের ভাণ ক'রে সাতদিন পরে advertisement দেন্ ত!

* * *

ধীরে পথ করছে হিরণ, তুমি পদে পদে তাঁর হাত দেখতে পাচ্ছ না? আগা-গোড়া খাবার সংস্থান একজনকে দিয়ে করাল'। দেখ, আবার কা'কে দিয়ে কেমন ক'রে কোন্ পথ করে। তাঁর নামের জয় হোক।

* * *

আমাকে দেশশুদ্ধ লোকে কেমন ক'রে যে ভালবাস্‌লে, তা ব'লতে পারি না। আমার মলিন প্রতিভাটুকুর কত যে আদর করলে!

আমার গুণটা কি? আমি দেশের কি ক'রেছি? দেশ আমাকে বড় ভালবেসেছে, বড় সাহায্য ক'রেছে; আমি দেশের তেমন কিছুই ক'রতে পারি নি।

* * *

কাল রাত্রিতে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা হয়ে গেল। আমার ভগিনী বিধবা হল। আমার মা'র বয়স আশী বছর। এখন আমার পালা।[৩০]

* * *

আমার এমন অবস্থা হ'ল যে, আর চিকিৎসা চলে না, তাইতে বড় আদরের জিনিস বিক্রয় করেছি।[৩১] হরিশচন্দ্র যেমন শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় করেছিলেন। হাতে টাকা নিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। আর তো তেমন মাথা নাই। আর ও লিখতে পারব না। যদি বাঁচি জড় পদার্থ হয়ে রইলাম।

* * *

কাশীতে এক সেবকসমিতি আছে। আমি যখন বড় কাতর, তখন তাঁহারা পর্যায়ক্রমে আমার শুশ্রূষা করতেন। তাঁদের অধিকাংশই কাব্যতীর্থ।[৩২]

---

৩০. ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৮ জ্যৈষ্ঠ কবির ভগিনীপতি রোহিণীকান্ত দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়। রজনীকান্তের মায়ের (মনোমোহিনী দেবী) মৃত্যু হয় কাশীতে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৪ কার্তিক, অর্থাৎ রজনীকান্তের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে।

৩১. 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র গ্রন্থস্বত্ব মাত্র চারশ' টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সকে। দ্র. দীনেশচন্দ্র সেনের *'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য'* ২য় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত 'রজনীকান্ত-প্রসঙ্গ'। (দ্র. পরিশিষ্ট : পৃ. ৪০০)।

৩২. ১৩১৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে কাশীর এক চিকিৎসক বালাজি মহারাজের কাছে চিকিৎসার জন্য কান্তকবি সপরিবারে কাশীধামে গমন করেন। কাশীর রামাপুরায় একটি বাড়ি ভাড়া করে কয়েকদিন থাকেন, তারপর চিকিৎসক বালাজির পরামর্শে গঙ্গার তীরে মানমন্দিরের নিকট এক ভাড়াবাড়িতে এবং শেষে কাকিনা-রাজের বাড়িতে অবস্থান করেন। এখানে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেন 'সেবক সমিতি'র সদস্যগণ। কিন্তু এখানেও চিকিৎসায় কোনো সুফল দেখা যায়নি। অবশেষে মাঘ মাসে (১৩১৬) কবিকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য।

*   *   *

অন্ধকার হ'য়ে আসে। তা এলই বা, এত লোক তোমার কাছে গেছে, আমার অত ভয় কি? গঙ্গাজল মুখে দিও, হিরণ রে!

*   *   *

মা রে, আমার মা রে, ডেকে ডেকে আনে না রে কেউ। একবার দেখা। একবার দেখা রে, যে ক'রে হ'ক্ কেউ দেখা।

তবে কথা বলা কথা কওয়া হ'ল না। না হ'ল—

আজ নয় কাল, কালই ভাল, ভাল কালই। কষ্ট কষ্ট কট কট কষ্ট কষ্ট কষ্ট কট।

দয়াল বাবা জয় জয়! 'আমি কখন এই ইন্‌জেক্‌সান দেন দিবেন দিব না, কখন দিব না, টানা টানা টানা ক টানা আমাকে মেরে মেরে মেরে ফেল না মের না রে কেরে কে ভাই মে মে রে মো মো মে রে ফেলে আমা মো কে রে কেরে কেরে— উঠ্‌তে পারি না পারি না দিস্ না মা! মা রে মা!

*   *   *

দ্যাখ্ সুরেন,[৩৩] আমি যখন "ভগবান্, দয়াল, আমার দয়াল রে" লিখি, তখন ভাবে আমার চোখ জলে ভ'রে উঠে। মনে হয় এখুনি হোক্। যা হয় এখুনি হোক্। মনে হয় দিন এগিয়ে আসুক। তোরা ভাবিস্—কেঁদে তোদের চিত্তের বল পর্য্যন্ত হরণ করছি। না, তা নয় রে। সব করেছিস, এখন আমাকে শুয়ে থেকে নিঃশব্দে মরতে দে। আমার প্রাণের বিশ্বাস, আর চক্ষের সামনে সে তেজস্বিনী ভুবনমোহিনী মূর্তি তোরা সাজিয়ে দে রে। আর উঠিয়ে কাজ নেই, সুরেন। কেন জাগাস্, জাগিয়ে তোদের ভাল লাগে, আমার ত ভাল লাগে না!

*   *   *

আমি ভগবানের উপর ভার দিয়েছি। আর কিছু জানি নে।

*   *   *

আজ আমি আর সে রজনী নই। আমি মদবিহ্বল আত্মবিস্মৃত জীব নই। আমাকে সোজা ক'রে, সরল ক'রে, পবিত্র ক'রে নিচ্ছে; দেখতে পাচ্ছ না? নইলে পিতার কাছে যাব কেমন ক'রে? সে যে বড় পবিত্র, বড় দয়াল। তোমার কাছে যেমন ক'রে বলি, তেমন ক'রে এক ভগবানের কাছে বল্‌তে পারি, আর কারুকে কিছু বলি নে।

*   *   *

ভগবান্, দয়াময়, আমাকে শ্রীচরণে স্থান দাও। বড় কষ্ট পাচ্ছি। কথা বন্ধ, বল্‌বার যো নাই। আমি অধম, পায়ে প'ড়ে আছি। আমার গতি হোক্ দয়ার সাগর! আমি আর সইতে পারি না। করুণাময়! আর কষ্ট সহিবার ক্ষমতাও আমার লুপ্ত ক'রেছ! আর মান, যশঃ, কীর্ত্তি চাই না, অর্থও আমার জন্য চাই না,—এই অনাথগুলোর জন্য চাই। কিন্তু তোমারি কাছে রেখে যাই, দেখো পিতা। তোমারি পরিবার—সমস্ত অনাথ গরীব।

---

৩৩. সিরাজগঞ্জের প্রখ্যাত উকিল কৃষ্ণগোবিন্দ দাশগুপ্তের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

—বাণীর ·

Medical college
hospital
Cottage no 12.
Calcutta.
29/6/10.

দেব,

সেই [illegible]

[illegible]

[illegible]

যেদিন — [illegible] এই —

কুটীরে [illegible], সেই

দিন [illegible] — চির চির [illegible],

যে [illegible] — [illegible]।

এই [illegible]; কেবল

[illegible], কেবল [illegible], —

[illegible] — দিন [illegible]।

আমি [illegible], [illegible]

[illegible] এই [illegible] [illegible]·

রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত কান্তকবির চিঠি ও গান

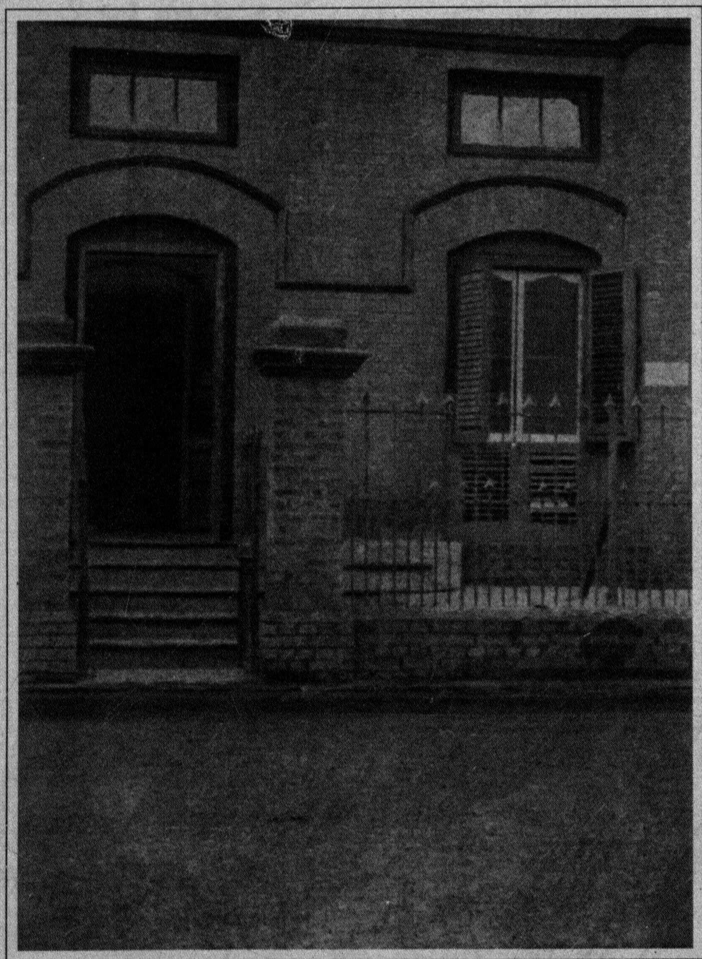
মুক্ত আত্মা।

"এই মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
রুদ্ধ করিবে কে?
বন্ধনহীন মুক্ত আত্মা —
ঊর্দ্ধে সহিবে কে?
রক্ত-আঁখির মন্দ্রিত বাণী,
তীক্ষ্ণ অসির ছিন্ন কাহিনী,
[illegible]
মুক্ত করিবে কে?
অক্ষয় এ কীর্তি-কিরীট —
মলিন করিবে সে?"

[illegible]
[illegible];
হায়, [illegible] —
[illegible]!
[illegible],
[illegible],
[illegible] —
[illegible];
আমি, [illegible] —
[illegible]!

[illegible] —
[illegible],
[illegible];

[illegible]



কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কটেজ-ওয়ার্ড

*   *   *

এই দেখুন, মায়ের কোলে ম'র্‌বার বল। আমার মনের বল নাই? আছে কার? বীরের মত ম'র্‌ব। দাঁড়িয়ে দেখতে পারবেন না? দয়ালের নাম আমার মুখে, আর গঙ্গাজল আমার গায়। এ কেমন মৃত্যু? বাবা! মহারাজ! এ কেমন মৃত্যু!

*   *   *

আপনি বুদ্ধিমান্, জীবন আর মরণের সন্ধিস্থল দেখে যান। সে সন্ধিস্থলটা বড় আশ্চর্য স্থান। লোক-বিশেষের নিকট আমি বড় পবিত্র,—লোক বিশেষের নিকট আমি অতি নির্বোধ।

*   *   *

আশীর্বাদ করুন। যেন মার কোল পাই, যেন পিতার চরণে স্থান পাই। সে সকল স্থান কেবল চিন্তাহরণ, দুঃখবারণ। সেখানে পৌঁছিতে পারলে আর ভয় কি, ভাই?

*   *   *

আমি গেলে কারো কিছু যাবে না, Dr. Ray,[৩৪] কেবল সম্ভ্রান্ত পরিবারকে পথে বসিয়ে গেলাম। কিন্তু এসব করলে দয়াল আমার—খাদ উড়িয়ে খাঁটি ক'রবার জন্য। মার নয়, প্রহার নয়, কষ্ট নয়, ব্যথা নয়—শুধু প্রেম, শুধ্ দয়া।

*   *   *

মা আমার মা রে, কোলে নে মা; আমায় মার্জনা করে নে মা! আমার অসহ্য যন্ত্রণা মা। কোলে নে মা!

*   *   *

আপনাদের প্রতিভাতেই দেশ উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, এদেশে আবার আমরা কে? এখানে আমরা কোথায় লাগি?

*   *   *

দেশের এই শত শত প্রতিভা-মার্তণ্ডের মধ্যে আমি কোন্ জোনাকী?

*   *   *

একটা রাখাল দু'টো গরু নিয়ে যাচ্ছিল—তার একটা খুব মোটা, আর একটা খুব রোগা। একজন উকীল সেই পথে যান। তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"তোর ও গরুটা অত মোটা কেন, আর এটা এত হাল্‌কা কেন? এটাকে খেতে দিস্‌নে না কি?" রাখাল উকীলকে চিন্‌ত; ব'ল্লে—"আজ্ঞে না। মোটাটা উকীল, আর রোগাটা মক্কেল,—রাগ করবেন না।"

*   *   *

আমাকে খাম্‌কা উঁচু কর্‌বেন না। আমি বড় দীনহীন বড় কাঙ্গাল।

*   *   *

[রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে বাক্‌হীন কান্তকবির লিখিত জবাব পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হলো]

---

৩৪. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। তিনি যখনই কবিকে হাসপাতালে দেখতে যেতেন তখনই অর্থ সাহায্য করতেন। একদিন কবিকে তিনি বলেছিলেন: 'আমার আয়ু নিয়ে আপনি আরোগ্য লাভ করুন'। (দ্র. 'রজনীকান্ত-স্মৃতি,' পরিশিষ্ট: পৃ. ৩৯৬)।

আজ আমার যাত্রা সফল হইল! তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া, তোমারই 'কণিকা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'অমৃতে'র সন্ধানে ছুটিয়াছি। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার যাত্রা সফল হয়।[৩৫]

* * *

আজ রবি ঠাকুর আমাকে বড় অনুগ্রহ করে গেছেন। আমাকে তিনি বললেন,— "আপনাকে পূজা করতে ইচ্ছা করে।"—শুনে আমি লজ্জায় মরি।[৩৬]

* * *

আপনারাই মানুষ, মায়ের কাজ কর্‌ছেন; আমি কিছুই কর্‌তে পার্‌লাম না। দেখুন, বেশ-ভূষায় বড় করে না, বড় যাতে করে তা দেখলেই লোকের মাথা তার কাছে নত হ'য়ে পড়ে।

আমাকে দেখে যান, আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমার যাবার সময় অকারণ আমার মান বাড়াবেন না।

* * *

শরীর কেমন আছে? এই tracheotomy ক'রে বেঁচে আছি। আর কথা কইতে পারি না। আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান, মহাপুরুষ!

* * *

আমি যখন বুঝলাম যে, এই উৎকট ব্যথা Penal Code -এ কেবল আগুনে ফোলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্ছে, আমাকে কোলে নেবে ব'লে—তখন বুঝলাম প্রেম। তারপর সব সচ্চি। একবার দেখতে বড় সাধ ছিল, নইলে হয় তো কৈফিয়ৎ দিতে হ'তো—সে দেখা আমার হ'ল। এখন বলুন, 'শিবা মে পন্থানঃ সন্তু!'

---

৩৫. ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ শনিবার কান্তকবিকে দেখতে রবীন্দ্রনাথের আগমন ঘটে হাসপাতালে। অশ্রুসজল চোখে কবির উদ্দেশ্যে লেখেন কান্তকবি।

৩৬. অসুস্থ কবিকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের কটেজে ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বঙ্গাব্দে দেখতে আসেন রবীন্দ্রনাথ। সেইদিনই রজনীকান্ত 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে' গানটি রচনা করেন। ১৫ আষাঢ় ১৩১৭ (২৯/৬/১৯১০) রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে যে-পত্র লেখেন, তার সঙ্গে ১ আষাঢ় রাত্রিতে রচিত একটি গান পাঠান। গানটি 'এই মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিবে কে'। গানটি 'শেষদান' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৩০২ দ্র.। রবীন্দ্রনাথ ১৬ আষাঢ় পত্রোত্তরে জানান, 'আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম।' ভ্রমবশত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত 'রজনীকান্ত সেন' এবং কান্তকবির জীবনীকার নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁর 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত গানটি হলো 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে'। এ ভুল পরবর্তী কালে প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রজনীকান্ত সেন' প্রবন্ধেও করেছেন (দ্র. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৫)। মনে হয়, তাঁরা প্রেরিত গানটির মূল কপি না দেখতে পাওয়ায় এবং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির দিনে উক্ত গানটি রচিত হওয়ায় এই বিভ্রান্তি ঘটেছে।

আপনি আমাদের সাহিত্য-নায়ক, দার্শনিক; চরিত্রে, সহিষ্ণুতায়, প্রতিভায় দেশের আদর্শ। তাই দেখে গেলে একটু পুণ্য হবে বলে দেখতে চেয়েছিলাম। নিজের তো পায়ের কাছে যাবার শক্তি নাই।

* * *

ভালবাসেন জানি, তাই এত কথা বল্‌লাম। কিছু মনে করবেন না।

* * *

ছেলেটিকে বোলপুরে দয়া ক'রে নিতে চেয়েছিলেন,[৩৭] শুনে কত আনন্দ হ'ল। আমি মহারাজকে[৩৮] কথা দিয়ে বাগ্বদ্ধ হয়ে আছি; নইলে আপনার কাছে থেকে দেবতা হ'তো, তাতে কি পিতার অনিচ্ছা হ'তে পারে?

* * *

কি শক্তি আপনার নাই? অর্থ-শক্তি? তার যে গৌরব, তা আমি এই যাবার রাস্তায় বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তার জন্যে মানুষ 'মানুষ' হয় না। এই যে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আমার জন্য দিনরাত্রি দেহপাত কচ্চে, এরা কি আমাকে অর্থ দেয়? ওদের প্রাণটা দেখুন, ওরা কত বড়লোক।

* * *

আব একবার যদি 'দয়াল' কণ্ঠ দিত। তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' আপনার কাছে একবার অভিনয় ক'রে দেখাতেম। আমি 'রাজা'র অভিনয় করেছি'।[৩৯] এমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে। আমার মাথা যেমন ছিল, তেম্‌নি আছে—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?[৪০]

একবার দেবতাকে শোনাতে পারলাম না।

* * *

আর 'কথা'[৪১] আমার ছেলেরা recitation করে।

---

৩৭. রবীন্দ্রনাথ কবির এক পুত্রকে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে রাখার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন।

৩৮. কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

৩৯. রাজশাহী-থিয়েটারে রজনীকান্ত একবার রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকে রাজার ভূমিকায় দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন।

৪০. 'রাজা ও রাণী': ২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য।

৪১. রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৩০৬। এর সঙ্গে 'কাহিনী'র কবিতা জুড়ে স্বতন্ত্র 'কথা ও কাহিনী' শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯০৮। প্রকাশক: ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ করেন ১৩৩২-এ।

*   *   *

আর 'কণিকা'র আদর্শে 'অমৃত' লিখেছি। লিখে ধন্য হয়েছি—ঐ আদর্শে লিখে ধন্য হয়েছি। দীনেশবাবুর 'আদর্শ' কথাটা লেখাতে যতই কেন লোকের গাত্রদাহ হোক্ না কেন।[৪২] হাঁ, ঐ আদর্শে লিখেছি। সেটা আমার গৌরব না অগৌরব?

*   *   *

আমি 'কাব্যে দুর্নীতি' ও জানি, সবই জানি, তবে জানাতে জানি না।

*   *   *

আমি কি প্রতিভা চিনি না? আমি কি প্রতিভা দেখিনি? আমি কি পতিত-চরিত্র দেখলে বুঝি না? আমি কি দেবতা দেখলে বুঝি না? তবে এতদিন ওকালতি ক'রেছি কেমন ক'রে?

*   *   *

বোঝে কে, নিন্দে করে কে? আমাকে আর উত্তেজিত ক'রবেন না, দোহাই আপনার!

*   *   *

অমৃতের ছোট কবিতাগুলো কি পড়েছিলেন? আমার এই পীড়ার মধ্যে লেখা, কত অপরাধ হয়েছে। আপনার চরণে দিতে আমার হাত কাঁপে!

*   *   *

আমাকে আর কিছু বলবেন না। 'দয়াল' আমাকে বড় দয়া ক'রছে। আমার ছেলেমেয়েদের মুখে একটি গান শুনুন।[৪৩]

*   *   *

আমি চার মাস হাসপাতালে।

*   *   *

আমি চ'লে গেলে যেন নিতান্ত দীনহীন ব'লে একটু স্মৃতি থাকে—এটা প্রার্থনা কর্‌বার দাবী কিছু রাখি না—কিন্তু ভিক্ষুক তো নিজের কতটুকু দাবী তা বোঝে না।

৪২. 'অমৃত' সম্বন্ধে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) ১৩১৭-র ১বৈশাখ লিখেছিলেন : '... এই 'অমৃত' রবিবাবুর কণিকার আদর্শে রচিত। শুষ্ক নীতির পিল শিশুদের গলাধঃকরণ করাইতে যাইয়া কত বেত্র চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কত কোমল পৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ও কত গুরু-চীৎকারে পাঠশালার জীর্ণগৃহ প্রকম্পিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্বা নাই। সেই তিক্ত পিলের পরিবর্তে রজনীকান্ত বালকদের জন্য এই অমৃতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।...' [দ্র. 'অমৃত', ৩য় সং, " 'অমৃত' সম্বন্ধে অভিমত", পৃ. ৫০.]

৪৩. কান্তকবির জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তিবালা ও পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁদের পিতার রচিত নিম্নলিখিত গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথকে শোনান। রজনীকান্ত নিজে এই গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজান।

বেলা যে ফুরায়ে যায়. খেলা কি ভাঙ্গে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!

ইত্যাদি। [দ্র. এই গ্রন্থের পৃ. ২৩৬]

*　　　*　　　*

আমার হিসাবে আমি একটু শীঘ্র গেলাম।

*　　　*　　　*

খুব মারে, আগে কষ্ট হ'তো, এখন আর বেশি কষ্ট হয় না।

যদি গলার মধ্যে X-Ray দেয়, তবে ৫/৭ মিনিট হাঁ করে থাকতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব। * * *Before X-Ray treatment begins I die.[৪৪]

*　　　*　　　*

X-Ray treatment আজ সকালে আরম্ভ হয়েছে। একখানা খাটে চিৎ ক'রে শোয়ায়, পীঠের নীচে বালিশ দেয়। মাথাটা বিছানার উপরেই নীচু হ'য়ে পড়ে—ঠিক ঝোলার মত। গলাটা stretched হয়। তারই উপর একটা বাক্স ঝুলছে, সেই বাক্সের তলায় ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে এসে Ray গলার উপর পড়ে। Connor সাহেব—সেই নাকি এর specialist। সেই আলো এসে গলায় লাগে, তা টের পাওয়া যায় না।

*　　　*　　　*

X-Ray দেওয়া হচ্ছে, আর ধীরে ধীরে ভাল বোধ করছি। বেদনা খুব কমে গেছে; ফোলাও কমে গেছে, খেতে পারছি। দুর্বলতা অনেক কমেছে।

*　　　*　　　*

আমি এই এগার মাস প্রায় সমভাবেই কষ্ট পাচ্ছি। কত রকম কষ্ট যে পেয়েছি, তা ব'ল্‌তে পারি না। ফুলা, বেদনা, আহারের কষ্ট, অনাহার, অর্ধাহার, প্রস্রাব-বন্ধ, অনিদ্রা, কাশি, রক্তপড়া ইত্যাদি। ইহার উপর অর্থ-কষ্ট। আমি প্রথম প্রথম মনে ক'র্‌তাম যে, এ জন্মের তো আছেই, কত জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত পাপরাশির জন্যে এই অভ্রান্ত Penal Code-এর ব্যবস্থা আমার উপর হ'য়েছে। তখন মধ্যে মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি হ'ত। আমি কিছুদিন পর দেখি যে, এ তো শাস্তি নয়—এ যে প্রেম, এ যে দয়া! দেখ, খাঁটি জিনিসটি না হ'লে তো তার কোলে যাওয়া যায় না। তাই এই আগুনের মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে ক্রমে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্ছে, আর মতি তদভিমুখী ক'রছে। সে আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছে, সে তো বাপ, আমি হাজার মন্দ হ'লেও তো পুত্র। আমাকে কি ফেল্‌তে পারে? তাই এই শাস্তি, এই বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হ'য়েছে। ময়লা মাটি আঘাতের চোটে প'ড়ে গিয়ে খাঁটি জিনিসটি হব; তখন আমাকে কোলে নেবে। আর মৃত্যুর পর অত বেত মার্‌লে সেখানে তো সেবা-শুশ্রূষার লোক নেই, সেইজন্য এইখানে স্ত্রী-পুত্রের সাম্‌নে মার্‌ছে যে, কাজও হয়, একটু কষ্টেরও লাঘব হয়। দেখ্‌ছ দয়া? দেখ্‌ছ প্রেম? চন্দ্রময়। আমি রাত্রিতে ঘুমাই না, বেশ থাকি, বড় ভাল থাকি। আমি যেন তাকে রাত্রিতে ধর্‌তে পারি—এম্‌নি অবস্থা হয়। আমাকে বড় কষ্টের সময় বড় দয়া করে। আমি এখন বেশ সহ্য কর্‌তে পারি। খুব acute pain-এও আমাব কষ্ট হয় না।

---

৪৪. ডা. বার্ডের সহকারী ডা. কোনর (Dr E P. Connor) সাহেব কবির গলায় Ray দিতেন।

* * *

আমাকে ভগবান্ এম্‌নি ক'রে পদে পদে সাহায্য কর্‌ছেন; কেন যে, তা আমি কিছু বুঝতে পারি নে। যে ব্যাধি দিয়েছেন তাতে তো অদ্যশ্বীন বা কতিপয়দিনে যাওয়া নিশ্চয়, তবে এত যে কেন ক'র্‌ছে দয়াল, তা আমার মনোবুদ্ধির অগোচর। কিছুই ঠাওর পাইনে।

* * *

ভগবান্, দয়াল! আমি একটু ছেঁড়া কাপড়ও নিয়ে গেলাম না। চাইনে দয়াল, তোমার দয়া সম্বল ক'রে নিচ্ছি। তা'তেই হবে। তোমার নাম আমার কানে খুব উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লে আমি এখনও শুন্‌তে পাই। তাতে যে বন্ধু-বান্ধবেরা কৃপণতা করে। দয়াল, তোমাকে সাক্ষী ক'রে সব কথা ব'ল্‌লাম।

* * *

This boy is named Bijitendra Nath Bose, a fourth year medical student, a Barisal man, known me and is doing all possible nursing. He is and acquisition sent by God.[৪৫]

* * *

সূর্যটা কত বড় জান? এই পৃথিবীর মত ১৪ লক্ষ পৃথিবী একত্র কর্‌লে যত বড় একটা জিনিস হয়, অত বড় একটা জিনিস। ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার পৃথিবী একত্র কর্‌লে যত বড় হয়, তত বড়। ৯২ কোটি ৭০ হাজার মাইল অর্থাৎ প্রায় ৯৩ কোটি মাইল পৃথিবী থেকে দূরে। ঐ লেজটা কত বড় জান? প্রায় ১৪ লক্ষ মাইল লম্বা। ওটার নাম 'হেলির' ধূমকেতু। ৭০ বৎসর পর পর একবার ক'রে দেখা যায়। এটার বেগ এক মিনিটে ৬২ হাজার মাইল। সকল স্থান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

ছায়াপথের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি অসংখ্য তারা অনেক দূরে আছে। অসীম শূন্যে আছে, স্থানের অভাব কি? 'লীরা' নামে একটা তারা আছে; এত দূরে থাকে ব'লে একটা তারা বোধ হ'ত, কিন্তু দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখা গেল যে, সেটা অনেকগুলি তারার সমষ্টি। এই ছবির মত।

চাঁদের মধ্যে যে সব পাহাড় আছে, তার এক একটা প্রায় ৬ মাইল উঁচু। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড়। দূববীণ দিয়ে চাঁদকে বেশ ক'রে দেখা গেছে, প্রাণী নাই,—বাতাস নাই, তেজ নাই। প্রাণহীন, কেবল পাহাড়। আর কিছু নাই। নদী নাই, ঝরণা নাই, সমুদ্র নাই, গাছ নাই। পাহাড়গুলো কত উঁচু তা পর্যন্ত মাপা গেছে। সর্বোচ্চটা ৬ মাইল, অর্থাৎ তিন ক্রোশ উঁচু।

১৩ লক্ষ ৩১ হাজার পৃথিবী একত্র করলে যা হয়, সূর্যটা তাই। আছে প্রায় ৯৩ কোটি মাইল দূরে। তাই যখন ভাবি তখন আমাকে এত ক্ষুদ্র মনে হয় যে, নিজেকে হাতড়ে পাইনে, বেদনাও থাকে না।

যে কমেটটা উঠ্‌ছে, তার লেজটা ১৪ লক্ষ মাইল লম্বা ৭০ বৎসরে একবার দেখা যায়।

---

৪৫. বিজিতেন্দ্রনাথ বসু মেডিক্যাল কলেজে হেমেন্দ্রকুমার বক্সীর সহাধ্যায়ী।

আমি শ্রীরজনীকান্ত সেন বি. এল্. এখানে ব'সে কত গর্বই না করছি, কত অভিমানই না করছি। কত রাগ, কত ক্রোধ, কত কাণ্ড করছি—মনে হ'লে লজ্জা হয় না?

* * *

আমার যে ক্ষমতাটুকু আছে, তা আপনার ন্যায় সাহিত্য-রসোন্মাদ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির সংস্পর্শে।[৪৬]

* * *

আপনারা কি পড়ছেন? আমি প্রথম ভাবতাম—চড়ক বুঝি; তারপর বইতে দেখি "চরক"। ভারি শক্ত নাকি?

* * *

Average man কি রকম খাইয়ে অর্থাৎ বৃকোদরও কেউ নেই, 'ত্রৈলঙ্গ' স্বামীও (অনাহারী) কেউ নেই!

* * *

সৎপথে থেকে ওকালতি করা বড় কঠিন হ'য়েছে। টাকার লোভ এতো হবে যে, সত্যাসত্য বিচার-ক্ষমতা blunt হ'য়ে heart calous হবে, তখন টাকা হ'তে পারে, অর্থ হবে, তবে তার পায়ে পরমার্থটি রেখে হবে। ইতি মে মতিঃ।

* * *

আমি আবার এ দেশে মানুষ নাকি? এই সকল intelligent giantদের মধ্যে আমি কোন নগণ্য ব্যক্তি!

আমার ছবি আর সংক্ষিপ্ত একটু জীবনী যে দেওয়া হ'য়েছে—'সুপ্রভাতে',[৪৭] দেখে একটু তুষ্ট হ'লাম। কিন্তু আমি কি ওর উপযুক্ত?

* * *

যে টান্‌লে সমস্ত জড়-জগতের টান ব্যর্থ হয়, সেই টেনেছে, বুঝ্‌ছো না? আচ্ছা তা নাই বা হ'ল, কেনই বা রাখ্‌তে চাও? এ কীটকে দিয়ে কি হবে?

* * *

এই আমার মানুষের কাছে নত হবার সময় যায়। আর এই আমার প্রাণের ভগবান্ সমস্ত রাত্রি শিখিয়েছেন।

* * *

তা ভগবান্ আছেন। নইলে কি আজ আর আমাকে জীবিত দেখতে, না কথা কইতে? না হাতে শাঁখা থাক্‌তো? দীন, মলিন বেশে রাজসাহী গিয়ে উপবাস করতে হ'তো না? তোমার কি আর এই শ্রী থাক্‌তো? তাই বলি ভগবান্ আছেন। তিনিই এই ৬/৭ মাস কাল চালালেন—কেমন আশ্চর্য রকমে চালালেন তা তো দেখ্‌লে? ও ত আর মা আমাকে খেতে দিল না। একটু জল দাও ত, দেখি অধঃকরণ হয় কি না?[৪৮]

* * *

আমার মনে পড়ে, যেদিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম,

৪৬. রসসাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮৬৬-১৯২৩) উদ্দেশ্য করে লেখা।
৪৭. 'সুপ্রভাত' (মাসিক) : ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১৭।
৪৮. স্ত্রী হিরণ্ময়ীর উদ্দেশ্যে।

আর এই কলিকাতার ছেলেরা আগে করে procession বের ক'রে এই গান গাইতে গাইতে গেল, সেদিনের কথা মনে করে আজও চক্ষে জল আসে।[৪৯]

*   *   *

একদিন একজনার কথকতা শুনেছিলাম; সে বল্‌লে যখন সমুদ্র ডিঙাবার question উঠলো, তখন রাম সকলকে ডাক্‌লেন। সকলেই বল্‌লে অত বড় লম্ফ যদি দিতে না পারি, সাগরশায়ী হয়ে যাব—পারবো না—কেবল একটা ছোট বানর বল্‌লে যে, আমার সে ভয় নাই, আমি লাফ দিলে তাক্ হারিয়ে শেষে লঙ্কার ওপিঠে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, সেইটে ভয়। তারপর হনুমান্ বল্‌লে, আমি ঠিক লম্ফ দেব। তাই ব'ল্‌ছিলাম যে, তোমরা করতে পার সব, কেবল There is a tendency of things beings overdone like that little monkey. হেম ত সত্যি সত্যি over-do কর। রাত জাগ।

*   *   *

একজন ব'ল্লে—দেখেছিলাম ব'লে জাত বেঁচে গেছে। কালীঘাটে একটা লোক চা'র পয়সা দিয়ে একটা মেটে গেলাসের এক গেলাস মদ খেলে। সে লোকটা মুসলমান। গেলাসটার যে ধারে মুখ দিয়ে খেলে—দেখে রাখলাম। সে চলে গেলে আমি গেলাসটা ফিরিয়ে ধরে এক গেলাস খেলাম। দেখেছিলাম ব'লে জাতটা বেঁচেছে।

*   *   *

তোমাদের মতন যদি আমার আগেকার মত Loud Logic থাক্‌তো তবে তর্ক করতেম। তোমরা চট্ ক'রে ব'লে ফেল, উত্তর লিখ্‌তে আমার প্রাণান্ত। তখন না পারি তখন ভাবি—

প'ড়েছি পাঠানের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

*   *   *

এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে[৫০] সঙ্গে করে রবি ঠাকুরের বাড়ি তারপর দিন সকালবেলা যাই। সেইখানে তিনি আবার ঐ গান শোনেন, শুনে বলেন যে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।[৫১]

---

৪৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বক্সী উদ্দেশ্যে লিখিত (১৩১৭, ২১ বৈশাখ)। এই গানটি সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) লিখেছেন : '১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ঘোষণার কয়েকদিন পরে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনও মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।' —'কান্তকবি রজনীকান্ত', নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। ১ম সং, পৃ. ৭৬।

৫০. দীনেশচন্দ্র সেন।

৫১. ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ রবিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নতুন গৃহপ্রবেশ (২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬) উপলক্ষে সভায় রজনীকান্ত দুটি গান গেয়েছিলেন—'লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ' ও 'স্তূপীকৃত গগন-রহিত'। রবীন্দ্রনাথ এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি গান শুনে দীনেশচন্দ্র সেনকে অনুরোধ করেন। কান্তকবিকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। গান দুটির জন্য দ্রষ্টব্য পৃ.২২৫-২২৬।

*　　*　　*

আমি যখন পড়ি তখন অরুণ ব'লে একটি ছেলের Private tutor ছিলাম। সে একদিন বল্‌লে—মাষ্টার মশাই! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনার সাক্ষাতেই তামাকটা খাই। ওটা খেতে বার বার বাইরে যেতে হয়, পড়ার ব্যাঘাত হয়। আমি ত অবাক্। অরুণের বাড়ি শ্রীরামপুর।

তার (অরুণের) মামা Frst Arts দেবার সময় একটা diagram আঁক্‌তে না পেরে, একটা মানুষ—মাথায় টুপী, দুই হাতে দুইটা football লিখে দিয়েছিল। একটা Guard বল্‌লে, লিখ্‌ছ না কেন, ছবি দাগ্‌ছ কেন? সে বল্‌লে,—লিখ্‌তে পার্‌লে কি আর ছবি দাগি?

Guard—তবে কাগজ দিয়ে উঠে যাও।

সে—এত শীগগির যেতে লজ্জা কর্‌ছে।

Guard—তবে পাশের wingএ গিয়ে ব'স।

সে—যদি এক ছিলিম তামাক পাই।

ও তারই ভাগ্‌নে।

*　　*　　*

Injection দিতে চায় না। আরে পাগল, আমার মাস খানেক থেকে ঐ হচ্ছে, আমার কি একটা মৌতাত হয় না নাকি? সেই মৌতাতী মানুষের আফিমটুকু কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ কর্‌তে চাও? দোহাই বাবা, মেরো না বাবা, এটুকু যদি নাও তবে প্রাণটা নাও।[৫২]

*　　*　　*

এত যদি ছিল মনে বাঁশরী বাজালে কেনে? বাবা! এখন যে কদমতলা ব'লে প্রাণ ধায়, তা নিবারণ কে করে বাবা? যখন প্রথম বাঁশী বাজিয়েছিলে তখন ভাবিতে উচিত ছিল। এই আফিমখোরের প্রাণটুকু নিয়ে কি হবে বাবা!

*　　*　　*

সবাই ব্যস্ত হয়, আমি হই নে। কোনও ঔষধে কোনও ফল হ'ল না, এতেও কি বুঝা যায় না যে, মানুষের বাবার হাতে প'ড়েছে, তার উপর মানুষের হাত নেই।

*　　*　　*

আমাকে প্রেম দিয়ে বুঝিয়েছে যে, এ মার নয়, এ কষ্ট নয়,—এ আশীর্বাদ। আমাকে আগুনে পুড়িয়ে আমার ময়লা-মাটি সব উড়িয়ে দিয়ে খাঁটি ক'রে কোলে নেবে,—সে কি সামান্য দয়া!

*　　*　　*

বাঁচ্‌বার জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করা গেল। কিন্তু বিধাতার প্রয়োজন হ'য়েছে, পার্থিব প্রয়োজনে আর আমাকে বেঁধে রাখ্‌বে কে?

---

৫২. Hypodermic Syringe দিয়ে হিরোয়িন (Heroine, a preparation of opium) inject করা হতো। এই ইন্‌জেকশন তাঁর দেহের ওপর নেশার মত প্রভাব বিস্তার করতো। প্রথম দিকে দিনে একবার করে এবং পরে দু'বার করে কবির দেহে এই ইন্‌জেকশন দেওয়া হতো। কবির যন্ত্রণা একটু কমতো যখন তিনি এই ইন্‌জেকশন দেবার পর অজ্ঞানের মতো আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন।

*　*　*

এই সব মেডিকেল কলেজের ছেলেরা[৫৩] আমাকে বাঁচাবার জন্যে, একটু কষ্ট দূর ক'র্‌বার জন্যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কত যত্ন, কত শুশ্রূষা ক'র্‌ছে। কত লোক কত রকম ক'র্‌ছে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যা, তাই ত ফ'ল্‌বে। মানুষে চেষ্টা কর্‌বার অধিকারী, ফল দেয় আর একজন।

*　*　*

I would advise you therefore, to offer my Puja without Sacrifice. Let see, if that would do some good to the family. We have been short-lived. The whole family is ruined so to speak. What good has Sacrifice done to us? Before the mother of all living beings we kill an innocent animal. Does this propitiate the Goddess?

*　*　*

ভগবদ্দর্শনের পূর্বে সাধুর সাক্ষাৎ হয়। আমার তাই হয়েছে।

*　*　*

আমাকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে না দিলে খাঁটি হব, কেমন করে? যত (angularities) আছে সব ভেঙ্গে সোজা করে নিচ্ছে; নইলে পাপ নিয়ে, অসরলতা নিয়ে তো সেখানে যাওয়া যায় না।

*　*　*

একেবারে hardened sinner হ'বার আগেই আমার কানে ধ'রে ব'ল্‌ছে, "ও পথে যেও না"—অসময়ে ধরে নি।

দয়াল আমার, আমার অপরাধ মার্জনা কর। মার্জনা কর দয়াল! সকলেই এক্‌লা যায়, আমিও এক্‌লা যাব। চরণে স্থান দিও। তুমি ছাড়া আর কেউ নাই।

*　*　*

আমার মন থেকে পাপ ইচ্ছা, পাপ প্রলোভন এই কষ্টের তাড়নায় দূর হচ্ছে। যখন একেবারে হৃদয় এই সব আবর্জনা থেকে মুক্ত হবে, তখন মার কোলে যাব। তার আর বেশি দিন বাকি নেই।

*　*　*

যাঁর দয়ায় এ পর্যন্ত বেঁচে আছি, তাঁরই দয়ায় কষ্ট পাচ্ছি। নিচ্ছেন, আগুনে দগ্ধ ক'রে পাপের খাদ উড়িয়ে দিয়ে নিচ্ছেন; তা তো মানুষ বোঝে না,—মানুষ ভাবে, কষ্ট দিচ্ছেন।

*　*　*

এখানকার যারা, তাদের এই ৪৫ বৎসর ভজনা ক'রে দেখ্‌লাম। তারা কেউ আমাকে একটু হরিনাম শোনায় না। না পেয়ে নিজেই স্তোত্র লিখি। যখন বড় ব্যথা হয়, তখন বলি,—আর মের না, খুব মেরেছ, এখন তোমার চরণে টেনে নাও, এইখানে পৌঁছিলেই অবশিষ্ট আবর্জনাটুকু দূর হয়ে যাবে।

---

৫৩. বিজিতেন্দ্রনাথ বসু, ইন্দুকুমার ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রনাথ বক্সী প্রমুখ তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁরা সব সময় কান্তকবির সেবা করতেন।

A fluid of soul smell, mixed with blood, was coming out of the mouth, the whole night. I asked Dr. Connor, he said that it was a re-action of the X-Ray.

*   *   *

বুদ্ধির দোষ অনেক আছে, অনেক হয়েছে। মানুষের কি মতিভ্রম হয় না? হ'লে কি করা যাবে? এ সব ভগবানের কাণ্ড। সুখ-দুঃখ কিছুই মানুষে গ'ড়্‌তে পারে না। তিনিই মতিভ্রম ঘটান, তিনিই অভাবে ফেলেন, তিনিই উদ্ধার করেন। মানুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র। আজ আমার জীবনের জন্য হয় ত তিনি এই পরিবারকে সর্বস্বান্ত ক'রে ছাড়্‌বেন। এ কি মানুষে করে? মানুষ কেবল মনে মনে আঁচে, সঙ্কল্প তাঁর দরিদ্রতা তিনি ঘটান—কুমতি, ভ্রান্তি দিয়ে; আবার সম্পদ্‌ দেন সুমতি দিয়ে। নইলে কত চেষ্টা ক'রে লোকে অর্থ করে, এক দিন ডাকাত প'ড়ে সব নিয়ে যায়,—তার পরদিন সে ফকীর। এ কে করায়? আমার যে দোষ তাও আমার পরিহার কর্‌বার সাধ্য নেই, ইচ্ছা ক'র্‌লেও পারি নে; এমনি কর্ম আর অদৃষ্ট।

*   *   *

সত্যনারায়ণ পূজার জন্য একটা টাকা পৃথক ক'রে বেঁধে রাখ। যখন দেবতার কাছে বাক্য দেওয়া হ'য়েছে তখন অবহেলা ক'র না।

*   *   *

এটা ঠিক্‌ জেনেছি যে, যত শাস্তি তত প্রেম। এ তো কষ্ট নয়। সে যে তাঁর কাছে নিতে চায়, তা আগুনের মধ্য দিয়ে, খাদ পুড়িয়ে নির্মল, উজ্জ্বল না ক'র্‌লে কেমন ক'রে সেখানে যাব?

*   *   *

এই যত ক্রিয়া, যত ঔষধ, যত একভাবে থাকা, হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়া—এ সমস্তই ঐ মহাদেবের ক্ষেত্র। তাঁরি কাজ। তিনিই মূলাধার। আমার ৮০ বছরের মা ধর্‌ণা দিতে গেল, ব্যাকুল হ'য়ে যে, মরি তো শিবের পায়ে ম'র্‌ব। আমার ছেলে বাঁচ্‌লে—আর কি চাই। আমি নিজে একজন ভগবৎ-বিশ্বাসী। সবই তিনি, এতে আর দ্বিধা-ভাব, তা ভেব' না। বুড়ো মা'র জন্য কষ্ট লাগ্‌ছে। মনে হয়, পুত্রগতপ্রাণা বুঝি নিজের প্রাণ দিয়ে ছেলের প্রাণ দিতে গেল।[৫৪]

*   *   *

এই স্বর্গ, এই পৃথিবীতে স্বর্গ। ঐ মুখে যেন কার আভা প'ড়েছে। ভাই রে তুমিই দেবতা—মানুষের মধ্যে দেবতা।

*   *   *

আর একটা দিন তোদের দেখে যাইরে।

---

৫৪. কবির অজ্ঞাতসারে কবির বৃদ্ধা মা মনোমোহিনী দেবী পুত্রের মঙ্গলার্থে তারকেশ্বরে গিয়ে বাবা তারকেশ্বরের কাছে ধর্না দেন। তিন দিন পরে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট ওষুধ পান। কলকাতায় এসে কবিকে সেই ওষুধ খাওয়ানো হয়। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

* * *

আপনি আমাকে বড় মায়াতে ফেলেছেন। আমি ত মর্‌ব, কিন্তু আপনাদের জন্য আমার মর্‌তে ইচ্ছা হয় না।

* * *

আমাকে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শোনাও। আমাকে কাঁদাও। আমার পাষাণ হৃদয় ফাটাও। প্রাণ পরিষ্কার ক'রে দাও, খাদ উড়াও। আমাকে আর ক'টা দিন বাঁচান্। ভগবান্ আপনার ভাল ক'রবেন।

* * *

আমি ব্যস্ত হইনি। এক্‌টা আনন্দ-বাজার লাগিয়েছিলাম, তা'দের উপর মায়াটা যায় না। কি করি, এইজন্য আর ক'টা দিন বেঁচে যেতে চাই।

* * *

হা ভগবান্ রে! আমার প্রাণে শান্তি বর্ষণ কর্‌লে। সত্যি কি প্রাণভিক্ষা দেবে দয়াল! সত্যি কি আরো কিছুদিন বাঁচাবে দয়াল? ওরে দয়াল, ওরে করুণাময়, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লে পিতা তবে এখন কোলে নেবে।

* * *

আমার লেখার বেশি আদর ক'র্‌বেন না। আদর কর্‌লে আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করে।

* * *

হেমেন্দ্র,[৫৫] সুরেন,[৫৬] আমার মৃতদেহের সঙ্গে এক্‌টা হরিসঙ্কীর্তন নিয়ে যেও।

* * *

কুমার,[৫৭] কাঙ্গাল ব'লে কত দয়া—কত অনুগ্রহ। দেখ, যেন টাকার অভাবে আমার ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া অঙ্গহীন বা নষ্ট না হয়।

* * *

আমি তো এক্‌টা কীটাণুকীট। আমার আবার position কই? আমাব মত কাঙ্গাল, অধম, পাপীকে যা দিলে ঠিক উপযুক্ত হয়, তাই আমাকে দিন।

* * *

যে দেশে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, সেখানে আবার আমরা কে?

* * *

যে দিচ্ছে বরাবর সেই দিবে, ভাব কেন? সেই কষ্ট যদি থাকে, তবে তা কি ভাবলে খণ্ডিবে, হিরণ্ময়ি। তাও যে তাঁরি প্রেরিত, তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তবে কি তুমি ভাব্‌লে খণ্ডে যাবে? তোমার ভুল। সেখানে তোমার মস্ত ভুল। তা ত হবেই না। যা

৫৫. হেমেন্দ্রনাথ বক্সী। মেডিক্যাল কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। দিনরাত কবির সঙ্গে থেকে তাঁকে শুশ্রূষা করতেন।

৫৬. সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকিল কৃষ্ণগোবিন্দ দাশগুপ্তের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কবির অন্যতম শুশ্রূষাকারী।

৫৭. দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়।

হবার নয়, তা ভেবে কষ্ট পাও। তা ভেব না। আমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এল। আমার অনুভবটা অন্যের অনুভবের চেয়ে একটু প্রবল। তবে যেটা খুব বেশি সম্ভব সেইটে বল্‌তে পারি,—বেদ-বেদান্ত বলা যায় না।

* * *

যাদবকে[৫৮] বল্‌বেন, আমি তাকে কুটুম্ব ক'রে তার উদার চরিত্রের গুণে বড় সুখী হয়েছি। যাদব আর তার স্ত্রী আমাকে আশা দিয়ে যে সব পত্র লেখে, তা পড়লে আমার ম'রতে ইচ্ছে করে না। যাদবকে বল্‌বেন সে আমাকে কুটুম্ব ক'রে তার কোনো সুখ হয় নি, কিন্তু আমার বড় উপকার, বড় সুখ হ'য়েছে।

* * *

আমার একটুখানি প্রতিভা-কণিকার আদর যা বঙ্গদেশ কর্‌লে, তা unprecedented। আমি দীর্ঘকাল পীড়িত হ'য়ে যখন অর্থহীন হ'লাম, তখন আমাকে ধনী সাহিত্যানুরাগীরা বুকে তুলে নিয়ে আমাকে প্রতিপালন কর্‌ছে।[৫৯]

* * *

আমার এত সৌভাগ্য,—আমার ব্যাবাম না হ'লে বুঝ্‌তে পারতাম না। কোন্ পুণ্যে এই অসুখ হ'য়েছিল!

* * *

আমাকে সবাই ভালবাসে, এমন সৌভাগ্য ক'জন কবির হয়। কেউ আমার শত্রু নাই। স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড় ভালবেসেছে। আমি তাদের কি দিতে পারি?

ভগবান্, আমার দয়াল! আমার পরম দয়াল, আমার সর্বস্বধন, আমার সর্বনিধি, আদি সর্বনিয়ন্তা, কোল বুঝি পেলাম না, না পেলাম,—তুমি কোলে নিলে, তুমি পায়ে স্থান দিলে, অন্যে কাজ কি? রাজসাহী দরকার কি নাথ? ও আমার কি স্থান! হায় মা, তোমার কোলের চেয়ে কোন্ জিনিস বেশি শীতল হয়? বেশি অমৃতময় হয়। অমৃত দিয়ে ধুয়ে নিয়ো, আর কি আক্ষেপ, দয়াল! আমাকে যদি তুমি না দেখে চলে যাও, বড় বিপন্ন, বড় কষ্টে পতিত হই। মা রে! স্নেহ দিয়ে ভিজাও মা!

* * *

হে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! তুমি আমাকে কোলে নাও। তুমি দয়া ক'রে কোলে নাও। প্রভু, চিন্তামণি, আমি কি গিয়ে তোমায় দেখ্‌তে পাব না হরি? তুমি দেখা দেবে না? তবে এ পাপী, অধমের আর উপায় নাই। দয়াময় করুণা-প্রস্রবণ, তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কি আমার দশা দেখে আমাকে মুক্তি দেবে না? আমাকে যে এত যশঃ, এত সম্ভ্রম দিলে,—তবে কেন দিলে? আমি তো চাই নে নাথ! দুঃখ-মুক্তি চাই। দুঃখ

---

৫৮. রাজসাহীর প্রসিদ্ধ জমিদার, কবির সুহৃদ্ এবং বৈবাহিক যাদবচন্দ্র সেন। যাদবচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহ উপলক্ষে বৈবাহিক যাদবচন্দ্র কবির চিকিৎসার জন্য এক হাজার টাকা কবিকে দেন।

৫৯. দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে আর্থিক সাহায্য করতেন।

যেন আর না পাই। সে দিন কি হবে, দয়াল! কত অশান্ত, কত অধম, কত পাপ-পীড়িত সন্তানকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। আমাকে কোলে নেবে না হরি? দয়াল, এস একবার, দেখাও তোমার ভুবনমোহন মূর্তি। যা দেখ্‌লে পাপ-প্রবৃত্তি থাকে না, যা দেখ্‌লে আর কিছুই দেখ্‌বার পিপাসা থাকে না। জীবনী নিজে লিখ্‌তে চেয়েছিলাম,[৬০] তা জীবনে বের হ'ল না। দয়াল রে! বুড়ো মাকেও দেখো। বড় দুখিনী পত্নী রইল, বড় হতভাগিনী—তোমারি চরণে রেখে যাচ্ছি।

*   *   *

আমি বলি, সে চিন্তাই তোমার বৃথা, সুতরাং অকর্তব্য। যাঁর হাতে জীবন মরণ, তাঁর উপর ষোল-আনা নির্ভর ক'রে, কেবল তাঁর চরণ চিন্তা কর।

১

বাসার কাছে, পরম সুখী দু'জন,
পরম সুখে বাঁধিয়াছিল বাসা;
পীড়িত দেহ, নিরাশাচিত স্বামীটি,
সতীটি তবু ছাড়ে না তার আশা।

২

কত যত্ন কত পরিশ্রমে
সোনার স্বামী উঠিল তার বাঁচি,
শীতল হ'ল পত্নীগত প্রাণটি
সতী বলিত, "এখনো আমি আছি।"

আগে কি জানি, শীতল কথা পাশে
রাখিত তারা এত শীতল বারি।
আমি চাহিলে দিতে বলিত স্বামীটি,
আনিয়া দিত কি আনন্দে নারী।

—'বুগ্‌ণের কৃতজ্ঞতার উপহার।'[৬১]

৬০. রজনীকান্ত আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বসে। কিন্তু শেষ করতে পারেননি। 'নিবেদন' অংশ লেখার পর 'জন্ম ও বংশপরিচয়' কিছুটা লিখেছিলেন। [দ্র. '*প্রতিভা*' (মাসিক), জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮। আরও দেখুন এই গ্রন্থের ৩৮৮ পৃষ্ঠা]

৬১. রজনীকান্তের কটেজ-ওয়ার্ডের পাশের ঘরে ছিলেন সস্ত্রীক অসুস্থ রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোনের পৌত্রী-জামাই)। তাঁর ঘরে ঠাণ্ডা জলের বন্দোবস্ত ছিল। পিপাসার্ত রজনীকান্ত তাঁর ঘর থেকে ঠাণ্ডা জল আনিয়ে পান করতেন। ১৮ ভাদ্র ১৩১৭ এই কবিতাটি রচনা করে তিনি রাখালমোহনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

আমাকে আস্ত রাখল' না। কেটে কুটো কুটো করলে। কেন একটু প্রাণ রাখা? এখন যেতে চাই। এই দেহ গেলে ত এত কষ্ট হবে না, হেমেন? দেহ গেলে, কোথাকার ব্যথা-মন বা আত্মা অনুভব করবে? ভাই রে, আমি heart fail ক'রে মরি, একটু শীঘ্রী মরি, তোরা যদি বন্ধু হ'স্ তবে তাই করে দে। না খেয়ে, কি হঠাৎ শ্বাস আট্‌কে মরা—তার চেয়ে ওই ভাল। আর এই জড়কে বাঁচিয়ে কি হবে, ভাই রে? আমাকে শীঘ্র যেতে দে, তারি যে পথ থাকে তাই কর্। অকর্মা ঘোড়াগুলোকে গুলি ক'রে মারে, তাই কর্। আমি বুক পেতে দিচ্ছি। সেখানে একজন আছে, সে আমার নিতান্ত আপনার, তাঁর কাছে চলে যাই।[৬২]

* * *

আমাকে দয়াল ডাকছে, আমি যাচ্ছি।[৬৩]

---

৬২. সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হলো। কণ্ঠনালী রুদ্ধ হয়ে এলো। যন্ত্রণায় কাতর কবি হেমেন্দ্রনাথ বক্সীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন।

৬৩. মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে দেখে কবি-পত্নীর সকাতর জিজ্ঞাসা ছিল—'আমাদের ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?' এর উত্তরে কবির শেষ লেখা।

পরিশিষ্ট-১

উইলের খস্‌ড়া

আমি উইল ক'র্‌ব। আমার দরকার আছে। ছেলের মধ্যে নাবালক আছে। কোনও দরকার হ'লে একটি পয়সা খরচ কর্‌তে পার্‌বে না। আমাকে কাগজ এনে দাও। সংক্ষেপে ক'র্‌ব। সমস্ত সম্পত্তির দান-বিক্রয়াদি সর্বপ্রকার হস্তান্তর কর্‌বার ও সর্বপ্রকার সাময়িক ও কায়েমী ও অধীন বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা দিয়ে আমার স্ত্রীকে নির্বূঢ় স্বত্ব লিখে দেব। আর ব'ল্‌ব যে, আমার যে সকল দেনা আছে তাহা তিনি ঐ ক্ষমতায় যেরূপে সুবিধা বোধ করেন শোধ করিবেন। জজ সাহেবের অনুমতি লাগিবে না। কোনও ক্রেতা বা বন্দোবস্ত-গ্রহীতা দ্বিধা না করে। আমার স্ত্রীকে Universal legatee স্বরূপ এই উইলের executrix নিযুক্ত ক'রলাম। তিনি প্রোবেট লইয়া দেনাশোধের বন্দোবস্ত করিবেন এবং কন্যাগণের বিবাহের জন্য যে কোনও সম্পত্তি বিক্রয় পর্যন্ত করিতে পারিবেন। আমার বৃদ্ধা মাতার সহিত যদি আমার স্ত্রীর অসদ্ভাব হয়, তবে তিনি জীবদ্দশা পর্যন্ত মাসিক ১০্ দশ টাকা হিসাবে মাসহরা পাইবেন। এই মাসহরা ষ্টেট্ উল্লাপাড়ার অধীন বানিয়াগাতি গ্রামের নিজাংশ যাহা পত্তনি দিয়াছি, ঐ সম্পত্তির উপর charge স্বরূপ গণ্য হইবে। আমার মাতা রাজসাহীতে ও বাড়ীতে রীতিমত বাসের ঘর ও সরকারী চাকর পাইবে। তাহাতে কেহ কোনও আপত্তি করিতে পারিবে না। পৈতৃক যে সকল ক্রিয়াকলাপ আছে, তাহা আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় রাখা না-রাখা আমার উক্ত স্ত্রীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তিনি সাবালক ও নাবালক পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে যে কোনও সম্পত্তি বিক্রয়াদি—সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

আর আমার স্ত্রী যে ছেলেকে যা দিতে ইচ্ছা করেন, তাই দিয়ে যেতে পারিবেন—দানপত্র লিখে। নইলে মেয়েগুলো উত্তরাধিকারী হয। ছেলেদের না দিয়ে মেয়েদের কখনো দেবে না। সমস্ত সম্পত্তির মালিক তিনি।*

*কলকাতায় আসার পর ডা. বার্ড ২৭ মাঘ ১৩১৬ বুধবার তারিখে অসুস্থ রজনীকান্তকে দেখে বলেছিলেন, গলায় ছিদ্র করে রবারের নল বসিয়ে দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করাতে হবে। একথা শুনে পরদিনই অর্থাৎ ২৮ মাঘ স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনদের ডেকে তাঁদের সামনে কবি এই উইল তৈরি করিয়েছিলেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ-হয়ে-আসা কবির তখন লেখার ক্ষমতাও ছিল না, কোনোক্রমে স্বাক্ষর করেছিলেন।

রজনীকান্তের আত্মজীবনী*

নিবেদন

আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহ যে আমার জীবনের ঘটনাবলী আমি নিজে লিপিবদ্ধ করিয়া যাই। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, যে ব্যক্তি কবিতা লিখিতে পারে তাহার জীবনে একটু বৈচিত্র্য, একটু অসামান্যতা, নিতান্তপক্ষে সাধারণের শিক্ষণীয় কিছু বিদ্যমান আছে, যদ্দ্বারা সেই জীবনের ঘটনাসমূহ মনোজ্ঞ, চিত্তাকর্ষক, ও জনসমাজের হিতকর হইতে পারে। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিমত অন্য প্রকার হইলেও আমি এই ক্ষুদ্র অবতরণিকায় তাঁহাদের সহিত বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি রাখি না। তর্ক করিবার সময় আমার নাই।

প্রশ্ন এই যে, তবে এই নিষ্ফল ব্যর্থ নগণ্য জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন? স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার জীবনীর প্রারম্ভে অতি গম্ভীর ভাবে এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তাহার বিস্তৃত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী এক বিরাট ব্যাপার। সুতরাং তাঁহার কৈফিয়ৎও তদনুরূপ বিস্তৃত। আমার জীবন ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্যহীন, নীরস, সুতরাং আমার কৈফিয়ৎ সংক্ষিপ্ত ও সরল।

আমার প্রথম জীবনে উল্লেখযোগ্য ও লোকশিক্ষার অনুকূল ঘটনা অতি বিরল। কিন্তু জীবনের শেষাংশের ভূয়োদর্শন সম্পূর্ণ নিষ্ফল নহে। আমি উৎকট রোগশয্যায় শায়িত। এই অবস্থায় আমি যে সকল মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকটে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, এবং এই জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, সম্পূর্ণ রূপে অশরণ ও অনন্যগতি হইয়া, মঙ্গলময়ের চরণে একান্ত আশ্রয় লইয়া যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাইয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিলে সাধারণ জনসমাজের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতে পারে, এই বিবেচনায় এই বৃহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। এই আমার ক্ষুদ্র কৈফিয়ৎ। আমার মনে হয়, আমি ক্রমেই লোকনিন্দা বা প্রশংসার রাজ্য হইতে অপসৃত হইতেছি; অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনায় আর আমার উপকার বা অপকার, লাভ বা ক্ষতি, প্রসাদ বা বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, আমার এই দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র ক্লেশদায়ক ব্যাধির অবস্থা এবং আমার বর্তমান আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, যে সকল পরদুঃখকাতর মহানুভব বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি আমার চিকিৎসার আনুকূল্য করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, এবং এই নাতিক্ষুদ্র বিপদসাগরে পতিত অনাথ পরিবারের

*রজনীকান্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন ৪ শ্রাবণ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ থেকে। 'নিবেদন' অংশ শেষ করার পর 'জন্ম ও বংশ পরিচয়' অংশটি কিছুটা লেখার পর তাঁর পীড়া অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। লেখা আর বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। অসমাপ্ত এই কবিজীবনী 'প্রতিভা' মাসিক পত্রের 'জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৬৫ ৭০) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। **চিহ্নিত অংশগুলি কপি থেকে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সুপ্রসিদ্ধ খ্যাতিমান্ প্রাবন্ধিক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক অনুজপ্রতিম ড. স্বপন বসুর সহায়তায় এটি উদ্ধৃত হলো। ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে এর সম্পূর্ণ অংশটি সন্নিবেশিত হয়নি।

ভরণপোষণের যাবতীয় ভার নির্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার একান্ত সরল কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের এই উপযুক্ত অবসর। এটি আমার কৈফিয়তের "পুনশ্চ"।

আর একটি কথা না লিখিলে এই ক্ষুদ্র নিবেদন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমার ডায়েরী নাই, আমি কোনও স্থানে আমার জীবনের কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করি নাই; সুতরাং স্মৃতিশক্তিটাকে মারিয়া পিটিয়া তাহার উদরগহ্বর হইতে আমার 'অতীত' যতটুকু বাহির করিতে পারিলাম, তাহাই লিখিয়া রাখিলাম। ইহাতে মস্তিষ্কের প্রতি একটু নিষ্ঠুর পীড়ন করিতে হইল বটে, কিন্তু কি করিব! এক দিকে বান্ধবদিগের সনির্বন্ধ অনুরোধ, অপর দিকে কঠোর কর্তব্যবোধ।

ডায়েরী না থাকায় আমার জীবনীর অনেক স্থানে অসম্পূর্ণতা, অঙ্গহীনতা, ও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যাহার সন বা তারিখ না গণিলে, পাঠকগণের মনে কোনও অভাববোধের সঞ্চার হইতে পারে। এ জীবনে কোনও পাণিপথের যুদ্ধ বা চৈতন্য দেবের গৃহত্যাগের মত বিশেষ ঘটনার সমাবেশ হয় নাই, যাহাতে জনমণ্ডলী স্তম্ভিত ও চকিত হইয়া মুগ্ধচিত্তে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিতে পারে; অথবা কোনও জীবনীসংগ্রাহক কোনও আখ্যানাংশবিশেষের সময় বা স্থান নির্ধারণের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যগ্র বা উৎসুক হইতে পারেন। সুতরাং আমার ব্যাধিক্ষীণা ও বেত্রাঘাতপীড়িতা বলহীনা স্মৃতিশক্তিটুকু যদি কোনও স্থানে একটু আধটু কর্তব্যস্খলনের পরিচয় প্রদান করে, তাহাতে পাঠকবর্গের মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ থাকিবে না।

প্রথমে যখন "নিবেদন" বলিয়া স্বস্তিবচন করিয়াছি, আর এই কৈফিয়ৎটি ক্ষুদ্রকলেবর হইবে বলিয়া পাঠকগণকে আশ্বাস দিয়াছি, তখন 'ইতি' দেওয়াই কর্তব্য। সিদ্ধিদাতার নাম স্মরণ করিয়া এই ঘোর দায়িত্বপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, শেষ করিয়া যাইতে পারিব কি না, তাহা সর্বজ্ঞ সর্বান্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছায় যদি লেখনীসঞ্চালনের দৈহিক শক্তি ও ঘটনাগুলি যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিবার মানসিক ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়, তবে সফলকাম হইব। নচেৎ মনের বাসনা মনেই রহিয়া যাইবে। ইতি

শ্রীরজনীকান্ত সেন গুপ্তস্য।
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কটেজ নং ১২। কলিকাতা
৪ শ্রাবণ। ১৩১৭।
নমঃ শ্রীভগবতে বাসুদেবায়।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

পাবনা জেলার অন্তর্বর্তী সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ভাঙ্গাবাড়ি নামে একখানি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। বাঙ্গালা ১২৭২ সালের ১৭ই শ্রাবণ বুধবার পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে ঐ ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন গুপ্ত মহাশয় তখন কাটোয়ার মুনসেফ, এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গগত গোবিন্দনাথ সেন মহাশয় তখন রাজসাহীর খ্যাতনামা যশস্বী উকিল ছিলেন। আমার পিতৃদেব ও পিতৃজ্যেষ্ঠ বাল্যকালে রাজসাহীতে

তাঁহাদিগের মাতুলপুত্র রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় অবস্থিতিকালে, উপাধান-অভাবে একখানি ইষ্টকে চাদর জড়াইয়া তদ্দারা উপাধানের কার্য সম্পন্ন করিয়া ও সপ্তাহের মধ্যে এক দিন অল্পমাত্রায় কিঞ্চিৎ শ্বেত গব্য রসের আস্বাদন পাইয়া সাতিশয় ক্লেশে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকিলেও, আমি সঙ্গতিপন্ন পরিবারমধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা উভয় ভ্রাতা বাল্যকালে নিদারুণ কঠোর দারিদ্র্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াই অক্লান্ত অধ্যবসায়বলে তাঁহাদিগের আর্থিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে অদ্ভুত যুগান্তর ঘটাইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতা আজীবন একান্নবর্তী থাকিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করেন; পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে ৩/৪ বার দানসাগর করিয়াছিলেন। রাজসাহীর বাসায় বহু পাঠার্থী ও উমেদার প্রতিপালিত হইত। উভয়েই অন্নবিতরণে ও বিপন্নের সাহায্যে অর্থদান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। ধর্মপ্রবণতা, ঈশ্বরনিষ্ঠা, দুঃস্থের প্রতি করুণা ও দান, ইহার উপর অসামান্য প্রতিভা, এই সমস্ত দুর্লভ গুণে উভয় ভ্রাতাকে ভগবান্ ভূষিত করিয়াছিলেন; এবং অল্প দিনেই তাঁহারা এমন যশস্বী হইয়াছিলেন যে, রাজসাহী ও পাবনা "গোবিন্দনাথ গুরুপ্রসাদ ময়" হইয়াছিল। এখনও লোকে বলে, "গোবিন্দ সেনের ভাঙ্গাবাড়ি।"

যতদিন মানুষের সুদিন থাকে, সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই সোনা হয়। গোবিন্দনাথের যখন অভ্যুদয় আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল, গোবিন্দনাথকে মোকর্দমা দিলে তাহাতে জয়লাভ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী। তখন উর্দু ভাষায় আদালতের কার্য চলিত; উর্দুতে গোবিন্দনাথ মূর্তিমান্! গোবিন্দনাথের বক্তৃতা রসময়ী ও মনোহারিণী, যুক্তি ও তর্ক অখণ্ডনীয়। গোবিন্দনাথের প্রতিভা ও তেজঃস্বিতা সম্বন্ধে আমি প্রাচীনদিগের নিকট যে ২/৪টি গল্প শুনিয়াছি, তাহা কৌতুকাবহ ও শিক্ষাপ্রদ; সেগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহা পরে বলিতেছি। আমার পিতার জ্যেষ্ঠানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত আমার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি যে বৎসর বি. এ. তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, সেই বার (১২৯২ সনে) পিতৃদেবের ও জ্যেষ্ঠতাতের অভাব হয়; সুতরাং তাঁহাদের জীবনের শেষ ভাগের সমস্ত ঘটনাই আমার জ্ঞানগোচরে সংঘটিত হইয়াছে। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমার পিতা কিছু স্থির ধীর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে কোনও প্রশ্ন উপস্থিত হইলে বলিতেন, "রো'স, বিবেচনা করিয়া দেখি।" পিতৃজ্যেষ্ঠের প্রকৃতিতে তেজঃস্বিতা অহঙ্কার, হঠকারিতা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইত। এক জন কোমল, নম্র, 'মাটির মানুষ'; এক জন উদ্ধত, মানোন্নত, গর্বী। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতি "আজন্মপরিবর্ধিত সখ্যে" মিলিয়া মিশিয়া, কোমল ও কঠোর, বিনয় ও গর্ব, গম্ভীরতা ও ঔদ্ধত্য কেমন করিয়া নির্বিরোধে ও স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিতে পারে, তাহার উজ্জ্বল ও মনোহর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে। কি কোমল প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেমে উভয়ে আজীবন বদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা দেখাইতে হইলে, এই দুই প্রকৃতির ভেদস্থান আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলা কর্তব্য হইবে; কারণ দুইটি প্রকৃতির ব্যবধান যত বৃহৎ, তাহাদিগের সর্বাঙ্গীণ মিলন তত মনোহর।

প্রথম প্রভেদ, ধর্মবিশ্বাস। আমরা শাক্ত পরিবার। বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত, তাহাতে প্রচুর ছাগবলির ব্যবস্থা ছিল। পূজা এখনও আছে; কিন্তু সে

প্রাণহীন পূজায় জগন্মাতার আবির্ভাব হয়, ইহা আমার বিশ্বাস নাই। যাহা হউক, বাবা কাল্‌না কাটোয়া অঞ্চলে যখন মুনসেফ ছিলেন, তখন বহু পরিমাণে বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুশীলন করেন। কৃষ্ণলীলার কীর্তন শ্রবণ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতি মহাজনগণের সরল পদাবলী অধ্যয়ন ও নিষ্ঠাবান প্রেমিক বৈষ্ণব চূড়ামণিগণের সুখসংসর্গ, সমস্ত মিলিত হইয়া আমার পিতাকে অন্তরে অন্তরে বৈষ্ণব করিয়া ফেলিল। বাবা দুর্গোৎসবের 'বলিদান' দাঁড়াইয়া দেখেন বটে, কিন্তু নয়নতারকার অভ্যন্তরে তখন আর মন নাই, চিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে রাখিয়া জ্যেষ্ঠের আদেশে শূন্য নয়নে 'বলি' দর্শন করিতেছেন। প্রতিমার সম্মুখে 'মা মা' বলিয়া আত্মহারা হইয়া প্রণাম করিতেছেন, দেখিতেছেন 'শক্তিময়ী রাধিকা'। নিতান্ত অনিচ্ছায়, জ্যেষ্ঠের বিরক্তি ও অশান্তি উৎপাদনের ভয়ে, প্রসাদী মাংস ভোজন করিতেন; বৃথা মাংস কখনও ভোজন করিতেন না। একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "দাদা কি করেন, কি ভাবেন বোঝাও যায় না, তর্কও করা যায় না; নিরুপায় হইয়াছি!"

অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে বৈষ্ণব ধর্ম তাহার আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিল; তাহার ফলে ব্রজবুলি ভাষায় পিতৃদেব 'পদচিন্তামণিমালা' নামক কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ গ্রন্থপরিচয়ের ভূমিকায় স্বর্গীয় মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন "প্রসাদ কবিকে (বাবা, গুরুপ্রসাদের স্থলে 'প্রসাদ কহে', 'প্রসাদ ভণে' লিখিয়াছেন) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনগণের সহোদর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

এই সুবৃহৎ কীর্তনগ্রন্থ রাজসাহী তমোঘ্ন যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইলে[১], বড় আহ্লাদ করিয়া বাবা একখানি বই হাতে করিয়া তাঁহার দাদাকে দেখাইতে গেলেন। জ্যেষ্ঠতাত ৩/৪ দিন ক্রমাগত ঐ পদাবলী শ্রবণ করিয়া পরিশেষে কহিলেন, "গুরু, বই তো ভালই হইয়াছে, কিন্তু মায়ের নাম নাই, উহা অগ্রাহ্য।" ইহা শুনিয়া পিতৃদেব ঐ ব্রজবুলিতেই "সতীবিলাপ" নামে সতীর জন্ম হইতে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ পর্যন্ত আর একখানি কীর্তনগ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমার পিতার নিজহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপিখানি মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজসাহীর প্রথিতনামা উকীল অগ্রজকল্প সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম। তখন তিনি ভাড়াটিয়া বাসায় বাস করিতেন। ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের ভূমিকম্পে অক্ষয় দাদার দালান পড়িয়া বহু দ্রব্য নষ্ট হয়, তৎসঙ্গে ঐ পাণ্ডুলিপিখানিও নষ্ট হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে নাটোরের উকীল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর রায় মহাশয়ের নিকট ঐ পাণ্ডুলিপির একখানি নকল আছে, তাহা তাঁহারই উদ্যোগে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।[২] তিনি সেখানি আমার হস্তে দিতে অনিচ্ছুক; বলেন "তোমার কাছার ঠিক নাই, কখনও সম্মুখে কখনও পেছনে যায়, তোমার কাছে দিলে তুমি হারাইয়া ফেলিবে।"

জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি শেষ হয় এবং এই "সতীবিলাপ" পাঠ করিয়া "কৃষ্ণলীলা" প্রণয়নের অপরাধ জ্যেষ্ঠতাত ক্ষমা করিয়াছিলেন, এরূপ পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছি।

---

১. ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'পদচিন্তামণিমালা' প্রকাশিত হয়।

২. দ্র. 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৮ ('একখানি অপ্রকাশিত কাব্য'—শ্রীজগদীশ্বর রায়)।

দ্বিতীয় প্রভেদ, সাংসারিক বিষয়ে। আমার পিতা সদ্ব্যয়ী ও পরিমিতব্যয়ী ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের কোনই হিসাব ছিল না। এমন কি লোকের তুষ্টির জন্য তিনি ইচ্ছা করিয়া ব্যয়বাহুল্য করিতেন। আমাদিগের গ্রামে ব্রজনাথ চক্রবর্তী, হারাধন চক্রবর্তী, ভুবনেশ্বর বিশারদ, দেবেশ্বর চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বনামধন্য বৃকোদররূপী ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ আধ মণ দুধের পায়স খাইতে পারিতেন ও পরিপূর্ণ ভোজনের পরে কেহ ৭০ খানা জিলিপি, কেহ ১৫০ টা পানতুয়া, কেহ ৯০টা রসগোল্লা অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করিতেন। তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া জ্যেষ্ঠতাত কেবল ভোজন-কৌতুক দেখিতেন. এবং পূজার ছুটির এক মাস মধ্যেই সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আকারভেদে ব্রাহ্মণগণের উদরগহ্বরে প্রবেশ লাভ পূর্বক অন্তর্হিত হইত; তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

পিতৃদেব ব্রাহ্মণ ভোজনের বিরোধী ছিলেন না, কখনও কোনও আপত্তি করেন নাই, কিন্তু শুধু নাম করিবার জন্য ইহার অতিরেক অংশটুকু অন্তরে অন্তরে পছন্দ করিতেন না। তথাপি "আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" এই পুরাতন নীতিবাক্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া জীবনে কখনও অগ্রজের প্রতিবাদ করেন নাই।

জ্যেষ্ঠের সমক্ষে পিতৃদেব চেয়ারে বা তাঁহার আসন অপেক্ষা উচ্চ আসনে কখনও উপবেশন করেন নাই। জ্যেষ্ঠের আহ্বানে আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া আদেশের অপেক্ষা করিতেন, ইহা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

রাজসাহীতে যখন উভয় ভ্রাতা উইল করেন, তখন জ্যেষ্ঠ তাতের তিন পুত্র ও আমরা দুই সহোদর বর্তমান ছিলাম। জ্যেষ্ঠতাত বলেন, "সম্পত্তির সমান দুই অংশ হইবে। এক ভাগ আমার ছেলেরা, আর এক ভাগ গুরুর ছেলেরা পাইবে।" পিতৃদেব তাহাতে এই আপত্তি করেন যে, উভয় ভ্রাতার পাঁচ পুত্র, পাঁচ সহোদরের ন্যায় সম্পত্তি পাঁচ অংশে বিভক্ত হইবে। তদনুসারেই উইল সম্পাদিত হইল।

কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! যে সাধু উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র সম্পত্তিটুকু পাঁচ খণ্ড করা হইল, তাহা সফল হইল না, ইহা তাঁহারা নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়া গেলেন। সে সকল পারিবারিক দুর্ঘটনা অত্যন্ত শোকাবহ। জ্যেষ্ঠতাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় বরদাগোবিন্দ সেন, বি. এল্. পাশ করিয়া রাজসাহীতে পিতার স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় কালীকুমার সেনও এম্. এ. বি. এল্. হইয়া রাজসাহীতে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। পিতৃদেব তখন বরিশালের সবজজ। বরদাগোবিন্দ অত্যন্ত তেজস্বী ও আইনজ্ঞ উকীল বলিয়া অল্পদিন মধ্যেই প্রভূত যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠতাত বিষয়কর্ম বরদাগোবিন্দের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নির্ব্বিবাদে ধর্মানুশীলন মানসে রাজসাহী পরিত্যাগ পূর্বক বাড়ি চলিয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পর পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে বদলি হন, এবং উৎকট উদরাময় ও বাতরোগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তিনি ছুটি লইয়া রাজসাহী যাওয়ার পর বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমার কহিলেন, "ঠাকুরকাকা, আমরা দু ভাই কৃতী হইয়াছি, আর চিন্তা কি? আপনি এই স্বাস্থ্য লইয়া চাকরি করিলে আপনার জীবনের আশঙ্কা আছে, আপনি অবসর গ্রহণ করুন।" পিতৃদেব তদনুসারে পেনসন লইলেন। এই ঘটনা ১২৮১ কি ১২৮২ সালে সংঘটিত হইল, তখন আমার বয়স কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১০ বৎসর হইবে।

এই সময় হইতেই এই সম্ভ্রান্ত, যশস্বী, ও সুখী পরিবারের উন্নতি রোধ হইয়া সর্বপ্রকারে অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। শ্রীহর্ষচরিতে পড়িয়াছিলাম—

"নিয়াতাবধায় পুংসাং প্রথমং সুখমুপরি দারুণং দুঃখং
কৃত্বালোকং তরলা তড়িদিব বজ্রং নিপাতয়তি।"

চঞ্চলা বিদ্যুৎ যেমন মুহূর্তমাত্র আলোক প্রদান করিয়া বজ্র নিক্ষেপ করে, নিয়তিও তদ্রূপ প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখের বিধান করিয়া দারুণ দুঃখে নিপাতিত করিয়া থাকে।

আমাদিগেরও তাহাই হইল। কিন্তু সে অসামান্য শোককাহিনী বিস্তার করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন হইবে না। অকস্মাৎ বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমারেব এক দিনে মৃত্যু হইল।[৩] আমার পিতা তখন রাজসাহীতে। তাঁহার স্নেহভরা বুকে মাথা রাখিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই ভ্রাতা ধরাধাম পরিত্যাগ করিল। সহরের সমস্ত লোক তাঁহাদিগের জন্য অশ্রু-বর্ষণ করিল। পিতৃদেব পুত্রহীনের ন্যায় হৃদয়ভেদী বিলাপ করিয়া কহিলেন, "এই জন্যই কি তোরা আমাকে পেনসন লওয়াইলি?"

সমস্ত পরিবার শোকাচ্ছন্ন হইল। কেবল এ সংবাদ পাইয়া অশ্রু বর্ষণ করেন নাই এক জন; তিনি মহাপুরুষ গোবিন্দনাথ। শুনিলাম, বৃদ্ধকে যখন গ্রামবাসীরা এই নিদারুণ শোকসংবাদ প্রদান করে, তখন বৃদ্ধ কেবল "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় চণ্ডীর বেদীতে এক প্রণাম করিলেন। তাহার পর যত দিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার আর পুত্রশোকজন্য কোনও ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় নাই। কেবল ভগবান্ তাঁহার অভ্যুদয়কালের সেই তেজোগর্ব ও প্রতিভার প্রখরতা হরণ করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন, সেই অশীতিবর্ষবয়স্ক গোবিন্দনাথ অন্য সর্বপ্রকারেই গোবিন্দনাথ ছিলেন। এইটুকুই গোবিন্দনাথের বিশেষত্ব।

"ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি।" পারিবারিক দুর্ঘটনার শেষ এই খানেই হইল না। বরদাগোবিন্দের একমাত্র পুত্র কালীপদ সেন যকৃৎপ্লীহাসংযুক্ত জ্বরে দীর্ঘকাল ক্লেশ ভোগ করিয়া বৈদ্যনাথে একাদশ বর্ষে পরলোক গমন করিল। এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জানকীকান্ত কুক্কুরদংশনফলে জলাতঙ্ক হইয়া দশম বর্ষে মাতৃক্রোড়ে প্রাণ ত্যাগ কবিল। কালীপদের অল্প বয়সেই অত্যন্ত প্রবেশিকা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। জানকীকান্তের মেধাও বালকের ভবিষ্যৎজীবনের উন্নতি স্পষ্টরূপে সূচিত করিয়াছিল। কিন্তু সে সকল অতীত কাহিনী সবিস্তারে অনুশীলন সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও অপ্রাসঙ্গিক।

তৎকালে যাঁহারা এই বৃহৎ পরিবারের সুখদুঃখের ভার গ্রহণ করিয়া মাভৈঃরবে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তিরোভাবের পর কালীপদ ও জানকীর মৃত্যুতে আমাদিগের ভবিষ্যৎও মেঘাচ্ছন্ন হইল। কালীপদের চিকিৎসায় বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল; যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা রাজসাহীর * * কাঁইয়ার কুঠিতে আমার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত আমানত রাখিয়াছিলেন। কুঠি দেউলিয়া পড়িয়া গেল। * * * * জ্যেষ্ঠতাত পুটিয়া চার আনির রাজা পরেশনারায়ণ রায়ের বেতনভোগী উকিল ছিলেন, এবং রাজার একটি বাসায় থাকিয়াই ওকালতী করিতেন। রাজার মৃত্যুর পর, যাহারা সুসময়ে গোবিন্দনাথের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ও প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগেরই চক্রান্তে ও

৩. ১২৮৪ (১৮৭৮ খ্রী) বঙ্গাব্দে কলেরা রোগে জ্যেষ্ঠ বরদাগোবিন্দের মৃত্যুর দিনে সেই রাত্রিতেই কনিষ্ঠ কালীকুমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

কুপরামর্শে আমাদের বাসাটি ছাড়িতে হইল। তখন রহিল একটি ভাড়াটিয়া বাসা, পিতৃদেবের পেনসনের কয়েকটি টাকা, ও ক্ষুদ্র সম্পত্তির ক্ষুদ্র আয়। যাঁহারা উপার্জন ও ব্যয়ের হিসাব জীবনে করেন নাই, দারিদ্র্য এবং অর্থহীনতা যাঁহাদিগের বাল্যজীবনে একবারমাত্র চকিতদর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, যাঁহারা পরের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া অকাতরে দান করিযাছেন, তাঁহারাই আবার জরাগ্রস্ত হইয়া অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের মুখ দর্শন করিলেন। গগনে উল্কাপাতের ন্যায় যেন মুহূর্তের মধ্যে উত্থান-পতন-লয় সংঘটিত হইল। তখন মন্দভাগ্য পিতৃজ্যেষ্ঠের একমাত্র পুত্র উমাশঙ্কর ও আমার পিতার আমি মাত্র সম্বল। উমাশঙ্কর বাড়ি বসিয়া সম্পত্তির তদ্বির করে, আমি রাজসাহীতে পিতার নিকট থাকিয়া অধ্যয়ন করি।

আমি যে বার এফ্. এ. পাশ করিয়া বি. এ. তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিলাম, সেই বৎসর রাজসাহীতে পুনরায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। পূজার সময় বাড়ি গিয়া দেখিলাম, জ্যেষ্ঠতাতেরও জ্বর ও উদরাময়ে জীবনসংশয়। আমাদিগের দেশে যত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা হইতে পারে, হইল, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফলে পিতৃজ্যেষ্ঠ একটু আরোগ্যের পথে দাঁড়াইলেন। কিন্তু পিতৃদেবের শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সেই নিদারুণ জ্বরের তাড়নায় ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিলেন। পরিশেষে যখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল, তখন পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে বাহিরে আনিলাম। পিতৃজ্যেষ্ঠ অন্য ঘরে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কি? গুরু গেল? আমার বাল্যসখা গেল? আমার চিরজীবনের সাথী গেল? আমার অমন ভাই গেল? তবে আর আমি বাঁচিব না।"

ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় এই কাতরোক্তি সফল হইল। গোবিন্দনাথ সেই রাত্রিতে শয্যাগত হইলেন, আর উঠিলেন না। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের একবিংশতি দিবস পরে জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

* * এই পরিবারেব দিবার মহিমান্বিত রবি ও নিশার স্নিগ্ধকরোজ্জ্বল চন্দ্র ১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে চিরকালের নিমিত্ত অস্তমিত হইল। যে অন্ধকারে ডুবাইয়া গেল, আজিও তাহা কাটে নাই।

জ্যেষ্ঠতাতের যখন অপ্রতিহত উন্নতিব কাল, যখন "গোবিন্দ সেনী পড়তা" প্রবাদ উঠিয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহার প্রতিভার যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার দুই একটি উল্লেখ করিবার লোভ কোন মতে সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। এ অধ্যায় অতিমাত্র দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু যে বেগে চলিয়াছি, তাহাতে কত অতিক্রম করিলাম তাহা অধিগম করিতে পারিতেছি না। পীড়ার অবস্থা আমি নিজে যতটুকু বুঝি, তাহাতে অতি সত্বর এই কর্তব্যকার্যের একটা ব্যবস্থা করিয়া "যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ" বলিয়া ইহার পরিসমাপ্তি করাই কর্তব্য। কিন্তু আমার জীবনে যে সকল ঘটনা শৈশব হইতে দৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল, তাহাদের উল্লেখ আমাকে করিতেই হইবে। যদি পাঠকের ধৈর্যের প্রতি একটু নির্দেয় পীড়ন হয়, আমি নাচার। * * *

———

পরিশিষ্ট-২

রজনীকান্ত-স্মৃতি

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথমে যে দিন আমার কানে প্রবেশ করিল, সেইদিন হইতেই গীতরচয়িতার সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। পরে রাজসাহী সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে[১] রজনীকান্তের সহিত প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়ের সুবিধা হইয়াছিল। তখন হইতেই তাঁহার চিত্র আমার মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া গেল। তাঁহার অমায়িকতা ও প্রফুল্লতা আমাকে মুগ্ধ করিল। প্রথম হইতেই বুঝিলাম, রজনীকান্ত অদ্ভুত উপাদানে নির্মিত মানুষ। আমাদের রাজসাহী প্রবাসের কয়দিন রজনীকান্তের কল্যাণে মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন সভারম্ভের সময় তাঁহার সঙ্গীত যেন আমাদের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ আনিয়া দিত। সভারম্ভের পরেও তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে বাজিত। শেষদিন সভাবসানের সময়, প্রসাদী সুরে তিনি যে গান রচনা করিয়া আমাদিগকে বিদায় দেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। গানের শেষ ছত্রটি যেন এখনও আমার কানে মাঝে মাঝে বাজিতে থাকে—

"(মোদের) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা ক'রো সবাই মিলে।
কি দিয়ে আর রাখব বেঁধে,
রইবে না হাজার কাঁদিলে।
(শুধু) এই প্রবোধ যে, হর্ষ বিষাদ
চির-প্রথা এই নিখিলে।"

সান্ধ্যসমিতি ও অন্যান্য নিমন্ত্রণ সভায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কখনও তীব্র ব্যঙ্গ ও রহস্যের গানে সভামণ্ডল হাসির হিল্লোলে পূর্ণ করিয়া দিত। কখনও বা ব্যাকুল ভগবদ্‌ভক্তিপূর্ণ আশাময়ী গীতিকার আবাহনে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিত। নিজের ক্লেশের দিকে দৃষ্টি নাই—পরকে তুষ্ট করাই যেন তাঁহার ব্রত। এ প্রকার লোকের যে আইনের দুয়ারে পশার হইবে না তাহার আর বিচিত্রতা কি? Lomboroso যথার্থই দেখাইয়াছেন যে, প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী ও উন্মাদের মধ্যে

১. ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৮. ১৯ মাঘ রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রমবিভেদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কবিও বলিয়াছেন,—

"The lunatic, the lover and the poet,
Are of imagination all compact :
... ...
The poet's eye in a firm frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven;
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

রজনীকান্ত যখন দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে দিন কাটাইতেছিলেন, তখন আমি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য কণ্ঠনালী ছিদ্র করিয়া রবারের নল পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—খাতায় লিখিয়া কথাবার্তা বলিতে হইতেছে—এমন অবস্থাতেও যদি কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইত, অমনিই নিজের দুঃসহ কষ্ট ভুলিয়া সাক্ষাৎকারীকে তৃপ্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। কবি প্রথমে আমায় যে মনের ভাব জানাইলেন, তাহাতে তাঁহার বড়ই দুঃখ হইতেছে বোধ হইল। "সকলই অন্ধকার, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ফেলিয়া কোথায় যাইতেছি বুঝি না!" Hamlet-এর উক্তি স্বতঃই আমার স্মৃতিপথে আসিল—

"That, undiscovered country
From whose bourne no traveller returns
Puzzles the will and makes us rather bear
Those ills we have than fly to others that
We know not of!"

কিন্তু এ প্রথম দিনের কথা বলিতেছি। তারপর বুঝিলাম কবি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অমৃতে পৌঁছিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমি যতবারই সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, ততবারই তাঁহার আত্মসংযম ও বিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু দ্বিরুক্তি মাত্র নাই। কিসে আমাকে আপ্যায়িত করিবেন ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার শরৎকুমার রায় ও শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ রাজসাহীর বন্ধুবর্গ যে তাঁহার সর্বদা তত্ত্বতল্লাস লইতেছেন, ইহাতে তিনি ভাবে বিগলিত হইয়া পড়িতেন। যেন তিনি তাঁহাদের স্নেহ ও সহানুভূতির উপযুক্ত পাত্রই নহেন। যেমন অবসন্ন রোগীও উত্তেজক ঔষধ প্রভাবে ক্ষণেক সবল হয়, আমার উপস্থিতিতেও দেখিতাম তিনি সেইরূপ সবল হইয়া উঠিতেন। তিনি উঠিয়া উপাধানে ঠেস দিয়া খাতায় লিখিয়া অনেক প্রকার ভাব ও সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করিতেন। এমন কি নিজে হার্মোনিয়ম্ ধরিতেন এবং পুত্র কন্যাদিগকে ডাকাইয়া স্বরচিত গান শুনাইয়া আমার চিত্ত বিনোদন করিতেন। এরূপ

নিদারুণ যাতনার মধ্যে পড়িয়াও কবির কবিত্ব উৎস শুকাইয়া যায় নাই। যেন আবার নূতন উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা যে অসাধারণ, তাহাতে তিলার্ধ সন্দেহ নাই। "অমৃত", "আনন্দময়ী", "বিশ্রাম", "অভয়া" প্রভৃতি ভাব-স্রোতস্বিনীগুলি এই উৎস হইতেই উদ্ভূত। তাই যেন বলিতে ইচ্ছা হয় "sweet are the uses of adversity"। কবি যে দিন তাঁহার "দয়ার বিচার" গান করাইয়া শুনাইলেন সে দিনের কথা এ জীবনে ভুলিব না।

তাঁহার কবিতার সমালোচনা আমার সাধ্যাতীত। যোগ্যতর ব্যক্তি সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার ধর্মভাবপ্রবণতার বিষয়ে কিছু না বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে পারি না।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিতের এক স্থানে বলিয়াছেন,—তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝাইয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে—কি প্রকারে কীর্তি রাখিয়া গেলেন তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির বলে বলীয়ান হইয়াই কবি রজনীকান্ত সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে সাহসী হইতেছি।

এক কথায় বলিতে হইলে—রজনীকান্ত সাধক ছিলেন যথেষ্ট হইল। কবিতাপুষ্প চয়ন করিয়া রজনীকান্ত আবেগের ধূপ-ধূনাতে আমোদিত করিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে সাধনা-উৎস প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা শুধু কবির স্বীয় হৃদয়ের পবিত্র নিলয়টি অধিকতর পবিত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—উহা বঙ্গবাসীর অন্তঃস্তলে প্রবেশ করিয়া সরল সাধনার একটি যুগ আনয়ন করিয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে; কেন না পাঠক হয়তো এতাদৃশ প্রশংসাবাদকে কোনরূপ অপকৃষ্ট আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে পারেন। রজনীকান্ত ধর্মপ্রচারক নহেন, অথচ নব্যবঙ্গে সরল সাধনার যুগ আনয়ন করিয়াছেন। শুনিলে স্বতঃই মনে সংশয় ও সন্দেহের উদয় হইতে পারে। কিন্তু কথাটার মীমাংসা করিতে হইলে রজনীকান্ত কোন্ শ্রেণীর সাধক তাহা সম্যক বুঝিতে হইবে। বঙ্গের এমন কোন সন্তান নাই যিনি সঙ্গীতজ্ঞ সাধু রামপ্রসাদকে সাধক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন—বরং সাধক রামপ্রসাদ, ইহাই বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে রামপ্রসাদের আখ্যা। তাঁহার সাধনার উপকরণ সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহা আর কিছুই নহে—গভীর আবেগপূর্ণ সঙ্গীতই তাঁহার ফুল-বিল্বপত্র, প্রেমাশ্রু তাঁহার গঙ্গোদক, তন্ময়তা তাঁহার 'আনন্দম্'। কবি রজনীকান্তও এই শ্রেণীর সাধক। যাঁহারা এই সাধু ও সদ্‌জন কবিবরকে দেখিয়াছেন,

যাঁহারা তাঁহার জীবনের সুখদুঃখ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার আর্থিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্বাধিক অবস্থা জ্ঞাত; যাঁহারা এই বিনীত উদার ধর্মপ্রাণ কবিপ্রবরের দয়াদাক্ষিণ্য সরলতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত, তাঁহারা একবাক্যে সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, রজীকান্ত প্রকৃত সাধক ছিলেন। সংসারে থাকিয়া ধন-রত্নস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শিক্ষা-জ্ঞান সমাজ-সংস্কারে জীবন ঢালিয়া দেওয়া যায়—রজনীকান্ত তাহারই উদাহরণ। যিনি পরের মুখে সুখ্যাতি, বাহবা শুনিবার জন্য কর্ম করিয়া থাকেন, তিনি কর্মী হইতে পারেন, কিন্তু কর্মযোগী নহেন।

সঙ্গীত সাধনার উপায়—সঙ্গীত ভাবের পরিচায়ক—সঙ্গীত প্রাণের সরল প্রস্রবণ—সঙ্গীত প্রাণের ক্লান্তি ক্লেদ অপনয়নকারী—এই সঙ্গীতই রজনীকান্তের সাধনার পথ, তিনি বনবিহঙ্গের ন্যায় যখন তখন আপন মনে ভাবের বন্যায় নাচিতেন, গাহিতেন। প্রাণের ব্যাকুলতা, সর্ববিধ অবসাদ—হৃদয়ের দুর্বলতা—অবিরাম তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। শিশু যেমন আবদার করিয়া—মায়েব অবাধ্য হইয়া—পীড়িত হইয়া পুনবায় মায়ের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হয়, রজনীকান্তের পারমার্থিক কবিতাগুলিতে এই একই ভাব প্রবাহিত দেখিতে পাই। কবির সরল প্রাণের নিভৃততম প্রদেশে কি যেন এক অতৃপ্ত বাসনার ঢেউ হৃদয়টাকে বিপর্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে—কি যেন পৃথিবীর পাপ ও তজ্জনিত অনুশোচনা হৃদয়ের গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে তরল অয়ঃস্রোত ঢালিতেছে,—তাই কবি রহিয়া রহিয়া আকুল প্রাণে সেই একই তান ধরিয়াছেন! মানুষের, পৃথিবীর, সমাজের গভীর পঙ্কিলতা, কপটতা, পার্থিব নৈরাশ্যের বিষম প্রবাহ দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাই যেন কবি সরল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া তাঁহারই চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—

"আমি শুনেছি হে তৃষাহারি!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি।"

এই ভাব লহরী যখন কবি তাঁহার স্বীয় সুমিষ্টকণ্ঠে গায়িতেন, মনে হইত যেন কোথায় আসিয়াছি—মুহূর্তের জন্য যেন পার্থিব ক্ষুৎপিপাসা ভুলিতে সমর্থ হইয়াছি! কি যেন এক গভীর বিশ্বাস, কি যেন এক গভীর আনন্দ, আবার কি যেন এক সুখ-বিজড়িত প্রীতিপ্রদ অবসাদ—যাহা ভাষায় প্রকাশ অসাধ্য তাহাই আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে! কি গভীর ভাব! কি গভীর ব্যাকুল বিশ্বাস!! কি সরল অথচ মর্মস্পর্শী কল্পনা!!! পাঠক, কল্পনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত কর, যদি কখনও, পথের ধূলায় অন্ধ হইয়া প্রশান্ত দিগন্তবিস্তারিত জলধির কূলে আসিয়া দেখ যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, উৎকট বাত্যাতাড়িত হইয়া ঊর্মিরাশি প্রণয়ালিঙ্গনের ভাব পরিহার করিয়া ক্রোধে ভীমরবে গর্জন করিতেছে, নীল জল গভীর কৃষ্ণাভ হইয়া ভীতি সঞ্চার করিতেছে,—জড় প্রকৃতির সেই উলঙ্গ-উন্মত্ত নর্তনের সময় যদি তুমি কূলে "খেয়ার" প্রত্যাশায় আসিয়া দেখ "খেয়া বন্ধ"—খেয়া নাই, হায়, জানি না সে অবস্থায় কাহার না হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়! আবার ততোধিক শোক-তাপ, বিরহ-বিচ্ছেদ-ধূলিতে আচ্ছন্ন সংসারের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যদি ক্লিষ্ট পান্থ ভবজলধিতটে আসিয়া দেখে যে, কাণ্ডারী-

হীন খেয়া কালের ফেনিল নর্তনে মগ্নপ্রায়—যদি সেই ঘোর আবর্তে আশার ক্ষীণ রেখা মাত্র দেখিতে না পায়—জানি না এ বিষম সংঘাতে বিশ্বাসের দৃঢ় যষ্টি ভিন্ন কে তাহাকে তুলিয়া ধরিবে! তাই যেন কবি গাহিয়াছেন—

"হ'য়ে পথের ধুলায় অন্ধ
এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে বসে পার কর বলে
(পাপী) ডাকে কেন দীন শরণে!"

এই প্রশান্ত ভাব কবির প্রত্যেক ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতাতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান—এইভাব প্রত্যেকের হৃদয়স্পর্শী প্রত্যেকের অনুকরণার্হ।[২]

রজনীকান্ত-প্রসঙ্গ

দীনেশচন্দ্র সেন

এই সময়ে আর একটি লোকের সঙ্গে আমাব পরিচয় হইয়াছিল, এখনও তাঁহার কথা মনে পড়িলে চক্ষে জল আসে। হায় কবি রজনী সেন! আমার কাঁটাপুকুরের বাড়িতে এমন অতিথি আর পাইব না। কত রাত্রি দুইটা পর্যন্ত যে ইনি কোকিলকণ্ঠে গান করিয়া মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়াছেন! যিনি যেখানে বসিতেন, তিনি সেইখানেই ছবির মতন বসিয়া থাকিতেন—তাঁহার কথা কত বলিব! তাঁহার গানগুলি তো এখনও আছে, পাড়াগাঁয়ে কোকিলের ডাক, পাপিয়ার গান যেমন অহরহ শুনা যায়—রজনী সেনের গান শোনাও তেমনই সুলভ, কিন্তু যে ভক্তিতে 'হে বিশ্ববিপদ-হন্তা, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা, তব শ্রীচরণতলে নিয়ে যাও মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে' তিনি উন্মত্তের মত, সুরলহরীর ঐন্দ্রজালিক মোহ সৃষ্টি করিয়া গাহিতেন, সে ভক্তি আর কোথায় পাইব? আমাব বাড়িতে একটা হাবমোনিয়াম এখনও আছে, যাহা বজনী সেনের হাতে পড়িয়া তাঁহার স্পর্শসুখে অধীরভাবে ভগবানকে যেন ডাকিয়া কথা শুনাইত, 'ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, এক পাও ফিরে যাও নি' প্রভৃতি গানের কবিমুখোচ্চারিত সুরটি এখনও যেন স্বপ্নোত্থিতের মত শুনিতে পাই। রজনী তর্কযুদ্ধ ভালবাসিতেন না, গাহিয়া গাহিয়া কণ্ঠরোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যখন সেই কণ্ঠ ডাক্তারগণ নিষ্ঠুরভাবে কাটিয়া দিলেন, তখন কোকিলের কাকলি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ছিন্নকণ্ঠ কোকিলকে কলিকাতার হাসপাতালে দেখিয়া যে কষ্ট বোধ করিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। প্রাণটা ছিল তাঁহার শিশুর মত কোমল। একদিন এক ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়া বাহাদুরী লইতেছিলেন; সতী যেরূপ শিবনিন্দা শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন সেইদিন রজনীর মুখে সেইরূপ নির্মম আঘাত পাওয়ার ভাব দেখিয়াছিলাম। সেই তর্কশাস্ত্রের বাহাদুর রজনীর মুখের ভাব দেখিয়াই তর্ক চালাইবার সাহস পাইলেন না; কোন অকথিত ত্রাস ও লজ্জার ভাবে চুপ করিয়া গেলেন। রজনীবাবুর গান শুনিবার জন্য একদা মহারাজ

২. 'ভারতবর্ষ', ভাদ্র, ১৩২০।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আমাকে চিঠি লিখিয়া সময় ঠিক করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেদিন সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত মহারাজ-প্রাসাদে আমরা তাঁহার গান শুনিয়াছিলাম। মহারাজ নির্দিষ্ট সময়ে আহারাদি করিতেন, কখনই প্রায় ব্যতিক্রম হইত না। কিন্তু সেদিন সময় অতিক্রম হইয়া গিয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে রজনী একদিন আমার বাড়িতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর বসিয়া গিয়াছে; কথা চাপা, যেন গলা দিয়া বাহির হইতেছিল না; বুঝিলাম গলায় ক্যান্সার হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "গুরুদাস লাইব্রেরী আমার 'বাণী ও কল্যাণী'র মুদ্রণস্বত্ব ৪০০ টাকা মূল্যে কিনিবেন, কিন্তু আমাকে তাঁহাবা চেনেন না, আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, তবে টাকাটা এখনই পাইতে পারি।' আমি বলিলাম, 'আমার জ্বর হইয়াছে, উঠিবার সাধ্য নাই। হরিদাসবাবুকে চিঠি দিতেছি, আমাব হাতের লেখা তাঁহারা চেনেন, চিঠি পাইলেই টাকা দিবেন।' শুনিলাম, চিঠি লইয়া গিয়া তিনি টাকা পাইয়াছিলেন।[৩]

কান্তকবি

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

রজনীকান্তের সঙ্গে রাজসাহী কলেজের সম্পর্ক ছিল। আমার সঙ্গেও এই কলেজের কিছু-কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। এই কলেজের আলোচনা সভায় রজনীকান্তের স্মৃতি-সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়া ও সেই সভায় আমাকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়া, বর্তমান অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ এই কলেজের পূর্বতন ছাত্রবৃন্দের প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্বতন ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে আমি বার বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আজকার এই সৌভাগ্যে পূর্বকালের অনেক কথা স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে, যেন বাল্যকালের অনাবিল সৌন্দর্য আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

বজনীকান্ত নাই। মৃত্যুর পরপারে গিয়া রজনীকান্ত অমর হইয়াছে, যে কেবল 'আমাদের' ছিল সে এখন সমগ্র বাঙ্গালার 'সকলের' হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে। সমগ্র বাঙ্গালার সকলে তাহাদের 'কান্তকবির' পরলোকগমনে কত ভাবে শোকপ্রকাশ করিয়াছে, আমি কিছুই করি নাই। কেন করি নাই, তাহা বলিবার জন্য অবসর লাভ করি নাই, আজ আপনারা আমাকে সেই অবসর দিয়াছেন। আমি রজনীকান্তের সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার জন্য এখনো যোগ্য হইতে পারি নাই। কোনো কথা বলিতে হইলে, বাগ্মীপ্রবর এডমন্ড বার্কের পুত্রের অকালমৃত্যুর পর তাঁহার বক্তৃতার ভাষায় আমাকে বলিতে হইত, 'যাহারা থাকিবে তাহারা চলিয়া গেল; যাহারা চলিয়া যাইবে, তাহারাই পড়িয়া রহিয়াছে।' আজ রজনীকান্ত আমার জন্য শোক করিবে; তাহা না হইয়া, বিধাতার বিধানে তাহার জন্য আমি শোকপ্রকাশ করিতেছি। আমার পক্ষে ইহা কিরূপ মর্মন্তুদ ব্যাপার, রাজসাহীতে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

---

৩. *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, ২য় মুদ্রণ—দীনেশচন্দ্র সেন। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৬, পৃ. ২৩২।

যে রচনা-প্রতিভার বিকাশগৌরবে রজনীকান্ত গৌরব লাভ করিয়া আমাদিগকেও চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতৃধন ছিল। তিনি তাঁহার পিতার রচিত হস্তলিখিত খাতানিবদ্ধ কবিতাগুলির আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাইতেন। ভাবে ভক্তিতে রচনালালিত্যে সে কবিতা বড় মর্ম্মস্পর্শ করিত। আমার দ্বারা সেগুলি সম্পাদিত হইয়া পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, সেই আশায় রজনীকান্ত খাতাখানি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভূমিকম্পের[৪] অত্যাচারে যখন আমার পূর্বসঞ্চিত গ্রন্থরাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সে খাতাখানিও অন্তর্হিত হয়। আর পাওয়া যাইবে না বলিয়া রজনীকান্তের নিকট কত লজ্জিত ছিলাম। রজনীকান্তের পরলোকগমনের অল্পকাল পরে জানিয়াছি, সে খাতা বিনষ্ট হয় নাই, তাহা কুড়াইয়া লইয়া আমারই একজন রক্ষা করিতেছেন। তিনি তাহা হইতে নানা অংশ উদ্ধৃত করিয়া 'প্রবাসী'[৫] পত্রে একে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন,—রজনীকান্ত কোন্‌স্থান হইতে রচনা-প্রতিভার বীজগুলি লাভ করিয়াছিলেন।

এই বীজগুলি অনুকূল ক্ষেত্রপ্রাপ্ত না হইলে অঙ্কুরে বিনষ্ট হইত কি ফলফুল প্রসব করিত, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু রজনীকান্তের শিক্ষাক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র সর্বাংশে ইহার অনুকূল হইয়া ছিল। আমাদের পঠদ্দশায় রাজসাহীর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে রচনাশিক্ষার আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে যিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন তাঁহার নাম শরৎচন্দ্র, তিনি এখনও শরচ্চন্দ্রের মতোই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছেন। রজনীকান্ত যখন অধ্যয়ন-নিরত তখনও রাজসাহী কলেজে ইঁহার স্মৃতি ও আদর্শ বর্তমান ছিল। তাহার পর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত রচনা প্রতিভাবিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সংগীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে, অন্যকে শুনাইবার পূর্বে আমাকে শুনানো হইয়াছে; মজলিশে সভামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে। ইহা রাজসাহীর পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য কথা। তথাপি সংগীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, সরলতা ছিল, সহৃদয়তা ছিল, রচনাপ্রতিভা ছিল, কিন্তু আত্মপ্রকাশে ইতস্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটিয়া গেল, তাহা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের একটি জ্ঞাতব্য কথা। তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক আছে বলিয়া, আমার নিজের কথাও বলিতে হইবে। ইহাকে কেহ আত্মকথা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, আমাকে ভুলিয়া গিয়া ইহা যে রজনীকান্তের জীবনের কথা, সেইভাবেই ইহাকে গ্রহণ করিবেন।

সেবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার জন্য একখানি ডিঙ্গি নৌকায়

৪. ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৩০ জ্যৈষ্ঠ ভূমিকম্পে রাজশাহীর বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৫. 'একখানি অপ্রকাশিত কাব্য'—শ্রীজগদীশ্বর রায়। 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৮।

উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় তীর হইতে রজনী ডাকিলেন—

'দাদা ঠাই আছে?'

তাঁহার স্বভাব এরূপই প্রফুল্লতাময় ছিল। অল্প কাল পূর্বে, 'সোনার তরী'[৬] বাহির হইয়াছিল। রজনী তাহারই উপর ইঙ্গিত করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হয়তো আশা ছিল আমি বলিয়া উঠিব—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী,
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি!

আমি বলিলাম 'ভয় নাই নির্ভয়ে আসিতে পার, আমি ধানের ব্যবসায় করি না।'

এইরূপে দুইজনে কলিকাতায় চলিলাম। সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বোলপুর যাইবার সময়ে রজনীকান্তকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকটে উৎসাহ পাইয়াও রজনীকান্তের ইতস্ততঃ দূর হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্ত বলিল— 'সমাজপতি[৭] থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না।'

মুখে যে যাহা বলুক, সমাজপতির সমালোচনার ভয়ে কবিকুল যে কিরূপ আকুল তাহার এইরূপ অভ্রান্ত পরিচয় পাইয়া প্রিয়বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতিকে জলধরের কলিকাতার বাসায় আনাইয়া নূতন কবির পরিচয় না দিয়া গান গাহিতে লাগাইয়া দিলাম। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সংগীতসুধাপানে আহারের কথাও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু করিতে হইল না, সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। ইহার পর আলবার্ট হলের একসভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতের পরে রজনীর সংগীত যখন দশজনে কান পাতিয়া শুনিল তখন রজনীর ইতস্ততঃ মিটিয়া গিয়া আমার ইতস্ততের আরম্ভ হইল।

আমার ইতস্ততের যথেষ্ট কারণ ছিল। আমাকে পুস্তকের ও পুস্তকে মুদ্রিতব্য প্রত্যেক সংগীতের নামকরণ করিতে হইবে, গানগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া কোন্ পর্যায়ে কোন্ শ্রেণী স্থান পাইবে, তাহাও স্থির করিয়া দিতে হইবে, এবং গ্রন্থের ভূমিকাও লিখিতে হইবে—এই সকল শর্তে রজনীকান্ত গ্রন্থ-প্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সংগত হইয়াছে কি না ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে, তবে আমার পক্ষে দু একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের নাম হইল 'বাণী'। সংগীতগুলিরও একরূপ নামকরণ হইয়া গেল। শ্রেণীবিভাগও হইল—তাহারও নামকরণ হইল—আলাপে বিলাপে প্রলাপে। কিন্তু গানগুলি কোন্ পর্যায়ে সাজাইব, প্রলাপে বিলাপে আলাপে—বিলাপে-আলাপে প্রলাপে—বিলাপে প্রলাপে আলাপে—অথবা আলাপে প্রলাপে বিলাপে? ইহা স্থির

---

৬. 'সোনার তরী', প্রথম প্রকাশ ১৩০০।

৭. 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯১২)।

করিতে গিয়া আমাকে প্রকারান্তরে সমালোচনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং আমাব বিচারে হাস্যরসের গানগুলি নিকৃষ্ট বলিয়া 'প্রলাপ' নাম দিয়া তাহাকে সকলের শেষে ঠেলিয়া দিয়াছিলাম, তাহাই সমধিক করতালি আকর্ষণ করে। কিন্তু দেশের অশিক্ষিত নরনারী কি ভাবে গানগুলি গ্রহণ করিয়াছে তাহার সন্ধান লইতে গিয়া দেখিয়াছি, সভামণ্ডপে ও শিক্ষিত-সমাজে যাহাই হউক, রজনীকান্তের হাস্যরসের গানগুলি জনসাধারণে তেমন গ্রহণ করে নাই। তাহারা তাঁহার 'আলাপ' ও 'বিলাপ'ই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা কলাবিদ্‌দিগেব নিকটেও আদর পাইয়াছে। বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করা কত কঠিন তাহা না জানিয়া অনেকেই পদ্যেগদ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। মূল রস চারিটি—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর, বীভৎস। তাহা হইতে পর্যায়ক্রমে উদ্ভূত হয়—হাস্য, করুণ, অদ্ভুত এবং ভয়ানক।

শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেৎ হাস্যং রৌদ্রাচ্চ করুণোরসঃ
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তি বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ।।

ইহাই আমাদের দেশের চিরন্তন সংস্কার। সুতরাং 'হাস্যরস' নামে যাহা সচরাচর অভিহিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই 'ভয়ানক' রস নামেই কথিত হইতে পারে। রজনীকান্ত ইহা জানিতেন। এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিতেন এবং কিরূপ বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করিতে পারিতেন তাহা এই সভায় 'দেবলোক-হিতৈষিণী' নামক কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া সকলেই অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তথাপি রজনীকান্তের 'আলাপ'ই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার ধারণা, তাহা অনাবিল, তাহা মধুময়, তাহা ভাবে ভক্তিতে রচনালালিত্যে অনুপম।

রাজসাহী হইতে সাহিত্যালোচনা অন্তর্হিত হয় নাই। শীঘ্র হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। তাহার প্রমাণ আজ এই সভাস্থলেই প্রাপ্ত হইয়াছি, ছাত্রবৃন্দ যে রচনাপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, কেহ কেহ যে সুন্দর সুন্দর রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আজ রজনীকান্ত পরলোকগত। কিন্তু আজ তাঁহার জন্য উচ্চ কলরবে কতকগুলি অশিক্ষিত লোক উর্ধ্ববাহু হইয়া হায় হায় করিলে, তাঁহার স্মৃতিসম্বর্ধনা হইত না। যাঁহারা সুশিক্ষায় স্বদেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই সকল অধ্যাপকবৃন্দ ও তাঁহাদের প্রতিভাশালী ছাত্রবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া এই বিদ্যামন্দিরে পরলোকগত কবির প্রতি সমাদর প্রদর্শনের জন্য যাহা করিলেন, ইহাতে আমাদিগের শোক অপনোদিত হইল; পরলোকগত আত্মাও ইহাতে সমধিক তৃপ্তি লাভ করিবে।'[৮]

৮. রাজসাহী কলেজ অ্যাসোসিয়েশনে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ। দ্র. 'মানসী', কার্তিক ১৩১৯।

কান্তগীতি : স্বরলিপি

মিশ্র। রূপকড়া

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসালো নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত্ত করিব শীতল
তোমারি নব ঘন চন্দনে॥
কবে তোমাতে আমি হয়ে, আমাতে তুমি তারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা।
পরান শিহরিবে, আকুল হবে মন,
বিপুল পুলক-স্পন্দনে॥
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
পরান কাঁদিবে না, চরণ টলিবে না,
চরণ টলিবে না, পরান গলিবে না,
কাতর আকুল ক্রন্দনে॥

রা গা -া II {সা রা রা । গা -া। গা গা -া I মা মা মা । গা -মা । রা সা -া I
ক বে ০ তৃ ষি ত এ ০ ম রু ০ ছা ড়ি য়া যা ০ ই ব ০

I মা মা মা । মা -া। গা গমা রগা I {-রগা -রমা মা । গা -মগা । রা গা -া)} I
তো মা রি র ০ সা লো০ ন০ ০০ ০ন্ দ নে ০০ ক বে ০

II I -রগা -রমা মা । গা -া। গা গা -া I {পা র্সা না । সা -া । র্রা র্সা -পা I
০০ ০ন্ দ নে ০ ক বে ০ তা পি ত এ ০ চি ত্ত ০

I ধা পা পধা । পধা -পা। মা গা (-মা)} I -া I মা মা মা । মা মা । গা গমা রগা I
ক রি ব০ শী০ ০ ত ল ০ ০ তো মা রি ন ব ঘ ন০ চ০

I -রগা -রমা মা । গা -মগা। রা গা -া II
০০ ০ন্ দ নে ০০ "ক বে ০"

পা পা -ধা II {মা পা পা । পা পা। না না -া I র্সা র্সা না । র্সা না । র্সা র্সা -া I
ক রে ০ তো মা তে আ মি হ রে ০ আ মা তে তু মি তা রা ০

I পা র্সা র্সা । র্সা র্সা। র্রা র্সা -া I না না ধনা । পা র্সা । র্সা না -া} I
তো মা রি না ম নি তে ০ ম র ণে০ হ বে ধা রা ০
[পা]

I {র্সা র্সা না । র্সা না । র্সা র্সাঃ -াঃ I ধা পা ধা । পা ধপা। মা গা -া} I
প রা ন শি হ রি বে ০ আ কু ল হ বে০ ম ন ০

I মা মা মা । মা -া । গা গমা রগা I -রগা -রমা মা । গা -মগা। রা গা -া II
বি পু ল পু ০ ল ক০ স্প০ ০০ ০ম দ নে ০০ "ক রে ০"

পা পা -ধা II {মা পা পা । পা পা । না না -া I র্সা র্সা না । র্সা -া। র্সা র্সা -া I
ক রে ০ ভ বে র সু খ দু খ ০ চ র ণে দ ০ লি য়া ০

I পা -র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্রা র্সা -া I না না ধনা । পা -র্সা। র্সা না -া} I
যা ০ ত্রা ক রি য গো ০ শ্রী হ রি০ ব ০ লি য়া ০

I র্সা র্সা না । র্সা না । র্সা র্সাঃ -াঃ I ধা পা ধা । পা ধপা। মা গা -া I
প রা ম কাঁ দি বে না ০ চ র ণ টি০ লি০ বে না ০

I পা র্সা না । র্সা না । র্সা র্সাঃ -াঃ I ধা পা ধা । পা ধপা। মা গা -া I
চ র ণ টি লি বে না ০ প রা ন গ লি০ বে না ০

I মা মা মা । মা -া । গা গমা রগা I -রগা -রমা মা । গা -মগা। রা গা -া II II
কা হা র আ ০ কু ল০ ক্র০ ০০ ০ন্ দ নে ০০ "ক রে ০"

মিশ্র। একতাল

কেন বঞ্চিত হব চরণে,
আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে॥
আহা তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ, তরিতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,
হয়ে পথের ধুলায় অন্ধ
ঘাটে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?

তবে পারে বসে, 'পার কর' বলে, পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে॥
আমি শুনেছি হে তৃষাহারি!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি।
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার,
একি সব মিছে কথা, ভাবিতে যে ব্যথা বড়ো বাজে প্রভু মরমে॥

সা সা II সা -া পা । পা গা মা। মা পা পা । -া পা পা I
কে ন ব ০ ঞ্চি ত হ্ ব চ র ণে ০ আ মি

I মা ধা ধা । ধা ধা ধা। মা ধা ধা । ধা পা ধা I
ক ত আ শা ক রে ব সে আ ছি পা র

I পা ধা পা । মা পা -া। পা পা রা । -া সা সা II
জী ব নে না হ য় ম র ণে ০ কে ন"

মা পা II {মা -া পা । মা পা মা। পা পা রা । -া (মা পা)} I -া -া I
আ হা তা ই য দি না হি হ বে গো ০ আ হা ০ ০

I {রা ধা ধা । ধা ধা -া। মা ধা ধা । ধা পা ধা I
পা ত কী তা র প্ তি তে তা পি ত

I পা ধা পা । মা পা মা। গা পা রা । (-া -া -া)} I -া মা মা I
আ তু রে তু লে না ল বে গো ০ ০ ০ ০ হ রে

I {না না -া । না না র্সা। র্সা -া র্সা । -া (পা পা I
প থে র ধু লা য়্ অ ন্ ধ ০ এ সে

I পা না না । না না না। র্সা -র্সা র্রা । -র্সা র্রা র্সা)} I পা পা I
দে খি ব কি খে য়া ব ০ ন্ধ ০ হ রে ঘা টে

I পা মা মা । না না না। র্সা -র্সা র্রা । -া পা পা I
দে খি ব কি খে য়া ব ন্ ধ ০ ত বে

I {র্সা র্সা র্সা । না র্সা -া। ধা পা ধা । পা মা পা I
পা রে ব সে পা র্ ক র ব লে পা পী

I মা ধা পা । মা পা মা। পা গা রা । -া (পা পা)} I সা সা II
কে ন তা কে নী ল শ য় নে ০ ত বে "কে ন"

মা গা I {মা ধা পা । মা পা মা। পা -'গা রা । (-া মা পা)} I -া রা রা I
আ মি শু নে ছি হে তু যা হা ০ রী ০ আ মি ০ তু মি

I {রা ধা ধা । -া ধা ধা। মা -ধা ধা । ধা পা পধা I
এ নে দা ও তা রে প্রে ০ ম অ মৃ ত০

I পা ধা পা । মা গা মা। গা -গা রা । -া (রা রা)} I পা পা I
তৃ ষি ত যে চা হে বা ০ রি ০ তু মি তু মি

{না না না}
I {পা পা পা । না -া না। র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I
আ প না হ ই তে হ ও আ প না র

I পা -া না । মা না না। সা র্রা র্রা । (র্জা র্রা -র্সা)} I র্রা র্রা পপা I
যা র্ কে হ না হি তু মি আ ছ তা র চ তার্ একি

I {র্সা -া র্সা । না র্সা র্সণা। ধা পা ধা । পা মা গা
স ব মি ছে ক থা০ ভা বি তে যে বা থা

I মা ধা পা । মা পা মা। পা গা রা । -া (পা পা)} I সা সা II II
ব ড়ো বা জে প্র ভু ম র মে ০ এ কি "কে ন"*

- -

* সংগীত দুটির স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী -কৃত। দ্র. 'সঙ্গীত-প্রকাশিত', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১১; এবং 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৭২, পৃ. ১৩৫-১৩৯।

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী